B.B. 1988

Open deacidify
laminate with guard
and bind

রেকর্ড	পৃষ্ঠা
দেখ রে নয়ম মন	২৩৯
দেখলে তারে চুলোচুলি	৫৩৩
দেখ লো সজনী	৫৬৯
দেখ সখি বসন্ত রায়	১৪৪
দেখা কেন দাও না সখা	১
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালি	৫১১
দেখা পেলাম ফাল্গুনে	৪৩৫
দেখায়ে যাও এ অধীনে	২৪৮
দেখা হবে ছাতনাতলায়	১০
দেখে এলাম তারে সখি	৫৫
দেখেছি রূপসাগরে	৪১২
দেখে যা দেখে যা দেখে যা	৭১৩
দে দে আমাদের ব্রজের	১৫৩
দেলো সখি দে পরাইয়ে	৭১৪
দেশ দেশ নন্দিত করি	৩৯১
দোকানী ভাই দোকান	৫৩৫
ধর ধর মালা পর গলে	৭০৬
ধর ধর হে সখা প্রণয়হার	১৬২
ধর যা আছে আমার	১৮৯
ধর হে বারিদ মিনতি মোর	১০৬
ধিক্ ধিক্ তোরে নিঠুর	১৫২
ধিকং রাজা ধিকং তোরে	১৪৮

রেকর্ড	পৃষ্ঠা
ধিনতা ধিনা পাকা নোনা	৫২৩
ধীরে ধীরে কর পার	৭৯
নগর সঙ্কীর্ত্তন	২৪৯
নজরা দিল বাহার	২২৩
নতুন রাঁধুনী হয়েছি	৭৬
নন্দ-কুল-চন্দ্রমা	১৪৬
নবকুমার ও মতিবিবি	৬৫৮
নবঘন শ্যাম মূরতী মনোহর	১২
নব জলধর পিতাম্বর শ্যাম	১৮
নবমী নিশি আর	৫৪৬
নবমী নিশি পোহাল	৪৬০
নবযুগের পিতৃভক্তি	২৮৪
নব্যা স্ত্রী	৭০৮
নবীন যৌবনে কত আশা	৪২০
নয়ন গলিয়ে যায়	৬৮
নয়ন চাহিছে হেরিতে	৭১১
নয়ন মুদিয়ে কেন মা অভয়ে	৩৯
নয়নে নয়নে চকিত চাহনী	১৪০
নয়নে নয়নে যবে হ'ল	১৬৪
নয়নেরই ঘুমঘোর মুছে	৪৯৮
নরেন্দ্র ও হেমলতা	৬৪১
নাইরে বেলা নাবলো	৭০৫

রেকর্ড।	পৃষ্ঠা।

রেকর্ড।	পৃষ্ঠা।	রেকর্ড।	পৃষ্ঠা।
বরের বাপের শ্রাদ্ধ	২০৬	বাদল মেঘে মাদল বাজে	৩৯৪
বলজী, খিজির খাঁ, দেবলা	৪৪৮	বাবু সাজ মন ...	২২৪
বল তারে ভুলি কেমনে	১৮৮	বামে ল'য়ে রাইকিশোরী	২২২
বল দেখি ভাই শিবের	৪৯১	বারি ঝরে ঝর ঝর	১৬০
বল বল বল সবে ...	৩৯৮	বারে বারে ডাকি তোমায়	২৪৭
ব'লো গো আমার কথা	৫১৪	বাসনা ছিল মা মনে	২৪২
বলো গো তারে সই	১১৪	বাসিবে না যদি ভাল	৪২১
বসিয়া বিজন বনে	১৭৬	বাহারে পয়সা ...	২০৮
বহুদিন পরে ...	১৪৩	বিচ্ছেদের এত দুঃখ	১৯৫
বহুদূর হতে এসেছি আমি	৬২	বিড়াল ...	২১৬
বাঁধ্ না তরীখানি	৪	বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায়	১৮৭
বাঁধ মা বাঁধ মা ...	৭১	বিধি যা লিখে ললাটে	৫১০
বাঁধি যত মন	১৭৭	বিধি যার কর্ণে	৫৫৭
বাঁধিয়ে কি দিয়ে ...	৫৮	বিফল জনম সমান স্বপন	২৩৬
বাঁশী শুনে আকুল পরাণ	৫১৭	বিবাহ (ছাদনাতলা)	২৬৪
বাঙ্গাল বৈষ্ণবীর গান	৫৯০	বিবাহ (বাসরঘর)	২৬৬
বাঙ্গালী পল্টনের শিবির দৃশ্য	৩৩৪	বিমল আনন্দে জাগ রে	৫৭৬
		বিমলা ও পরাশর	৩৫৩
বাজাওয়ে চিক্কণকালা	৬০	বিমূখী ভাবং ...	১৫৬
বাজে মুরলী মধুর তানে	৫৮৮	বিলিয়ে দিছিস পেটের	১৮৬
বাজে শ্যামের মোহন বেণু	৬২	বিশ্বরাজ হে কেন ডাক	৮৫
বাদল বাউল বাজায় রে	৪০২	বিশেশ্বর মহিম ও সমু	৩৪৬

জোনোফোন রেকর্ডের সূচীপত্র

বর্ণমালানুসারে

গ্রামোফোন রেকর্ড সঙ্গীত।

মিস্ আমোদিনী

পি ৫৭১১ সিন্ধু খাম্বাজ।

আর কিগো বাজিবে না মরমেরি বীণা মোর।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আরো কত নিশি হ'বে ভোর॥
এ জীবনের যত আশা, প্রাণ ভরা ভালবাসা
সকলই ত ফুরায়েছে আছে শুধু স্মৃতি-ডোর॥

গজল।

কুঞ্জবনে সাজের বেলায়, রাধা রাধা বলে কে বাঁশি বাজায়।
আসিব না ব'লে গিয়েছিলে চ'লে
আবার কেন দুঃখ দিতে গো আসিলে
বাঁশীর তানে উহু মরি মরি, কি করি কি করি প্রাণ যে
যায় হায়॥

পি ৫৮১৩ ঝিঝিট মিশ্র।

দেখা কেন দেওনা সখা,
একা থাকি কেমন করে;

না দেখিলে প্রাণে মরি;
প্রাণ যে কেমন করে।
তুলসী কুসুম লয়ে করে,
আছি সখা দাঁড়াইয়ে,
তুমি এলে তোমার পায়ে
সাজিয়ে দেব থরে থরে।
মজেছি হে তোমার প্রেমে,
পড়েছি বাঁধা চরণে,
কালাচাঁদ নিজগুণে রেখো মোরে শ্রীচরণে

সিন্ধু খাম্বাজ।

হাসিস্ কেন বল্‌না কুসুম,
প্রাণ ভোলান মুখটি তুলে।
মুখে লুকিয়ে রাখিস মধু
বল্‌না কারে দিবি বলে।
ধীরে ধীরে ধীর সমীরে
কি কথা তুই বলিস্ কারে;
বলনা কে তোর আছে আপন,
ভাল বাসিস্ হৃদয় খুলে।

পি ৬২০০ কেদারা (কমিক)

কত করে বাছিয়া যতনেতে রাঁধিয়া,
রাখিনু সাজায়ে সখা, খাইবে বলিয়া।
ডিম ভাজা দম ভাতে, ঝালে ঝোলে অম্বলেতে,
আসি বলে, কই এলে, সেই গেলে চলিয়া॥
অনেক হয়েছে রাতি—এস প্রিয়ে মাথা খাও,
ম্লানমুখী নিশাবাতি—আছি বসে দেখা দাও,
কিনে ইলিশ খেলে না'ক, মলে দুঃখ যাবে না'কো,
এ' পোড়া বরাতে নিলে, বেড়ালে তা তুলিয়া॥

দাদ্রা।

আড়াল থেকে উঁকি ঝুঁকি, মারবো কত আর।
সাম্‌নে আসি' শুনি বাঁশী হ'বে যা হ'বার (আমার)।
লোক ভয় থাকে যথা, প্রেমটা তথা মুখের কথা,
প্রাণে যদি লাগ্‌লো ব্যথা, ছুটলো নেশার তা'র।
যদি প্রাণ প্রেমের তরে, সপে থাকি শ্যামের করে,
ভাববো তবে কিসের তরে, ঠ'কবো বারে বার।

পি ৬৪১১ ঝিঁঝিট।

কত মরমের কথা রেখেছি যাপিয়া,
কহিব তোমারে বলিয়া গো।

কত বরসের পরে পেয়েছি আজিকে
যেওনা যেওনা চলিয়া গো ॥
কত শারদ সন্ধ্যায় মধু জোছনায়
কাঁদিয়াছি সখা কাঙ্গালিনী প্রায়
কত হা হুতাশ দীরঘ নিঃশ্বাস
রয়েছে হৃদয়ে মিশিয়া গো ॥

মিস্ নন্দরাণী

পি ৬৪১১ বেহাগ মিশ্র।

স্বপনে দেখা দিয়ে মরমে দিয়ে ব্যথা
বিষাদ ঢেলে প্রাণে চলিয়ে গেছ গো।
স্বপনে কয়ে কথা আমার কানে কানে,
নিমেষে মিলাইল কে জানে কিসে গো।
পুরাণ কত স্মৃতি জাগায়ে মৃত প্রাণে,
কাঁদিল কাঁদাইল ধরিয়ে চরণে—
সুপ্তি ভেঙ্গে গেল মরম ছিড়ে গেল,
কেমনে পাব সেই স্বপন ফিরেগো ॥

মিস্ আঙ্গুরবালা

৪৭২১ ছায়ানট।

বাঁধ না তরীখানি আমার এই নদীকূলে।
একা যে দাঁড়ায়ে আছি লহনা আমারে তুলে ॥

কোথা হ'তে আস তুমি বাহিয়ে তরণীখানি,
মুখপানে চেয়ে চেয়ে কোথা যাও নাহি জানি,
যখনি হেরেছি, মন সপেছি তোমারে ভুলে।
সাজায়ে এনেছি ডালা রেখেছি এই নদীতটে,
শুনেছি তোমারি গান রাগিনী সেই ছায়ানটে,
যাবে যাও চ'লে তুমি থেকোনা আমারে ভুলে॥

———

ভাটিয়ালি।

কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পথ পানে কভু তমাল পানে,
চেয়ে চেয়ে গেল আমার কাজল পরা জোড়া আঁখি॥
কালা বাজে যখন তোমার বাঁশী,
ঘরকন্না সব ভুলে যাই অমি রে আসি;
আমার কেশ বাঁধা হয় না, গা ঘষা হয় না,
আমাদের পা ঘষা হয় না, আরো হয়না কত কি।
(ও ছাই মনেওত পড়ে না)
কালা আমি তোমায় ভালবাসি ব'লে,
তাই কি তুমি ধর করে (ও আমার) কাল বাঁশী॥

———

পি ৪৭৫২ জঙ্গলা।

তোমারই গৃহে পালিত স্নেহে
তুমি ধন্য ধন্য হে।

আমার প্রাণ, তোমার দান,
তুমি ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছ আমারে,
জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন,
করেছে আমার নয়ন লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন,
তুমি ধন্য ধন্য হে।
হৃদয় বাহিরে স্বদেশে বিদেশে,
যুগযুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে
তুমি ধন্য ধন্য হে।

খাম্বাজ।

আমি গিয়াছিনু যদি আনিতে কিছু দিয়া সব আজি এসেছি।
মনের মাঝেতে কাহারে খুঁজিতে আপনা হারায়ে ফেলেছি॥
সেদিন উঠেছিল যেমতি জোছনা তাহারি বর্ণ হইল ম্লান,
আমি নীরব নয়নে ক্ষুদ্র এ প্রাণে তাহারি মূরতি এঁকেছি॥
প্রভাত কিরণে হাসিছে ধরণী ধীরে ধীরে চ'লে যায়,
আমি নিখিল বিশ্ব হারায়ে তখন পড়িনু লুটায়ে তাহারি পায়॥

তারি মুখচ্ছবি রাখি স্মরণে স্তব্ধ রজনী শয়নে,
আমি নিমেষে তাহারে দেখেছি ভাল নিমেষে প্রাণ দিয়েছি ॥

পি ৫১৮৫ ঝিঝিট খাম্বাজ।

আমি কত আশা ক'রে তোমারি দুয়ারে ভিখারির বেশে এসেছি ॥
খোল দ্বার খোল, তোল মুখ তোল, দেখ দেখ কত কেঁদেছি ॥
কি আছে আমার জান না কি তুমি, পথে পথে কেন কেঁদে
বেড়াই আমি,
যা ছিল আমার সকলি এবার বুঝি বা হারাতে বসেছি।

কানাড়া মিশ্র।

আমাদের, আমার বলিতে কে আর, যারা ছিল তারা গিয়েছে।
পাজর ভেঙ্গেছে, ঝাঁজর হয়েছে, বাকি শুধু প্রাণ রয়েছে।
উদাস নয়নে চারিধারে চাই, আপন বলিতে কারেও না পাই,
আপনার যারা ফেলে গেছে তারা, এ হৃদিশ্ম শান হয়েছে।

পি ৫২৬২ পিলুবারোঁয়া।

চরণে কিসে হয়েছি অপরাধী।
বলে দাও মাথা খাও, আমি চরণে ধরিয়া সাধি ॥
কেঁদে কেঁদে গেছে সারাটি জীবন, দাঁড়াও দাঁড়াও কেন চলে যাও,
হয়োনা আমার সুখে প্রতিবাদী।

ঝিঝিট খাম্বাজ।

আমি স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিলাম তাই প্রাণে বড় বাজে গো।
নিজ হাতে গড়া খেলাঘর খানি লাগিল না কোন কাজে গো।
এসেছ যদি হে এস আরো কাছে, দেখ এ হৃদয়ে কি জ্বালা রয়েছে,
কি যাতনা তুমি ত জান না, তাই মরি লোক লাজে গো॥

পি ৫৩০৬ দাদরা।

কে দিল তোমার গলে বনফুলের মালা।
কোথা হ'তে পেলে তুমি ও চিকণ কালা॥
যাও যাও বঁধু এসনা কাছে, তোমার প্রেমেতে কাজ কি আছে,
তুমি আস, মান রাখি, কর কত ছলা॥

গজল।

কি গুণ বল কি গুণ জানে হরি হে তোমার বাঁশের বাঁশী।
এই কি সাধনা তার কি মহিমা তোমার কেমনে ঢালে সে
অমিয় রাশি॥
পশিলে শ্রবণে সে স্বর-লহরী, জানি না কেন যে আপনা পাসরি,
কেন বা উঠে পরাণ শিহরি কে যেন মরমে পরালে ফাঁসি॥

পি ৫৫৯৪ ভাটিয়ালি।

রাধে তোর তরে ছল করে বাজাই বাঁশী।
তোর মুখ পানে, চাহি আকুল প্রাণে
চেয়ে চেয়ে দেখি তোর সুধা মাখা মধুর হাসি॥

আমার সাধা বাঁশী রাধা রাধা বলে ডাকে তাই
'সকলেই জানে,
আমার গোঠে যাওয়া হয় না বেশ ভূষা হয় না,
সদাই কদমতলায় থাকি, কেউ মানাও ত করে না।
(রাধে) প্রেমের গুরু তুমি আমার, আমি তোমার কাল শশী
তোরে বড় ভালবাসি ॥

পুরবী।

তুমি যা কর তা কর হরি
আমিত চলিলাম জলে,
বড় লজ্জা পাবে তুমি
দাসী তোমার লজ্জা পেলে,
জল আনিতে যাই ঘাটে যদি কোন বিঘ্ন ঘটে,
গলেতে ঘট বেঁধে ঘাটে ঝাপ দিব যমুনার জলে ॥

পি ৫৭১২ গৌরী মিশ্র

আমি হ'ব না তোমার বাধা।
শুধু পথে যেতে তব সরাইব বাধা ॥
কাছে কাছে রব বাঁধা।
হ'ব প্রখর আতপে ছায়া
শীতলিতে তব কায়া
পবনের পায়ে মেগে নেব সখা মন্দ মধুর হাওয়া ॥
বর্ষধারা মুছাব আঁচলে মিলাব চাঁদের সুধা ॥

বেহাগ মিশ্র।

দেখা হ'বে ছাঁদনা তলায়,
বলে গেল ইসারায়।
ঘটা করে বর এসেছে চুপিসাড়ে দেখে পালায়॥
বসে রব সভার মাঝে, হেথা আসা তার কি সাজে
লোকের কাছে পাছে লাজে যৌবন ভরে পড়ে যায়॥
ছি ছি কি আধিখ্যেতা বোঝে না মরমের ব্যথা
না খেলে লাজের মাথা মন যোগান হ'বে দায়॥

পি ৫৭৩৯ খাম্বাজ মিশ্র।

গোপিকা প্রাণধন গোকুল রঞ্জন কাঁহা মেরি প্রেমময়ী রাধা।
তোমায় না হেরিলে বিরহে তনু দহে এস হে হৃদয়ে কি আধা॥
আয়নে সঁপিয়ে তোমায় দুঃখনলে দহে হৃদয় রাই নামে বাঁশী সাধা।
যমুনা পুলিনে মধুর মূরলী তানে নিবারি প্রাণের প্রেম ক্ষুধা॥
রঙ্গে রাখাল সনে ধেনু চরাইনু বনে সঙ্গে লয়ে বলাই দাদা।
তোমারি মানের দায়ে ধরেছিনু দুটি পায়ে মাথায় বহেছি
নন্দের বাধা

পরজ।

কে বলে শ্যাম তোমায় কালো,
যে যা বলে বলুক লোকে কালই আমার ভাল।
কাল বলে যে যে লোকে, দেখুক তারা আমার চোখে,
দেখবে চাঁদের কিরণ মাখা ভুবন ভরা আলো॥

পি ৫৮৪১ সাহানা।

দুঃখ দেছ যদি তাহে নাহি ক্ষতি
সহিবারে দেহ শকতি,
তোমারি দান এ কান্না যদি
চাহি না লভিতে মুকতি ;
তোমার করুণা নিখিল জগতে
কোন্ পথে চলে কে পারে বলিতে
দুঃখ সুখ নাথ মিলিত তোমাতে
তোমার কঠিন মূরতি।

সুরট মল্লার।

তোমায় কি দিয়ে তুষিলে প্রাণ তোমায় পাব
মুখ ফুটে বলে দাও না দাও না,
কি কথা কহিলে ভাল গো বাসিবে,
তেমন দুটো কথা কও না কও না।
যেখানেই রাখি থাক গো অসুখী,
কোথাও কি সুখ পাও না পাও না ;
কাছে কাছে রাখি কাঁদ মুখ ঢাকি,
কাছে থেকেও কি সুখ পাও না পাও না ;

পি ৫৯৬৫

(ভাঙ্গা কীর্ত্তন)

নবঘন শ্যাম, মূরতি মনোহর
হামারি হিয়াপরে জাগে।
শ্রুতিমূলে চঞ্চল, কুণ্ডল মণিময়
পীতবাস দোলে পীত ভাগে।
ইন্দু বিনিন্দিত, কুন্দ কুসুম হাঁস
মণ্ডিত তব পদ যুগে।
মিনতি চরণ পরে ভকতি মিলাও বঁধু
নিতি নিতি নব অনুরাগে।
নীল নলিনীদল, আঁখি দুটি উজ্জ্বল
বিজলী চমকে রূপরাগে।
শত বিধু-নিন্দিত, চারুমুখ পঙ্কজ,
শিখি-পাখা শোভে শির-তাজে।
ভৃগুপদ চিহ্নিত, বিশাল-হিয়া মাঝে
পরিমল ফুলহার রাজে।

———

(ভাঙ্গা কীর্ত্তম)

শ্যাম মনে কি পড়ে গো যমুনায়,
যার পুলিনেতে বসি, ওহে কালশশী
শুনাইতে বাঁশী শ্রীরাধায়।
কোথায় ময়ূরী বকুল ডালে

কোথায় নন্দ গোপাল তোমার
রাখিলে পরাণ গো-পালে
তুমি ভকতের হরি, জীবনে মরণে
ভকতের লাগি ধরিতে চরণে
তাই হে মিনতি দাও হে সুমতি
ঠাঁই যেন পাই রাঙ্গা পায়।

পি ৫৯৮১ বেহাগ।

আমি ভাবনার হাত হ'তে
এড়াব মা কেমন ক'রে
যত ভাবি, ভাবিব না
তত যেন চেপে ধরে।
যত হাঁসি খেলা করি
ভাবনা মোর সহচরী
সদা ভেবে ভেবে মরি
পার হব মা কেমন করে।

আড়ানা।

ডাক দেখি মন তেমনি ক'রে
মা আমারে দয়া ক'রে
ডাকের মতন ডাক্‌লে পরে
মা কি আমার থাকতে পারে।

দয়াময়ী মা যে আমার
আছেন তিনি জগৎ জুড়ে ॥

—০—

পি ৬৪১২ পরজ মিশ্র।

প্রাণে ব্যথা দিয়ে যেওনা যেওনা
অবলা কাঁদালে ভাল তো হবে না।
আমি যে অবলা কিছু নাহি জানি,
প্রাণসখা তুমি যেওনা যেওনা।
আমি যে তব প্রেমের ভিখারী
কাঁদায়ে আমারে যেওনা যেওনা।
যাবে যদি তুমি ওহে প্রাণসখা,
মরম বেদনা দিও না দিও না ॥

—০—

সুরট মিশ্র।

ভাল বাসে কি না বাসে জানি না,
ভালবাসে যে সে জানে।
আমি তো ভাসি সুখেরি সাগরে,
তারি দরশনে ॥
একবার তারে হেরিলে নয়নে,
চেয়ে থাকি আমি আকুল পরাণে,
মনে হয় তারে হৃদয়েতে রাখি,
দিবানিশি যতনে ॥

পি ৬৪১৪

পথের কথা বলে দেবে কে আমাকে,
আমি যাব রে যাব রে সে দেশে যেথা সে থাকে।
বসে আছ তুমি কোন বনে, কার ধ্যানে এক মনে,
গাহিছ ও কি গান, করুণা নিদান, শুনে আকুল হল প্রাণ—
যাব কোন পথে যাব কার সাথে,
পথের মালিক কোথায় আমি পাব তোমাকে॥

———

বাগেশ্রী।

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী।
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি॥
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাক গো তুমি,
আমি রব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি॥

———

পি ৬৪৫৬ খাম্বাজ।

শ্যাম তুমি বাঁকা, বাঁকা তোমার মন।
বাঁকায় বাঁকায় মিলে গেছে, বাঁকা মদন মোহন॥
বাঁকা তোমার শিখী বাঁকা, বাঁকা তোমার চূড়া বাঁকা,
বাঁকা তোমার চরণ বাঁকা, বাঁকা দুনয়ন।

———

ভৈরবী।

ছি, ছি, হেরে গেলে শ্যাম (তুমি)
ডুবে গেল তোমার ভুবন ভরা নাম ।।
শকতির কি দাও পরিচয়,
ধরতে জান রমণীর পায়,
তুমি ভাগ্য, তুমি বিধাতা,
কে তোমায় হ'ল বাম ।।

পি ৬৪৮৭

গজল।

কি সুর বাজে ভাঙ্গা হৃদি মাঝে,
আমি জানি, আমার মন জানে।
কাহার ও ছবি, হৃদে রেখে ভাবি,
আমি জানি, আমার মন জানে ।।
যখনই ভাবি তোমারে পাব না,
তখনই জাগে মনেতে ভাবনা,
সে যে কি যাতনা, তুমি তো বোঝ না,
আমি জানি, আমার মন জানে ।।

গজল।

(আমি) কাননে কাননে তোমারি সন্ধানে,
বেড়াব দেখা কি পাব না।

মিলনেরি আশা নিভে যায় যদি,
তবু কি গো দেখা পাব না ॥
কি ফল জীবনে নিরাশা মাখানো,
কি হবে প্রণয় বিরহ জ্বালানো,
যদি আঁখি ধার না ঘোচে আমার
চোখের দেখা কি গো পাব না ॥

—

পি ৬৯২১ ছায়ানট সাহানা।

দিন থাকতে শ্যামা তোকে, ভুটো কথা রাখি বলে।
কাল ঘনে ঘিরবে যবে, থাকিস্ নে মা যেন ভুলে ॥
ছেলে বলে দয়া করে, পথ দেখাতে আলো ধরে,
দাঁড়াস্ এসে হৃদয়পুরে, দেখি তোরে যাব চলে ॥

—

কে বলে মা তুই গো শ্যামা,
দয়াময়ী দীন তারিণী।
দয়ার লেশ যে কোন কালে
ছিল মা তোর, তাও শুনিনি ॥
মা হয়ে যে কাট্‌তে পারে,
বল মায়ের সে কি ধার ধারে ;
প্রাণ তারে মা বল্‌তে চায়,
যে হয় মা তাপহারিণী ॥

—

পি ৬৯৪৬

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি ॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলক হতেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম ;
কোথা সেই সুনীল তনুর ধেনু বেণু মা যশোদা রোহিণী ॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী ;
কোথা সেই বংশীধারী রাসবিহারী বামেতে রাই বিনোদিনী ॥

নব জলধর পীতাম্বর শ্যাম বিপিনচারী।
বঙ্কিম ঠাম কুসুম ভূষণ গোপনারী মনোহারী ॥
সুধাকর কিবা শ্রীমুখ কমল,
প্রেম পীযূষ ঢল ঢল ঢল,
বিমল ফুল্ল অধর যুগল মধুর মুরলীধারী ॥
অতুল রাতুল চরণ রাজে,
ধীর মধুর নূপুর বাজে,
মোহন সাজে মোহে ফুলধনু নটবর বনোয়ারি ॥

পি ৬৯৯৯ লক্ষ্মী বন্দনা।

এস সোনার বরণ রাণী গো শঙ্খ কমল করে।
এস মা লক্ষ্মী, বোস মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে।

গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল,
মাঠে মাঠে দেছ ধান,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা,
দুধের নদীতে তুলেছ বান।
কল কল করে নদীর জল ধুয়ে নেছ জ্বর জ্বালা,
তোমারি রতনে, সাজান যতনে পরেছ ভিঙ্গারি মালা,
চিরদিন সুখে রেখ গো, অচলা হইয়ে থেক গো,
আজি তোমারি অন্ন, অন্নপূর্ণা দিব মা তোমারি করে।

—০—

লক্ষ্মী বন্দনা।

উজল কোমল কমল রাজীব চরণ যুগল রাজে,
চরণে নূপুর বাজিছে মধুর, বাজে ঐ শুন বাজে।
অলক্ত রঞ্জিত চরণ দুখানি যেন সুশোভার খনি,
পদ্ম গন্ধ তায় রয়েছে মাখান, নখর উজল মণি।
ক্ষিরোদ তনয়া, হরি প্রিয়া, তুমি ভক্ত জন মনোরমা,
বিশ্ব পালিনী তুমি মা পদ্মা তুমি লক্ষ্মী তুমি রমা।
এক করে তব,কমল শোভে, অন্য করে শোভে ধান্য,
যার বরে মা গো সোনার বাংলা অন্যে বিতরে অন্ন।
কণ্ঠ হার তব অমূল্য উজল, প্রভাত তপন সম,
তোমারি সকল অপূর্ব্ব সুন্দর, নিত্য নব অনুপম।
ক্ষিরোদ তনয়া হরিপ্রিয়া তুমি ভক্তজন মনোরমা,
বিশ্বপালিনী তুমি মা পদ্মা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি রমা।

তব শিরসিত কোমল কুঞ্চিত কমল পলাশ আঁখি,
তোমারি মুকুট রূপেরি প্রভায় করিতেছে ঝিকি মিকি।
মন্থন সময়ে জলধী হইতে লভিয়া জনম তুমি,
বরিয়াছ মাগো দেব নারায়ণে তোমার হৃদয় স্বামী।
ক্ষিরোদ তনয়া হরিপ্রিয়া তুমি ভক্তজন মনোরমা,
বিশ্ব পালিনী তুমি মা পদ্মা তুমি লক্ষ্মী তুমি রমা।

পি ৭১৮৪ ভৈরবী মিশ্র।

আমার হাতে ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না
তোমারি উপর করিনু নির্ভর
তোমা বই কারেও জানি না॥
আজ হতে তুমি হৃদয়েরি রাজা,
তোমারেই আমি করিব গো পূজা,
সন্দেহের কণা কিছু রাখিব না
কারো কথা আমি মানি না॥

ভৈরবী।

আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি
তুমি যেন ঘৃণা করো না।
আদর যতন করিতে যেমন
সে বাঁধন যেন ছিঁড়ো না॥

আপনার পর সবারে চিনেছি
হৃদয়ের বীণা ভাঙ্গিয়া ফেলেছি
শুধু তুমি থেকো, দুটো কথা কয়ো ॥
ভুলে যেন দূরে যেও না ॥

পি ৭৩৫১ ইমন মিশ্র।

ছিন্ন কুসুম প্রায় আছি এক ধারে গো।
শুষ্ক হৃদয় হায়, দলিছে শতেক পায়,
কত ব্যথা পাই প্রাণে, ক'ই আর কারে গো ॥
আর তো সে দিন নাই, তাই পদধূলি পাই,
যারে পাই তারি কাছে, করুণার কণা চাই,
কেহ ত' চাহেনা ফিরে, একা ভাসি আঁখি নীরে,
সকলই কপালে করে, কি কব আর কারে গো ॥

ভীম পলশ্রী।

প্রেম পূজা আজি সাঙ্গ করেছি,
প্রতিমা ফেলেছি ভাঙ্গিয়া।
বাসনা কুসুম হৃদয়ে যা ছিল,
সকলি দিয়াছি জ্বালিয়া।
হৃদয় মন্দির দেখ দেখি চাহি,
রয়েছে শূন্য পড়িয়া।

আশার প্রদীপ ধিকি ধিকি জ্বলি,

তাও বুঝি যায় নিভিয়া ॥

পি ৭৪০৮

বড় আদরের ধন, কুসুম রতন

ভালবাসি তাই তোমারে।

তব একি প্রেমনীতি, ছি ছি কি কুরীতি

মধু লুটাইয়া দাও ভ্রমরারে ॥

কীট পতঙ্গ অতি নীচ হীনে

কি সুখে বুকে রাখলো গোপনে

দূষিত পরাগে, হাঁসিয়ে সোহাগে

ছলনায় ভরা কত অনুরাগে

মজাইতে চাও সবারে

ভালবাসি ছি ছি তোমারে,

তবু ভালবাসি কেন তোমারে ॥

আকুল হ'য়ে ফুল ফুটেছে ভরে না তায় মন

ফুলের চেয়ে হাসি মাখা দেখতে দুনয়ন

কে জানে সাধ করে কেমন।

অলি গুঞ্জরে, শুনে প্রাণ কেমন করে

কি জানি কোন সুরে তার বাজে অন্তর

কি করি বুঝিতে নারি ঘুরি তার তরে।

কে জানে কেন এমন, মন হয়েছে অন্যমন
মন ত' আমার ছিল না এমন ॥

পি ৭৬২৩ আশাবরী।

(ওগো) আঁধারের মাঝে আলো দেখে আমি
ছুটিনু তাহারই পাছে।
যত খুঁজি (চলি) দেখি সুদূরের আলো
সুদূরেই রহিয়াছে ॥
আলোর ভিখারী এ প্রাণ আমার,
সহেনা সহেনা এ ঘোর আঁধার,
কোথা আলো ওগো অন্ধ নয়ন,
বুঝি আলেয়ায় ছলিয়াছে।

টোরী।

(আমি) কোথা হ'তে এসে, কোথা যাই ভেসে
কি আশার আশে জানি না।
(আমার) মরমের তার গিয়াছে ছিঁড়িয়া
মরমে সহিতে বেদনা ॥
স্মৃতির যাতনা আর তো সহেনা,
তবু কেন মন বুঝেও বোঝে না;
এ যাতনা বুঝি মধুতে মাখান'
স্মৃতিটকু কেড়ে নিওনা ॥

পি ৭৬৯৩ হাম্বির।

ওলো সই কই কৃষ্ণ এল লো আমার।
যাপি আমি যার তরে
সে ত নাহি মনে করে
ভুলিয়াছে কুহকে কাহার ;
কালা আসি বলে গেল চ'লে, ফিরিল না আর ॥
শুকাল কমল রাশি
মলিন চন্দ্রমা হাসি
ফণীসম দংশে মণিহার
শ্যাম চাঁদ বিনে সইলো, হৃদয় আঁধার ॥

সিন্ধু।

সখি বলে এলে কিহে বাঁকা সখা হরি,
(আমার) গোলক-বিহারী
এতক্ষণে হ'ল মনে বলে কি দুঃখিনী নারী ॥
পাষাণে গড়েছ হৃদয় কঠিন, দয়ামায়া হীন করি,
যে তোমারে সাধে, সেই প্রাণে কাঁদে, ভাল জানি
হে মুরারী।

হায় মথুরায় কাঁদালে সবায়
কাঁদালে পিতায়, কাঁদালে মাতায়
নন্দ যশোদায়, কেঁদে অন্ধপ্রায়
কাঁদালে রাধায়, ব্রজ গোপিকায়

ধেনু বৎস সব কাঁদিল কেশব
কাঁদিল যমুনা উজান ধরি
আমি যে কাঁদিব, পাথারে ভাসিব,
কি আশ্চর্য্য বংশীধারী।

পি ৭৮৭০ কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

শুধুই সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো,
মলিন স্মৃতিকণা বাসনা মাখা গো।
চঞ্চলা চপলা আলোক রাশি মাঝে,
নিমিষে চেয়ে গেছে সোহাগ সুখ সাজে ;
আর তো আসিল না আর তো হাসিল না
আর তো দিলেনা সে, ফিরিয়া দেখা গো॥

ঝিঁঝিঁট-মিশ্র।

তবু ভাল—তবু ভাল
এতদিনে তুমি ভোলনি যে সখা
তবু ভাল—তবু ভাল।
কতদিন কত কথা—মনে আসি দিত ব্যথা
চুপে চুপে ফুলে ফুলে কাঁদি, করি কত ছুতনতা।
তোমারে সঁপিয়া প্রাণ করিনু গরল পান
প্রেম বিষে জর জর নাহি মান অপমান
প্রাণ মন তোমায় যাচিয়া দিয়াছি কি আছে উপায় বল

অসময়ে দেখা দিলে যে হে সখা
তবু ভাল, তবু ভাল।

—০—

মিস্ আশ্চর্য্যময়ী।

পি ২৩৯২ জয়দেব।

সই হবি কি আমার বর
তবে হাঁস মৃদু হাসি, ধর করে বাঁশী বাজালো বাজালো
কিশোরী-ভোলা-স্বর ॥
খুলি কটীবাস, পর পীতধড়া,
নে লো শিরে সখি, মোহন শিখিচূড়া,
ঢুঁড়ি চল গোঠে, যমুনার তটে, সাজ সে রাখাল নটবর ॥

—০—

জয়দেব।

আমায় কি দিয়ে সাজাবে মা,
আমি হব না ত গৃহবাসিনী।
কোন্ প্রয়োজন, রজত কাঞ্চন, হইলে গো সন্ন্যাসিনী ॥
ছাই ভষ্ম তার হয় অলঙ্কার,
পারিবে কি দিতে সেই উপহার।
পার যদি দাও, সে ভাবে সাজাও,
যেন কাঁদাও না অভাগিনী ॥
আমি কাঁদিব না তুমি গো কাঁদিলে,

ভাসিব আবেগে আঁখির সলিলে।
হৃদয়ের বল নাশিবে সকল,
তোর ছল ছল আঁখি স্নেহ-কাঙ্গালিনী ॥

—০—

পি ৩৯০৮ ভৈরবী।

কেউ ভাল মোরে বাসে নি ত কভু তুমি তাই ভাল বেসেছ।
যতনে কেহ ত কহে নি ক কথা তুমি হেসে কথা ক'য়েছ ॥
আজনমের এই আঁধার নাশিতে, আজনম তৃথা হৃদয় তুষিতে,
পথে চলে যেতে কহেনিকো কেহ তুমি তাই আজি এসেছ।
দীর্ঘ বরষের সঞ্চিত জ্বালা জুড়ায়ে ভুলায়ে দিয়েছ ॥

—*—

জঙ্গলা।

(ওগো) দাও সাড়া দাও কও কথা কও
বরষি অমিয় শ্রবণে।
এস প্রিয়তম দেবতা আমার
এস গানে এস ধেয়ানে ॥
স্নিগ্ধ মাধুরী মধুর মিলনে
স্বপন-বিলাস-বিজড়িত জ্ঞানে,
হৃদয় মাতান কুসুম গন্ধে
এস দীর্ঘ বিরহ অবসানে।

—০—

পি ৪৩০৩ মোগল-পাঠান।

পেয়েছিলে যাহা, রেখেছিলে তাহা দিয়েছিলে ভালবাসা,
গিয়াছে যখন, যাক্‌না তখন, মিছে কেন কর আশা।
আসে যা আসুক ক্ষতি কি তোমার
যেতে চাহে যাহা ইতি কর তার,
করুণার সার, বিধির বিচার, একই কথা কাঁদা হাসা।
সেদিন প্রভাতে কিবা ছিল সাথে
এসেছ জগতে শূন্য দুহাতে
তবে কেন বল, ফেল অশ্রুজল—বিষাদের কেন ভাষা।
লহ আশীর্ব্বাদ, দাও ধন্যবাদ
টুটুক প্রমাদ, মিটে যাক্‌ সাধ
কৃপায় যাহার, যা নহে তোমার মিটেছে তাহার আশা।

—০—

দেবলা দেবী।

কতবার ডেকেছি কত গান গেয়েছি,
অসাড় হ'য়ে ছিলে প'ড়ে, বধির ছিল কাণ।
আজকে হঠাৎ চম্‌কে উঠে—
দেখ্‌ছ বিশ্ব নিচ্ছে লুটে—
রবির তরে কমল ফোটে আকুল করে প্রাণ॥
আর [illegible] আমি গাইব না,
পাছু ফিরে চাইব না
চুপটী করে আঁধার ঘরে থাক্‌ব করে মান॥

—০—

পি ৪৩৫২ দেবলা দেবী।

আমার যা কিছু ছিল সকলই বিলায়ে দিয়াছি
তোমাতে হারাইয়ে।
তব চরণ-জড়িতা, আশ্রিতা লতারে যেওনা
যেওনা দলিয়ে॥
আমি ক্ষণিক না রব, হ'য়ে তোমা হারা,
তুমি শ্বাস বায়ু মোর নয়নের তারা,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পুলক উজ্জ্বল, লভি তোমারই কিরণ ধারা
(আমি) তব অদর্শনে বাঁচিব না কভু যাবে জীবন
প্রদীপ নিভিয়া।

—০—

দেবলা দেবী।

কাছে কাছে আছ তবু কেন দূরে।
ধরা দিয়ে পুনঃ কেন যাও সরে॥
সুখ মাঝে সখা এ যে বড় দুখ,
শীতল অনলে জ্বলে যায় বুক,
সহেনা সহেনা এ বড় যাতনা,
প্রলয় ভীষণ আলোক আঁধারে॥
তোমার ও পরশে পরাণ পুলকে,
হরষে মাতিবে আঁখির পলকে,
এস এস নাথ হে চিরবাঞ্ছিত,
প্রেমের ভিখারী দাঁড়ায়ে দুয়ারে॥

পি ৪৬০৯ দেবীচৌধুরাণী

আমি সদাই হেসে হেসে বেড়াই ভেসে ভেসে
এ ভব-সাগরে ডরি না।
যাঁর তাঁরি আমি তাঁরি অনুগামী—
তাঁরি কর্ম্ম বই করি না।

এনেছে এসেছি রেখেছে রয়েছি
রূপ দেছে রূপে রূপসী হয়েছি—
ঢল ঢল ঢল যৌবন পেয়েছি—
তাঁরি প্রাণ বই ভজি না॥

রূপ দিছি তায় দেখুক শুনুক
যৌবন দিয়েছি রাখুক ঢাকুক
প্রাণ দিছি ভাল বাস্‌তে হয় বাসুক,
অত শত ভেবে মরি না॥

—০—

দেবীচৌধুরাণী

ঝর ঝর দর দর নয়নে বারি কেন কেন কিশোরী।
যদি সোহাগে তাকাস গতি শ্রীপতি তরী॥
ওলো সে ভালবাসা এ মর তলে রমণী পূজে সোহাগ ভরি।
কোলে তুলে নে তুলে নে ওলো শ্রীহরি স্মরি॥

—*—

পি ৪৭২২ পাণিপথ।

অশ্রু মাথান নিহিত এ ব্যথা
কেমনে তোমাকে জানাবো গো।

সারা জীবনের সারা হৃদয়ের
কত জ্বালা কত বেদনা গো॥
কত যাতনায় প্রকাশিতে চাই
ভাষায় ছন্দ খুঁজিয়া না পাই,
আতি পাতি করি খুঁজি সব ঠাঁই,
দেবতা তোমারে পাইনা গো॥

—০—

হারানিধি।

গোধন ফিরে ধীরে ধীরে ধীরে গগণে ছাইলে রেণু।
(হাম্বা হাম্বা রবে)
ডুবিল রবি রক্তিম ছবি, বাজিল মোহন বেণু॥
আকুল বেণী ধাইল রাণী শ্রম-স্বাস বহে তাহে
ননী লয়ে করে স্তনে ক্ষীর ঝরে অনিমিথ পথ চাহে॥
গোঠে গহনে, ফিরায় গোধনে, শ্রমবারি শ্যামকায়ে।
অলকা তিলকা, মলিন রেখা, শিখিপাখা দোলে বাঁয়ে॥
ভ্রমর জিনি, নূপুর ধ্বনি, রুণু ঝুনু রুণু বাজে!
বনমালা দোলে বলা সাথে চলে, করে ধরি ব্রজরাজে।
রাণী কুতূহলে নিল কোলে তুলে মা বলে ডাকিল কানু।
রাখাল মিলি দিল করতালি নাদিল যত ধেনু॥

—০—

পি ৪৮৬৭ কানাড়া মিশ্র।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়।
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়॥

চেয়ে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে 'ভেসে যাই।'
ধরে রাখো ধরে রাখো
স্বপপাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়।
পথিকের বেশে, সুখনিশি এসে
বলে হেসে হেসে মিশে যায়॥
জেগে থাক জেগে থাক বরষের সাধ
নিমিষে মিলায়॥

—০—

রাজা ও রাণী।

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে কি মনমাঝে॥
বসন্ত বায় বহিছে কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলগো সজনি এ সুখ রজনী কোনখানে
উদিয়াছে বনমাঝে কি মনমাঝে॥
যাব কি যাবনা, মিছে এ ভাবনা মিছে
মরি লোকলাজে।
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার সাজে॥

—০—

পি ৫০৬৭

শান্তি কি শান্তি।

কেন দিবানিশি ভাসি আঁখি জলে
মৃদু মৃদু ভাসে যদি পরশে কে বলে তাপিত
তনয় আয়রে কোলে॥

ভাসি ধোয়ার ছলে চোখের জলে

কালা ডাকে উভরায়।

নিশিতে ঘুমের ঘোরে শুনি

পাগলা বাঁশী ডেকেছে রে

কাঁদি কুলের শিকল পরে

জেগে নিশি কেটে যায়।

মরণ ত হল না সখি এখন মরণ আমার প্রিয় সখি

তোরা শ্যাম নাম শুনা দেখি

আমি মরে জুড়াই যমুনায়॥

কীর্ত্তন।

তখন বলেছিলেম রাই

বনে যাসনি

একে যামিনী তাতে কামিনী ধনি

কি জানি কি হতে কি হবে

ঘরের বার হ'সনি॥

বলি লম্পট নটবর, তরুণ তাহে নাগর

তার প্রেমতরঙ্গে ভাসিস্নি॥

ভুগতে হবে আপন বলে মাছিতে হানিবে হুলে,

চাক পেলে গিলে মধু খাস্নে।

দিবানিশি কালা কালা কালা পেলে হবি কালা

কালা রোগের কথা ত শুনিস্নি

যেমন করম তেমনি ফল
এখন রাধা ঘরে চল
সাধের কান্না কেঁদে আর কাঁদাসনি ॥

পি ৫৭৪০ রাগিনী বেলাওলী।

মা কবে আসিবে আর।
বলে মা, মা, শুনে প্রাণ জুড়াক গো আমার।
এমন দিন আর কবে হবে, মায় ঝিয়ে দেখা হবে,
বিধাতা করিবে কবে এমন সুসার।
সপ্তমী অষ্টমী তিথি হয় যেন মা নিতি নিতি
না পোহায় নবমী রাতি বাসনা আমার ॥

ললিত ভৈরবী।

ছি ছি একি রীত অতি বিপরীত,
হেরি যে তোমার হে গিরিরাজন।
হয় না কি মনে প্রাণের উমাধনে
বৎসরান্তে একবার আনিতে ভবন ॥
যাও যাও আর বিলম্ব না সয়,
যথা প্রাণের উমা সেই হিমালয়।
উমা বিনে হেরি জগৎ শূন্যময়
এনে দাও উমায় ধরি শ্রীচরণ :
এ কাল যামিনী প্রভাত হইলে

সেই হেমবরণারে না হেরিলে,
নিশ্চয় অনলে নতুবা সলিলে
এ ছার জীবন দিব বিসর্জ্জন ॥

পি ৫৮৮৭ (মোগল পাঠান)

ভাল যদি বাস কেউ,
মুখে বলনা।
নীরবে জানাও প্রেম
কথা কয়ো না।
নীরব নয়ন-কোণে
নীরব চাহনিটি
মধুর অধরে ওগো
নীরব নেহারিটি
আঁখিতে নীরব ভাষা
নীরব নবীন আশা
হৃদয়-দুয়ারে শুধু যাবে গো জানা।
নীরবে জানাও ওগো
নীরবে প্রাণের কথা
নীরবে চাহিও সুখে বিরহ-মিলন-ব্যথা
নীরবে যেন গো হয়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়
নীরবে রাখিও মনে যেন ভুল না।

(মোগল পাঠান)

আজ বাহুতে দাও ধরা বাহু বাড়ায়ে
ওগো সাধনার ধন মাণিক রতন
সঙ্গে রহ গো জড়ায়ে।
আজি পুলকে ভূলোক কাঁপিয়া
জানাব জগৎ ব্যাপিয়া
হৃদয়ের প্রীতি মিলনের গীতি
যাক্ গো বিশ্বে ছড়ায়ে
আজি বাঁধনে মিলন, মিলনে বাঁধন
অটুট্ হউক ধরায়ে
তুমি জনমে জনম জীবনে মরণে
রেখ রেখ পদছায়ে॥

পি ৫৯৬৬ কালেংড়া।

এই বেলা জপ না মন তারা।
না জানি হইবে রে মন কবে আঁখি হারা।
জপিলে সে তারা নাম, পূরিবে মনস্কাম,
শমন কিঙ্কর আসি হবে দিশেহারা।
দুর্লভ জনম ধ'রে, যে না জপে তারা মারে
শত ধিক সেই নরে, সে যে জ্যান্ত মরা।
শুচি বা অশুচি ভাবে তারা মাকে যেই ভাবে
মুক্তি তার দাসী ভাবে, হয় হাত-ধরা।

রাম বলে ওমা তারা ত্রিতাপে হতেছি সারা
দে মা তারা হৃদে তোর তারা নামের ধারা॥

ঝিঁঝিট।

নয়ন মুদিয়ে, কেন মা অভয়ে
নিদয়া কাতর সন্তানে।
তোমায় ডাকিলে শোন না, একি বিবেচনা
মা হ'য়ে কঠিনা কেমনে?
জননী বলিয়ে দিবানিশি ডাকি
নয়নের নীরে ভাসিতেছে আঁখি,
দেখিয়ে দেখ না, শুনিয়ে শোন না
(ওমা) বলনা বাঁচি মা কেমনে।
না জানি আপনা ভকত যত
যাতনা সহিতে হইবে যে এত
তারে মা ভবানী এই বারের মত
রাখ গো মা রাঙ্গা পায়।

পি ৫৯৭৩ বেহাগ।

দিও না আর মরম বেদনা।
একি ব্যবহার হেরি মা তোমার, আশ্রিত জনেরে কেন মা কর
বঞ্চনা॥
নয়ন মুদিলে দেখিতে যে পাই, চেয়ে দেখি মা আর তুমি নাই,

মরমে ব্যথিত তাই মা জানাই, দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রেখো না।
তোমার বিশ্বব্যাপী রূপ চাই না দেখিতে, দেখিতেছি ঘটে ঘটে
সর্ব্বভূতে,
মায়ের মতন রূপে, দেখা দে তোর রূপে, ঐ রূপে মজেছি
অন্য যে চাহি না॥

ভীমপলশ্রী।

অন্তরে লুকায়ে কেন জননী,
জগতের মা হয়ে তোমার লজ্জা কারে না জানি।
ক্ষুধা পেলে খেতে দাও, বসন ভূষণ জোগাও,
দাওনা দেখা থাক একা কি জন্য বল শুনি॥
মা বলে পথে পথে ডাকি তোরে দিনে রেতে,
দিলনে সাড়া মা হয়ে, কেমনে হলি পাষাণী॥

পি ৬২০১

আমি কি যেন কি চাই, কি যেন কি নাই,
ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পাই।
আপনার বলি রয়েছে সকলি,
তবু যেন নাই নাই॥
পাখী গায় শুনি কার যেন গান,
নির্ঝর ঝরে কে করে সিনান,
আসে কে আকাশে চমকে পরাণ,
একি, সাধ কোথা উধাও ধায়।

মনে হয় যেন কত যুগ হতে,
ফুল সম দুটি ভেসে ছিনু স্রোতে,
একটি হারায়ে গিয়াছে কোথাতে,
ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি সারা দুনিয়া তাই ॥

কার আশে প্রাণ উড় উড় সে যেন
আসছে আসছে আসছে না,
মেঘে ঢাকা চাঁদের আলো,
যেন ফুটছে ফুটছে ফুটছে না।
কি যেন পাবার আশে, হাত বাড়িয়ে
বসে আছে আকুল আশ্বাসে
কি যেন কে যাদু করেছে—
ধরতে গেলে যাচ্ছে সরে,
যেন পাচ্ছে পাচ্ছে পাচ্ছে না ॥

—০—

পি ৬২৭০ সিন্ধু খাম্বাজ।

মরমে মরিয়ে আছি হেরিয়ে সে মনোচোরে।
কালিন্দির কূলে কালা দাঁড়িয়ে আছে আলো করে ॥
মরি কি রূপ হেরিলাম,
নবীন নীরদ শ্যাম,
মনে মনে সঁপিলাম, মন প্রাণ তাঁরি করে।

কোকিল কূজন জিনি
মরি কি মুরলীধ্বনি,
আকুল করে মন প্রাণ শ্যাম-বিরহ-বিকারে ॥

বেহাগ।

কব কি গিরিবর।
প্রাণের নন্দিনী, জনম দুঃখিনী
বারেক তাহারে মনে নাহি কর ॥
না জানি কি ভাব মনেতে ভাবিলে,
সোনার প্রতিমা পাগলেরে দিলে,
বর্ষ গেল তবু তত্ত্ব নাহি নিলে, কঠিন তব অন্তর।
নিশিথে শয়নে ছিলাম যখন,
দেখিলাম ওগো বড় দুঃস্বপন,
সেই অবধি আমার স্থির নহে মন, চঞ্চল নিরন্তর।
লাবণ্য বিবর্ণ হইয়াছে অতি,
চলিবার মায়ের নাহিক শকতি,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন ভগবতী পথশ্রমে হয়ে কাতর।

পি ৬৪১৩ সিন্ধু মিশ্র।

ভাল খেলা খেলিলে বনমালী।
কলঙ্ক ঘুচালে, সকলি ভুলালে,
সাজিয়ে কৃষ্ণ কালী ॥

নট চূড়ামনি ওহে চিন্তামণি
কাঁদাও রমণী কি হেতু না জানি
সহিবে না আর, বিরহ তোমার,
করো না করো না চতুরালী ॥
কি মায়া তোমার, বোঝে সাধ্য কার,
আমরা কি ছার
মায়াতে তোমার মোহিত সংসার,
সর্ব্বগুণাকর, তুমি নটবর,
ছাড় ছাড় হরি নাগরালী।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

উঁকি মেরে কুঞ্জে কুঞ্জে দেখি কোথা কালোসোণা
সোণার বরণ কাল হ'লো তবু কালা এলো না।
হায় গো রাধার সোণার বরণ
কেন চাঁপার কলি মলিন হ'লো—হায় গো রাধার সোণার বরণ
যেন রাঙ্গা শশী মেঘে ঢাকিল—হায় গো রাধার সোণার বরণ
যেন পূর্ণিমার চাঁদ রাহু গ্রাসিল—হায় গো রাধার সোণার বরণ
তাহা টল টল করে গো
(রাধার) কমল নয়নে জল—টল টল করে গো
দেখি অপরূপ, জলে কমল ভাসে—এ যে কমলে
জলে ভাসে গো অপরূপ

(কালা) কেন এলো না (নিঠুর কালা)
ও সে আসবে ব'লে চলে গেল, নিঠুর কালা কেন এলো না
কালা আসিব বলে চলে গেল কালা কেন এলো না ॥

--- ---

পি ৬৪১৫ মূলতান।

আজি কুঞ্জ মাঝে বল কোন লাজে,
মোহন সাজে এলে ভুলাতে আমায়।
(তুমি) ছাড় হে চাতুরী নিরদয় হরি
(আমি) প্রেম করি ভাল চিনেছি তোমায় ॥
কপটের শিরোমণি, তুমি শ্যাম গুণমণি,
ছলনায় ভরা প্রাণ আগে তো হে নাহি জানি,
তাহ'লে কভুকি হরি, প্রেম ফাঁস গলে পরি,
(আমি) কুল মান ত্যাজি শেষে মজি প্রেম দায় ॥
শুনিনু মূরলী বাজে যমুনারি কূলে,
রাধা রাধা নামে মৃদু মৃদু রোলে,
জল আনিবার ছলে যমুনাতে যাই ব'লে
(আমায়) কলঙ্কিনী রাধে তাই বলেগো আমায় ॥

সাহানা।

ভাল ভাল বধু সেজেছ হে।
নখর আঘাত শোভিছে হৃদয়ে, শ্যামাঙ্গে রুধির লেগেছে হে ॥
মিটি মিটি আঁখি ঘুমে ঢল ঢল, চলিতে চরণ টল টল টল,

কার কুঞ্জে নিশি পোহাইলে বল, প্রভাতে জাগাতে এসেছ হে
চাহিতে না পার নয়ন পাশরি, অলসে অবস তনু ভারি ভারি
পীতবাস কেন আলু থালু হেরি, কার অধর সুধা পিয়েছ হে ॥

পি ৬৪৮৮ সাহানা মিশ্র।

খুলে দে মা চোখের ঠুলি, মা বলে তোর কাছে যাই।
দেখি নাই মা অনেক দিন, মা বলে তাই ডাকি নাই ॥
ভবের মাঝে ফেলে দিয়ে, দেখলিনি মা একবার চেয়ে,
এখন খেলা ভেঙ্গে দে মা, মা বলে তোর কোলে যাই ॥

খাম্বাজ।

কত দুঃখ সইব তারা সহেনা তো আর যাতনা।
(আমার) কেঁদে কেঁদে প্রাণ যায় মা,
তবু তো না পাই সান্ত্বনা ॥
জানি মা মঙ্গল তরে, সন্তানে তাড়না করে,
কিন্তু মা তোর ব্যবহারে, বিপরীত হয় ধারণা।
যে মা কথা প্রাণ ভরা, যাহে সুত আত্মহারা,
তুই যে মা সেই মা তারা
শুন্‌তে না হয় আর বাসনা ॥

পি ৬৫৭০ বেহাগ মিশ্র।

আমারে জ্বালাও কেন শ্যাম।
ভাবে তোমায় যায় গো জানা, বাঁকা তব নাম॥
মন বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা চূড়ায় বাঁকা শিখি পাখা,
বাঁকা চোখে চেয়ে থাকা করি বাঁকা ঠাম।
বাঁকা বাঁকা কথা বল, বাঁকা পথে বেঁকে চল,
বাঁকা ভাব দেখে টল, বাঁকা সব কাম॥

মূলতান।

ও ধারে যাব না লো সই
দাঁড়িয়ে কালা কদম তলায়।
(ও সে) নয়না হানে মারে প্রাণে
কুলবালার মন ভোলায়॥
যাদু জানে মোহনবাঁশী ব্রজবাসীর মন উদাসী,
ভাল নয় তার মৃদু হাসি
প্রেম ফাঁসি দেবে গলায়॥
সরে আয় সরে আয় চতুর সে শ্যাম রায়,
মজাবে প্রেমদায়ে প্রমদায়—
পুরুষ নিঠুর অতি ভাল জানে রাধামতি,
দহন দিবারাতি কালার বিরহ জ্বালায়॥

পি ৬৬৩৫ ভীমপলশ্রী

চিন্তাময়ী তারা তুমি,
আমার চিন্তা করেছ কি।
নামে জগৎ চিন্তাময়ী,
ব্যাভারে কই তেমন দেখি॥
প্রভাতে বিষয় চিন্তা,
মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তা,
শয়নে দাও সর্ব্ব চিন্তা,
বল্ মা শ্যামা কখন ডাকি॥

মালকোষ।

মা তোরে আর ডাকিব না
মা তোরে মা বলিব না;
বলিব না, সাধিব না, মা বলে আর কাঁদিব না।
ডাক্‌লে যে মা না শুনে কানে,
সন্তানের প্রাণে নানা দুঃখ হানে,
থাকিতে সে মা আর এজীবনে,
মা বলে আর পাইব না।
ওরে বেটি, ও পাষাণের মেয়ে,
চক্ষু কর্ণের মাথাটি খেয়ে
থাকলে কেন মরুনা যেয়ে
দুঃখ কভু তা গণিব না॥

পি ৭১৮৫

সে যে আমার কত আপন আগে জানি নি
এল কাছে আরও কাছে কেন আনি নি ;
তুলে' নয়ন মুখের পানে, চাই'ল কেন সেই তা জানে
ছিল যে তার গভীর মানে – তখন মানি নি।
ও গো আমার দিন-শেষের গভীর আঁধারে
পড়ছে মনে এই কথাটি আজ বারে বারে
গেল যে দিন দূরে সরে'—একলা পথের সাথি ক'রে
বল্ গো তোরা কেন তারে ধরে রাখিনি,—
ঘরের আগল খুলে তারে কেন ডাকিনি ॥

স্বপনে তারে দেখেছিনু স্বপনে হ'ল পরিচয়।
স্বপ্নে ভাল বেসেছিনু ডেকেছিনু প্রেমময় ॥
স্বপ্নে আমি নিঝুম রাতে ধরাধরি করে' হাতে,
বেড়িয়েছিনু কত রাতে জানিনা সে কোন সময় ;
স্বপ্নে যে গো হয়েছিল তারি সাথে পরিচয়।
স্বপ্নে আমি বীণার সাথে শুনেছিনু করুণ সুর,
বইতে ছিল সমীর যখন আনন্দেতে ভরপুর ;
সুর লহরী তানে তানে নাচলো তখন আমার প্রাণে
প্রভাত সমীর পাখীর গানে মাতায়ে বয় ভুবনময়
স্বপ্নে যে গো হয়ে ছিল হৃদয়েরি বিনিময় ॥

পি ৪৩৮৭ কমিক।

(তোমরা ও আমরা)

(তোমরা) হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে
(ঘরে) মোরা বদ্ধ রহি ;
তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
ভাবিয়া অবাক হই—
আপিসে কাটাও তামাক গল্প গুজোবে
পরে হজ-গজ সাহেবকে দুটো বুঝোবে,
পরে আপনার কাগজ পত্র গুছোবে
কোরে গোটাকত সহি।
সরটী ক্ষীরটী তোমরা খাও
(আর) মোরা খাই তার দহি।
যতক্ষণটী তোমরা না বাড়ী ফেরো
(ঘরে) মোরা উপবাসী রহি।
তোমরা খাইবে আমরা রাঁধিব,
না খাইলে মাথার দিব্য সাধিব,
তোমরা বকিবে আমরা কাঁদিব,
(তাও) তোমাদের সহে কই ?
তোমরা সহর ঘুরে বেড়াও রাতে,
সেটা যেন কিছু নহে ;
আমরা কাহারও সহিত কহিলে কথা,
তোমাদের নাহি সহে।

তোমাদের চাই মেজ খাস কামরা,
আমরা ধোয়ায় রহি না জ্যান্ত না মরা,
থিয়েটারে, নাচে যাইতে তোমরা,
মোরা সে সময় কেহ নই।
প্রেমের সুখটী তোমরা লুটিতে চাও
(তার) যাতনা আমরা সহি,
পুত্র সাধটি তোমরা করিবে
(তার) দুঃখ আমরা বহি ;
কোলে কর ছেলে যখন বেড়ায় খেলিয়া
কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,
রাত্রে কাঁদিলে ছেলে ঘুমটী ভাঙ্গিলে
বকুনি আমরা সহি।

শ্রীঅভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়

পি ৪৩৮৭ কমিক।

(আমরা ও তোমরা)

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দিই
তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি
তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরা পড়ে মরি
তোমরা গয়না পত্র আর টাকা কড়ি

অমায়িক ভাবে শুছায়ে তাহা—
ক্রুত চম্পট দাও।
সম্পদে ছুটে কোথা হতে এসে পড়,
আহা, যেন কতকাল চেনা।
তোমরা দোকানী স্যাকরা পসারী ডাক—
আর আমাদের হয় দেনা।
স্থখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি
—নব-কার্ত্তিক আর কি—আদরেতে গলি
প্রাণবল্লভ প্রিয়তম বলি
কৃতার্থ করিয়ে দাও।
তোমরা অবাধে যা খুসি বলিয়া যাও
ভয়ে মোরা স্তব্ধ রই ;
আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি,
সদা সেই ভয়ে সারা হই।
কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি,—
আমরা যেন কতই অপরাধী
পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি
তবু নাহি ফিরে চাও।
আমরা বেচারি ব্যবসা চাকুরী করি
তোমরা কর আয়েস।
আমরা সদাই মনিব বকুনি খাই।
আর তোমরা খাও পায়েস।
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত

কার্য্য করে না পুরাই মনোরথ,
হলে চলে যাও নেড়ে দিয়ে নথ,
অথবা মরিতে ধাও।

পি ৬৭৫৫ ঝিঁঝিট খাম্বাজ

কি কর কি কর শ্যাম নটবর যাই সর নিজ কাজে,
মনতি করি করে ধরি হরি ক্ষমা কর পথ মাঝে ॥
আমরা গোকুলের গোপ-ললনা তুমি কি কালা জেনেও জাননা
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছাড়না ছলনা মরি মরি হরি লাজে ॥
তুমি হে শ্যাম কাল ত্রিভঙ্গ কখন করনি রমণী সঙ্গ,
দিওনা দিওনা অঙ্গে অঙ্গ এ হেন তোমার কি সাজে ॥

৺ বরদাসুন্দরী দাসী

আশাবরী।

আয় লো আয় গোপের বালা ঐ তোমার চিকণ কালা যায়
সখি তোমায় দেখবে বলে আড় নয়নে চায় ॥
চোখের কোণে প্রেমের হাঁসি মৃদু মৃদু বাজায় বাঁশী,
থেকে থেকে এঁকে বেঁকে নাচে নূপুর পায় ॥
সদা বাঁশী রাধা বলে শুনলে প্রাণ অমনি গলে,
যাইরে যাই কদমতলে পুরাই বাসনায় ॥

প ৭৫৬০ বুঝি তাই এসেছে

সে যে ভাল বেসেছে।

সে যে সকল হৃদয় নিয়ে

চরণে লুটায়ে দিয়ে

নিমিষে আপনা ভুলে

ভালবেসেছে।

সে যে সরম বাঁধন টুটি

ছল ছল আঁখি দুটি

স্বপনের ডোরে আঁকি

বুকে রেখেছে।

সে যে ভালবেসেছে॥

কবে কোন নদী কূলে

কি জানি কি এক ভুলে

কাহারে নয়ন তুলে শুধু দেখেছে।

কোথাকার দুটি আঁখি

জোছনার সনে মাখি

স্বপনের ডোরে আঁকি বুকে রেখেছে।

জনমের তরে সে যে ভালবেসেছে॥

আমি সারা নিশি আঁখিজলে ভাসি

আছি পথ পানে চাহিয়া।

হিয়ার মাঝারে পাতিয়া শয়ন

প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া॥

বসে আছি কবে আসি অলখিতে
বিভোরতা মম হেরিয়া ;
ওগো চিত চোর অবিদিতে লোর
মুছিবে নয়ন চুম্বিয়া ॥
ভেবেছিনু যত সোহাগ যতন
যাইব সকলই ভুলিয়া ;
রহিব সতত ভাবের অতীত
পরশ সুখে ডুবিয়া ॥

পি ৫১৮৭

কীৰ্ত্তন।

(আমি) কি আর বলিব তোরে হে বঁধু,
(কি আর বলিব তোরে)
(আমি) আপনি সাধিয়া পিরীতি করিনু,
রহিতে নারিনু ঘরে।
(রইতে দিলি না বঁধু)
(ঘরে রইতে দিলি না বঁধু)
তোমার সনে প্রেম করে,
ঘরে রইতে দিলি না বঁধু।
এবার যা হবার তা হল,
মন ফিরে দাও প্রাণ বাঁচুক তাই ভাল।

এবার যা হবার তা হল,
বলি তোমার প্রেমে কাজ নাই রে.
তোমার লাগিয়ে বঁধু হে—
বঁধু হে ওহে প্রাণবঁধু—
ওহে নিরদয় ওহে প্রাণবঁধু—
এবার কামনা করিব সাগরে মরিব,
সাধিব মনের সাধ।
(বঁধুহে বঁধুহে বঁধুহে)
নারী হব না রে—
(আর নারী হব না রে)
বলি নারী হবার বড় জ্বালা,
আর নারী হব না রে।

কীর্ত্তন।

দেখে এলাম তারে সখী,
দেখে এলাম তারে গো।
এক অঙ্গে এত রূপ,
নয়নে না ধরে গো॥
এমন কভু দেখি নাই
(এক অঙ্গে এত রূপ কভু দেখি নাই)
যেমন চাঁদ উঠেছে,

(দুকুল আলো করে যেন চাঁদ উঠেছে)
যমুনায় যেন চাঁদ উঠেছে,
অধরে মুরলী লয়ে
কদম্বে হেলন রে।
আমার হিয়াতে জাগে,
সেইরূপ আমার হিয়ায় জাগে।
মোহন মূরতি ত্রিভঙ্গ মূরতি
আমার হিয়ায় জাগে,
(মুরতিখানি রে)
(বলি) এমন রূপ ত দেখি নাই
আমার হিয়াতে জাগে,
(সেইরূপ আমার হিয়াতে জাগে)
মুরতিখানি হিয়াতে জাগে।

পি ৫৭৪১ কীর্ত্তন।

শুন ওলো ধনি চতুরা রমণী
গরবেতে সদাই থাক
(আবার) জনম তোমার হইবে সফল
বদন ফিরায়ে দেখ
(জনম সফল হবে) (নারীর জীবন সফল হবে)
(একবার বদন ফিরে চেয়ে দেখ)
(আবার) গরবে পৃথিবী দেখ সরা খানি
ডাকিলে না শুন কানে

(এত কিসের গরব) (বলি নারী জাতির এত কিসের গরব,
ব'লি ডাকিলে কথা শোন না হে)
(তান) গরবীনি প্রেমময়ী
আবার আপন যৌবন,
(তান) রাধে প্রেমময়ী গরবিনী।

কীর্ত্তন।

খেলার রসে ছিল কানাই শ্রীদামেরি সনে
হেন কালে শ্রীরাধারে পড়ে গেল মনে॥
(ওমনি হোল) (ওমনি রাধা বদন মনে হল)
(বিনোদ খেলা খেলতে খেলতে রাধা বদন মনে হল)
আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়ে।
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হয়ে॥
(বলে রাধে) (বাঁশীতে বলে রাধে রাধে)
(কোথায় বৃন্দাবন বিলাসিনী বাঁশীতে বলে রাধে রাধে)
(তান) (গরবিনী,—মানিনী—প্রেমময়ী রাই ধনী)

পি ৫৮৮৮ ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

আমি আধভাঙ্গা ঘুমে ঘুমাইতেছিনু
কেন একেবারে ভাঙ্গিল।
ভালবাসা-বাসি ভুলিতে আছিনু,
কেন পুনঃ মনে জাগিল।

কাছে হ'তে ক্রমে দূরে যেতেছিনু,
স্মৃতির অনল নিভাইতেছিনু,
কাছে কাছে এল দূরে দূরে গেল,
স্মৃতি কেন পুনঃ জ্বলিল।

খাম্বাজ।

আমি বড় আশা ক'রে এসেছি দুয়ারে
শেষ দেখাটুকু দেখিতে.
সে কি আসিবে না ফিরেও কি চাবে না
কেঁদে কি হবে গো ফিরিতে।
ভিখারীর আশা অধিক ত নয়
কিছু ভিক্ষা পেলে হাসিমুখে লয়
সে ভিক্ষার আশাতে, আজি এ প্রভাতে
পাব না কি লভিতে।

মিস্ বটরাণী।

পি ৩৫৭৮ সাজাহান।

(তুমি) বাঁধিয়ে কি দিয়ে রেখেছ হৃদি হে,
আমি পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে।
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর,
প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।

এ যে চলে যেতে বাজে চরণে,
এ যে বিরহে বাজে স্মরণে,
মিলনেরি হাসে চুম্বনের পাশে হারায়ে ॥

সাজাহান।

আমি সারা সকালটি বসে বসে এই,
সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি পরাব বলিয়া তোমার গলায়,
মালাটি আমার গেঁথেছি ॥
আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু,
করি নাই কিছু বঁধু আর।
শুধু বকুলের তলে বসিয়া বিরলে,
মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা প'রে
সুললিত স্বরে পাপিয়া,
তখন দুলিতেছিল তরুশাখা ধীরে
প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া,
তখন প্রভাতের হাসি পড়েছিল আসি
কুসুমে-কুঞ্জ-ভবনে ;
আমি তার মাঝখানে বসিয়া বিজনে
মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নয় শুধু
বকুল-কুসুম কুড়ায়ে,

আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি
কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে ॥
আছে সবার উপরে মাখা তায় বঁধু
—তব মধুর হাসি গো।
ধর গলে ফুলহার মালাটি তোমার
তোমার কারণে গেঁথেছি ॥

স্বর্গীয়া বেদানা দাসী

পি ৩১ খাম্বাজ দাদ্‌রা।

বাজাওয়ে চিকণ কালা,
মনপ্রাণ হরে নিল পাইয়ে অবলা।
গুরুজনার মাঝে বসি, নাম ধরে বাজাওয়ে বাঁশী;
পারি না যে দেখে আসি, ঘটিল কি জ্বালা ॥

জঙ্গলা।

(বুঝি) ফাঁকি দিয়ে গেল নিয়ে নাগরে তোমার।
সখি কোথা হতে দুঃখ দিতে এলোরে আবার ॥
নূতন বঁধু নূতন মধু নূতন সোহাগ।
নূতন পেলে শুক্‌নো ফুলে আসে কি লো আর ॥

পি ২১২ ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

কেমনে বল ভাল না বেসে থাকি।
পাগল করেছো তোমার ঐ দুটী আঁখি ॥

রেকর্ড সঙ্গীত।

কে যেন মজায়ে, রেখেছে প্রাণ লুকায়ে,
সাধ হয় সদা, বুকে করে রাখি ॥

খাম্বাজ ঠুংরি।

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা,
চোখের দেখা দিতে এস না। (বঁধু)
ভাল বেসে যদি দুঃখ পাও সখা,
পায় ধরি ভাল বে'স না ॥
একলাটি বসিয়ে সারাটি দিন আমি,
চেয়ে রব ঐ পথের পানে ;
সারাটি রজনী একেলা জাগিয়ে,
চাঁদ জাগিবে আমার সনে,
যাহা চাহ সখা দিব ফিরাইয়া,
স্মৃতিটুকু ফিরে চেও না।

পি ২১৩ বেহাগ খাম্বাজ—ফেরতা।

গোঠে হ'তে আইল নন্দদুলাল। (আমার)
গোধুলি-ধূসর শ্যাম কলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল ॥
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণু শুনিয়া, ব্রজবাসিগণ সব ধায় ;
মঙ্গল থারি দীপ করে বধূগণ,
মন্দির দুয়ারে দাঁড়ায় ;
ধেনু বৎসগণ গোঠে পরবেশল,

মন্দিরে চলে নন্দলাল,
আকুল পন্থে যশোমতি ধাওল,
ঝর ঝর দুটী আঁখি লাল॥
পাগলিনীর মত, (হায় পাগলিনীর মত)
ধারার বিরাম নাই, প্রেমধারার বিরাম নাই (বিরাম নাই)

পূরবী—একতালা।

বাজে শ্যামের মোহন বেণু।
বেণুর রব শুনে জুড়াল তনু॥
যে বনে বাজিছে সেই বনে ধাই,
এ ছার জীবনে আর কাজ নাই ;
পূরাইব আশ মন-অভিলাষ, হয়ে থাকি শ্যামের চরণরেণু॥
পঞ্চম স্বরেতে ধরিয়াছে তান,
পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে গান,
যাঁহার নামেতে যমুনা উজান, হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিছে ধেনু॥

পি ২২৩ জঙ্গলা খেম্‌টা।

বহুদূর হতে এসেছি বঁধু, বারেক ফিরিয়া চাও হে।
বহু আশা প্রাণে পুরেছি বঁধু, আর কেন চলে যাও হে॥
হৃদয়ে রেখেছি প্রেম সরোবর, হাসির কমল তায়,
আদরে হিল্লোলে ধুয়ে পরিমলে মাখাব শীকর গায় ;

কতই করিব খেলা—
প্রাণে দিব আশা বুকে ভালবাসা করিব পিরীতি মেলা।
আদর সোহাগ রেখেছি বঁধু একবার ফিরে চাও হে॥

সিন্ধু খাম্বাজ।

ঐ দেখা যায় ঘরখানি ও যাদুমণি
আমি বালাখানা কোথায় পাব আমি দুঃখিনী মালিনী॥
এস যাদু আমার ঘরে, আমি রাখ্‌বো তোমায় হৃদ্‌মাঝারে;
মাসী বলা ছেড়ে দেরে, তুমি নাতি আমি দিদিমণি॥

ভীমপলশ্রী—যৎ

আসি আসি বলে কেন প্রাণে ব্যথা দাও।
এমন নিদয় তুমি কাঁদিয়ে চলে যেতে চাও॥
যতক্ষণ থাক তুমি, কি আনন্দে থাকি আমি,
পায়ে ধরি প্রাণনাথ হৃদে এসে প্রাণ জুড়াও॥

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরী।

আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু,
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানিনু,
দশদিশ ভেল নিরানন্দা॥

আজু মজু গেহ গেহ করিনু, মানিনু আজু মজু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হওল টুটল সবহ সন্দেহা।
সোহি কোকিল আব লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ আব লাখ লাখ হউ মলয় পবন বহু মন্দা॥

পি ৩২৮ যৎ।

ভাল যদি বাস হে সখা।
দূরে থাক স'রে স'রে, দিওনা দেখা॥
দূর হ'তে সে বড় ভাল,
অধরে বেঁধেছ হাসি ভুবন আলো
চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাখা॥
রওহে রওহে দূরে,
এ ভাল দেখিহে তারে,
কাছে গেলে চাঁদ সুধা নয়,
প্রেম কি প্রমাদ সখা, সকল সময়;
নিকটে তরঙ্গ দূরে রজত রেখা।

ঠুংরি।

মরম ব্যথা কব লো কারে, আছি মরমে ম'রে।
যার ব্যথা সেই জানে জানে না পরে॥
সজনি আগে জানিনে,
এ ফুল বাসে ফুটিল কীট নিবাসে;

তা হ'লে কি সই, আমি ফুলে বসে রই,
গঞ্জনা-জ্বালাতে জর জর হই ?
কি জানি কি কালে ফুলটী আমার
সাধের হার পরেছি গলায়।
বল দেখি প্রাণ সখি আজি কবলো কারে॥

পি ১১০০

কমিক।

চাই বেল ফুল।

আমার এ ফুলের গন্ধে প্রাণ করে আকুল॥
মতিয়া বেল টাট্‌কা তোলা, এনেছি গ'ড়ে মালা,
এ মালা পরলে গলে, কত নাগর অমনি ভোলে॥

কমিক।

আমি ফেরি করি পাড়ায় পাড়ায় বেলওয়ারী চুড়ি।
চুড়ি কেনে কত সোহাগভরে যুবতী ছুঁড়ী॥
আমার চুড়ির এমনি গুণ, নিবে যায় সই মনের আগুন,
হাতে পড়লে প্রাণ্‌টা করে,
ওলো সই মাইরী মাইরী মাইরী॥

পি ১১০১

সিন্ধুড়া।

এস যদি খেল্‌বে হরি নারীর সনে হোলি খেলা।
সেদিন বড় পালিয়েছিলে শাস্তি পাবে চিকণ কালা॥

৫

বারে বারে নাগরালি, এবার ভাঙ্গবো তোমার চতুরালী,
একবার বাজাও তোমার সেই মুরলী
প্রাণ কেড়ে নাও নিঠুর কালা ॥
কাল অঙ্গ রাঙ্গা ফাগে,
এবার দেখ্‌বো তোমায় কেমন সাজে,
সাজায়ে রমণীসাজে নাচ্‌বে যত ব্রজবালা।

—•—

জঙ্গলা।

ওকি হ'ল গো আমার বুঝি বা সখি (হৃদয় আমার হারিয়েছে)।
পথেরি মাঝারে খেলিতে গিয়ে (হৃদয় আমার হারিয়েছে)।
একদিন সখি সকালবেলাতে,
মন ল'য়ে আমি গেছিনু খেলিতে,
মন কুড়াইতে মন ছড়াইতে, পথেরি মাঝারে খেলে বেড়াইতে,
সহসা সজনী দেখিনু চেয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছে।
আমার কুসুম আমার হৃদয় সহেনি কখন রবির তাপ,
আমার হৃদয় কামিনী পাপড়ী সহেনি কখন বিরহ-তাপ।
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত,
জ্যোৎস্না-আলোকে খেলে বেড়াইত,
সহসা সজনী দেখিনু চেয়ে (হৃদয় আমার হারিয়েছে)।

—০—

পি ১১০২ বেহাগ—খাম্বাজ।

যাবত জীবন রবে আর কা'রে ভাল বাসব না।
ভালবেসে এই হ'ল ভালবাসা কি লাঞ্ছনা ॥

মনেরে বুঝাইব　　ভালবাসা ভুলে যাব,
পৃথিবীতে ব'লে দিব কেউ কা'কে ভালবাসে না॥

খাম্বাজ।

আমার কাঁচা পিরীত পাড়ার লোকে পাক্‌তে দিলে না।
কোন্ অভাগী নজরা দিলে পিরীত পোকায় কাট্‌লে
আর বাড়ে না।
বিচ্ছেদ ছুরি কে হানিলে,　　আমার তারে কেড়ে নিলে,
প্রেমের ভরা ডুবিয়ে দিলে ধর্ম্মে সবে না।
আঁধার ঘরে আলো যেমন　　সে আমার যে ছিল তেমন,
কুবাতাসে নিবিয়ে দিলে (৭ তার) ভাল ত হবে না॥

প ১১১৪　　গৌরসারং।

কাঁহা জীবনধন বৃন্দাবনপ্রাণ কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা।
শূন্য হৃদয়-পুরী আ৭ আ৭ মুরারি মোহন বাঁশরী বাজা॥
নয়ন-সলিলে বসন ভিতাওল, সাধকি সাগর হিয়াপর শুখাল,
শিরতাজ মেরি শিরোপরি আজা;
নয়না কো রোস্‌নি নয়না ছোড়াকে, ঘুরত ফিরত কাঁহা
ফাঁকে ফাঁকে,
হা হা পিয়াবঁধু এ কোন সাজা॥

জঙ্গলা।

নয়ন গলিয়ে যায় সুনীলিম গগনে।
হাসিতেছে চারিদিক্ দিনমণি কিরণে॥
হাসিতেছে তরুশির, হাসিছে ফুল রুচির,
সাঁতারে সমীর ধীর নীর নাচে পবনে।
কালিন্দীর কল কল, ঢেউগুলি ঢল ঢল,
জলে চলে অবিরল জলি তপনে॥

— — —

পি ১১১৫ ভূপালী।

তোমরা বল ছাড় ছাড়, ছাড়তে কি গো পারা যায়।
ছাড়বার কথা মনে হলে, প্রাণটা আমার বিগড়ে যায়॥
দুটী কর দিয়ে মাথে প্রাণ সঁপেছি হাতে হাতে।
দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিতে সহজে কি পারা যায়॥
(দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়)

— —

কেদারা মিশ্র।

সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরমালা।
মনবেদনা কব সমীরণে গগনে জানাব জ্বালা॥
প্রতারণাময় মানব প্রাণ আর না হেরিব নর বয়ান।
সমাজ শাসনে রহিব না আর, বহিব না দুখডালা॥

—০—

পি ১১১৬ ইমন ভূপালী।

গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে। (সখিরে)
রাধা রাধা রাধা বলে কত ডেকেছে আমারে—
বনমালা বাঁশরী তার ফেলে গেছে দ্বারে॥
সারা নিশি জেগে জেগে ঘুমায়ে প'ড়েছিলাম,
তাই বুঝি শ্যামচাঁদে হারাইলাম ;—
হায় কি করিলাম, মরমে তার ব্যথা দিলাম,
কে এমন সুহৃদ আছে এনে দেবে তারে॥

—০—

পরজ।

কাজ কি শ্যামের কথা কহিয়ে। (ওগো তোদের)
আপনি করেছি প্রেম, আপনি বুঝিয়ে॥
আমি যদি করি মান, শ্যাম আমার রাখে মান,
হই হব অপমান, শ্যামের লাগিয়ে॥

—

পি ১১১৭ ললিত।

আমার মনটি করিয়া চুরি, আমার প্রাণটি করিয়া চুরি।
এই আসি বলে গিয়েছিলে চলে, এতদিনে এলে ফিরি (গো)
কত নিশি গেছে কত দিন, কত সকাল সন্ধ্যা বেলি!
কত বার মাস কত যুগ যুগান্তের অতীতে পড়েছে ঢলি;
কত মরু গেছে কত সাগরে, কত সাগরে শুকাল বারি।
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো, গলে গেছে কত গিরি।

সারা জীবনে সাধে রচেছি ডোর,
কোথা যাবে মোর সকল চোর
ধরেছি যখন বেঁধেছি তখন আর কি ছাড়িতে পারি গো,
আর কি ছাড়িতে পারি।

ভৈরবী।

সরল মনে সরল প্রাণে প্রাণ যদি নিতে পার দিতে গো পারি
স্বধু মুখেরি কথায় মজেছি ব'লে যেন করো না ছল চাতুরী।
হৃদয় মাঝারে আঁকিয়ে ছবি চিরদিনের তরে লুকায়ে রাখি,
নিলে জীবন বধিলে প্রাণ, পিয়াসা মিটাব দোঁহে দোঁহারি।

পি ১২৬২ খাম্বাজ—মিশ্র।

মাগো চিন্‌তে কি পারনি মোরে।
(আমায়) দেখেছিলি আগে রাম অবতারে॥
ভক্তিভরে দিলি মুখে তুলি ফল
হাতে হাতে মাগো তুই পাবি মোক্ষফল,
চতুর্ব্বর্গ ফল আমারি সম্বল
যে যা যাচে মাগো তখনি দিই তারে
ছিল মনেরি বাসনা ভক্তিতে মোরে (মনে পড়ে কি)
সেই ত্রেতার কথা মনে পড়ে কি, মনে পড়ে কি ?

সেই নবদূর্ব্বাদল রামরূপ মনে পড়ে কি ?
ছিল মনেরি বাসনা ভক্তিতে মোরে, তাই
পূরিল কামনা দ্বাপরে ॥

কীর্ত্তন।

বাঁধ মা বাঁধ বাঁধ মা আর আমি পালাব না।
বাঁধা ত পড়েছি আমি কোথা যাব বল না ॥
বাঁধ মা বাঁধ মা মোরে, বাঁধ মা কঠিন ডোরে
মা মা বলে সকাতরে মুখ পানে চাব না,—
তোর প্রাণে ব্যথা দিব না, গোপালে বেঁধেছ বলে।
মা মা মা ব'লে ডাকিলে পরাণ গলে,
কত সুধা উথলে মা—তাকি তুমি জান না ॥

পি ১৭৭৫

কীর্ত্তন।

হেলে দুলে নেচে চ'লে গোঠবিহারী।
চঞ্চল দিঠি মিঠি রঙ্গে বিথারি ॥
বঙ্কিম ঠাম শিরে শিখিপাখা শোভয়ে,
সুন্দর পীতধটি কটিতট বেড়য়ে,
নূপুর রুণু রুণু ঘুঙ্গুর ঝুনু ঝুনু,
নাচত বাজত বংশী বোলায়ত,
ধীরে ফিরে চায় ধেনু দু'ধারি ॥

কীর্ত্তন।

আজ ফুলের মালায় সাজবে ভাল রাম কানু দু'ভাই।
থরে থরে আয়না রে ভাই প্রাণ ভরে সাজাইব॥
রূপের ছটায় মাতবে গোকুল, দেখবে শোভা ধরায় অতুল
(আজ প্রাণভরে সাজাই)
চোখের দেখায় আশ মেটে না প্রাণের দেখা চাই।
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেয় বলে তাই, সদাই দেখা পাই॥

—০—

পি ১৯৩৫ জঙ্গলা।

আমার বুকে পিঠে সেঁটে ধরেছে রে ;
যেন বেড়াজালে জেলে ঘেরেছে রে।
পোড়া ঝোড়া মড়া সঝড়া,
তার ফুলধনু গুণে দিয়ে চাড়া
(ঝেড়ে) চোখা চোখা বাণ মেরেছে রে॥

—০—

জঙ্গলা।

রূপে যার মন মজেছে তারে কি গো যায় লো ভোলা।
উঠতে গিয়ে পড়বি ঢ'লে প্রেমের এইত বিষম জ্বালা॥
ভালবাসা ভুল্‌তে পারে, দেখতেও সই পাই না কারে,
যে ভালবাসা ভুল্‌তে পারে ও তার ভালবাসা ছেলেখেলা

—*—

পি ১৯৩৬ জঙ্গলা (নৃত্য-সম্বলিত)

গয়লা দিদি লো তোমার ময়লা বড় প্রাণ ।
তুমি সেরেকে জল দু'সের ঢেলে দুধে ডাকাও বান ॥
তোমার হাত পা দোলা কোমর দোলা সার,
দোলায় নাই কিছু বাহার,
আবার কেঁড়ে থই থই অথৈ জলে ভরতি কানে কান্ ॥

—০—

কেদার মিশ্র ।

আজি এসেছি, আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে,
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান ।
আজি আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান ।
আজি তোমারি চরণ তলে রাখি এ কুসুম ভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—
কর বঁধু কর তায় পান ।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান ।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উজ্জ্বল-জলদল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান,

আজি, এমন চাঁদের আলো,—মরি যদি সেও ভাল ;
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি, তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব ব'লে,
আসিয়াছি তোমার নিধান ;
আজি সব ভাষা সব বাক্—নীরব হইয়া যাক্,
প্রাণে শুধু মিশে থাক্ প্রাণ।

—০—

পি ২০৯৭ ভৈরবী।

ওগো কেউ বল না ভাতার কেমন মিষ্টি
আমার শুধু হ'য়েছিল ছেলেবেলায় ছেলেখেলা করে শুভদৃষ্টি ॥
মিষ্টি গুড় মিষ্টি চিনি আর মিষ্টি মধু,
কিসের মত মিষ্টি হ্যাগো সাতটী পাকের বঁধু
সে কি তেষ্টার জল চেষ্টার ফল
জষ্ঠী মাসের দুপুর বেলার বৃষ্টি ॥
মিষ্টি ছিল বাবার আদর, আর মায়ের কোল,
ফাগুন মাসে ফাগের খেলা, কচি আঁবের ঝোল
তার চেয়ে কি মিষ্টি ভাতার নারীর ধর্ম্ম কর্ম্ম ইষ্টি।
কত মিষ্টি সেই বিধাতা যার মিষ্টি ভাতার ছিষ্টি ॥

—০—

সিন্ধু খাম্বাজ।

মুখটী আমার বুকে নেই তার নামটী আছে মনে।
সেই নামটী দিবানিশি ফির্‌ছে আমার সনে॥
আমি উঠি বসি, যাই শুতে বিছানায়,
নাম সঙ্গে ওঠে, সঙ্গে বসে, সঙ্গে শুতে যায়,
নাম কত কথা শুধায় আমায়, পেলে পরে নির্জ্জনে॥
নাম আমার জপমালা, জুড়ায় জ্বালা;
আমার সিঁথের সিদূর, হাতের বালা;
নাই বিরহ অহরহ মধুর মোহ নাম আলাপনে;
আমি নামের প্রেমে সুখে আছি অনেক দাহ
দেহের মিলনে।

মিস্ বিভাবতী।

পি ৩৭২৭ বাঁরোয়া—মিশ্র।

মাখন দিয়ে খাবি কিলো পোড়া পাঁউরুটী।
(আবার) হৃষ্ট পুষ্ট হবে দেহ বাড়্‌বে নানান ভিরকুটী॥
সকাল বেলা মুখ না ধুয়ে পাঁউরুটী খাও মাখন দিয়ে,
পিত্তি পড়া বন্ধ হবে বাবুর মুখে শুনেছি।
গরম টগবগে জলে, দুটো ডিম দিবি ফেলে,
পাঁচ মিনিট বই রাখিস্‌নে কো হজমে হবে দেরি।

ডিমের লাল্‌সানি দিয়ে, পোড়া পাঁউরুটী খেয়ে,
ঠোঁট চেটে চেটে উঠে যাবে, কায়দা এ সব বিলিতি।
উপোস তিরেস করিস্‌ নিকো ছেড়ে দে একাদশী।

বেহাগ—খাম্বাজ।

নূতন রাঁধুনি হয়েছি—তোদের নিমন্ত্রণ ওদিদি।
স্কুলে গিয়ে বই পড়ে পড়ে ফোড়ন দিতে শিখেছি॥
সকাল থেকে ছুটে ছুটে, তরকারী নিয়েছি কুটে,
কিসের সঙ্গে কি দিতে হয় ঐটে ভুলে গিয়েছি॥
রাঁধতে গিয়ে শাকের ঘণ্ট, হলাম ভারি লণ্ড ভণ্ড,
নুন না দিয়ে দিছি চিনি মাইরি মাইরি ছি॥
রেঁধিছি অম্বল বিষম গণ্ডগোল
অরুচি হয়ত থাকবে নাকো নিমপাতা বেটে দিছি।
রাধতে রাধতে একটু একটু চেখে দেখেছি॥

পি ৪১১৯ বাহার মিশ্র।

শাউড়িতে মেরেছে ঠোনা শ্বশুরবাড়ী যাব না।
ননদেতে ভেংচি কাটে চিম্‌টি কাটে একজনা॥
বল্‌তে দিদি লজ্জা করে, খোঁপা নাড়া দেয় গো বরে,
সোহাগ ক'রে দাড়ি ধ'রে বলে কওনা কথা কওনা॥
আমি দিদি বিয়ের ক'নে কইতে কথা তারি সনে
পারি দিদি, বল্‌ দেখি তুই একি কাণ্ডকারখানা॥

বাবা আমায় এবার যদি শ্বশুরবাড়ী পাঠান দিদি,
কেঁদে মা'র ধর্‌বো আঁচল প্রাণ থাক্‌তে ছাড়বো না॥

—✱—

খাম্বাজ।

দিনে দুপুরে আলোকে আঁধারে তোমা ধনে কেন পাই না।
তোমারি বিরহে সদাই বিরহে ছানাবড়া ছাড়া খাই না॥
কত জোরে ডাকি কোথায় বঁধুয়া ক্ষুধায় কাতরা দাওহে রাঁধিয়া,
বাটনা বাটিয়া কুটনা কুটিয়া কানায়ে ঠেলিতে চাই না।
যবে হ'তে তুমি গেছ হে চলিয়া বিরহ উঠেছে জোরে জাগাইয়া
বিরহের পালা পাছে হয় বলে থিয়েটারে আর যাই না॥

—০—

মিস্ বীণা চক্রবর্ত্তী (এমেচার)

পি ৭৩৫২

প্রভাতে যারে নন্দে পাখী, কেমনে বল তাঁরে ডাকি
কোন ভরসায় তাঁরে মাগি।
কুসুম ল'য়ে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি যারে করেছি বরণ,
এ কণ্টক বনে কি করি চয়ন, কোন ফুলে বল সে পদ ঢাকি।
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী।
কণ্টক দিব চরণে যবে, কুসুম মুদিবে আঁখি;
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল, কেন তুমি মোরে
করিলে কাঙ্গাল,
বল হে হরি আর কত কাল, সুদিনের লাগি রহিব জাগি।

—•—

ভৈরবী।

যা যা করুণাময়ী জানিলাম তোর করুণা,
যাবে সুখে দুখে দিন, দীনের দিন ত' রবে না
ভজন সাধন যে জন জানে না, তারে ত' তারিলে তোর
ক্ষতি কিছু হবে না॥
আগমে শুনেছি সার, দয়াময়ী বিনে আর, ভবাদি
করিতে পার, কেহ ত' পারে না।
অধম দেখিয়া যদি আমারে তারিবে না
দয়াময়ী নাম তোর তবে কেউ এ সংসারে লবে না॥

বিনোদিনী দাসী। (পটলা)

পি ২১৩৭ গজল।

যত দিন প্রাণ এ দেহে রহিবে,
আমি তোমারি তুমি আমারি।
যদি না আস ভাল না বাস
তবু তোমারি তবু তোমারি।
যে দিন হ'তে তোমারে হেরেছি,
সে দিন হ'তে প্রাণ সঁপেছি,
হৃদয় মাঝারে ছবি এঁকেছি,
ছবি তোমারি, ছবি তোমারি।

যে জ্বালায় জ্বলে মম অন্তর,
নিশি দিন নাথ জানাব কত তার,
হৃদয় মাঝারে চাহিয়ে দেখি
মূরতি তোমারি মূরতি তোমারি।

ভৈরবী।

একটা কথা বল্‌বো রে প্রাণ মনেতে সাধ আছে
অনেক দিনের পরে বিধি মিলায়ে দিয়েছে
দয়া করে এস যাদু আমার এখানে,
রাখ্‌ব তোমায় যতনে,
ফুলের মাঝে রাখ্‌ব তোমায় যত ফুল ফুটে আছে॥

স্বর্গীয়া বিনোদিনী দাসী।

পি ৭৯ বাঁরোয়াপিলু—কাওয়ালী।

প্রাণ আর বাঁচে কেমনে।
যারে না হেরিলে সখি নিরন্তর ঝরে আঁখি
নয়নে নয়নে রাখি নয়নের ধনে।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ধীরে ধীরে তীরে কর পার।
আমরা গোপেরি নারী না জানি সাঁতার॥
তরী করে টলমল, পসরাতে উঠে জল,
মাঝখানে ডুবালে তরী কলঙ্ক তোমার।

—০—

পি ৩০

হাম্বির কাওয়ালী।

তারে ভোলা হল একি দায়!
আমার প্রাণ যায়।
কি ক্ষণে হইল দেখা, বুঝি প্রাণ যায়।
বিমল জোছনা মাখা, চন্দ্রিমা তুলিতে আঁকা,
হেরিলে তার মুখশশী প্রাণ জুড়ায়॥

—*—

খাম্বাজ—খেমটা।

চাইনা, চাইনা, চাইনা রে তোর ওজন করা ভালবাসা।
সিন্ধুসম ভালবাসা, বিন্দুতে কি যায় পিপাসা॥
ভালবাসা পাকা সোনা, ভাল বাসায় খাদ মেশে না,
ভালবাসা বেচা কেনা, ভরাডুবি করে আশা॥

—০—

কুমারী বকুল বসু।

দেশ—

পি ৬২০২

ইন্দীবর দল শ্যাম।
প্রেমিক হৃদি রাসমঞ্চে
ত্বংহি ত্রিভঙ্গ ঠাম॥
তটিনী গর্ভে হরি, স্নিগ্ধ বারিধি তুমি,
সুদূর প্রান্তরে, ধুধুময় মরুভূমি
গগনে গ্রহ তারা, তব জ্যোতিতে তারা

স্থষ্টি লীলা রসে

তোমারি ব্রজধাম,

তোমারি ব্রজধাম,

তোমারি ব্রজধাম ॥

—০—

পি ৭৬৫৩ কাফি সিন্ধু!

যাব কিম্বা যাব গো জলে

ব'সে ভাবছি কূলে।

আমি অমন রূপ আর কভু দেখিনি

যেন জলের ভিতর অনল জ্বলে ॥

মরি কি মধুর হাসি

ঝরিছে অমিয় রাশি।

মোহন বাঁশীর তানে করে উদাসী

সাধ হয় মন প্রাণ বিকাই চরণ তলে।

———

পি ৭৬২৫ আশাবরী।

আঁখি পিয়াসী, মন উদাসী।

আকুল করিল মোহন বাঁশী ॥

বাঁশীর তান্

মোহিল মন প্রাণ

এমন মধুর গান
ভুলন না যায়;
ঢালিছে তৃষিত প্রাণে
অমিয় রাশি॥

কুমারী যুঁই বসু।

পি ১৩৫৩ সুরট খাম্বাজ।

আমি সংসার সাগরে ভাসিয়া বেড়াই,
আর সুধুই দুঃখের বোঝা ব'ই।
পরাণের দুঃখ পরাণে চাপিয়ে, মরমে মরে রই॥
হাসিতে খেলিতে বাধা পায় পায়,
কোন কাজে মন কিছুতে না ধায়।
কোথা প্রেমময়, ডাকি হে তোমায়,
তোমারেই দুঃখ জানাই॥

মিস্ চারুশীলা (খোদন)।

পি ৬৭৭৭

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ।

ভাল বাসিতাম যারে বাসিতাম
তারে প্রাণের অধিক বাসিতাম।
(আমি) এ জীবনে আর বাসি নাই ভাল
তাহারে শুধু বাসিতাম॥

সে তো ভাল বাসিতো আমারে
কত যে যতন করিত গো মোরে ;
দূরে স'রে গিয়ে দেখিত আমারে
আমিও তারে দেখিতাম ॥

—— ·

ভৈরবী—মিশ্র।

আগে তো জানি না লো সই
সে এত কাঁদাবে আমায়।
তা'হোলে কি মন প্রাণ
স'পি সে নিঠুর জনায় (নিদয় কালায়)।
হীরে ভেবে কাচ ভাঙ্গারে
রেখে ছিলাম বুকে ধ'রে ;
ভ্রমর ভেবে পদ্ম-মধু দান ক'রেছি গোব্‌রে পোকায় ॥

——

পি ১০৫২ কেদারা।

যমুনারই কূলে সখি শুনে শ্যামের বাঁশীর গান,
আপনারে ভুলে গেছি হারাইনু কুলমান ॥
সে যে গো পরেরি প্রাণ, আগেতো ছিলনা জ্ঞান ;
তা হোলে কি সঁপি প্রাণ, সহি এত অপমান ॥

——

রাজা পৃথু।

ডাকলে কি গো থাকৃতে পারি,
আকুল প্রাণে তাই তো আসি।
সাধের খেলা খেলি যত, খেলতে বড় ভালবাসি ॥
যুগে যুগে খেলি যত, খেলা আমার বাড়ে তত ;
ভক্ত সনে অবিরত থাকি আমি দিবানিশি ॥

ভাবিনীমণি দাসী।

কীর্ত্তন।

পি, ৩৬৩৬

রসিক নাগর, বিরহে কাতর, পড়িল ধরণী তলে।
(অমনি পড়লো নাগর—রাধা রাধা ব'লে)
(তখন) সুবল আসিয়ে, ব্যথিত হইয়ে, তুলে বসাওল কোলে ॥
(সখারে)
(ভাইয়ে একি হ'ল বলে) (কেন এমন হলি ভাই)
(এই যে কথা কহিতেছিলি)
বসন ভিজায়ে মুখখানি মুছায়ে, মধুর মধুর বোলে।
(রাধাকুণ্ডের জলে) (বিরহতাপ দূরে যাবে বলে)
আচম্বিতে আসি—(কানাইরে ও ভাই)
রাধাকুণ্ডে বসি অচেতন কেন হলি ॥
(আমার সচৈতন্য—কেন অচৈতন্য হলি—ভাইরে)।

কীর্ত্তন।

রাই অনাদর হেরি রসিকবর অভিমানে করল পয়ান।

(অভিমানে) (রাই ধনীর মান দেখে)

বলে আমি কোথায় বা যাব হে—

(আমার রাই যদি নিলে না)

নয়ন-হিল্লোলে পথ লখই না পারই,

(অমনি ভেসে গেল) (নয়নজলে নীলগিরি ভেসে গেল)

পীতবাসে মুছই বয়ান।

(কেউ দেখ্‌বে ব'লে) (আমি নাগর হ'য়ে কাঁদিলাম)

নিজ অপরাধ নাহি জান। (হরি হরি)

সো হেন প্রেমময়ী গঠিলা কি নিরদয় কাহে করল মুঝে মান,

(কিছু বুঝতে নার্‌লাম—কিসের লেগে মান ॥)

মিস দাস (এমেচার)

পি ১২৭৪ কীর্ত্তন।

বিশ্বরাজ হে, কেন ডাক সখা ব'লে আর,

তোমার মধুমাখা ডাকে হরি হে

আমি নিদারুণ লাজে মরি (আর ডেকোনা ডেকোনা হে)

ওহে কলুষ সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে;

তার কি গুণ স্মরিয়ে পুণ্যময় হরি হে (দীনের সখা হরি হে)

(ওহে দেবদুর্লভ হরি হে)

সেধে সখা বল তায় (একি ভালবাসা)

আমি বুঝিনু এখন, পতিতপাবন তোমার প্রেমের রীতি,
যে জন চায়না তোমারে, তুমি চাও তারে, সাধিয়ে বল সুহৃদ
(একি ভালবাসা)।

—০—

ভাটিয়ালি।

(এগো দরদী) আমার মন কেন উদাসী হতে চায়।
ও তার ডাক নাহি হাঁক নাহি গো আপনি আপনি চ'লে যায়।
ধৈরয না ধরে অন্তরে, সদা কেঁদে উঠে মন শিহরে নয়ন ঝরে,
যেন নীরবে স্বরবে সদা ডাকিতেছে আয় গো আয়!
যেমন ভাটির স্রোতে ভাটার গড়ান, সাগর যেমন সদা গো
টানে নদীর পরাণ
সে টান এতই সরল মনের গরল অমৃত হইয়া যায়।

—০—

পি ১২৫৭ বেহাগ—কাওয়ালী।

চির সখা হে, ছেড়না মোরে ছেড়না।
সংসার-গহনে নির্ভয়-নির্ভর, নির্জ্জনে সজনে সঙ্গে রহ॥
অধমের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল!
জরা-ভারাতুরে নবীন করহে, ওহে সুধাসাগর!

———

বাহার।

এ কি আকুলতা ভুবনে, এ কি চঞ্চলতা পবনে,
এ কি মধুর মদির-রস-রাশি, আজি শূন্যতলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্রকরে এ কি হাসি, ফুল-গন্ধ-লুটে গগনে।

এ কি প্রাণভরা অনুরাগে আজি বিশ্ব-জগত-জন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে সুখ পরশ কোথা হ'তে লাগে,
সুখে শিহরে সকল বনরাজি, উঠে মোহন বাঁশরী বাজি,
হের পূর্ণ-বিকশিত আজি, মম অন্তর সুন্দর স্বপনে।

পি ১২৫৮ বাউল।

যদি ডাকের মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা এমন ক'রে তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তে॥
নাম জানিনা ডাক জানি না আমি জানি না কোন কথা বল্‌তে॥
আমি ডেকে দেখা পাইনা তোমায়, আমার জনম গেল কাঁদতে॥
দুঃখ পেলে মা তোমায় ডাকি, সুখ পেলে যে ভুলে যাই নাম
কর্‌তে,
মনে ব'সে মন দেখ মা আমায় দেখা দাও না তাইতে॥
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত ছেলে হ'ত তবে তুমি জান্‌তে
(কাঙ্গাল) জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত তুমি পার্‌তে না তায়
ঠেল্‌তে॥

রামপ্রসাদী।

আমি কি দুখেরে ডরাই।
তবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা যখন আমি যেখানে যাই,
তখন দুখের পথে চ'লে গিয়ে দুখের হাটে বাজার মিলাই!

বিষের কৃমি বিষে থাকে মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখে সদাই,
আমি তেমনি দুখের কৃমি, দুখের বোঝা নিয়ে বেড়াই :
প্রসাদ বলে মা ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও খানিক জিরাই,
ওমা সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুখের বড়াই !

পি ১৭৬৫ ভৈরবী।

সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি
ব্রজরমণীগণ-মুকুট-মণি !
কুঞ্চিত-কেশিনী নিরুপম-বেশিনী
রস-আবেশিনী ভঙ্গিনী রে—
অধর-সুরঙ্গিনী অঙ্গ-তরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে !
কুরঙ্গগামিনী মতিমা দশনী
দামিনী চমক নেহারিণী রে—
আভরণধারিণী নব-অভিসারিণী
শ্যামের হৃদয়-বিহারিণী রে !
নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী সোহিনী রে।
রাস বিনোদিনী হাস বিকাশিনী
গোবিন্দদাস চিত মোহিনী রে ॥

মল্লার।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিশন্তিয়া।
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ সঘন খরতর হন্তিয়া!
কুলিশ শত শত পাতমোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকি ফাটি যাওত ছাতিয়া!
তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুড়িত পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে ক্যায়সে গোঁয়াই হরি বিনে দিন রাতিয়া।

পি ১৭৬৬ টোরি ভৈরবী।

অয়ি ভুবন-মন-মোহিনী।
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল-ধরণি!
জনক-জননী-জননি!
নীল-সিন্ধুজল ধৌত চরণ তল
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্র-তুষার-কিরিটিণি!
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী॥
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্য-পিযুষ-স্তন্য বাহিনি!

বাউল।

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না ;
তোর আশা লতা পড়বে ছিড়ে
হয়ত রে ফল ফল্‌বে না।
আস্‌বে পথে আধাঁর নেমে
তাই ব'লে কি রইবি থেমে,
(ও তুই) বারে বারে জালবি বাতি,
হয়ত বাতি জ্বল্‌বে না।
শুনে তোমার মুখের বাণী
আস্‌বে ছুটে কত প্রাণী।
হয়ত তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া টল্‌বে না !
বন্ধ দুয়ার দেখ্‌বি ব'লে
অমনি কি তুই আস্‌বি চ'লে,
(ও তোর) বারে বারে ঠেল্‌তে হবে,
হয়ত দুয়ার খুল্‌বে না,
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

—০—

পি ১৮৬৩ সিন্ধু মিশ্র।

মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী, শ্যামবিলাসিনী রে।
কহ লো নাগরী গেহ পরিহরি, কাহে তু বিবাগিনী রে।

বৃন্দাবনধন, গোপিনী-মোহন, কাহে তু তেয়াগিনী রে ॥
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে ॥
বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমাশালিনী, বা মধুযামিনী, না মিটিল আশা রে ॥

—•—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ

এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে এ সাধ মোর পুরাইবে ॥
বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুনঃ,
আবার আমারে যেন রমণী জনম দিবে।
লাজ ভয় তেয়াগিব এ সাধ মোর পুরাইব।
সাগর সেচে রতন নিব কণ্ঠে রাখব নিশি দিনে ॥

কে ৪২ কীর্ত্তন।

তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব হৃদয়স্বামী।
কবে বসিব একান্তে প্রাণকান্ত তোমায় নিয়ে আমি।
আমি হৃদয়ে ধরি শ্রীপদ, সব বিপদ ঘুচাব হে
(বিপদ রবে না, রবে না, বিপদ রবে না হে)
বল সে দিন আমার কবে বা হ'বে, যে দিন—
আমার শোক তাপ সব যাবে, জুড়াবে তাপিত প্রাণী।
তব অখিল নীলালোকে, আমি ডুবাব মানস হে,
আমার বাসনা, রবে না রবে না।

বল সে দিন আমার কবে বা হ'বে, যে দিন—
আমি সকল ভুলিব, শুধু হৃদয়ে জাগিবে তুমি।

—

কীর্ত্তন।

দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর, দীনে কৃপাবিন্দু বিতর।
আমার হৃদি বৃন্দাবনে কমল-আসনে, মন প্রাণ সনে বিহর (হরি)।
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,
হৃদয় মাঝারে সতত নিরখি, তব রূপ চির সুন্দর (হরি)।
এই কর হরি দিন দয়াময়,
তোমায় আমায় যেন দুটী নাহি হয়,
জলেরই তরঙ্গ জলে কর লয়, চিন্ময় চির সুন্দর (হরি)

—

শ্রীমতী দেববালা দাসী (দেবী)

পি ৬৪১৬ ভূপালি।

চলেনা চলেনা শ্যামা তোমা বিনা দিন আমার চলেনা।
(মা) তোমা বিনা মম আপনার জন, হিত কথা কেহ বলে না ॥
জীবন তরু শুষ্ক হয় মা গো, তোমা বিনা সে'ত বাঁচে না;
আমার জীবনের সম্বল তব কৃপাবল বিনা শুভ ফল ফলে না ॥
(মা) তোমা ভিন্ন আমার জীবন অরণ্য,
সেথায় প্রেমের আগুন জ্বলে না,

আমার অসুর সমান রিপু বলবান,
আমার কথা কেহ শোনে না ;
(মা) তুমি না হ'লে প্রসন্ন, এক মুষ্টি অন্ন,
এ সংসারে কই মিলে না,
ওমা কহে অকিঞ্চন তব শ্রীচরণ,
বিনা গতি মুক্তি হবে না ॥

—•—

বেহাগ।

শ্যামা জগদীশ্বরী কখন শঙ্কর বামে কখন রাসরাসেশ্বরী ॥
অগতির গতি দায়িনী ভবদুঃখ বিনাশিনী,
তারো এ ভব তারিণী, দেবী তব কিঙ্করী ॥

—*—

পে ৬৪৮৯ ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

কি চোখে শ্যাম আজি তুমি আমার পানে চেয়েছ।
কত যেন প্রেমসুধা প্রাণে ঢেলে দিয়েছ ॥
জুড়াইতে মর্ম্মব্যথা, হৃদয়ের কত কথা,
বলেছি তোমারে কালা তুমি তো তা শুনেছ ॥

ভৈরবী।

খেতে মধু বঁধু শুধু হেথা এসেছে।
অনুরাগে তাই আগে ভাল বেসেছে (কালা) ॥
কোন দিন তো এমন সাজে,

আসেনি সে কুঞ্জ মাঝে,
দূরে থেকে চোখে দেখে, ফিরে গিয়েছে (কালা)
আজি দেখি লীলাবেশে, কাছে এসে ভালবেসে,
সোহাগেতে হৃদয়েতে তুলে নিয়েছে (কালা)॥

প ৬৫৭১ আসোয়ারি।

বুঝিতে পারি না তারা এ কেমন মা তোমার ধারা
কেঁদে কেঁদে হই মা সারা তবু তোমার পাই না সাড়া
ভবের মাঝে পাঠিয়ে দিয়ে দেখলি না একবার চেয়ে
মরি গো মা ভবভয়ে তরাও গো মা ভবদারা॥

ভৈরবী।

শ্যামা কি আছে আমার ভবে।
যা ভাবি আমার যা দেখি আমার
সকলই তোমার তোমারই রবে।
সুখ দুঃখ তারা যা ভাবি আপন
সে সবই তোমার তোমারই সৃজন,
সকলে তো নহে পাগল এমন
তোমার বোঝাটি নিজে বহিবে॥

পি ৬৭৫৬ ঝিঁঝিট।

কালা কেন বাঁশরী বাজায়।
বাঁশরী স্বরেতে আমার প্রাণ বুঝি যায়॥

অবলা সরলা বালা কত আর সহিব জ্বালা,
বাঁশের বাঁশীতে বুঝি কুল মান মজায় ॥
মনে করি ভুলে রই সে নিঠুর কালায় লো সই,
হৃদি মাঝে আছে সদা কিছুতে না যায় ॥

—•—

আড়ানা বাহার।

যাও শঠ লম্পট হেথায় এসোনা
কি লাজে বলনা করিছ ছলনা,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে পুরাও গো বাসনা ॥
যেখানে পোহালে সারাটী রজনী,
সেখানেতে যাও নট শিরোমণি।
অপমানে মানে রয়েছ মানিনী,
হেথায় আসা তোমার ক'রে দেছে মানা ॥
সারা নিশি জেগে আশাতে তোমারি,
জেগে জেগে ঐ ঘুমালো কিশোরী।
নিরবে শ্রীহরি কর হে শ্রীহরি,
কালি এস হে কালিয়ে সোনা ॥

—•—

পি ৬৯২২ ভৈরো (আগমনী)।

দেখ গিরিরাণী, ঐ আসে ভবানী,
ভুবন আলো করি সিংহ আরোহণে।
ধরাসন ত্যেজিয়ে, দেখ একবার চেয়ে,
ঐ তোমার মেয়ে আসিছেন ভবনে ॥

সহ সরস্বতী লক্ষ্মী ষড়ানন,
মায়ের কোল আলো করে গজানন ;
নয়নভরে সবে কর নিরীক্ষণ,
দুঃখ নিশি পোহাইল এত দিনে ॥
উমা এলো তোর সম্বৎসর পরে,
সাধ পূর্ণ সবার হইল এবারে ;
মণিন্দ্রের নিরানন্দ গেল দূরে,
আনন্দময়ী দেবীর আগমনে ॥

ভৈরবী।

গিরি কার মেয়ে আনিলে বল হে
(গিরি) কার মেয়ে আনিলে বল।
আন্‌তে গিয়ে গৌরী, আন্‌লে কার কুমারী ;
ছলনা কোরনা সত্য করি বল ॥
কৈ আমার বল লক্ষ্মী ষড়ানন,
বীণাপাণি আর গজেন্দ্র বদন ;
কেন না সঙ্গে হেরি পঞ্চানন,
বুঝি ভোলানাথ তোমারে ভুলালে ॥
ননীর পুতলী জানিতাম উমারে,
এ যে দশভূজা মৃগেন্দ্র উপরে ;
যোগীন্দ্র মুণিন্দ্র লুটায় পদপরে,
পূজে যোড় করে দেবতা সকলে ॥

পি ৭০০০ বেহাগ খাম্বাজ।

কাল বরণী শ্যামা,
ওমা কাল ঘরণী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা
অসি মুণ্ড ধারিণী॥
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে,
নাচ মা নানা রঙ্গে,
দাঁড়ায়েছ শিব অঙ্গে,
ওমা শিব সোহাগিনী॥
কোথা গো মা মহামায়া।
কলুষে কাঁপে মা কায়া,
অধিনীরে কর দয়া,
ভব ভয় বিনাশিনী॥

—০—

সোহিনী।

কার মা এমন দয়াময়ী আমাদের মা তুমি যেমন।
সঙ্গে থাক দিবানিশি চোখের আড় করোনা,কখন॥
পরীক্ষা অনল জ্বেলে, আপনি দাওমা তাতে ফেলে,
(আবার) আপনি দাও মা উপায় বলে যাহার যাতে বাঁচে জীবন॥
তুমি ভালবাস যেমন, আমি তো বাসিনা তেমন,
শিখাও মোরে ভালবাসা, আমার প্রতি তোমার যেমন।

—•—

পি ৭১৮৬ সিন্ধু।

মনেরি বাসনা হরি খেলবো হোলী তোমার সনে।
দেখবো আবীর কেমন সাজে তোমার কাল বরণে॥
এসেছি তোমারি পাশে হরি খেলতে হোলী হরষে ;
পুরাও মোদের অভিলাষে শ্যাম দুঃখ দিওনা মনে॥
শ্রীরাধারে সঙ্গে করি গোপিনী সনে খেল হোলী ;
পুলিনের বাসনা হরি, হরি আবীর দিতে ও চরণে॥

—॰—

দেশ।

আশা করি ওহে হরি খেলব হোলী তোমার সনে।
বাসনা পুরাও হে শ্যাম খেলে হোলী মোদের সনে॥
গাঁথিয়া কুসুম মালা, এনেছি সব ব্রজবালা,
যতনে পরাব মালা (হরি) রং দিব ও চাঁদ বদনে॥
আয়লো সবে সহচরী, হরিকে রাখ লো ঘেরি॥
আজ যেন না পালায় হরি, ভঙ্গ দিয়ে হোলী রণে॥

মিস্ পহরজান।

পি ২৩ খাম্বাজ—যৎ।

নিমেষের দেখা যদি পাই তোমারই।
আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারই।
লাজ নয়নে চকিত চাহনি, সে যে বিষম দায়,
যৌবন বধে বা প্রাণ, দোহাই তোমারই।

আর কত স'ব বল, তোমারই বিরহানল,
কতদিন ভালবাসা, লুকাই তোমারই।

গৌরী (একতালা)

হরি ব'লে ডাক রসনা (এই বেলা রে)
আর এমন দিন পাবে না হে।
কর হরি ধ্যান, পাবি পরিত্রাণ,
তবে কেন ভুলে রইলি।
হরিনাম আর না নিলে মন,
তবে কিসে তরিবে—
(ভবসিন্ধু পারে কিসে যাবে)
ওরে আমার মন, তবে
কিসে ভব-পারাবারে যাবে।

মিস্ গোবিন্দরাণী বাঈ।

পি ৬৪৫৭ ভৈরবী।

ভালবাসি বলে কিরে আসিতে ভাল বাস না।
আপন করম দোষে না পুরিল বাসনা॥
হেরে তব মুখশশী, সুখ-সাগরে ভা'সি
তাই বুঝি রেখেছ দাসি ভাবিতে তব ভাবনা॥

আশোয়ারী।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তারে ভালবাস যারে।
পরশনে ম্লান হবে হীরা কণ্ঠহারে রে॥
ধ্যানে দরশন কর, সেইরূপ নিরন্তর,
দেবত্ব রবে না আর ছুলে তব দেবতারে।

পি ৬৭২০ গারা।

জানি না কেন ভালবাসি।
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী॥
বাস কি না বাস ভাল, আমি ভাল বেসে
থাকি ভাল, হইল আশা বিফল, আমি
নিরাশা সাগরে ভাসি॥

ভৈরবী।

আমি-রব চিরদিন তব পথ চাহি।
ফিরে দেখা পাই আর নাই পাই॥
অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব প্রাণ,
ভাল বেসেছিলে জানি, মনে, শুধু রবে তাই॥
আমি তবু তব লাগি, দিবানিশি রব জাগি,
এমনই যুগ যুগ জনম বাহি॥

পি ৬৯২৩ ভৈরবী।

(মা) এবার বাজি ভোর (গো)
কিছুই দিলে না পেলে না দিবে না পাবে না,
তায় বা কি ক্ষতি মোর ॥
ও মা দিতিস্ দিতাম নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর ;—
এবার মজুরি হো'ল না মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর ॥
ও মা আমি আছি কোথা তুমি মা কোথা,
মিছে মিছি করি শোর ;
শুধু শোর করা সারা তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর ॥
ওমা আমি টানি কূলে মোর প্রতিকূলে,
দারুণ করম ডোর ॥
ওমা প্রসাদ কহিছে, পড়ে ছুটানায়,
সুধা না পেলে চকোর ॥

— —

আশাবরী।

এস মা এস মা আজি অভয়া বরদা তারা।
হরষ মগন কিবা ভুবন আপন হারা ॥
উঠিছে মধুর গীতি, উথলে জগতে প্রীতি,
প্রভাতের সমীরণ বরিষে অমিয় ধারা ॥

দাঁড়ায়ে দুয়ারে সারি, দেখ কত নরনারী।
ভকতি বিহ্বলচিত পুলকিত মাতোয়ারা॥

পি ৬৯৪৭ বেহাগ

নিতান্ত আমারি তবু যেন সে আমার নয়।
নিতি নিতি দেখি তবু নাহি পাই পরিচয়॥
যত ভালবাসি যেন তত ভালবাসি নাই,
যত পাই ভালবাসা আরো চাই আরো চাই;
পলকে তাহারে পাই, পলকে হারায়ে যাই,
মিলনে নিখিলহারা, বিরহে নিখিলময়॥

সোহিনী।

প্রেম যে মাখা বিষে জানিতাম কি তায়।
তা হলে কি পান করি মরি যাতনায়॥
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়॥
প্রেমের কুসুম সে তো পরশে শুকায়;
প্রেমের কণ্টক-জ্বালা ঘুচিবার নয়॥

পি ৭০৫৩ ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

মনে কত ভালবাসা আঁধারে লুকায়ে আছে।
ফুটিতে পারে না ভয়ে, হিমে ঝরে যায় পাছে॥
হৃদয় গোপন করে রবে নিজ মান ভরে;
পারে না মরম কথা কহিতে কাহারও কাছে॥

পিলু বাঁরোয়া।

অবহেলা অনাদরে প্রেম যে শুকায়ে যায়।
হীরা কি আঁধারে জ্বলে, হিমে কি ফুল ফোটে হায়॥
গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা;
কুহরে কোকিল কি গো, বিনা সে মলয় বায়॥
নিরাশা, বিয়োগ ভয়, প্রেমের মরণ নয়;
বাঁচে না শুধু সে ঘৃণা অবহেলা যাতনায়॥

—০—

পি ১৩৫৪ সাহানা।

৺ডি, এল, রায়ের চিরপরিচিত গান
'কেন প্রিয়তম ধরা দাও শুধু স্বপনে।'

—০—

বেহাগ।

জানি গো জানি তারে, জানি ভাল জানি।
লম্পট শঠ সে যে, চতুরের চূড়ামণি॥
মন প্রাণ দিয়ে পায়, বুঝেছি ঠেকেছি দায়।
চুরি করে গেছে চলে, অবলার হৃদয়মণি॥
কত মধু নিশি গেল, সে'তো ব্রজে নাহি এলো।
(আমার) নয়ন জল সার হ'ল কোথা শ্যাম গুণমণি॥

—০—

পি ৭৫৬১ খাম্বাজ।

কে গায় রে সুমধুর স্বরে
আমার হৃদয় আকুল করে মন প্রাণ হরে।
সুদূর আকাশে বসি গায় কি রে পূর্ণশশী।
তা না হ'লে এত সুধা কোথা হ'ত ঝরে।
ঘুমন্ত জগত দিয়া যায় স্বপ্ন বরষিয়া
প্রবাসীর সুখস্মৃতি জাগায় অন্তরে॥

—০—

জঙ্গলা।

ভালবাসা বল কারে কয়?
সেকি চোখে চোখে, বুকে বুকে, প্রাণে প্রাণে মিশে রয়?
সে কি বিরহেতে কাঁদে মিলনেতে হাসে
আপন ভুলিয়ে ছোট প্রিয়তম আশে
সে কি হয় না মোচন এমনি বাঁধন প্রাণে প্রাণে মিশে রয়?
সে কি আঁধারে আলোক মরণে জীবন চিরসুধাময় সুধাময়?

—০—

মিস্ ইন্দুবালা (এমেচার)

পি ৪৩৭০ ইমন।

তুমি এস হে, তুমি এস হে, তুমি এস হে
এস হে এস হে।
আমার দলিত হিয়ায় পরতে পরতে
তুমি ব'স হে তুমি ব'স হে।
ব'স হে ব'স হে॥

পাতিয়াছি হেথায় রতন আসন
রচিয়াছি দেখ কুসুম শয়ন,
কত অভিলাষ কত আকিঞ্চন, নয়নের কোণে তুমি
একবার চাহ হে, একবার চাহ হে।
পিক-মুখরিত অলি-গুঞ্জরিত মন্দ-মলয় সমীর-সিঞ্চিত
হে প্রিয়সুহৃদ, হে চিরবাঞ্ছিত বারেকের তরে তুমি হাস হে
তুমি হাস হে, হাস হে ॥

জঙ্গলা।

ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধব না'ক আজকের সাঁজে।
ভিড়িয়ো নাকো চলুক তরী নদীর মাঝে।
ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে জলটী যেথায় ছুঁয়ে আছে,
আজিও সে ঐ ঘাটেতে পল্লী-বালার কাঁকন বাজে ॥
মৌন সাঁজের ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা দিচ্ছে ডেকে।
প্রাণের ছোট দিপটী তথায় বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে।
একটী গৃহ হেথায় কি না
আমার ছিল বড়ই চেনা—
আজও তাহার ছবিটী আমার হৃদয় মাঝে সদাই রাজে ॥
ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে এমন সময় আমার প্রিয়া
যেত ছোট কলসিটীকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া
সোহাগে জল উথলে উঠি,
পড়ত তাহার বক্ষে লুটি,
পথে প্রিয়া আমায় দেখে ঘোমটা দিত হর্ষলাজে।

ঐ নদীর ঐ কূলে তটিনীর ঐ কোমল কোলে
দিয়াছি সেই স্বর্ণ-লতায় আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজিও সে চিতার পরে শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে
আজও মধুর মুখখানি তার দেখা দেয় যে সকল কাজে ॥

পি ৪৬৪৪ কানেড়া—মিশ্র।

ধরহে বারিদ মিনতি মোর।
ডেকোনা গভীর গরজে ঘোর ॥
শিহরে প্রাণ কাঁপে থর থর,
ক্ষীণ শরীর আমার হে,
ভুলে যা চপলা-চমক চাহনি,
চোখে চেপে রাখ ভীষণ বাজ,
তুইও ঘুমালে ভারত ঘুমাবে,
ভয় ঘুমাবে আমার হে।
খর পবন আর ভেঙ্গো না দীনের কুটীর হে ॥

মেঘ।

হের সখা গভীর মেঘদল গরজে।
বাজে বাজে দূরে থেকো না থেকো না দূরে,
চাহি চুমিতে মুখ-সরোজে ॥

চমকে ডাকি চমকে চমকে লুকি চপলা মন উতলা,
নীরদ ঝরিছে ঝর ঝর ঝর কিবা বাজে।
ঘন ঘন গভীর গরজে॥

——

পি ৪৭৫৫ আড়ানা বাহার॥

(ও তার) পথে যেতে যেতে বাঁশী শুনেছি।
সে যে কালোসোনা জানি না চিনি না,
কি করি বল না প্রাণ সঁপেছি॥
গো তারে এনে দে সজনী,
কাঁদিতেছে প্রাণ দিবস রজনী,
নিপট নিঠুর লোকমুখে শুনি,
অবলা জানি না তাই ভাল বেসেছি॥

——

কাফি।

সর সর সুন্দর শ্যাম আমি বারি ল'য়ে চ'লে যাই!
রাধা যে চরণে বাঁধা শ্যাম তাও কি তোমার মনে নাই॥
কৃতার্থ যে পদ পেলে সাধে কি শ্যাম
তোমায় যাই হে ভুলে,
আমার চারিধারে অরি ফেরে শ্যাম
সদাই মনে ভয় পাই।

সাধ মেটে না তোর সঙ্গে থেকে,

সদাই ভয় কোথায় দেখে,

আমার ঘর ভাল শ্যাম নিরাপদে

সেথায় হৃদে তোমায় দেখতে পাই ॥

পি ৬১৭০ ঝিঁঝিট মিশ্র।

আহা কত অপরাধ করেছি আমি চরণে তোমার মা গো!
তবু কোল-ছাড়া মোরে করনি, কখন ফেলে চলে গেলে না গো,
আমি চলিয়া গিয়াছি "আসি" বলে
তুমি বিদায় দিয়েছ আঁখি জলে
কত আশীষ করেছ বলেছ "বাছারে, যেন সাবধানে থেকো;
আর পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণভরে 'মা মা' বলে ডেকো।"
যবে, মলিন হৃদয় তপ্ত লয়ে ফিরিয়াছি অভিশপ্ত।
করিয়াছি পাপ বলিয়াছি "মাগো ক্ষমা করে পায়ে রেখো"
তুমি মুছি আঁখি জল বলিয়াছ "বল আর ওপথে যাব না কো"
যবে পড়িয়াছি পাতক-শয়নে,
চাহি, চারিদিকে দীন করুণ-নয়নে
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি মা তবু নাহি রাগ।
আমি বুঝি বা না বুঝি দেখি বা না দেখি
তুমি সতত শিয়রে জাগো।

ভৈরবী।

মায়ের চরণ তলে ঠাঁই লব,
আমি অসময়ে কোথায় যাব।
ঘরে জায়গা না হয় যদি,
বাইরে রব ক্ষতি কি
মায়ের নাম ভরসা করে
উপবাসী হয়ে রব।
প্রসাদ বলে ওমা আমায়
বিদায় দিলে নাহি যাব,
দুই বাহু প্রসারিয়া
তোমার চরণতলে প্রাণ তেজিব।

পি ৬২০৩ খাম্বাজ।

(তুমি) যেয়োনা যেয়োনা ব্রজেরি ললনা,
জল আনিবার তরে,
শ্যাম নবঘনে হেরিলে নয়নে
(তুই) ফিরিতে নারিবে ঘরে।
অধরে মুরলী মধু প্রাণে ভরা,
সুন্দর সুঠাম-প্রাণ মনচোরা,
পীতবাস পরা শিরে শিখিচূড়া,
ফেরে সে যমুনার কিনারে।

জঙ্গলা।

বড় নেশায় পড়েছি শ্যামের বাঁশীতে,
বারে বারে বলি এসনা এসনা,
এসনা এসনা বাঁশী বাজাতে।
চমকে চমকে উঠি যদি, শুনি তার বাঁশী,
ডাকে রাই, অমনি ছুটে যাই,—
ঘরে থেকে কিবা হবে, ভেবে ভেবে প্রাণ যাবে,
থাকি সয়ে থাকি—
লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিতে।

পি ৬২৭১ রামপ্রসাদী।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে,
মায়ের রাঙ্গা চরণ ছাড়া রে মন,
কোন তীর্থ আর কোথায় আছে
দ্বারকা মথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি,
কৃষ্ণ যথায় লীলাকারী লীলা করেছে,
সেই কৃষ্ণ জন্মে যখন, কংস যায় বধিতে জীবন,
মা যোগমায়া রূপ ধরে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে।
শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ, নিষ্পাপ হয়েছে,
প্রসাদ ভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই সোনার কাশী,
সে নিজে হয় শ্মশানবাসী, আমার মায়ের চরণ সার করেছে।

ভীমপলশ্রী।

আমি তোর আসামী নইরে শমন,
মিছে কেন কর তাড়না।
শমন শোন রে নির্ব্যশ, আমি দুর্গাদাস,
তোর ধার কিছু ধারিনা॥
জগদম্বা আমার রাজা, আমি মায়ের খাসের প্রজা,
তোর ধার ধারি না।
ক'রে মহাবীজ হয়েছি খারিজ,
তোর কাছারী যেতে হবে না॥
দেখগে চিত্রগুপ্তের কাছে. যে যায় বাকী আছে.
তুমি আমার নাম তা'তে পাবে না
আমি দুর্গাপুরনিবাসী, এখানে নাই নিরিখ বেশী,
নাইক তশীল যাতনা॥
রামপ্রসাদ কয় শমন তনয়
আর কখনো হেথায় এসো না।
তুমি এসেছ এখানে আমার মা যদি তা শোনে,
তোমার অপমানের বাকী রবে না।

—১—

পি ৬৭৭৮ কালেংড়া।

শরণ তেরো আয়ে মাতঃ চণ্ডীকে ভবানী (কালিকে ভবানী)
তেরো নাম জগতে জননী, সকল দুঃখ দূর হো ;
জয়তি জয়তি জয়তি তেরো চণ্ডীকে ভবানি॥

গুঞ্জন এক দাস তেরো, চরণ কমল রজঃ চাহত
মাগত কর জোড়িকে, ভক্তিকে বরদানী ॥

—

কেদারা।

কালী জপ কালী জপ কালী জপ হে মন।
আদ জ্যোত জগ ম্যাগিত্য বিরাজে
রূপ অপার ভকত্ প্রতিপালী ॥
মুণ্ডমালা থর্পর তনু সাজিত,
ভক্তন্ কো আনন্দ দেতি হো ;
দুষ্টন কো উরশালী ॥
সকল দৈত্য সংগ্রামহি জিতে
সুর নর মুনী সব কর ভয়ভীতে
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র স্তুতি করে
ত্রাহি ত্রাহি জয় জয় মাতোয়ালী ॥
চৌদ্দ ভুবন জিতি যশ লিনী,
সুমন বৃষ্টি দেও অণ সব কিনি
লহ লহ লপকী জীব অতিলালী
বিশ্বনাথকে দুঃখ হয় হালী ॥

— —

মিস্ জহুরমতী দাসী

পি ৬৬৩৬ হাম্বির।

আর কত দিন থাকব হরি
একা আমি শূন্য ঘরে।

শূন্য এ হৃদয় আসন
যতনে বসাব কারে ॥
একা কাঁদি, একা হাসি, একা চোখের জলে ভাসি ;
চোখের জলে গাঁথা মালা পরাই হরি তোমারে ॥

মিস ষোড়শী দাসী

দাদরা।

আবার বল আবার বল শুনি কেমন সে চিকণকালা।
শুনেছি তার দৃষ্টি ভালো দোষের মধ্যে একটু কালা ॥
সকল কথা শুনতে না পায়,
সকল কথা শুনতে না চায়,
না চাক্ যখন মুখ পানে চায়,
(আমার) জুড়িয়ে যায় সকল জ্বালা।
ইচ্ছা জাগে মাঝে মাঝে,
কাটাই কাল তাহার কাজে,
ঘটে না তা লোক লাজে,
(আমার) ঘুচলো না তাই মনের জ্বালা ॥

শ্রীমতী কনকসরোজিনী। (এমেচার)

পি ৬৪৫৮

কেন মজায় অবলা একি জ্বালা ॥
শঠের শিরোমণি চিন্তামণির চিন্তে,

শরীর করিলাম কালা
বোঝেনা বেদনা সহেনা যাতনা,
জানিনা কেন করে ছলা, একি জ্বালা

কালেংড়া।

(তুমি) বলো গো তারে সই।
সে কালা আমার নয় আমি এখন তার হই।
রাধা বলে বাজায় বাঁশী, কাঁদে সব ব্রজবাসী,
ননদিনী সর্ব্বনাশী, আমি দ্বিগুণ জ্বালা কারে কই॥

মিস্ কিরণময়ী (এমেচার)

পি ৭৬২১

বেহাগ।

কত লুকান মরম ব্যথা, কত অজানা
মনের কথা ফুটে উঠে উজ্জ্বল নয়নে।
কত রাগ বিরাগ, কত মান সোহাগ,
কত কম্পিত চুম্বন, লাজ আনত আননে॥
কত নিশি জাগরণে, কত হিয়া শিহরণে,
কত মধুর স্বপন তাহার বিহনে॥

—০—

মিস্ সত্যরাণী

আড়ানা বাহার।

এস হে পরাণ বঁধুয়া।

হৃদয় দেবতা তুমি হে আমার
পূজিব পরাণ ভরিয়া।
নয়নাসারে চরণ ধুইয়ে,
মুছাব যতনে কেশপাশ দিয়ে,
প্রেম কুসুম লয়ে, আছি হে দাঁড়ায়ে,
অন্তর হ'তে নাবিয়া॥

—০—

পি ৬৯২৪ গজল।

কপটে আমারে এত দুঃখ দেওয়া ভাল নয়।
মনে দুঃখ দিলে পরে প্রাণে ব্যথা (দুঃখ) পেতে হয়।
কথায় কথায় প্রবঞ্চনা, এ কেমন প্রেম কালসোনা।
যে যাহারে ভালবাসে ব্যবহারে জানা যায় (কালা) ॥

——

দাদ্‌রা।

সখি গো ও সে চলে যায়।
ও সে চলে যায় পরাণ ভাঙ্গিয়া গো সখি,
ও কানাই মোর ওগো সখি॥
এ বুকে বজ্র হেনে যায় চলে সে সজনি,
আর যে মর্ম্ম ব্যথা সইতে নারি সজনি ;
কে জানে মনের ব্যথা গো,
হায় ! কারে বা জানাব গো ;

হৃদি বেদনা আমি কাঁদিয়া, আমি কাঁদিয়া মিটাব হায়।
ও কানাইয়া মোর ওগো সখি! ও সে চলে যায়॥

——

০০১ দাদ্‌রা।

কাল এত ভাল কিসে লাগলো কিশোরী।
ময়ূর পাখা দেখতে বাঁকা
(ও তার) নামটি বাঁকা বিহারী॥
পয়সা কড়ির বিষম জ্বালা
তাই গলাতে বন ফুলের মালা রাই লো!
(ও তায়) ঘর নাই তাই কদম তলায়
ছোঁড়া বাজায় বাঁশরী॥
মা বাপে দেয় না খেতে, তাই
চুরী করে খায় গোকুলেতে রাইলো!
ও সে বনে থাকে, ধেনু রাখে
ও সে মন করে চুরী॥

———

জঙ্গলা।

এসেছি এসেছি এসেছি গো,
পায়ে ঠেলো না, মুখে বল আমি চলে যেতে রাজী গো।
অনেক দিনের পরে দেখা মনে কি পড়ে না সখা,
তাই তোমারে দেখতে আসা, চোখের দেখা গো।
আজকের মতন দাও গো বিদায়

পুনঃ ফিরে আসিব পড়ে যদি মনে
ভুল না আমারে, তাই তোমারে সাধি গো ॥

৺কৃষ্ণভামিনী।

পি ৩২৯ হাম্বীর মিশ্র—যৎ।

মন যে নিল সে ত আর ফিরে দিল না।
জনম ফুরায়ে গেল, আর দেখা হ'ল না ॥
তাহারে হেরিলে সই মুখপানে চেয়ে রই,
বলি বলি মনে করি, আর বলা হলো না।
নিশীথে ঘুমায়ে থাকি, শয়নে স্বপনে দেখি,
ইচ্ছে হয় যে হৃদে রাখি, আর দেখা হলো না ॥

হাম্বীর—যৎ।

আসি ব'লে চ'লে গেল কই সই আসিল না।
আমি ভাবি যারি তরে, সে ত ভুলে ভাবলে না ॥
বলেছিলাম দুঃখ ভরে,
ধ'রে তারি দুটী করে,
যাবে যাও হে প্রাণনাথ, যেন ভুলে থেক না ॥

পি ১৭৪০ ভৈবরী।

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে "না, না, না";

যত বলি "নাহি রাতি, মলিন হয়েছে বাতি ॥
মুখপানে চেয়ে বলে "না, না, না ॥"
বিধুর বিকল হ'য়ে খ্যাপা পবনে,
ফাগুন করিছে হাহা ফুলের বনে,
আমি যত বলি "তবে, এবার যেতে হবে",
দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলে "না, না, না।"

জঙ্গলা।

সখি নিজে না বুঝিলে তোরে বোঝান দায়।
তবে কেন মিছামিছি কাঁদিয়ে কাঁদায় ॥
কাঁদিলে মিটিত যদি, কেঁদে বহাতাম নদী,
আমার আশা ছিল যে অবধি চেয়েছে বিদায় ॥
ভেবেছিনু মনে মনে এ ফুল ফুটিবে বনে,
মিশিয়া শিশির সনে ঝ'রে বসুধায় ॥
নিশীথে অপরে এসে নিল প্রাণ ভালবেসে,
আগে না বুঝিলে শেষে প্রমাদ ঘটায় ॥

মানদাসুন্দরী দাসী।

পি ১৯৩৯ সিন্ধু খাম্বাজ।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি সই,
আমার হল একি দায়।
ঘরেতে গুরুগঞ্জন বাঁশীরবে প্রাণ যায় ॥

বাঁশী বাজে রাধা রবে আমি ভাসি নয়ন জলে,
ছলে বলে মন নিলে করি কি উপায় ॥

কানেড়া মিশ্র।

চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না।
আমি যে রূপসী ছার, আমা হতে কে আর,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না ॥
কোটি চন্দ্রজিনি ও রূপের তুলনা হয় না,
সে চাঁদ চকোর হ'য়ে আছে ভূমে লুটাইয়ে
ছি! ছি! বঁধু তোমার লজ্জা কি হয় না ॥

পি ১১০০ কীৰ্ত্তন।

এস এস ব'লে রসিক নেয়ে
পার হবি যদি আওনা ধেয়ে,
(আজ যমুনা পারে কে যাবি গো)
(আয় গো—বলি ও গোয়ালিনী গো)।
(আমার দাঁড়াবার সময় নাই)
আসিয়া নিকটে লাগাল না,
দেখিয়া কিশোরী বাড়াল পা,
(আর গো পারে যাবে বলে) (আজ যমুনা পারে যাবে বলে)
যেই নৌকায় পা দিলে নাবিক তখন ক্রোধ ক'রে
কি বল্‌ছেন রে—

কীর্ত্তন।

আমার সুন্দর নায়েতে কে আসি দেয় পা,
অম্‌নি হাসিয়া বলয়ে ষোল পোণ হে।
(এর কমে পার করি না) (একে, ষোল পোণ কড়ি)
কমে পার করি না, শুন ওহে গোয়ালিনী।
তোমার একে ত নিতম্ব উঁচু,
আবার তাহে গুরুতর কুচ
তাই বলি এক নায়ে ভার তিনজনার হে,
(তিনগুণ লব) (তোমার কাছে ধনি তিনগুণ লব)
(তুমি ত্রিগুণময়ী বলে)
আমি ত ভুবন নেয়ে
তাহে তুমি রাধে যুবতী মেয়ে,
চেয়ে দেখ হাস্য পরিহাসে গেল দিন হে।

পি ২১২৫ ভৈরোঁ মিশ্র।

মা তোমার এ কোন্ দেশী বিচার।
খুঁজে বেড়াই পথে পথে দেখা দাও না একটিবার॥
মদ খেয়ে মা বেড়াস্ ধেয়ে, কে জানে মা কেমন মেয়ে
কোলের ছেলে দেখ্‌লিনি মা চেয়ে—
ঐ মদে মাতবো মাগো মা বলে ডাকবো না আর।

ভৈরবী।

ওগো দয়াময়ী কোন্ গুণে তোর দয়াময়ী নাম রটেছে।
ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে মাগো নয়নের জলে বুক ভেসেছে
অন্তর-যামিনী অন্তরেতে রাখি,
নয়নের বারি মুছাতে না পারি,
তবে কেন শ্যামা, এ দুঃখ দিলি মা,
দুঃখহরা নাম কে রেখেছে ?

—

প ২১৫০ ভীমপলশ্রী।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
দয়া করি এ দাসেরে করুণা বিতর হে॥

—

সিন্ধু।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে ;
তোমারে দেখিতে দেয় না॥
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে,
(ওগো) তোমারে যদি পাইগো দেখিতে,

হারাই হারাই সদা ভয় হয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে ॥

পি ২১৫২ ঝিঝিট।

আর বাঁশী বাজায়ো না শ্যাম।
একবার বাঁশী বেজে রাধার, গেছে কুলমান।
তা নইলে কি ত্রিলোচন, করেন পরম যতন
সতত সেবিছে মা তোর ঐ চরণ দুখানি ॥

খাম্বাজ।

জানি না কি ব'লে ডাকি শ্যামা মা তোরে।
কখন শঙ্কর বামে, কভু হয় হৃদি পরে ॥
কখন বিশ্বরূপিণী, কভু শ্যামা উলঙ্গিনী।
কভু শ্যাম-সোহাগিনী কভু রাধার পায়ে ধ'রে ॥
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি বলে শ্যামা তোমার অভয় চরণ পাবার তরে ॥

পি ২৩২৯ ভৈরোঁ মিশ্র।

আমি আমি করি বুঝিতে না পারি
কে আমি আমাতে আছে কি রতন ॥
কার সাধ্য বলে, বেড়াই চ'লে বুলে,
কার অভাবে হবে এ দেহ পতন ॥

(এই) দেহ মাঝে আছে প্রাণের সঞ্চার,
তারে আমি বলি আমি যে আমার,
(এই) প্রাণ চ'লে গেলে কেবা হবে কার
কেবা কার কোথায় রবে ধন জন ॥

———

ভৈরবী।

(আমায়) থেকে থেকে কে যেন ডাকে।
আবেশে চমকি যাই, আর নাহি দেখা পাই,
মনেরি ব্যথা মনে গাঁথা থাকে।
যতনে যে ছবি আঁকি, চুরি করে চেয়ে থাকি,
সোহাগে কতই ডাকি, আঁখিতে মিশায়ে আঁখি,
দেখা দিয়ে দিতে ফাঁকি কে বল শেখালে তাকে ॥

———

পি ২৩৯৭ সিন্ধু।

এখনও কি ব্রহ্মময়ী হয় নি মা তোর মনের মত।
(ও গো) অকৃতী সন্তানে মাগো যন্ত্রণা দিবি কত?
ভুলায়ে ভবে আনিলি,
বিষয়-বিষ খাওয়ালি,
বিষের জ্বালায় সদাই জ্বলি, মা বলে আর ডাকবো কত

———

ইমন কল্যাণ।

চিরদিন কি এম্‌নি যাবে কালী বল না।
কাল-নিবারিণী কালী কালের ভয় ত রবে না ॥

শুন রে অবোধ মন,

কালীনাম কর স্মরণ.

জীবের জীববারণ শমনভয় তো রবে না ॥

পি ৩৩৩১ আসোয়ারী।

আমায় ভাল বাস না বাস।

আমি তো কখন তোমার ছাড়িব না আশ ॥

যথায় তথায় থাকি,

তোমা ছাড়া হইনে সুখী,

মারিলে মারিতে পার, রাখিলে তোমারই যশ ॥

—০—

সোহিনী।

ঐ যে বাজিল বাঁশী যমুনা-পুলিনে।

যমুনা-পুলিনে লো সই কুসুম-কাননে ॥

কি ক্ষণে যমুনায় এলাম,

কৃষ্ণরূপ কি হেরিলাম,

মনপ্রাণ সব হারালাম কালার দরশনে ॥

—০—

৩৪৮৯ ভীমপলশ্রী।

(আমায়) ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে,

পদে পদে পথ ভুলি হে।

নানা কথার ছলে, নানা মুণি বলে,

সংশয়ে তাই ভুলি হে ॥

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কাণের কাছে সবাই করিছে বিবাদ ;
(আমায়) একবার তোমার প্রেমে বেঁধে,
একবার তোমায় দেখাও অবিচ্ছেদে।
এই ছটার মাঝে পড়ে, মরি কেঁদে কেঁদে,
চরণেতে লও তুলি হে ॥

—০—

সাহানা।

দুই হৃদয়-নদী একত্রে মিলিল যদি,
বল দেব কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়,
সম্মুখে রয়েছ তার তুমি প্রেম-পারাবার
তোমারি অনন্ত হৃদে, দুটিতে মিলেতে চায় ॥
ঐ এক আশা ধরি দুইজনে মিলিয়াছে,
ঐ এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হ'য়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায় ॥
(বল দেব কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।

পি ৩৫৭৬ কেদারা।

কতবার আসিয়া কত ভাল বাসিয়া,
গিয়াছি ফিরিয়া কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥

কত নিশি জেগেছি, কতই বা কেঁদেছি,
তবু সাড়া পাই না সাধিয়া সাধিয়া।
হে নাথ কোথায় তুমি দেখা দাও দেখা দাও,
আমি যে তোমারি কোলে তুলে নাও তুলে নাও,
সহেনা যাতনা আর, আসা যাওয়া বারে বার,
নিয়ে আসে নিয়ে যায় বাঁধিয়া বাঁধিয়া॥

মুলতান।

আর কারো কাছে যাবনা আমি তোমারি কাছে রব হে।
আর কারো সনে কব না কথা, তোমার সনে কব হে॥
ঐ অভয়পদ হৃদয়ে ধরি ভুলিব সব দুঃখ হে।
তোমারি দেওয়া বেদনা-ভার হৃদয়ে তুলি লব হে॥

P. ৩৮৯০ পূরবী।

সাধে কি করুণাময়ী করি তোমার উপাসনা।
কালভয় না থাকিলে কেহ তোমায় সাধিত না॥
শুন গো মা আদ্যাশক্তি, করিতে জীবের মুক্তি,
কার হেন আছে শক্তি, তুমি বিনা ত্রিনয়না॥

ভৈরবী।

মনের সাধে শিবের হৃদে দাঁড়ায়েছ মা পদ দিয়ে।
ছল ক'রে জিব বাড়িয়ে আছ মা, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥

বল্ দেখি মা ওমা তারা, তোর দেশের কি এমনি ধারা,
ওগো তোর মাকি তোর বাবার বুকে দাঁড়াত মা পদ দিয়ে ॥

পি ৪০৮৪ ভীমপলশ্রী।

দেহি শ্রীচরণ জুড়াক এ জীবন
আর এ যন্ত্রণা সহে না।
বারে বারে হরি সহিতে না পারি
জননী-জঠর-যন্ত্রণা ॥
এই অধমের প্রতি ওহে যদুপতি,
করহে কিঞ্চিৎ করুণা ॥

মিশ্র ভৈরবী—একতালা।

সেথা আমি কি গাহিব গান।
যেথা গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান ॥
যেথা স্বর-সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী-শুভ্র-কমলাসীনা,
রোধি তটিনী-জল প্রবাহ তুলিতে মোহন তান ॥
আলোড়িত চন্দ্রালোক শারদ, করি হরিগুণ
গান নারদ।
মন্ত্র মুগ্ধ করিতে ভুবন, টলাইতে ভগবান ॥
যোগীশ্বর-পুণ্য-পরশে, মর্ত্ত্যরাগ উদিল হরষে,
মুগ্ধ-কমলাকান্ত-চরণে, জাহ্নবী জনম পান ॥

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ॥

পি ৪১১৭ ভূপালী।

সখি রে মরমে পরশে তারি গান।
অধীর আকুল করে প্রাণ ;
জোছনা উছলি উঠে মলয়া মূরতি পড়ে
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে উঠে থরে থরে
বিশ্ববিমোহন গান।
আঁখিজলে হাসিমাখা আহা কি করুণ বেদনা,
নিজে হেসে কেঁদে বলে আর কেঁদনা
হৃদয় দিয়েছি প্রতিদান ॥

পরজ।

সইরে তারি রূপ মনে পড়ে।
তারি রূপ মনে হলে মনে মনে আমি
ভাসি সদা নয়নের জলে।
সদা সর্ব্বক্ষণ দহে মোর মন,
সে কেন আমারে দুঃখ দিলে ॥

পি ৪৭৭০ রামকেলী।

(সদা) কালী কালী কালী বল মন।
কালী বিনা কে করিবে কালভয় নিবারণ॥
মন্ রে মনের কালি কালীনামে ঘুচাও কালী,
আস্‌তে কালী যেতে কালী কালান্তে কালের সদন॥

পিলু মিশ্র।

কালী করুণাময়ী শিবানী অভয়া।
শব হ'য়ে প'ড়ে শিব পদে তবু কি হ'ল না দয়া॥
কালী ভেবে হলাম কালি,
চোখে কালি মুখে কালি,
ও কালী যোগেশ জায়া॥

পি ৫০৬৫ সিন্ধু কাফি।

ঐ ভয়ে মুদিয়ে আঁখি দুখ বলব কি।
নয়ন মুদিলে পাছে তারাহারা হয়ে থাকি॥
একদিন ঘুমিয়েছিলাম, স্বপ্নে তারা হারাইলাম,
সেই অবধি তারা নাম যতনে হৃদয়ে রাখি॥

সিন্ধু ভৈরবী।

মা আমার কি এমন দিন হবে।
কালের মুখে দিয়ে কালি আমার অঙ্গের

পতিতপাবনী তারা কালী তারা ভয়হারা,
তুমি না তারিলে ত্বরা স্বনামে কলঙ্ক হবে ॥

পি ৫৮৮৯ ভৈরবী।

কে বলে তারিণী তোমায় কালবরণী (শ্যামা)।
নিরুপম রূপা শ্যামা ভুবনমোহিনী ॥
তা নইলে কি ত্রিলোচন করে পরম যতন
সতত সেবিছে মা তোর ঐ চরণ দুখানি ॥

খাম্বাজ।

জানি না কি বলে ডাকি শ্যামা মা তোরে।
কখন শঙ্কর বামে, কভু হয় হৃদি পরে ॥
কখন বিশ্বরূপিনী, কভু শ্যামা উলঙ্গিনী,
কভু শ্যামসোহাগিনী কভু রাধার পায়ে ধ'রে ॥
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি বলে শ্যামা তোমার অভয় চরণ পাবার তরে

মিস্ মানিককুমারী দাসী

পি ৭০৫৪ ভীমপলশ্রী।

(ওগো) শ্যামের বাঁশের বাঁশী কি গুণ জানে।
যে শুনেছে বাঁশীর গান, হারায়েছে কুলমান ;
যমুনা বহিছে উজান বাঁশীর তানে ॥

পি ৩৩৩ কীর্ত্তন।

রাই ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং রাই রাই, রাধে প্রেমময়ী
গরবিণী রাধে, রাধে গরবিণী।
তুই অমন করে কাঁদলে যাওয়া হবে না (রাই)
তুই অমন করে প্রেমময়ী প্রেমময়ী !
দুটী চরণধূলা (পথে) যাবার বেলায় চরণধূলা
দে মোর মাথে ওগো রাই, তুই ভাবিস্ না রাই !
আমি এনে দিব তো'র ব্রজনাথে
মম গচ্ছং মথুরায় (এই তো) আমি চলিলাম গো,
ওগো দে দে চরণ-ধূলা দে, আমি চলিলাম গো।
ঢোঁড়ব পুরী—তারে কোন্ ধনী বা রেখেছে গো
আমি যাব গিয়ে তারে বেঁধে আন্‌বো,
ঢোড়ব পুরী, তারে রাজা বলে ভয় ক'রবোনা গো।
ঢোঁড়ব পুরী, প্রতি প্রতিজ্ঞা, যাঁহা দরশন পাওয়ে,
ব্রজনাথের আমাদের সেই ব্রজনাথের আমাদের
সেই গোপানাথের।
ওগো আমাদের ২—সেই রাধানাথের যব দরশন পাওয়ে॥

কীর্ত্তন।

মধুপুরী নাগরী, মধুপুর-নাগরী—
হাসি কহত ফিরি, গোকুলে গোপ-গোঁয়ারী।
হায় গো গোকুলে গোপ-গোঁয়ারী।

কেমন ক'রে যাবি গো কাঙ্গালিনীর বেশে,
সপ্তম দ্বার পরে রাজা বৈঠত তাঁহা কাঁহা যাওবি নারী ॥
সাহস দেখে লাজে মরি—বল্ কেমন ক'রে যাবি গো।
হা হা নাগর গোপী-জীবনধন—কাঁহা নাগর—
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ।

কোথায় আছ হে, গোপীজনবল্লভ,
হে মথুরানাথ, একবার দেখা দিয়ে দাসীর (প্রাণ)
মান রাখ হরি হা হা নাগর।

কোথা হে হৃদয়নাথ—হৃদয়বল্লভ—দেখা দাও,—
দেখা দিয়ে দাসীর মান রাখ হরি,
হা হা নাগর, গোপী-জীবনধন,
দূতী ডাকত উভরায় হে।

—০—

পি ৩৩৩ কীর্ত্তন।

ও কুব্জার বন্ধু (হরি) আজ হতে
রাধানাথ আর ব'লব না কি।
ওকে ডাকে দীনের রাজা, ছি ছি কেমন
ক'রে, কোন পরাণে, পাসরিলি রাই-মুখ-ইন্দু,
তেমন সোনার মুখটী, মনে পড়েনা যে,
তুমি যারে হিয়ায় রেখে নয়নের প্রহরী দিতে।
(বলি ও লম্পট) পাশরিলি নবীন কিশোরী

দেখাও মতির মালা, মতির মালা ব্রজে কত হ'য়ে আছে ধূলা
যখন কুব্জা না দিবে ঠাঁই হে (বঁধূ হে)
কপালের কথা বলা যায় না ॥

—০—

কীর্ত্তন।

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই ধবলী চরাই মুই।
আমি তোমার প্রেমের কিবা জানি,
আমি রাখাল বই ত নই।
কিবা রাখালিয়া মতি কি জানি পিরীতি
প্রেমের পশরা তুই।
আমি গোঠে মাঠে ধাই ধবলী চরাই
প্রেম কি জানি কিশোরী।
(তোমার প্রেমের কিবা জানি)
(প্রেমের) যে পণ দিয়েছ কিশোরী তাও ত
শোধিতে নারি ॥
প্রেমের তুমি মহাজন (রাধে তুমি, আমার প্রেমের গুরু)
যে কর ভৎর্সন সুধা সম মোর লাগে
মোর নাগরালী (রাধে) বাড়ীলে কিশোরী প্রেম কি
নবসোহাগে
প্রেম শুধিব শুধিব শুধিব কইলাম বন্দী হইলাম ঋণে।
(তা'ত হল না ধনী)
একাল থাকতে তোমার ঋণ শোধা হ'ল না ধনী ॥

—০—

পি ১১১৯ কীর্ত্তন।

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত।
(ব্রজে যেতে যে হবে) (একবার ব্রজে যেতে যে হবে)
তোমার মন মানে ত—
(কেউ ভ ধরে রাখবো না হে)
তোর মন মানে ত থাক্‌বি সেথা, নইলে আসবি দ্রুত॥
(ধরে রাখ্‌বো না হে) (কেউ ত ধরে রাখবো না হে)
(কেউ ত কেউ ত) (কেউ ত ধরে রাখবো না হে)
(আমরা কেউত ধরে রাখবো না—তোমার কুব্জা
কিছু বলবে না হে)
যদি বল চল্‌তে চরণ ধূলায় ধূসর হবে।
(বল্‌লে বল্‌তে পার) (এখন বল্‌লে বল্‌তে—এখন,
রাজা হয়েছ বল্‌তে পার) (পাগ বেঁধেছ বল্‌তে পার)
ওহে সেদিন তোমার মনে নাই—বল্‌লে বল্‌তে পার)
ন হয় ব্রজগোপী—বঁধু হে—
না হয় ব্রজগোপী নয়ন জলে পাখালিবে॥
(বারি রেখেছ নাথ) (নয়নবারি রেখেছ)
(তারা ঝারি পূরে বারি রেখেছে নাথ)

—০—

কীর্ত্তন।

ধিক্ ধিক্ তোর নিঠুর কালিয়ে,—
(ধিক্ রে প্রাণবঁধু) বঁধু তোকেও ধিক্ তোর

প্রেমেও ধিক্ (ও সে—ও প্রেম কে শেখালে
তোরে ধিক্—তোর প্রেমেও ধিক্)
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
তোরে কেবা সেধেছিল
(প্রেন কর প্রেম কর বলে কেবা সেধেছিল)
কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে মনে যদি এত ছিল ॥
(কেবা সেধেছিল) (ওহে বঁধু কেবা সেধেছিল)
লাজের নাহিক লেশ—
ছি ছি লাজের নাহিক লেশ—
(ছি—বই আর কি বল্‌বো হে) (তোমায় ছি বই—)
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে পোড়াইতে আরও দেশ হে ॥
(আগুন লাগে না) (এ দেশে আগুন লাগে না)
অগাধ জলের মকর যেমন, না জানে মিঠ কি তিত।
চিনির সরবত দূরেতে রাখিয়ে চিটেতে আদর এত ॥
(তোমার চিটে কি চিনি জ্ঞান নাই।)

পি ১৭৩৬ কীর্ত্তন।

দে দে আমাদের ব্রজের বাঁশী দে,
বাঁশীত মথুরার নয় (মোহন)
তোর বাঁশী বড় কুলনাশা,
মোহন বাঁশী দে আর চূড়া দে,
তোর মা ব’লেছে পীতধড়া দে,

শ্রীদামের দেওয়া পাচনি দে,
রেয়ের গাঁথা বন ফুলের মালা দে ;
তোর পিরীতি কি রায়ে নেয়
তোতে কাজ নাই।
আমরা বাঁশী দিব রেয়ের হাতে,
আমরা বেড়াব তার সাথে সাথে,
যেথানে মোদের রাই আছে,
আমরা জানি শ্যাম আছে তার পাছে পাছে ॥

—•—

কীর্ত্তন।

নৃপতির সুখ বাঞ্ছ যদি
ব্রজে কি আশা মেটে না হে।
গোপকুলে বসতি নন্দঘোষ কয়না হে ॥
সেথা ছিলে রাজার ছেলে,
হেথা তোমার আর কি আছে।
যদি রাজা হওয়ার সাধ ছিল হে মনে
নন্দকে বল নাই কেনে।
আমাদের রাই রূপসী হ'তে কুব্জা বড় সুন্দরী ;
বুকে পিঠে আছে হে কুচগিরি ;
ছি ছি লাজে—
ছি ছি কালা মুখে লাজ বাস না।

—•—

১৭৩৯ কীৰ্ত্তন।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী করেছি সার।
আমি রাধা বই আর জানি না হে,
(রাধা ভজন, রাধা পূজন)
(ওগো আমার) কিশোরী ভজন, রাধে প্রেমময়ী
আমি রাধা বই আর জানি না হে,
(গরবিণী) কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হার॥
দেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধা বই আর জানি না ধনি,
রাধা মন্ত্রে উপাসনা, ওগো আমি রাধাকে
ভজিয়ে রাধাকান্ত নাম পেয়েছি অনেক আশে॥

—•—

কীৰ্ত্তন।

কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে
বঁধুরে হারিয়েছিলাম।
এমন বঁধু কার বা আছে—বঁধুর মতন গো,
এমন বঁধু আর কার বা আছে।

একি তেমন সুন্দর, রূপ মনোহর,
আমি তার সে পরাণ পেলাম
সখি জুড়াইল মোর হিয়ে।
আমার বঁধুর অঙ্গের সুগন্ধ সৌরভ
তাহার বাতাস পেয়ে !
তোমরা সখিগণ, করহ সিনান,
পঞ্চগব্য দিয়ে শিরে ;
(পাপিনী পরশ করহে)
আমার বঁধুর যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে ॥

—*—

পি ১৭৮০ কীর্ত্তন।

বিমুখী ভাবং হরিহারা চমকিল।
প্রাণপ্রিয়ে হাম তুয়া অনুগতে
ব্রজমাঝে তা কে না জানে।
ইহবেরি মুঝে হেরি গব দোষ ক্ষম হে
আমি গো তোর হাতে ধরি
(তোর বঁধুর লাগি তোর হাতে ধরি)

কীর্ত্তন।

ঐখানে দাঁড়াও হে বংশীধারী।
দেখি কুঞ্জে কি করেন কিশোরী ॥
কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইয়ে শ্যাম,

মনে মনে জপে রাধার নাম,
একবার দয়া করহে প্রেমময়ী,
আমি আবার এলাম, আমায় দয়া কর হে।
দূতী হেরি কহেন কিশোরী—
এনে দেগো আমার বংশীধারী,
কোথায় লুকায়ে রেখেছিস্
অদর্শনে আমার প্রাণ যায়।

৺পূর্ণকুমারী।

১৭৬৯ কীর্ত্তন।

ও তোর শ্রীদাম সখা পটেতে আঁকা
তোর মাধুরী হেরে।
ও বঁধু হে—খুঁজিয়ে সুবল হয়েছে পাগল
খুঁজিয়ে না পায় তোরে।
(ব'লে আয়রে ও ভাই—অনেক দিন
তোরে দেখিনা—একবার আয়রে ও ভাই)
ও তোর মা নন্দরাণী করে নবনী,
বেড়ায় ব্রজের পথে।
(বলে আয় নীলমনি কো'লে ব'সে ননী
খেয়ে যাও) (একবার আয় নীলমণি)
রাণী করে লয়ে নবনীর থাল,
বলে, আয়রে আমার নন্দ-দুলাল।

তোর নন্দ পিতা, এ ছার প্রাণ তার
দেখে ত্যজিবে—
ব'লে নন্দদুলাল—আমার এলো না,
(প্রাণ দেহে রাখি গে)
ও তোর নন্দ পিতা—জ্বেলেছে চিতা,
প্রাণ ঘুচাবার তরে।
প্রাণ আর রাখবে নারে—
অনলেতে প্রাণ তেয়াগিবে আর
রাখবে নারে।
ও তোর নন্দ পিতা—জ্বেলেছে চিতা,
প্রাণ ঘুচাবার তরে ॥
ধনী ক্ষণে মুরছে, আর কি বাঁচে,
আছে যমুনার কূলে।
ও তোর চন্দ্রাবলী, শ্রীহরি বলি,
ধরি সখি তারে তুলে ॥
কেঁদে কি হবে রাধে—
তোর গেছে—আমারও গেছে—

কীর্ত্তন (মঙ্গল বিভাস)

অধীর হ'য়ে দড়ি দিয়ে মিছে বাঁধিতে প্রয়াস পাও জননী।
(কেন কেন ক্রোধে)
তমোগুণ হৃদে ধ'রে, বাঁধিতে কেউ পারে নি ॥

(আজ অবধি) ছাড় তমো রজ দুটি গুণ
(জননী আমার কথা রাখ মা)
শুধু হৃদে ধর সত্ত্ব গুণ আমি নির্গুণ সগুণ হয়ে,
বাঁধা রব মা নন্দরাণী।
তব পাশে চির দিন তরে বাঁধা রব মা নন্দরাণী ॥

পি ১৭৯৫ ভৈরবী

কি দিয়ে পূজিব বলনা তোমারে।
যে দিকে নেহারি সকলি তোমারি
কি আছে আমার এ ভব সংসারে ॥
লতায় লাবণ্য কুসুমে সুবাস,
সর্ব্ব সৌরভেতে তোমারি বিকাশ,
ধুপ দীপ আদিতে তোমারি প্রকাশ,
ফল মূল সবি তোমারি ভাণ্ডার।
চন্দনে প্রীতিগন্ধ শীতল, তুমি পবিত্র জাহ্নবীর জল,
তুমি তুলসী নব-দূর্ব্বাদল, বিল্বদলে তুমি
ত্রিকোণ-আকার।
আতপ তণ্ডুল, ক্ষীর, সর ননী
সকলি তোমার ওহে চিন্তামণি,
কি দিয়ে পূজিব ঐ পা দুখানি
কি আছে আমার এ ভব সংসারে ॥

খাম্বাজ।

আমার সাধনের বাঁশী দাও হে ফিরে।
রাধা নামে সাধা বাঁশী দিব না কারে॥
নাগরী নাগর হলে মনসাধ পূরাইলে
চূড়া বাঁশী লুকাইলে কিসের তরে॥
যত পায় মিনতি করি শুন ওগো রাধা প্যারী
শ্যাম বিনে এ বাঁশরী কে ধরে অধরে॥

মিস্ রমা মজুমদার (এমেচার)

পি ৭৬২৬

১। বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে।
আকাশ ভাঙ্গা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে,
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে;
আজ এমন ক'রে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে॥
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন লুটেছে ঐ ঝড়ে
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কি কলোরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্গল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে;
আজ এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে।

সকাল বেলায় বাদল আঁধারে
আজি বনের বীণায় কি স্থর বাঁধারে।
ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর ক'রে তোলে রে
উতল হাওয়া বেণু শাখায় লাগায় ধাঁধারে
ছায়ার তলে তরল জলের ধারা ঐ
হের দলে দলে নাচে থৈথৈ থৈ
মন যে আমার পথ হারাণ' স্থরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
শোনে যেন কোন ব্যাকুলের করুণ কাঁদারে ॥

—০—

রাধারাণী।

৪৫৪৮ বসন্তবাহার।

(আজি) এমন মধুর নিশিতে
শুধু চায় প্রাণ বুকভরা গান
শুনিতে শ্যামের বাঁশীতে।
হৃদয় মাঝারে উঠিছে তুফান
পলকে প্রলয় হেরিছে পরাণ
রূপ যায় পিছু তারি পিছু পিছু
ছুটে আসে পায় মিশিতে।
সারা নিশি জেগে রয়েছি হেথায়

কি জানি যদি সে এসে ফিরে যায়
কে বলিবে কথা মরমেরি ব্যথা
কে বলিবে তারে, আসিতে ॥

ঝংলা।

ধর ধর হে সখা প্রণয়-হার
অধিনীর উপহার
তোমারি তরে সদা আঁখি ঝরে
তোমা বিনা আমি কার ॥
কত যে যতনে তোমা হেন ধনে
পেয়েছি রে প্রাণাধার।
(আমি) হৃদয়ে রব মিশাইয়ে
যেতে দিব না আর ॥
তোমারি বিরহে, প্রতি পলে পলে
যাতনা সহি অপার।
আর কাঁদায়ো না কাঁদিতে পারি না
ভুলে থেকোনা আর ॥

মিস্ আশ্চর্য্যময়ী।

পি ৬৯৪২ বিহারী।

প্রিয়তম কত সব বিরহ বলোনা।
জীবন ফুরায়ে গেল দুঃখ গেল না ॥

যে অবধি গেছ তুমি, কি দুঃখে রয়েছি আমি,
জাননা কি প্রাণের যাতনা ॥
দিনগুলি যায় ধীরে, ভাসিয়া আঁখির নীরে ;
অধিনীরে নিরাশ করোনা !

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ

ভুলিতে বলো না সখি কেমনে ভুলিব তায়।
পরাণ রেখেছি শুধু তাহারি প্রেম আশায় ॥
কত যুগ কেটে গেলে সে রতন নাহি মেলে,
যৌবনের ভালবাসা মরণে কি ভোলা যায় ॥
কোটী জনম ধরে আছিল সে আশা ধরে,
এখন বল কেমন করে প্রাণের বাহির করা যায় ॥

পি ৭০০২ ভৈরবী

আপনারে আপনি দেখ যেও না মন কারো ঘরে।
যা চাবে এখানে পাবে (মন) খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥
পরম রতন পরশ মণি যে অগাধ রতন দিতে পারে
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে ॥
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ (মন) উচাটন হয়োনারে।
আনন্দ ত্রিবেনীর স্নানে শীতল হওনা মূলাধারে ॥
কি দেখ কমলা কান্ত (মন) মিছে বাজী এ সংসারে।
বাজীকরে চিনলে না, সে ঘটে তোমার বিরাজ করে ॥

কালেংড়া।

যে বলে সে বলুক কাল, আমি তায় বলি না কাল।
এমন কাল আর কি মেলে, যে কালোতে জগৎ আলো॥
বামা যদি কাল হ'ত, তবে কি কাল ভয় হরিত।
মহাকাল কি সার করিত ঐ কাল বেটীর পদতল॥
কালীর শরণ নিলে পরে, সুখী হয় সে চিরতরে।
ইহকাল পরকাল তার কি ভাবনা বল॥

পি ১০৫৫ সুরট।

নয়নে নয়নে যবে হ'ল দেখা আমাদের দুজনে।
সে কবে সে কথা কিছু পড়ে না কি মনে॥
পূর্ণিমা জোছনা মাখা (ও গো),
সে মুখ আছে হৃদে আঁকা ;
(ও গো) সে আমার আমি তারি, জীবনে কি মরণে
যদি দূরান্তরে রয়, ও সে আমা বিনা কারও নয়।
প্রাণের মাঝে সদা রয় গোপন মিলনে॥

দাদ্রা।

আমার হৃদয়েরি ব্যথা কহিতে ব্যাকুল,
সুধাইল না কেহ।
সে তো আর এলো না যাঁরে সঁপিলাম আমি
এই মন প্রাণ দেহ।

সে কি বিরহ পথ চাহে,

সে কি বিরহ গীত গাহে ;

ও তার বাঁশী ধ্বনি শুনিয়া যাঁরে সঁপিলাম আমি

এই মন প্রাণ দেহ ॥

— —

ভবানী বালা

পি ৫৮৯০ ভীমপলশ্রী।

(শুধু) দেখে যাব একবার।

একবার দেখে আর দেখা করিব না আর ॥

এ দেখা শেষ দেখা হৃদয়ে রহিবে আঁকা

রেখা দেখে রেখে দেব জীবন আমার ॥

— —

কেদারা।

এত যে বাসিতে ভাল ভুলেছ কি একেবারে

কে জানিত প্রেম-পরিণাম বিরহ-বাসরে ;

ভেবেছিলাম আজীবন রহিব প্রাণ মিলন

জানি না যে শরৎ-শশি ভানু হবে দহিবারে।

— —

দাদ্‌রা।

একটী কথা বলবো বঁধু

মনেতে সাধ আছে

অনেক দিনের পরে বিধি

মিলায়ে দিয়েছে ॥

দয়া করে এস প্রিয়া আমার ভবনে
রাখ্‌ব যতনে, তোমায় রাখব যতনে
রাখব তোমায় ফুলের মাঝে
যত ফুল ফুটে আছে।

———

দাদ্‌রা।

কত জ্বালা প্রেমেতে।
অযতন, অপমান,
তবু থাকি আশাতে।
আর নাহি আসিব না
তারি মুখ হেরিব না
এমন শিথিল হৃদি
তবু চাহি বাঁচিতে।

—০—

পি ৬৯৪৮ বারোয়াঁ।

তারাপদ ভাব না;
অন্তে মুক্তি পাই যে মন, ঘুচিবে যম যাতনা॥
ফুরাবে মন ভবের খেলা, কালী বল এই বেলা;
ঘুচিবে সকল জ্বালা কেন রে পাপ বাসনা॥

——

মিস্ চারুশীলা (খোদকন) ঃ

রাজা পৃথু

করমের স্রোতে যেতেছি ভাসিয়া,
করমের স্রোতে যেতেছি গো।
করমের কাজ ক'রেছি আজি
করমের কাজ ক'রেছি গো॥
করমে মরমে বিষম পিড়ীত, তবু নাহি হয় মোহে বিজড়িত
সদা ক'রে মোরে মহা নিপীড়িত, কোথায় দীনবন্ধু বলি গো॥

—০—

মিস্ রাণু সেন গুপ্ত (এমেচার)

পি ৭৩৯৯ ভীম-পলশ্রী।

আমার শ্যামা মা কি কালো রে
শ্যামা কালো রূপে দিগম্বরী
হৃদি পদ্ম করে আলোরে।
কখন শ্বেত, কখন পীত, কখন নীল, লোহিতরে (শ্যামা মা)
আমি বুঝিতে পারি না জননী কেমন
ভাবিয়ে জনম গেল রে॥
কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি
কখন শূন্য-রূপ রে,
(কহে) কমলাকান্ত এ ভাব দেখিয়া
মহেশ পাগল ভোলারে।

———

কাফি-কাওয়ালী।

আর কারে ডাকব শ্যামা
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার
মা বলিব যাকে তাকে॥
মা যদি সন্তানে বকে
শিশু কাঁদে মা মা বলে
তখন গলা ধরে ঠেলে দিলে
শোনে না মা যত বকে॥

—০—

শ্রীমতী সাহানা দেবী (এমেচার)

পি ৬৯৪৩ ভৈরবী।

শুধু দু'দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা॥
আশার ছলনে কতই উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি কত ভাঙ্গি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর হাটেরই ভিতর,
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা॥
আমাদের এই দেহ প্রাণ মন,
সুখ দুঃখ এই জীবন মরণ;

এও বিধাতার পুতুল খেলা,
শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা॥

গজল।

কত গান ত হ'ল গাওয়া আর মিছে কেন গাওয়া।
যদি দেখা নাহি দেবে তবে মিছে কেন চাওয়া॥
যদি যতই মরি ঘুরে তুমি রবে ততই দূরে,
তবে কেন বাঁশীর সুরে জগত করে এত ধাওয়া।
যদি আমার দিবারাতি কতই যাবে দিন কাটি,
তবে কেন বঁধুর লাগি পথ পানে শুধু চাওয়া।
বড় ব্যথায় তোমায় চাওয়া মোর ব্যথা ভুলে যাওয়া,
যদি দেখিবে না আর ফিরে এত ব্যথা কেন পাওয়া॥

পি ৭০০৩

আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলোক মেঘের ফাঁকে ফাঁকে॥
বাদল প্রাতে উদাস পাখী উঠে ডাকি
বনের গোপন শাখে শাখে; পিছু ডাকে।
ভরা নদী ছায়ার তলে ছুটে চলে,
খোঁজে কাকে, পিছু ডাকে।
আমার প্রাণের ভিতর সে কে থেকে থেকে
বিদায় প্রাতে উতলাকে পিছু ডাকে॥

যদি তারে নাহি চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চিনে ?
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানি নে জানি নে)
সে কি আমার কুঁড়ির কানে
কবে কথা গানে গানে
পরাণ তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানি নে জানি নে)
সে কি আপন রঙ্গে ফুল রাঙ্গাবে ?
সে কি মর্ম্মে এসে ঘুম ভাঙ্গাবে ?
ঘোমটা আমার নতুন পাতার
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার ?
গোপন কথা নেবে জেনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানি নে জানি নে)

শ্রীমতী শান্তিদেবী (মিসেস্ এস, এম, সান্ন্যাল
(এমেচার)

পি ৭৪০০ টপ্পা।

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখতে এলাম আপনি
দেখ বা না দেখ তুমি, শুধু দেখে যাব (তোমার) মুখখানি

মনে করি আসিব না, (ওগো) এ মুখ আর দেখাব না,
কিন্তু (তোমায়) না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে
তা নাহি জানি।
কহিব না কোন কথা, (ওগো) দিবনা অন্তরে ব্যথা
আমি তোমায় সাধিব না, কাঁদিব না, চলে যাব এখনি।

—০—

আমার কথা কসনে লো সই, দেখা হ'লে তারি সনে,
•জিজ্ঞাসিলে বলিস না হয় (ওসে) বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে
দিয়েছে যে সব ব্যথা, ও সই মরমে রয়েছে গাঁথা
(ও সই) আমার মনে হ'লে সে সব কথা প্রাণ যে
থাকেনা প্রাণে।

মিস সরলা।

। ৬৭৫৭ রাজা পুথু।

কে বলে আমায় ভিখারিণী।
আমি গরবিণী পতি-সোহাগিনী॥
যে ধন আছে লো আমার কাছে,
তার ছিটে ফোঁটা পেলে তোরা যাস লো বেঁচে
কাঙ্গালিনী হয় রাজার রাণী॥
সোনার নিধি আমায় দিয়েছেন বিধি,
তারে ঘসি মাজি আমি নিরবধি ;
সে যে লো রমণীর মাথার মণি॥

রাজা পৃথু।

আশীষ করি গো সতী রেখো মতি পতি পদে।
অসার সংসার মোহে ভুলনা'ক মহামদে ॥
সতীত্ব অমূল্য নিধি রেখো সতী নিরবধি।
ষড়রিপু হ'লে বাদী রূপান্তর তার নাহি হবে ॥

সত্যবালা দেবী

পি ৫৫২২ আশাবরী।

প্রেমের কথা পরের কাছে বল্‌তে যে মানা।
সে যে দিব্যি দেওয়া দীক্ষা মন্ত্র কারুর কাণে তুলবো না ॥
ব'লে গেছে কাণে কাণে যখন তুমি মনে মনে,
আপনি ভজ আপনি মজ লোক মজাতে মজো না ॥
মন ত সবার নহে শুচি, ভিন্ন জনের ভিন্ন রুচি,
তোমার যাতে অভিরুচি অন্যের মুখে তাত রোচে না।

দাদ্‌রা।

ওরে ভালবাসা তুই আমারে মেরে ফেলে দেখ বি
ঘুরে ফিরে আয়।
(ওরে ভালবাসা রে) বঁধু আমার কুঞ্জেতে হা হুতাশে
পরাণ আমার যায় যায়।
ওরে তোর কাঁদিতে জনম গেল রে
তবু তোর বকুলতলায় চলা ফেরা সাঙ্গ হ'ল না রে।

তোর যদি দেখা পাই তবে হারাই হারাই,
তোর জনমে দুখ মরণে দুখ না জানি তোর সুখ রে কোথায়।
তবু পোড়া লোক তোর পাছু পাছু ধায়॥

—•—

পি ৫৯৭৫ বেহাগ।

আমি তারে বাসি ভাল সে তো কই বাসেনা মোরে।
একা যে মজেছিল সই তারি পানে প্রেম করে॥
সে জন সুজন বোধে সঁপেছি প্রাণ পায়ে ঠেলে।
বিনা দোষে কাঁদি শেষে সে ত কই দেখেনা ফিরে॥

———

সিন্ধু খাম্বাজ।

ভালবেসে কাঁদাইলে ওগো করে মায়ার ছলনা,
হৃদয়েতে ছুরি মেরে ফিরে ত আর চাহিলে না।
তুমি যে হৃদয়ের নিধি. আমি জানিতাম নিরবধি,
এখন ভালবাস যদি আমার প্রাণ ত আর দিব না।

—•—

মিস্ সত্যরাণী

পি ৬১৭২ সাহানা।

যার তরে আঁখি ঝরে
সে কোথায় রহিল রে,
তারে ভালবাসি বলে

তাই এত যাতনা রে,
বিদেশী এক বঁধু এসে
মন প্রাণ নিল রে।
জেনে ছিলাম আমার হবে
আমি কাঁদিলে সে কাঁদিবে
কাঁদাইয়ে গেল চলে
সে বড় নিঠুর রে।

বসন্ত।

গিয়াছিলে বঁধু আসি বলে,
ভুলায়ে ললনা করিয়ে ছলনা
এ বিধান কোথা শিখেছিলে!
কপালে দেখি হে সিঁদুরের চিহ্ন
মলিন কেন হে ও বিধুবদন
আঁখি জ্যোতি আর নাহি হে তেমন
বল বল বঁধু কোথায় ছিলে।
তোমার আশাতে পরাণ ধরিয়া
সারা নিশি নাথ রয়েছি জাগিয়া,
এতক্ষণে কি হে পরাণ বঁধুয়া
মনে হল তব দাসী বলে।

শ্রীমতী শোভনা দেবী (এমেচার)

পি ৭৪০৯

মাগো আমার সকলই ভ্রান্তি।
মিথ্যা জগতে, মিথ্যা মমতা
মরুভূমি শুধু, করিতেছে ধূ ধূ
হেথা শুধুই পিয়াসা শুধুই ক্লান্তি॥
দিন দিন দীনের ফুরাইল দিন
দীন তারা ঘুচাও দীনের দুর্দ্দিন ;
আশা রূপে মাগো
নিরাশ প্রাণে জাগো
দিয়ে ও চরণ অক্ষয় শান্তি॥ (মাগো)

মা তোমার মায়া বিভূতি,
কে জানে আর তুমি বিনে।
জানলে জানতে পারে মাত্র যে হয় তার মায়াধীনে
তুমি মরুভূমে পেতেছে কল,
রেখেছ মায়া মরীচিকা জল,
কে না জানে তোমার সে ছল, ভুলাতে হরিণে ;
চকোরে উড়াও শূন্য পথে, দেখায়ে পূর্ণিমার বিধু,
ভূতলে ভ্রমাও ভ্রমর দলে বনফুল যোগায়ে মধু ;
সাধে কি তপন তাপে হাসাও নলিনে॥

—•—

মিস্ সুবাসিনী

পি ৪৮৭০ সোনায় সোহাগ।

(সেই) ঢল ঢল সুকোমল নয়ন দুটী
হেরিতে হৃদয় সদা চলে ছুটি।
আকুল চাহনি হায়, কি কথা বলিতে চায়
নীরব বেদনা কত উঠিছে ফুটি।
(ওগো) কেন সে ভিখারী বেশে দাঁড়ায় দুয়ারে এসে,
দেখে সে মু'খানি, যায় পরাণ টুটি॥

হামির।

সাধের সাগর জনমের মত শুখায়ে গেল গো আজি।
হৃদয়-নিহিত আশার কুঞ্জে ঝরিল কুসুমরাজি॥
সারা জীবনের বাঞ্ছিত ব্যথা আঁখির পলকে ভেসে গেল কোথা,
বহিতাম সুখ দুখের পশরা সহিল না তাও বুঝি॥
(আমার সহিল না তাও বুঝি)

পি ৫১৮৯ রাণাপ্রতাপ।

বসিয়া বিজন বনে, বসন-অঞ্চল পাতি
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি॥
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাহি গান,
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে করে সাথী।

নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
আদর সোহাগ মান, অভিমান দিনরাতি ॥

রাণাপ্রতাপ।

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তারি চরণে লুটায়।
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই,
যত বাঁধি মন, তত ভেঙ্গে যায় ॥

পি ৫৩০৯ (চন্দ্রগুপ্ত হইতে)

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে নূতন পাতায় নূতন ফুলে ॥
শুনি, প'ড়ে প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধুই কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কিসে চাহি না সে মধু বিষে ;
আমি শুধুই বেড়িয়ে বেড়াই নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ চাঁদের হাসি
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে ॥

(পরপার হইতে)

আমি চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি, নিভৃতে নয়ন নীরে করি অভিষিক্ত নৈশ উপাধান॥
উষা অনাদরে এসে ফিরে যায় ;
লাগে এসে বায়ু, বিকারের গায় ;
তন্দ্রা-জড়িত অলস শ্রবণে পশে প্রভাতের পিক গান, .
আমি জানি না কাহারে বলিতে আপন,
তারা এসে হেসে চলে যায় ;
আমি অপর কাহার জীবন যাপন
করি যেন এসে বসুধায়,
আমি বেঁচে আছি—নাহি জানি কি কারণ
জীবন শুধুই জীবন-ধারণ ;
আমি চাপিয়া বক্ষে রাখি আঁখিবারি
ঢাকিয়া বক্ষে অপমান।

পি ৫৫২৪ সাজাহান।

আমি সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।
(সখিরে, এ মোর করম-দোষে)
শীতল বলিয়াও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি।

উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল, মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বরজ পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি মরণ অধিক ভেল॥

হরিরাজ।

নীল আকাশে কিরণ হাসে কি নব আবেশে পরাণ ধায়।
মলয় পরশে ঢলে ফুল হেসে, নিশাকর পাশে মিশাতে চায়॥
সাধ হয় মনে তারকারি সনে, ধীরে ফুটে উঠি সুনীল গগনে।
ললিত লহরী তুলিয়া সুতানে জোছনা কিরণে মিশাতে চায়॥

—০—

পি ৫৫৯৭ সিংহল-বিজয়।

বরষা আইল ঐ ঘনঘোর।
মেঘে দশদিক্ তিমিরে আঁধারি॥
আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে রাখিতে নাহি পারি।
চমকে চপলা চিত চমকে শঘন ঘন
গরজনে কাঁপে হিয়া সখীরে॥
ঝর ঝর অবিরল জলধারা
ঝর ঝর চোখে বহে বারি॥
সঘন আঁধার ঐ ঘনাইয়া আসে
বিষাদের হৃদয় আসে ছেয়ে;

বাতাস মিশায়ে যায় [illegible]

শূন্য নয়নে কত রহি চেয়ে,

কত না নিহিত ব্যথা [illegible]

হৃদয়ে জাগিয়া উঠে সখারে

মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা

[illegible] ॥

—*—

হিন্দা হাফেজ।

ঐ সুনীল আকাশে, [illegible]মালা পাশে,

আজি ভেসে যায় যেন মন।

যেন কে মনমোহন, এ হৃদি রতন,

করে ছায়া পথে বিচরণ ॥

তার দেহ হ'তে যেন সদা উছলয়,

উজল মধুর সে সদা ভজয়,

ছুটাছুটি করি আপনা পাসরি

যেন ফিরে ধরিতে রতন ॥

———

পি ৫৭৪৩ কিন্নরী:

কেন এমন করে লুকায়ে রয়েছ সখা।

সারা জীবনভর কি হেতু দিলেনা দেখা

প্রভাত হইতে খুঁজে করিলাম দিন শেষ

ঘর হতে বাহিরিয়া ঘুরিলাম সারা দেশ ॥

আঁখি জলে ধুয়ে গেল প্রকৃতি আঁখার লেখা
দেখা দেও নাহি দেও লুকাইয়া বলে যাও
মোর মতন আজীবন তুমি কি রয়েছ একা
মোর মতন তোমারও' কি জীবন বিরহ মাখা।

———

কিন্নরী।

সখিরে সজল চোখে চেও না—
মরম লয়ে সাথে যাব সুদূর পথে
বিষাদে মরম ভেঙ্গে দিওনা
মন সে অচেনা দেশে আগে সে গেছে ভেসে
বিরলে বসে বসে গাহিছে গান
এ দূর হতে শুনে আমারই আকুল প্রাণ
রোদনে সে গানে বাধা দিও না
(মোরে) ভুলে যাও সেও ভাল সরমে
মরণ গাথা গেওনা।

———

পি ৫৮১৮

ইমন পূরবী।

পূর্ণ হৃদয় মোর ছিল গো
কেন আচম্বিতে অজ্ঞাতসারে
শূন্য করে উহা নিলে গো।
সারাটি জীবন ছিল শান্তি সুখ মোর
এ পৃথিবী ছিল কত সুখের আলয়

প্রাণের ভিতর হতে কি যেন চলিয়া গেছে
শূন্যতার মাঝে আভাষ পড়িয়া আছে
খুজিয়া দেখিনু তাই, মোর ত কিছুই নাই
মন চুরি কে করিল বল গো॥

—০—

কিন্নরী

ঐ যে কুঞ্জের মাঝে আমার সখি লুকায়ে আছে।
মন চায় তারে আন্‌তে ধরে, রাখতে বেঁধে বুকের কাছে
আছি আমি একা শুনে সে হাসে মনে মনে
সে আর আমি দুটি প্রাণী আছি এ বিজনে
এস হে নিলজ বধু. এস মোর কাছে
একা থাকা আর ভাল নয়
ঘরে এসো বেলা গেছে॥

——

পি ৪৬৪৫ মিশরকুমারী।

সুখনিশি পোহায়েছে, দেউটি নিভিছে গো,
ধ্রুবতারা লুকায়েছে মেঘের কোলে
স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে, আধ ঘুম ঘোরে গো
হাসিটুকু ধুয়ে গেছে, নয়নজলে।
অতি অকরুণ বঁধু মরমে বিধেছে শেল,
বেদনা দিয়াছে উপহার—

আমার যা কিছু ছিল সকলি লুটিয়া নিছে
রেখে গেছে শুধু হাহাকার !
কোথায় পরাণ বঁধু, এস ফিরে এস গো।
আমার কুটীরে পথ ভুলে,—
প্রেম কুসুম-হার বিফলে শুকায়ে যায়
পর হে পর হে গলে।

———

মিশরকুমারী

পরাণ ভাঙ্গিয়া গেছে, ভেঙ্গে যায় মিছে হাসি খেলা—
ধীরে ধীরে আঁধার নামিয়া আসে ফুরায়ে যায় যে বেলা।
প্রভাতে নয়ন মেলি, নিরখিনু তরুণ তপন,
অমনি আপনা ভুলে, হৃদয়-দুয়ার খুলে পুলকে করিনু বরণ—
শুনিনু আশার গান, বিলাইয়া দিনু প্রাণ, সে তো হায়
হ'লোনা আপন।
তবু ওই দূরে শুনি, তার আবাহন-বাণী, কেমনে করি গো
তারে হেলা॥

———

পি ৫৯৭৬ মণিহরণ।

গলে শোভে বনমালা
চিকুর বঙ্কিম ঠাম
ত্রিভঙ্গ কুরঙ্গ রঞ্জিত নয়নে
বিমোহন হৃদি ঠাম

নিবিড় কুঞ্চিত চিকুর জাল
মধুর মুরলী ভুবন পূরিত ভুলি
তরণী গগন পবন বহে মধু মোহে
মুরলী প্রাণ তান উজান
মন প্রাণ চলে উথল।

মণিহরণ।

গেল ভেসে জীবন যৌবন।
বিশ্ব বিমোহিতরূপ নহে এ স্বপন॥
হেসে হেসে কথা কয়েছ
প্রাণ মন ভুলায়ে মিলায়ে গেছি
তারে প্রাণ চাহি, তারে প্রাণ চাহি
পাই যদি পাব তারে নহে বিফল জীবন॥

পি ৬১৭৩ মিশরকুমারী।

কাল পাখীটা মোরে কেন করে এত জালাতন?
দিবারাতি কুহু কুহু ভালতো লাগে না মোর,
শোনে না সে করিলে বারণ।
আমি তো আপন মনে ঘুমায়ে আছিনু গো
ভূমি তলে বিছায়ে আঁচল,—
চুপি চুপি আইল সে, অধরে ধরিল মোর
স্বরগের সুধা মাখা [illegible]—

বারণ করিতে তারে শিহরি উঠিনু গো !—
সে যে মোরে করিল পাগল ।
তাহে ঐ কাল পাখী কুহু কুহু কুহু তানে
আমাদের জ্বালায় অনুক্ষণ ।

মিশরকুমারী ।

কোন অজানা দেশের নীল সরোবরে
ফুটেছিল এক কমলিনী,—
রবির কিরণে হাসিয়া, সোহাগ সলিলে ভাসিয়া—
হেলিয়া দুলিয়া করিত রঙ্গ সারাটি দিন সে গরবিনী ।
একদিন মৃদু সমীরণ চুরি করি তার হাসিটি,
আমার হৃদয়-দুয়ারে আসিয়া, বাজাইল মৃদু বাঁশীটি ।—
সে সুর লহরে ভাসিয়া ভাসিয়া, আপনার মনে আপনি হাসিয়া,
লুটায়ে পড়িগো আপনি ।

—০—

পি ৬২৭৩ বলিদান ।

কলঙ্ক যার মাথার মণি কোমল প্রাণে সকলি সয়
লুকোন প্রেম তারই সাজে ভয় থাকে যার তার তো নয়
অযতনে যত্ন করে রাখতে পারে হৃদে ধরে
ভাবের ঘোরে সদাই ঘোরে আপন ভাবে মগন রয় ।
প্রেমে হয় যে দেওয়ানা, তার তো কিছু নাইকো মানা,
ভেসে গেছে যার বাসনা সমান ভাবে বয় সময় ।

বলিদান।

তুই ভিখারী কি রাজার নারী,
জানিস কিনা বল দেখি মন।
মিলেছে আপন রতন,
পারিস যদি করিস যতন।
কি এল গেল অযতনে,
তোরই ধন রাখিস মনে,
তবে কেন ধারা নয়নে
তুই ত তারে বাসিস্ ভাল,
ভাল বাসিস সেই তো ভাল,
অভিমানে কাজ কি মেনে,
পেয়েছ ধন মনের মতন।

———

পি ৬৪১৭

বলিদান।

বিলিয়ে দিছিস পেটের মেয়ে বাজ বুকে নিয়ে সাধে।
মরে যদি ঘোচে জ্বালা, পাখী কাঁদে ব্যাধের ফাঁদে।
রেতে দিনে খেটে খেটে, অন্ন-জল পাবে না পেটে,
নুনের ছিটে কেটে কেটে, হাত নাড়া দে কত ছাঁদে॥
নিত্য কথা উঠবে কানে, বাজ হেঁকে তোর বস্‌বে প্রাণে,
মায়ের ব্যথা মা-ই জানে, ভাসিয়ে দিয়ে সোণার চাঁদে॥

শীরি ফরহাদ।

সখি আমার হইল কি দায়,
আমারে যে চাহে আমি চাহিনা কো তায়,
ভালবাসিতে পারিতে বলে করি হায় হায়॥
মনেরে বুঝাতে চাই যত, পোড়া মন সরে যায় তত,
সাধি কাঁদি তবু মন ফিরিতে না চায়,
গুমরে গুমরে মরি কহনে না যায়॥

পি ৬৭৫১ কপালকুণ্ডলা।

বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায়।
বিদেশে নিরাশে যেন জীবন না যায়॥
বিষাদিনী বিরহিনী এলায়ে রেখেছে বেণী,
নয়ন সলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও পায়,
মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চায়,
বি—দে—শি—নী ভালবাসা চায়॥

কপালকুণ্ডলা।

নাগরি লো নাগর ধরা দিয়েছে।
সোহাগ ভরে সুখ সাগরে হেসে ভেসে এসেছে।

চেয়েছে চাহনি ভাল
জ্বেলেছে আশারি আলো,
বড় ভালবাসা ভেবে
বুঝি ভাল বেসেছে॥

পি ৬৭২২ ইরানের রাণী।

বল তারে ভুলি কেমনে।
সে যে গো প্রাণের প্রাণ, বাঁচিব কি সে বিহনে॥
ভুলে যদি থাকে ভাল, তবে ভুলে থাক সে ভাল,
ভোলার ব্যথা বুকে নিয়ে,
জ্বলবো মোরা নিশিদিনে॥

—০—

ইরানের রাণী।

মিলনের গীতি গাহিব বলিয়া বেঁধেছিনু
সুখ সুর।
সে তার ছিড়েছে সে যে চলে গেছে,
আঁধারে ডুবায়ে হৃদয়পুর॥
ভুলে গেছি গান, জীবন শ্মশান,
টুটে গেছে মোর স্বপন মধুর॥
লয়ে তাঁর স্মৃতি চলি নিতি নিতি,
খুঁজি মরণের দেশ কত কত দূর॥

—০—

পি ৬৭৭৯ লুলিয়া

ধর যা আছে আমার।
এ বিনে এ অবলার কিছু নাহি আর॥
লুকান এ হৃদি হ'তে
আপনা এসেছ ল'তে
লহ দান প্রতিদান চাহি না তোমার
দেখো সখে রেখো এ'রে বক্ষে আপনার॥

লুলিয়া।

আমি কারে বেথে কারে ভাবি কারে বা বলি আমার।
না জানি ইনি কি তিন, কে দেবতা পূজিবার॥
যাঁরে সঁপিয়াছি প্রাণ যাঁর করি ধ্যান
(তাঁরে) চিনিতে নারিলে কিসে হবে আশার সুসার (গাং ২)।

পি ৬৯২৫ ইরাণের রাণী।

জানি না জানি না ভালবাসা।
সুখ হাসি কিবা আঁখি নীরে ভাসা॥
আমি যে গো কেনা বাঁদি, মরমে লুকায়ে কাঁদি,
কত ক'রে প্রাণ বাঁধি সহি গো পিয়াসা॥

চন্দ্রগুপ্ত।

আর, কেন মিছে আশা মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার
ভাবনা;
সে যে, সাগরের মণি আকাশের চাঁদ—আমি ত তাহারে
পাবনা।
আজি, তবু তাঁরে স্মরি, সতত শিহরি কেন আমি হতভাগিনী
কেন, এ প্রাণের মাঝে, নিশিদিন বাজে, সেই এক
মধু রাগিণী।
আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো;
তবে কেন হেন যেচে, দুঃখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে
পারি গো;
—না না, তবু সেই মুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে;
আমি লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরমে।

পি ৭০০৪ রামানুজ।

কত আরাধনা করে পেয়েছি তোমারে,
যেতে ত দিব না আর।
অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া
রাখিব করিয়া গলার হার॥
সহিব না তিল বিরহ তোমার,
তুমি বিনে মোর কি আছে আমার,

হিয়ার মাঝারে এ ঘোর মন্দিরে
ও দুটি চরণ করেছি সার ॥

আজি যামিনী জাগি পোহাব।
বিপিনে বাজিবে বাঁশী, সারা নিশি বসি নিব ॥
পিয়াসী চাতকী আমারি প্রাণ,
সুধার নিঝর বাঁশীর তান,
নিখিল ভুবন পড়িবে ঘুমায়ে
একাকিনী আমি জাগিয়ে রব ॥

পি ৭১৮৭ ললিত ভৈরবী।

প্রাণের আধার কোথা রাধা বিনোদিনী।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ বৃন্দাবন বিলাসিনী ॥
শ্রীদামের দুরন্ত শাপে, ভয়ে মোর প্রাণ কাঁপে ॥
জ্বলি সদা মনস্তাপে বিচ্ছেদে বাঁচিনি ॥
হলো শাপ বিমোচন, দাও প্রিয়ে দরশন,
জুড়াও তাপিত মন সন্তাপহারিণী ॥

নসীরাম।

যাব সই আনতে বারি কোরো না মানা।
লজ্জা পেলে ডুবৰো জলে তাও কি জান না ॥

বলে সই কলঙ্কিনী, নইতো তাদের বিবাদিনী ;
কৃষ্ণ প্রেমে রাই আমোদিনী
আমার বরাঙ্গনে গুণমণি,
লাজে [illegible] পর্ণ পা ॥

পি ৭৪১০

ডালিম।

পথের মাঝে এত কাঁটা আগে নাহি জানি ॥
কাঁটা বনের ভিতর দিয়া গেছে পথখানি ॥
কাঁটায় কাঁটায় ফালা ফালা, কাঁটার ডালে কাঁটার পালা
কাঁটার জ্বালা জ্বলছে বুকে জ্বলছে মহাপ্রাণী ॥
তুমি দয়া কর মুখ পানে চেও, শুনাও আশার বাণী—
জীবন ধন্য মানি ॥

ডালিম।

কেমন করে মনের কথা কইব কানে কানে।
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে ॥
আজি আমি ঝরা ফুল পড়ি তোমার পায় ॥
গন্ধটুকু রেখ বঁধু হিয়ায় হিয়ায় !
প্রাণের পাতে ফুলের মত,
রাখব তোমায় অবিরত,
তফাৎ থেকে দেখব শুধু রাখব প্রাণে প্রাণে
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে ॥

পি ৭৮২৭ 'ডালিম'

(সখা) কেমনে লাগিয়া গেছ' মনতটে ?
কেমনে জড়ায়ে গেছ' আঁখিপটে !
(ওগো) আধ পরিচিত, আধ অজানিত
অতিথির প্রায়—
এসেছি ভ্রমিয়া শেষে, আমারি এ দেশে
ধূসর ছায়ায়।
(সখা) কেমনে জ্বালিলে দীপ আঁখি আগে !
নিরখি নিরখি মোর প্রাণে জাগে !—
(বঁধু হে) লাগিয়া গেছ মনতটে, জড়ায়ে গেছ আঁখিপটে ॥

'ডালিম'

ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও হে আমার এ জীবনের খেলা
আর বইতে নারি, সইতে নারি জ্বালা।
আমার শোণিতে রাঙ্গা পরাণখানি ধুলায় লুটায়
তারা হাসিমুখে দলে চলে যায়—
ব্যথার উপর দেয় গো ব্যথা, আমি কাঁদি একেলা।
আমার আশার রবি ডুবল' যদি,
কেন ফুরায় না বেলা ॥

পি ৭৮৭২ রয়েছে জাগিয়া যেন স্বপনে।
সে ছবি এখনো ভাসে এখনো তেমনি হাসে
ওই বারি ধারা—ভরা পবনে ॥

কোন্ দূর অতীতে ছায়া দোলে দুলিতে
চোখো চোখি হয়েছিল তাহারি সনে ;
আসিতে আসিতে সে যে এলোনা
ধরিতে ধরিতে ধরা হ'লো না
কেন তা তো পড়ে না মনে ;
চলিতে হ'লোনা চলা
বলিতে হ'লোনা বলা
আজিও চলেছে খেলা স্মরণে
সেই স্বপনের দেখা নয়নের লেখা-নয়নে ॥

কে বলনা ফুল ভালবাসে ?
কার তরে তবে আসে এ ফুল,
কার তরে সে ফুটে হাসে ?
ফুল না করে কারও অনিষ্ট
ফুলে হয় দেবতা তুষ্ট
ফুল দিয়ে লোক পূজে তার ইষ্ট
ফুল-মধু লোভে ভ্রমর আসে।
নব বর বধূ প্রথম মিলনে
পরিতুষ্ট ফুল-শয্যা শয়নে
ফুল যদি ফোটে নারীর জীবনে
ফুল হ'তে পুনঃ সুফল আসে ॥

মিস্ সুশীলা (এমেচার)

পি ৬৪১৮ সাহানা মিশ্র।

বিচ্ছেদের এত দুঃখ (আমি) জানিনে স্বপনে।
তাহারি যে ভালবাসা ভুলিব কেমনে॥
প্রেম করিয়ে রে, এই হইল রে,
আকুল ব্যাকুল, চিত চঞ্চল নিশিদিনে॥
কেন প্রেমনিধি, সৃজিল দারুণ বিধি,
সদা জাগে সে রূপ, আমার প্রাণে মনে॥

গজল।

যতনে যাতনা বাড়ে আগে জানি না।
জানলে পরে সে নিঠুরে কভুও প্রাণ দিতাম না॥
অযতনে ছিলাম ভাল, যতনে হইল কাল,
ঘটিবে কি এত জ্বালা, প্রেমে এত লাঞ্ছনা॥
কে জানে এমন হবে, যতনে দুঃখ বাড়িবে,
দিবানিশি কাঁদাইবে, প্রাণে দিয়ে বেদনা॥

মিস্ ঊর্ম্মিলা দেবী (এমেচার)

পি ৭৪১১ কীর্ত্তন।

আজিকার স্বপনের কথা শুনগো ম্যালিনী সই।
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।

আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়ে গৃহ পানে চেয়ে চেয়ে
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে।
(আমি) ঘরেতে শুইয়াছিলাম অচেতনে বাহির হ'লাম
নিমাইর গলার সাড়া পেয়ে।
আমার চরণধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি
পুনঃ কাঁদে গলায় ধরিয়ে॥
তোমার প্রেমের বশে, ঘুরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিনু নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে, আইনু নদীয়াপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
আইস মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি
হেন কালে নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল।
পুনঃ না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥

—•—

পদাবলী।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে;

নাম পরতাপে ঐছন করিল গো
তার দরশে কিবা হয়,
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়॥

— —

৭৮৭৩ আশাবরী—ঢিমেতেতালা।

আজ শরত প্রভাতে
কি কথা জাগে জাগে
আকাশে বাতাসে, প্রাণে প্রাণে
তার মধুর ঝঙ্কার লাগে লাগে।
কমল সুগন্ধে, অলি আনন্দে
গুঞ্জরি ধায় অনুরাগে॥

— —

মিশ্র—আদ্ধা।

পাখী তুই চুপ ক'রে আজ রইলি কেন চেয়ে।
ডালে ডালে নেচে নেচে আয়নারে গান গেয়ে॥
তোর সুরের নেশায় মেতে, কথার ছন্দ নেব গেঁথে,
পাখী তুই নেচে নেচে আয়নারে গান গেয়ে।
তোর তরে আজ ধরা, কিবা শ্যামল বসন পরা,
আঁখি মেলে কুসুম আছে কেমন তোমার পানে চেয়ে,
পাখী তুই আয়নারে আজ গানের ধারা বেয়ে;
তোর কণ্ঠ গো সুধ টুটে, ঐ লক্ষ ধারায় ছুটে,

আসুক গানের গঙ্গা নব উল্লাসে আজ ধেয়ে,
ধরণী ধন্য হবে সুরধারায় নেয়ে ॥

মিস্ ঊষারাণী (এমেচার)

পি ৫৭৪২ আশোয়ারি।

মন চুরি যে করেছে তারে কি সই পাব আর ?
বিধি কি সদয় হবে সে মুখ হেরিব তার ॥
এ প্রাণ সপেছি যারে
ভাসায়ে অকূল পাথারে
মন প্রাণ চুরি করে সে গেছে যমুনা পার ॥

ভৈরবী।

আর এ যাতনা মন প্রাণে সহে না
বিধাতারি মনে ছিল এত বিড়ম্বনা ॥
আগে ছিলাম রাজার রাণী
হলেম পথের ভিখারিণী
মায়া ঘোরে পড়ে সদা দুঃখিনী ললনা ॥

পি ৫৮৯১ মালকোষ।

আর ভাল লাগে না তারা

সহেনা আর এ যাতনা।

কাতর হয়েছি আমি (মা)

করব কি মা তাই বল না॥

ফেলেছ বিষম ফেরে

পাইনা কিছু ঠিক্‌ ঠিকানা।

কবে যে কিনারা পাব

ভাবিতেছি সেই ভাবনা॥

—০—

শঙ্করা।

(মা) দীনদয়াময়ী তারা

ভবভয়-হারিণী।

তুমি না করিলে দয়া

কে তারিবে তারিণী॥

চরাচর দেখি যত

তোমা ছাড়া নয় কেহ ত

বিশ্বপূজ্য না হ'ত

আজি বিশ্বমোহিনী॥

অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়।

পি ১৩৭৭ (কমিক আগমনী)।

এলে মা বাপের বাড়ী কৈলাসেতে আর যেওনা
খাওয়াবো মোহনভোগ আর জিবেগজা নিত্য চিনির পানা॥
কোন দুঃখের ভাব্না ভাব্বে নাকো মা,
তোমার ষড়ানন আর গজাননকে ইংরাজী পড়াব।
এই পূজার গোলটা চুকে গেলে মা তাদের কলেজে বলে দিব।
তারা রাজার নাতি ফুলিয়ে ছাতি
অনায়াসে খরচ করবে ষোল আনা॥
ছি, ছি! মা লাজের কথা শিবের সেথা নাইক গাড়ী ঘোড়া।
এঁড়ে বলদ চড়েন শিব নাইক লাগাম দড়া॥
শিব হেথায় আসুন সুখে থাকুন,
জামাই বাবুর মতন তা'রে কে করেছে মানা॥

কমিক।

এই—মেয়েরা কোন ভাল জিনিষ দেখলে আপনার লোকের ভেতরে যে কষ্টে আছে তার কথাটাই আগে মনে পড়ে। এই দরবারের সময় গিরিরাণী কোলকাতায় এসে পেজেন্ট সো দেখ্তে গিয়েছিলেন, সেই সমারোহ ব্যাপার দেখেই উমার জন্য শোক উথলে উঠেছিল, তাই তিনি গেয়েছিলেন।

গীত।

এবারে উমা এলে আবার যেতে কর্ব্বো মানা।
ম' আমার কৈলাসেতে পায় না খেতে
ঐ চিনে বাদাম ঘুগ্‌নী দানা।
নাইক ইলিশ তোপ্‌সে মাছ নোলায় সরে জল।
ন্যাংড়া বোম্বাই আমের গাছ নাইক আপেল ফল,
মোণ্ডা মেঠাই সে দেশে নাই আবার খাব,
নাইক মিহিদানা।
এবারে এই সহরে রেখে তারে ইংরাজী পড়াব,
বাঘ সিংহী ছাড়িয়ে মাকে মোটরে চড়াব ;
সে যে কেমন মায়ের কেমন মেয়ে
এই বারেতে বুঝে পড়ে যাবে জানা॥
বলবো কি খেয়ে মাথা, নাইক সেথা ৫।৬ তলা বাড়ী,
সম্বল শুধু বুড়ো বলদ, নাইকো ট্রামের গাড়ী,
(আবার) নাই বায়স্কোপ, নাই থিয়েটার,
নাইকো গ্রামোফোন, নাইকো গেরোর বাজনা॥

পি ১৪১৩ টহলদার। (বিল্বমঙ্গল)।

কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া ত রবে না।
দিন যাবে দিন রবে না কো কি হবে তোর তবে॥
ওরে আজ পোহালে কাল কি হ'বে দিন পাবি তুই কবে।

সাধ কখন মেটেনা ভাই সাধে পড়ুক বাজ।
বেলা বেলি চল্‌রে চলি সাধি আপন কাজ॥
কেউ কার নয় দেখ্‌না চেয়ে কবে ফুটবে আঁখি।
আপন রতন বেচে নে চল হরি বলে ডাকি॥

—০—

ফকিরী (আবুহোসেন)।

রাম রহিম না জুদা করো, দিল্‌কো সাচ্চা রাখো জী।
হাজী হাজী কর্‌তে রহো দুনিয়াদারী দেখো জী॥
যব যেসা তব তেসা হোয়ে সদা মগন মে রহেনা জী।
মাট্টিমে ইয়া বদন বনি হ্যায় ইয়াদ হরদম্ রাখ না জী॥
যব তক সেকো ফরাক রহ ভাই, যিস্ যিস্ কাম্‌মে মানা জী।
কেয়া জানে কব দম ছুটেগা, উস্‌কা নেই ঠিকানা জী॥
দুস্‌মন তেরা সাথ ফিরতা, দেখো ভাই সব সেকো জী।
দুস্‌মন সে বাঁছানেওয়ালে, উন্ বিন্ হ্যায় নেই একো জী॥

— —

পি ২০১৩ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আদর (কমিক)।

(আমার) সইল সই মকর গঙ্গাজল।
সাত রাজার ধন মাণিক আমার কোথায় আছিস্ বল॥
তুমি ধনী চাঁদবদনী জীবন-মরণ-কাটি।
ক্ষণেক তোমার অদর্শনে মরিলো দম ফাটি॥
তুমি আমার তালুক মুলুক তুমি টাকার তোড়া;
তুমি চেলী বেনারসি, তুমি শালের জোড়া।

তুমি আমার পায়সান্ন মিষ্টি মিঠাই ছানা।
শীতের তুমি দোলাইখানি গরমির চিনির পানা॥
বর্ষাকালের ভরসা তুমি তালপাতার ছাতি।
তোমায় পেলে হৃদয় ফর্সা সকল ভাতির ভাতি॥
তুমি বেদ আগম পুরাণ, তুমি তর্ক যুক্তি।
তুমি আমার ভজন পূজন সাত পুরুষের মুক্তি॥
তুমি আমার যাগ যজ্ঞ সব পুণ্যের ফল।
সকল কর্ম্মের সিদ্ধি ওলো দাও চরণে স্থল॥
স্বর্গসুধা সঞ্চারিত তোমার প্রেমে প্রিয়ে।
পাপ তাপের দমন কর মুড়ো খ্যাংরা নিয়ে॥
হেসে হেসে কাছে এস সকল দুঃখ ঘুচাও।
অধীন তোমার দাসানুদাস শ্রীচরণের ছুঁচো॥

—০—

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সোহাগ (কমিক)।

(ওগো) আমার মকর গঙ্গাজল।
খুসীর খুসী মহাখুসী সপত্নী কোন্দল॥
তুমি আমার ঘরকন্না উনকুটি চৌষট্টি।
ধান ভানাতে ঢেঁকি তুমি মান বনাতে বঁটিটি॥
বেড়ীর মুখের হাঁড়ি তুমি, তুমি খোন্তা হাতা।
মশলা পেশার শীল নোড়া আর কলাই পেশার জাঁতা॥
গো-শালাতে তুমি আমার বাঁধা কামধেনু।
মন মজাতে তুমি প্রভু বংশীধারীর বেণু॥

বিপদকালে তুমি আমার মহাবীর হনু।
দেখা দিয়ে বাঁচাও হিয়ে অদর্শনে মনু॥
কাঁচা চুলের দড়ি তুমি পাকা ধানে মই।
সাঁতলা ভাজার তুমি আমার মুড়ী মুড়কী খই॥
ব্যান্নুনেতে লবণ তুমি মাছের মুড়ো ঝোলে।
মোচার ঘণ্টে বড়ি তুমি কাঁচা আম শোলে॥
টোপা কুলের সলপ তুমি অরুচিতে রুচি।
তোমায় পেলে নিমেষেতে নয়নের জল মুছি॥
তুমি পান্তা ভাতে বেগুনপোড়া ফ্যান্‌তা ভাতে ঘি।
কেমন করে বলব বঁধু তুমি আমার কি॥
তুমি আমার জরিজড়োয়া তুমি পাকা কোঠা॥
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি গোবরজলের ফোঁটা॥
এক মুখেতে করবো কত তোমার গুণগান।
তুমি আমার বেশনিন্নাশ তুমি সোহাগ মান॥
তুমি অঙ্গে অঙ্গরাগ পানে দোক্তা চুণ।
(তোমায়) একদণ্ড না দেখ্‌লে একেবারে খুন॥
তুমি সোণার রংএ জোড়া ভুরু কাল-জুলপী চুল।
খাসা নাকে ঠাসা নথ তাতে নোলক দুল॥
বাউটি তাবিজ রতন চক্র তুমি সুগোল হাতে।
সিঁথি ঝুম্‌কো কণ্ঠহার ধুক্‌ধুকিটি তাতে॥
মলের তুমি রুণুঝুনু চন্দ্রহারের খামী।
আমারূপী বোঁচকাবাহী তোমায় নমি স্বামী॥

পি ২০১৪ কমিক।

এ হ'ল কি, এ হ'ল কি, এ ত ভারি আশ্চর্য্যি।
বিলাত ফের্ত্তা টানছে হুকা সিগারেট খাচ্ছেন ভশ্চায্যি॥
হোটেল ফের্ত্তা মুনসেফ ডাকছেন মধুসূদন কংসারি।
চট্ট চটির দোকান করে দস্তুর মতন সংসারী॥
ছেলের দল সব চস্‌মা প'রে ব'সে আছেন কাঠখোট্টা।
সাহেবেরা সব গেরুয়া পোচ্চেন, বাঙ্গালী নেকটাই
হ্যাট কোট্‌টা॥
পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মত ছেলেবেলায় খাননি কে।
ভবনদীর পারে গিয়ে বেড়াল বসেছে আহ্নিকে।
গদ্য পদ্য লিখচেন সবাই কিনচে না ত কিন্তু কে।
কাটছে বটে পোকায় ঐ আলমারী আর সিন্দুকে॥
জহরচন্দ্র, গোকুল মাইতি বাড়ছেন লম্বা চওড়াতে।
বিদ্যারত্ন দরকার স্থধু বিয়ের মন্তর আওড়াতে॥
পুরুষরা সব শুনছেন বসে মেয়েরা আসর জমকাচ্চে।
গাচ্চে এমন তালকানা যে তা শুনে পিলে চমকাচ্চে॥
রাজা হচ্চেন শিষ্টশান্ত প্রজা হচ্চেন জবন্দার।
রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচ্চেন গিয়ে আনন্দে।
ব্যাখ্যা কচ্চেন হিন্দুধর্ম্ম হরিঘোষ আর প্রাণধন দে॥
শাস্ত্রিবর্গ কোনই শাস্ত্রের ধারে না আর কোন ধার;
স্ত্রীরা হচ্চেন ভবার্ণবে বেশী মাত্রায় কর্ণধার॥

বরের বাপের শ্রাদ্ধ—খুঁড়ি—ফর্দ্দ।

(কমিক)

তুমি হ'লে ছাপোষা লোক কি আর দেব ভাই।
আমি নোয়া খোয়ায় ভারি চটা তবে গিন্নির কিছু চাই ॥
তুমি হ'লে বালাবন্ধু আমি লড়বো তোমার হ'য়ে।
অল্পে সল্পে মেটে যাতে করবো বোলে ক'য়ে ॥
ঘরের চালের খড় ছাইতে গিন্নির গয়না পড়েছে বাঁধা।
সুদ আসলে হাজার টাকা সেটা তুমি চাই দাদা ॥
কন্যাপক্ষে একশো ভরি সোণা ধরাই আছে।
চোরের যাম্ স্যাকরাদের ভয় তারা ভেজাল মিশোয়
পাছে ॥

এক কাজ করো ভাই বাণী সমেত দামটা ধরে দিও।
আমি গয়না গড়িয়ে দেবো তুমি র'য়ে ব'সে নিও ॥
দুলালের জেদ হারমোনিয়ম বাইক গাড়ী চাই।
জোর তাতে পড়বে শ' দুই সেটা তোমায় সইতে
হবে ভাই ॥

হীরের আংটী চেন্ ঘড়ী হীরের বোতাম সেট।
এ সবের ত কথাই নেই এখন বাজার রেট।
স্প্রিংয়ের সোনার চশমা সোনার হারে ঝোলা।
দুলাল খেতে শিখেছেন গুড়ুক চাই রূপোর আলবোলা ॥
খাট বিছানা টেবিল চেয়ার মেহগ্নি আল্মারী।
বাক্সওলা আয়না দেওয়া চলছে রেওয়াজ ভারি ॥
এত ফেসাদ কাজ কি দাদা চাইনা ও বালাই।

তুমি নগদ টাকা ধরে দিও আমার জিনিষে কাজ নাই।
ফুলশয্যায় হাজা গোজা কাজ কি অত লেঠা।
কেবল চাকর দাসীর পেট ভরান তুমি নগদ দিও সেটা॥
গায় হলুদের ব্যবস্থা ভাই সভার মতেই হবে।
পাত্তে হলুদ আর লাল শাড়ী নাপিত নিয়ে যাবে॥

ফর্দ্দ শুনে কনের বাপ বল্‌ছেন—

দয়াময় সাক্ষাৎ তুমি দয়ার অবতার।
ফর্দ্দেতে ভাই কিছু ছাড় হয়েছে তোমার॥
হালফ্যাসানের পাম্‌সু ভাল চাই দুই জোড়া,
এক জোড়া চাই বরের তরে বরের বাপের একজোড়া॥

পি ২১৬১ হায়রে পয়সা (কমিক)।

বলিহারী দুনিয়াদারী পয়সাই সবার সার॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, নেইকো এ সব কিছুই আর।
যার নেইকো কড়ি, গলায় দড়ি মানে না কেউ তায়॥
বাপেও ছেলের মুখ দেখে না, গঞ্জনা দেয় মায়,
ভায়েরা ত কয় না কথা, কাজ কি সে কথায়।
সবাই রুষ্ট, হয় না তুষ্ট, কেউ কখন কথায় তার॥
গুণের সিন্ধু, বন্ধু যে জন, পয়সা হীন হ'লে,
মুখ ফিরায়ে যায় চলে পথে দেখা তার পেলে,
নেহাত ধর্‌লে চেপে দু চার কথার জবাব দেয় ব'লে :—
অর্থহীনের আপন পরে বোঝা বিষম ভার॥

হ'লে অর্থকষ্ট, সদাই কষ্ট প্রাণপ্রেয়সী তার,
বলে দাঁত খিঁচিয়ে—পোড়ার মুখ যাও তুমি গোল্লায়,
বিষ ঝাড়বো হতচ্ছাড়া মুড়ো খ্যাংরার ঘায় ;—
পালিয়ে তখন বাঁচেন পতি, পয়সা নেইকো যার ॥

—০—

বাহারে পয়সা (কমিক)

বলিহারি দুনিয়াদারী পয়সাই সবার সার—
পয়সা হলেই অমনি সবাই বদলে ফেলেন সুর।
বাপ মা বলেন দেখ্‌লে বদন, দুঃখ হয় গো দূর,
তাঁদের সাধ মেটে না, আদর ক'রে ক'ন কথা মধুর ;—
হলেও মোটা বলেন আহা অস্থি-চর্ম্ম হ'ল সার ॥
ভাই বন্ধু সবাই আপন স্বইচ্ছায় এসে,
বলেন তখন, আছ কেমন, পাশেতে বসে,
ফুরোয় নাকো কথা তাঁদের ক'ন হেসে হেসে ;—
বলেন, তোমার মতন আপনজন, আর কে বল আছে আমার।
পয়সা হলেই গিন্নি তখন গালভরা হেসে,
ভোজনকালে পাখা নিয়ে বাতাস দেন বসে,
বলেন, এ খাও, ও খাও, না খেলে হায় বাঁচবে আর কিসে ;
এই সন্দেশ দুটো, রাবড়িটুকু ভাত কটি দে খাওগো আর ॥
সন্ধ্যাবেলায় খেটে পতি ঘরেতে এলে,
গিন্নি তখন ছুটে আসেন সকল কাজ ফেলে,

আপন হাতে যত্ন করে দেন পোষাক খুলে ;—
(বলেন) রেকাবি নিয়ে, মাথা খাবে, না খাও যদি জলখাবার।

পি ২১৬২ আমার প্রিয়ে (কমিক)।

সঙ্গ আমার স্বজনী আমার ভার্য্যা আমার, আমার প্রিয়ে।
কেন লো প্রেয়সী রেখেছ এমন, কেন লো প্রেয়সী কপাট দিয়ে।
কেন লো প্রেয়সী বিগলিত মন কেন লো প্রেয়সী কাঁদ ফুঁপিয়ে।
জলজ্যান্ত পতি বসে তোমার, যায় নি তো তারে শ্মশানে নিয়ে
কিসের কান্না দেখ সে রান্না কিসের ধন্না আছ বসিয়ে।
জলজ্যান্ত পতি চেঁচিয়ে ডাকে, কর্ণে কি তা পশেনি গিয়ে
কাঁদিছ যে তুমি ক্রুদ্ধ নীরবে রুদ্ধ করিয়া কক্ষদ্বার,
এখন জুড়িয়ে অর্দ্ধভবন নিশ্বাসধ্বনি শুনিছে যার,
কচি ছেলে যার ক্ষুধায় কাঁদিল মেয়েটা উঠিল দেখ জাগিয়ে।
তুই কি রে নোস্ তাদের জননী তুই কি রে নোস্ আমার প্রিয়ে।
কিসের কান্না দেখ সে রান্না কিসের ধন্না আছ বসিয়ে!
চিৎকার করি মুরজ-মন্ত্রে ডাকিতে ডাকিতে বিকাল যায়,
ছাড়না লজ্জা তুমি না উঠিলে কে দিবে অন্ন কে দিবে পান.
অথবা তোমার ধূলায় শয়ন হায় হায় কাণ্ড হ'ল কি এ।
মা কি তোমায় বকেছে ঝকেছে এখনো তবু কি আছে সে জিয়ে।
যদিও প্রেয়সী বকেছে তোরে কেঁদে কেন নিশি করিছ ভোর,
কালই সকালে বাহির করিব বাড়ী হতে তারে করিয়া জোর,

যায় ঝিয়ে তবে রেগোনা সবে তো আমার একটী বিয়ে।
স্বার্থ আমার সাধনা আমার লক্ষ্মী আমার—আমার প্রিয়ে॥

কমিক।

ও বৌ মুখ তুলে চাও কওনা কথা থেকোনা অমন ক'রে।
বেলের কুঁড়ি ডবল গড়ে এনেছি তোমার তরে॥
হাল ফ্যাসানের বাঁধা কেশ, গড়েছি তায় সাজ্‌বে বেশ,
বাহার হবে কোঁকড়া চুলে গন্ধটী তায় ভুর্‌ভুরে।
টুকটুকে লাল ঠোঁট দুখানি, হাসিটি বেশ মন-মজানি,
ডুরে শাড়ীর বাহার কিবা পরেছ যা ফেরফারে॥
জলছে চুড়ী সুগোল হাতে, ব্রেসলেটের কি বাহার তাতে,
নাকের মাঝে নোলকদানা আ মরে যাই মন হরে।
ভিনোলিয়া সাবান মেখে, রংটি তোমার ফুটেছে জেগে,
ডাগোর ডোগর চোখ দুটিতে প্রাণ পাগল করে॥

২১৭৮ পূজার কোংকা (কমিক)।

হায় হায় পূজার ছুটী এলো।
(আমার) বছর শেষে শ্বশুর বাড়ী যাওয়া ঘুচে গেল॥
এই বিদেশেতে চাকরী করি ২৫৲ টাকা পাই,
যা পাই তা'তে প্রাণ প্রেয়সী যা' চা'ন যোগাই তাই,
এত ক'রেও প্রিয়ার আমার মন ত নাহি পাই।

পতিব্রতার তরে শেষে আফিং খেতে হ'লো॥
পূজার সময় দেখতে প্রিয়ায় যাব কেমন ক'রে,
না নে গেলে যা' চান ঢুকতে পাব না'ক ঘরে ;
বলেছেন দূর কর্‌বেন ঝাঁটার বাড়ী মেরে,
আহা ! পতিব্রতা পতিকে তাঁর এমনি বাসেন ভাল॥
হদ্দ হ'লাম ফর্দ্দ দেখে শুকিয়ে গেল প্রাণ।
হাজার দেড়েক না হ'লে ভাই পাব নাক ত্রাণ,
চাই সোনার চুড়ি আটগাছা আর চাই জড়োয়ার কাণ ;
আবার দশ আঙ্গুলে পাথর দেওয়া আংটীও চাই ভালো।
এক জোড়া চাই বেনারসী, জ্যাকেট গোটা দুই,
নইলে খ্যাংরা মেরে তাড়িয়ে দেবে আমার রসময়ী,
গজ পাঁচ ছয় সাচ্চা জরির মাথার ফিতেও চাই ;
আমার ক্ষুদ্র প্রাণে কেমন ক'রে এত পারি বল ?
লাভেণ্ডারের গন্ধ চড়া সয়নাক তাঁর ধাতে,
দু'টো "হাস্‌নাহানা" চাই গোটা দু'ই "হেকো" তার সাথে,
ডজন দু'য়েক জবাকুসুম মাখবেন বলে মাথে,
নইলে গরম মাথা কেমন ক'রে ঠাণ্ডা হবে বল ?
যা শুন্‌লে বন্ধ নথক অৰ্দ্ধ—আরও অনেক আছে,
বাড়বে পুঁথি ভয় পাবে ভাই বল্‌বো না আর মিছে।
এত কিন্‌তে পার্‌লে তবে আমি যা'ব প্রিয়ার কাছে,
এখন যাব কিনা শ্বশুরবাড়ী তোমরা সবাই বল ?

———•

("গৃহিণীর মানভঞ্জন")

আমি এসেছি এসেছি এসেছি হাতে ল'য়ে জড়োয়ার কান।
আমি আমার যা কিছু আছে, দিয়েছি স্যাকরার কাছে
ভাঙ্গিতে তোমার শুধু মান॥
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ গহনাখানি,
বসিনু পাতিয়া জানু, হ'য়ে দেখ জোড়পাণি,
করুণা করিয়ে প্রিয়ে, বারেক দেখগো চেয়ে,
জুড়াক এ তাপিত পরাণ,
তোমা ছাড়া আর নাই, মাতা, ভগ্নী, কিংবা ভাই,
কেহ নহে তোমার সমান॥
তোমার গরীব পতি করিয়ে কেরাণীগিরি,
কত খেয়ে লাঞ্ছনা তিরিশটী দিন ধরি,
যা আনি মাসের শেষে, অবিলম্বে ঘরে এসে
তোমারেই করি সব দান;
আর যে যথায় আছে, কেবল তোমারি কাছে,
তুমি মোর ধ্যান মোর জ্ঞান॥
তোমার হুজুরে আজি হাজির হয়েছে দাস,
চাহগো নয়ন-কোণে হাসগো মধুর হাস,
বিধু-মুখে হাসি হেরি, নাহি খেদ যদি মরি,
সে মরণ স্বরগ সমান।
ত্যজ প্রিয়ে ত্যজ রোষ, ক্ষমা যা করছি দোষ
না হয় মলিয়া দেহ কাণ॥

এসেছি বড়ই আশে লইয়ে গহনাখানি,
ধর প্রিয়ে ধর ধর পাতি কমল-পাণি,
আজি এ দিনের তরে, না হয় গো চাহ ফিরে,
ধামা চাপা দিয়ে রাখ মান—
কাল আফিস যাইব যবে, পুনঃ মান ক'রো তবে,
রাগ ক'রে দিও নাকো পান ॥

—০—

পি ২৩৩৬ বউ বাছাই। (কমিক)

বেশ বুঝে সুঝে কাজ কোরো ভাই
করবে যখন বিয়ে।
না বুঝে কাজ করলে শেষে
জ্বলবে হে বউ নিয়ে ॥
বউ সুন্দরী যে হয়,
স্বামীটি তার গো-বেচারী সদাই করেন ভয়,
হুকুমে ওঠেন বসেন আঁচল ধ'রে রয়—
স্ত্রীর কথায় বাপ্ চাকর হয়—
রাঁধায় সে মাকে দিয়ে ॥
স্বামী পায় না কো তার মন,
কখন পান থেকে চুণ খসবে ভেবে সদাই উচাটন,
একটু হ'লেই ত্রুটি, সকল মাটি যায় বুঝি জীবন,
সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী হ'লে সদাই ত্রস্ত হন ভয়ে ॥
বউ হয় যদি কালো,
বাইরে কালো হ'লেও হয় হৃদয়টি বেশ ভাল,

সেই কালো রূপেই প্রাণের পতির হৃদয় করে আলো,
প্রাণ পোরা তার পতির প্রেমে, প্রেমেই থাকে ভোর হয়ে॥
বউ কালো যদি হয়,
আপনি রেঁধে যতনে সে পতিরে খাওয়ায়,
আগুন-তাতে হিষ্টিরিয়ার করে না সে ভয়ে,—
তার নাই অশান্তি, সদাই শান্তি, সদাই থাকে প্রেম নিয়ে॥
শান্তি যদি চাও,
সুন্দর কালায় ভেদ করো না গুণটী বেছে নাও,
নইলে সুখ-শান্তির আশায় দাদা জলাঞ্জলি দাও।
দেখে শুনে মোহন বলে, কাল ভাল সব চেয়ে॥

—০—

জামাইয়ের আহ্লাদ। (কমিক)

(আমি) যাব নতুন শ্বশুরবাড়ী,
আহ্লাদে যাই গড়াগড়ি।
সাবান মেখে ফরসা হব
কাটবো মাথায় লম্বা টেঁড়ি॥
জরিপেড়ে কাপড় চাদর,
পাঞ্জাবীতে মাখবো আতর,
বুকের মাঝে ঝুলিয়ে দেবো
সোণার চেন আর সোণার ঘড়ি॥
ডিবে ভ'রে এনে পান,
শালীরা সব কর্‌বে দান,

হান্‌বে তারা নয়নবাণ
দেখিয়ে তাদের রূপের ঝুড়ী ॥
নানা রকম খাবার কোরে,
খাওয়াবে সব হাতে ধ'রে,
(আমি) এম্‌নি খাব পেট্‌টা ভ'রে
সকালবেলাই ছাড়বে নাড়ী।

পি ৩৯৮৪ কমিক।

তামুক খেতে আর এস না।

যদি পরাণে না জাগে পাঁচীর মায়ের কথা তামুক খেতে আর এস না।
তামুক খেয়ে যদি বিষম লাগে সখা কড়া তামুত আর খেওনা ॥
সারাটি দিন আমি একলা থাকিব, না হয় তুপিট তাস খেলিব,
সারাটি রজনী রহিব জাগিয়া না হয় পাশা খেলাই করিব,
যাহা চাও সখা দিব ফিরাইয়া আফিমের কৌটাটি চেওনা ॥

চাক্‌রে স্বামী।

আমার চাক্‌রে স্বামী আফিসে যাবে।
আলু ভাতে ভাত নাকে-মুখে গুজে আদরে খাবে ॥
সকালবেলা জ্ঞান থাকে না পাছে বেলা হয়,
পোড়া কেরাণীগিরি তার কত যে জারি,
উঠতে বস্‌তে ড্যাম রাস্‌কেল গুমর
কেবল স্বভাবে ;

চাকুরে স্বামী আফিস থেকে আসেন বাড়ীতে,
এলাচদানা চিনির মুড়কী থাকে গো হাতে,
তিনি রাজার কেরাণী আমি তার নাদোর রাঁধুনী,
তবু হাতের চুড়ি ঘোচে নাকো শেষে
সবার কি হবে॥

সকালবেলা জ্ঞান থাকে না পাছে বেলা হয়,
চক্ষু দুটি ঘুরে ফিরে ঘড়ির পানে রয়,
বাপের অসুখ হলেও বলেন এসে তখন দেখা যাবে॥

পি ৪১২১ বিড়াল।

কালো কোলো এক হুলো, ম্যাও ম্যাও ডেকেছিল পরাণে
বড়ই ভয় লেগেছে
আঁধারে জ্বলছে চোখ, দেখ, সই কত রোক্, বুঝি বা আমার
পানে তেকেছে॥

জানত সকলি বেড়াল বাঘের মাসী হয়,
আমি যে অবলা সই, আমারও ত হতে পারে ভয়,
যখন ঝগড়া করে এ্যাও ফোং রবে শুনে প্রাণ ভয়ে উড়েছে।
এ্যাও ফর্‌র ফোং রবে, মারামারি করে যবে, তখনি ঘরে
দোর পড়েছে॥

কমিক।

মধুর মধুর তান।

মধুর মধুর তান।
আনে রাধার নাম,
বাজায় বাঁশী শ্যাম,
আকুল করে প্রাণ॥
যায় যাক কুলমান,
তারে ডেকে আন,
তার পায়ে দেবো প্রাণ॥

— — —

পি ৪৩৫৫ বউ কাট্‌কী শ্বাশুড়ী।

বেটার বে দিয়ে বৌ এনে ছেলে হ'ল পর।
আমি যাই তাই তোকে নিয়ে করছি বেটী ঘর॥
আগে ছেলে বাইরে থেকে. দুহাত তুলে মা মা ডেকে,
আস্‌তো ছুটে কোলের ভেতর শুয়ে থাকতো রেতে;
এখন ছেলে জানে না কো বিনা বৌর ঘর॥
ছোট লোকের মেয়ে, বেটাটী পর ক'রে নিয়ে,
তাকে ওঠাস বসাস কথায় কথায়, চায়না আমার পানে;
ব্যাপার দেখে হাড় জ্বলে যায় বুক করে কর্ কর্॥
পোড়ার মুখী নাক খোয়ারী, যা না তুই বাপের বাড়ী,
মুখে আগুন অমন বৌয়ের, আসিস না আর হেথা;
আমি আবার বেটার বিয়ে দেবো আজি বেটী মর॥

যা আনে বাপ উপায় ক'রে, তোরই হাতে দেয় সব ধরে,
সাবান ফিতে গন্ধ নানা আনে তোরি তরে ;
এখন কিছু দিয়ে বলেনা মা এইটে নে তুই ধর ॥

শ্বাশুড়ী কাঁটকী বউ।

ডাইনী মাগী শ্বাশুড়ীটা আমায় জ্বালিয়ে দিদি খেলে।
হাড়ে বাতাস লাগে আমার পাজি বেটী ম'লে ॥
যেমন তিনি আসেন ঘরে, সয়না বেটীর জ্ব'লে মরে,
"উ" কার মতন বেঁকে আসেন কিছু দিতে,
স্বামী ছেড়ে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে যাই তাই জ্ব'লে ॥
হাস্‌তে হাস্‌তে সোহাগ ভরে ; বলছিলাম তার হাত ধরে
নেকলেশটা ভেঙ্গে গেছে গড়িয়ে দিতে হবে ;
এমন সময় ডাইনী মাগী এল হেলে দুলে ॥
আহা বাবা খেটে খেটে নাইকো গত্তি মোটে,
শেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস বল্‌তে বল্‌তে এ'ল ;
আমি যেন কেউ নয়, তাঁর বাবা বাবাকেলে ॥
আর একদিন এসে ঘরে, বলছেন আমায় সোহাগ ক'রে,
নেকলেশ নিয়ে আপনি আমার পরিয়ে দিলেন গলে ;
কোথায় ছিল ডাইনী বুড়ি এল দু'হাত তুলে ॥
দেখি আহা মরি মরি, লাগলো সোনা কত ভরি,
দেখি কেমন গড়ন হ'ল বলতে বলতে এ'ল।
করি কি আঁর সরে গেলাম (আমি) স্বামী সোহাগ ফেলে।

আন্‌লে তিনি টাকা কড়ি অমনি ছুটে আসে বুড়ী,
তিনি নাকি শক্ত, মাকে দেন না কিছু মূলে।
মোহন বলে বলবো কি এই হবে কলিকালে।

পি ৭৪১২

মরি রে প্রাণ কুমার আমার এ দশা তোর
কে করিল !
তোর বিশ বছরের কাঁচা চোখে
কোন আবাগীর ব্যাটা চশমা দিল ॥
তোর নাদুষ নুদুষ দেহখানি
কারে দিলি যাদুমণি
কোন দুষমনের দুষমনিতে হাড় কখানা সার হইল ॥
বাপ মুখ্যু হয়ে থাকতিশ ঘরে
খাওয়াতেম বাপ ভিক্ষা করে
দিবারাত্রি পড়ে পড়ে ধনে প্রাণে মারা গেল ॥
পুস্তকে মস্তক দিয়ে
পড়েছ বাপ অজ্ঞান হ'য়ে
কোলে এসে জুড়াও হিয়ে চাঁদ বদনে মা মা বল ॥
দেখে রে তোর শীর্ণ দেহ
চাকরী ত দেবেনা কেহ
মনে হচ্ছে এই সন্দেহ মা বলা গোল ফুরাইল ॥

আয় ডিগ্রি আয়, আয় উপাধি আয়।
তোর জন্য চোর চোট্টা সবই হওয়া যায়॥
তোতার মত বুলি শিখে, বাঁধা গতে যাচ্ছি লিখে
তোর দর্শন পাব নাকি তোরেই যে প্রাণ চায়—
নামের শেষে দেখলে তোরে, সবাই আদর করবে মোরে
হইলে কেন পাঁঠা ঘাসি কিবা আসে যায়॥
জীবন ভরে যাচ্ছি পড়ে, রয়েছি তবু জ্যান্তে মরে
তোর তরে হায় বাবার গেল অর্থ সমুদায়—
আমার গেল স্বাস্থ্য আশা, গেল চোখে দ্বিপ্তি খাসা
কৈশোর ত মরেই গেছে যৌবন যায় যায়॥
তোর আশাতে ছাড়ব চাদর, ফুঁকব চুরুট বাড়বে কদর
সব ধনীরা ধরবে ধামা বসবো কেদারায়—
মাষ্টারিনী পেলে ভায়া, দিনে দিনে বাড়বে পায়া
চরণ চাটা শিক্ষা দেব কাজ কি ব্যবসায়॥
ব্যবসা করে মাড়োয়াড়ী, আমরা কি তা করতে পারি
কলম পেশা জাতির ছেলে কলম পিসে খায়—
হ'ক না তারা লক্ষপতি, চাকরী মোদের পরম গতি
বাঙ্গালীদের পক্ষে শুধু চাকরী শোভা পায়।

———

স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পি ২৩৩৪ কীর্ত্তন।

এই ব'লে নূপুর বাজে।

সাজ সাজ সাজ, সারি গৃহ কাজ, কিবা ফল কালব্যাজে॥
আমি কর্ণধার ভব-পারাবার, ক'রে দোব পার কি ভাবনা আর,
মায়া মোহ-ভ্রান্তি রাখিয়ে বিকার, (তোরা) আয়রে ভিখারী সাজে॥
অনিত্য বিষয়ে প্রমত্ত রহিবে, পরমার্থ কেন যাস রে ভুলিয়ে,
রঙ্গভূমি মাঝে নট সাজিয়ে, (ও তোর) ভয় কেন কুল-মান-লাজে॥

—:—

ভীমপলশ্রী।

এবার ভবের খেলা সাঙ্গ হবে,
আকুল আমি ভেবে ভেবে।
ধন দৌলত যত কিছু সবই কিগো সঙ্গে যাবে।
(ও মা) দারা, পুত্র, পরিজন কোথায় সবে পড়ে রবে।
মুদলে আঁখি সব যে ফাঁকি সে কথা কে বোঝাইবে॥
(আমি) বুঝতে নারি, ও শঙ্করী বোঝাবি আর আমায় কবে
প্রাণ যত দিন থাকবে দেহে ততদিন সব আপন রবে।
(ও মা) ম'রে গেলে, দেবে ফেলে, মড়া বলে কেউ না ছোঁবে॥
যারে আজ আপন ভাবি, সেই গো মুখে আগুণ দেবে।
(শেষে) চিতা ধুয়ে, কাছা নিয়ে হরি ব'লে চলে যাবে।
গোপীনাথ বলে মাগো কি কাজ আমি কল্লুম ভবে।
কি বলে কৈফিয়ৎ দেবো যখন আমার বিচার হবে॥

—:—

পি ২৪০৪ কীর্ত্তন। জয়দেব।

বামে লয়ে রাই কিশোরী দাঁড়াও ওহে বংশীধারী।
নয়ন মুদে হেরবো হৃদিমাঝে (দেখি কেমন সাজে)
এই আমার হৃদি বৃন্দাবনে॥
(আমার মনে এই অভিলাষ আছে)
আমি চন্দন দিব (অনুরাগে রাগ মিশায়ে)
আমি চরণে দিব (এই দেহ তুলসী করে)

কীর্ত্তন (জয়দেব)

নাচিয়ে নাচিয়ে আমার আয়রে নীলমণি।
গোপালরে একবার কোলে আয় বাপ,
আমার নীলকান্ত-মণি নয়নের মণি॥
পর রে নীল পীতধড়া শিরে পর, ময়ূর-পুচ্ছ-চূড়া,
গলে গুঞ্জ-হার পর, ভালে চন্দন-তিলক ধর,
নূপুর পরবে রাঙ্গা পায়, ডাক মা মা বলিয়ে
মুখে তুলিয়ে নবনী॥

৺অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী।

পি ১১৪ ভজন।

গোবিন্দ-মুখারবৃন্দ নিরখি মন বিচারে।
চন্দ্র কোটী ভানু কোটী কোটী মদন হারে॥
সুন্দর কপোল লোল পঙ্কজদল-নয়না,

অধর বিন্দু মধুর হাস কুন্দ-কলি-দশনা,
মণিকুণ্ডল মকরাকৃছি ললিতভৃঙ্গ ভূজা
কেশরক তিলক বঁই নাসে সোহে মণিমুক্তা ;
নব জলধর তড়িত অম্বর গলে বনমালা সোহে।
নীল সুন্দর চতুরগ প্রভু জগজন-মন মোহে ॥

টপ্পা।

নজরা দিল বাহার বেনিয়া (লেলে রে)
কুল পিলায়ে চল্ জাতি সব সখিয়া চল্ জাতি।
রোয়ে মিয়া যয়েক রহাওয়ে
মস্তা বুল্ বুল্ তোরি তুম জানাবে আজানি সে মিয়া জানাবে ॥

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ (এমেচার)

পি ৬৩৮০ বাউল।

ক্ষ্যাপা ঘুমিয়ে রইলি ঘণ্টা হল টিকিট কই নিলি
যখন পড়্‌বে পাকা হবি ভ্যাকা ওরে বোকা তাই বলি।
টেলিগেরাপ হয়েছে ভাই জান্‌তে পালি নে
ওরে থাক্‌তে সময় যাবার উপায় কিছুই করলি নে
কেবল ভবে এসে মায়ার বশে ভূতের ব্যাগার খেটে মলি।
গ্রীন দিয়ে ওই করছে রে লাইন ক্লিয়ার
প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছেন ষ্টেশন মাষ্টার
ট্রেন করলি রে মিস্ গেলিনে আপিস করে বেজায় গাফিলি।
গাড়ি বেরিয়েছে রে ভাই ধুঁয়ো উড়ছে ওই

সত্বরে সতর্ক হও, আর সময় আছে কই
এখন মাল লগেজ আর করবি মিছে
মিছে রে মাস্থল দিলি ॥

—*—

বাউল।

বাবু সাজ মন, যদি করবি রে হরি সাধন।
হও নব্য ভব্য সভ্য বাবু রে, কর সভ্যরূপে বেশ ভূষণ
সংসার শান্তি শান্তিপুরের কাপড় পরা চাই
কালা পেড়ের বাহার ভাল কালাই ভাল ভাই
ব্রজের ধরণের ইস্ত্রি ধোলাই
তখন দেখে লোকে বল্‌বে ভাল রে
তুই দেখ্‌বি রে বাহার কেমন ॥
মায়া চেনে তত্ত্ব সোনার ঘড়ি একটা চাই
নইলে এ সংসারে যাওয়া আসার খবর কিসে পাই
ভবে শুধুই আসা ভাই
তুই হরিনামের মিষ্ট চুরুট রে
তুমি মুখে রাখ সর্ব্বক্ষণ ॥
ক্ষ্যাপা বলে অনন্ত তুই নিতান্ত বাতুল
তোর সকল কথাই ভুল
বাঁশ বনেতে ফোটে কখন কি পারিজাতের ফুল
তুমি ছেঁড়া চেটায় শুয়ে থেকে মন
লাখ টাকার দেখ স্বপন ॥

—

সুরট মল্লার।

এ আবার কি বেশ মন্মথ মহেশ
মনোচোরা বেশ কই বংশী-ধারী।
তোমার কই হে পীত-ধড়া চূড়া গুঞ্জ বেড়া
কি ভাবেতে আজ হলে দিগম্বরী॥
তোমার ব্রজবালা মনোহরা হাসি কই,
কুলবালা কুলনাশা বাঁশী কই,
হেরি লোল-রসনা বিকটদশনা অসি ধড়া কেন হেরি॥
তোমার কই হে বামে শোভে রাধা বিনোদিনী
যার নামে বাঁশী সাধা গুণমণি।
যে নাম চূড়ায় রাখিতে লিখি অঙ্গে মাখামাখী
বাঁকা আঁখি কই সে রাই কিশোরী॥
হেরি মুণ্ডেরই কুণ্ডল গলে মুণ্ডমালা,
কার মুণ্ড দোলে পদে পাগল ভোলা,
তোমার বনমালা গলে কই হে চিকণ-কালা;
কালরূপে যাই মাধুরী॥
তোমার কই সে বিনোদ কান্তি লাবণ্য লহরী
হাস্য আস্যে কেন রুধিরাক্ত হেরি,
কালী প্রসন্নের ভাবনা শ্যাম কি আমার শ্যামা,
শ্যামা কি শ্যামচাঁদ তাই বুঝতে নারি॥

নীলকণ্ঠ।

সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে।
হেরিলে হরে জ্ঞান মন, প্রাণ পড়ে পদতলে ॥
নবীন নট রসরাজ কে, বিরাজে ব্রজ মণ্ডলে,
আজ হেরি লাজে দ্বিজ, রাজ নভ মণ্ডলে,
এমন মনোহরা মাধুরী না হেরি মহীমণ্ডলে
খর প্রভাকর কিরণ কর মকর কুণ্ডলে ॥
উচ্চ শিখি পুচ্ছ কিবা উচ্চ শিরে বামে হেলে,
পুচ্ছ অতি তুচ্ছ করি মুর্চ্ছা করে নারীকুলে।
ভুবন করি আলো বনমালা ভাল গলে দোলে
বাস করি বাস হরি হাস্য করে হেলে দুলে ॥
জ্ঞান হয় মনে হেন, ঐ বাঁশীসুধা ধরিতে পারে
নৈলে কেন বেজে বাঁশী মন প্রাণ উদাসী করে।
কণ্ঠ ভণে ক্ষণে ক্ষণে কে অচেনায় চিনিতে পারে,
যে চিনিতে পারে জিনিতে পারে
কিনিতে পারে বিনামূলে।

মিঃ এ এম মল্লিক (এমেচার)

পি ১০০৬

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!

কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ
সপ্ত কোটী সন্তান যার ডাকে যখন আমার দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্ত কোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।

Oh my India, Oh my mother, Oh my nurse,
Oh country mine!
Why dishevelled are thy tresses lustreless
thy look divine?
For thy seat this lowly dust for raiment this
thy tattered gear,
When this 300 million voices sing in a chorus
"Mother dear"!
There's no pain, there's no shame, there's no
grief, no sorrow's brand,
When 300 million voices sing in a chorus
"Mother land"

উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে তাঁর।
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ,
তুই ত না মা গো তাদের জননী তুই ত না মা গো তাদের দেশ
কিসের দুঃখ, ইত্যাদি :—

Where arose Lord Buddha Great, who opened
Nirvana's gates above,

Half the world still kneel before him, worshipping
in fervent love.
King Asoka spread his deeds from Gandhar to the
azure main,
Art thou not their country mother, of these gods
the holy fame.
There's no pain etc

উঠিল যেখানে মুরজ মন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান ;
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য গায়ের রক্ত করিয়া শেষ,
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত লেশ।
কিসের দুঃখ, ইত্যাদি :—

Here arose Nimai's Kirtan with Mridanga
music rang,
Raghu wrote his learned logic, Chandidas
sweetly sang.
Bravely fought Pratapaditya, blessed
be the Mother's name,
Blessed are we, if some drops of blood
of theirs we still can claim.
There's no pain, etc.

যদিও মা তোর দিব্য আলোক ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা মানুষ আমরা নহি ত মেষ ;
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।
কিসের দুঃখ, ইত্যাদি :—

Though thy light divine has vanished
and Thy day is dark as night
Clouds will pass away and Glory shine
in lustre fresh and bright.
Men are we,......and not mere sheep,
we'll revive Thy Glory grand.
Oh my Goddess, oh my life's Goal, oh my
Heaven, my Motherland.
There's no pain. etc., etc.

—•—

শ্রীযুক্ত বলাইদাস শীল।

পি ৮০২ ইমন কল্যাণ।

তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয় পদ্মে, রাজে যেন সদা রাজে গো।
তব নন্দন গন্ধ নন্দিতে ফিরি-সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু, সাজে যেন সদা সাজে গো।
তব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল-মন্ত্রে

বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঞ্চিত গন্ধে,
তব নির্ম্মল নীরব হর্ষ হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরব-কেতন দুর্গে, রাজে যেন সদা রাজে গো ॥

—০—

ঝিঁঝিট।

কর তাঁর নাম গান, যতদিন রহে এ প্রাণ।
যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে আলো,
স্রোত বহে প্রেম পীযূষ-বারি, সকল-জীব-সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি,
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তরে জলগর্ভে কি আকাশে
অন্ত কোথা তাঁর,
অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
কেতন নিকেতন পরশ রতন সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই যাঁর দরশনে নাহি রহে দুঃখ লেশ ॥

———

বি, এস, দত্ত।

পি ৮৬২ কীর্ত্তন।

অন্ধ বিমূঢ় মন, কেমনে মজলি না রে।
(এমন হরিনামে)
ছায়া-মায়া-মরীচিকায়, কত আর ঘুরিবি হায়,
জাননা কি প্রাণান্ত হবে হাহাকারে পিপাসায়।

প্রাণের প্রাণ হয়ে সদা তিনি কাছে,
তাঁহাতে জীবিত প্রাণ, তাই প্রাণ বাঁচে ;
তিনি বিনা আর, কে আছে তোমার,
যাবে আর কার দ্বারে।

—

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

ইমন কল্যাণ

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ,
দুখ জ্বালা সেই পাশরে—
সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে—
তোমারি ধ্যানে তোমারি জ্ঞানে,
তব নামে কত মাধুরী—
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে॥

—•—

ভবানীপুর ক্লাব

পি ১৪০৯ ইমন কল্যাণ (চন্দ্রগুপ্ত)।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে কণক ধারা ;
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্র তারা ;

দীপ্ত করি সে তিমির জাগে কাহার আননখানি—
আমার কুটীর রাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহষিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে ;
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে
তাহারি হাসিটি ভাসে হৃদয়ে তাহারই মুরলী বাজে ;
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার হৃদয়রাণী॥
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহ-বিধুর অধরে মিলন-মধুর হাসি,
শুনিব বিরহ-নীরব কণ্ঠে মিলন মধুর বাণী,—
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।

কলিকাতা ইভিনিং ক্লাব।

ভৈরবী।

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।
শ্যাম-বিটপি-ঘন তট-বিপ্লাবিনী,
দুস্তর-তরঙ্গ-ভঙ্গে।
কত নব নগরী তীর্থ হইল তব
চুম্বি চরণ যুগ মায়ী।

কত নরনারী ধন্য হইল মা,
তব সলিলে অবগাহি॥
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে
কতশত যুগ যুগ বাহি।
করিছ শ্যামল কত মরু প্রান্তর
শীতল পুণ্য তরঙ্গে॥

মিঃ বিভূতি সেন। (প্রেমেচাঁদ)

পি ৬৭৮০ ভৈরবী মিশ্র।

কাঙ্গাল আমারে কাঙ্গাল করেছ
আর কি তোমারে চাই
ভিখারী আমারে ভিখারী করেছ
কি কাতর গান গাই
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
ভূষিব তোমারে সাধ ছিল মনে
পলকে সকলি সঁপেছি চরণে
আর মোর কিছু নাই
আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস
আমার জীবন শূন্য করেছি
তোমার পুরাতে আশ

মন মন প্রাণ যৌবন নব
করপুট তলে পড়ে আছে সব
আরও যদি চাও মোরে কিছু দাও
ফিরে আমি দেবো তাই।

—•—

পাহাড়ি।

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে
আমার জীবন বীণা ভেঙ্গে চুরে—তাই বাজে না রে
এই বেণুর জটিলতায় পরাণ আমার মরে ব্যথায়
তাই হঠাৎ আমার প্রাণ ফেটে যায় বারে বারে॥
এ বেদনা সইতে আমি পারি না যে
তাই তোমা সবার পথে এসে মরি যে লাজে।
তোমার যারা গুণী আছে আমি বস্‌তে নারি তাদের কাছে
তাই দাঁড়িয়ে থাকি সবার পাছে॥

—•—

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

পি ৭৭০২ মিশ্র খাম্বাজ।

(সখি) কি করে লোকেরই কথায়
সেই মম প্রাণ ধন—মম মন যারে চায়।
উপজিলে প্রেমনিধি না মানে নিষেধ বিধি
দিবা নিশি মম প্রাণ তারি গুণ গায়॥

———

কাফি সিন্ধু।

এত কি চাতুরি সহে প্রাণ
তোমার পীরিতে দিবানিশি ঝরে আঁখি।
এত যদি ছিল মনে, পীরিতি করিলে কেনে
শঠতা সরলা সনে উচিত হয় কি ॥
কপট বিনয় ছলে, অবলারে ভুলাইলে
এখন এমন হ'লে দেখ নাহে দেখি ॥

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়। (এমেচার)

পি ২৩৯৪ বারোঁয়া জঙ্গলা।

ভোম্‌রা আমি ফুলবাগানে নিতুই নিতুই করি খেলা।
দেখলে কত সোহাগ করে মধুভরা ফুলবালা ॥
ফুলের হাসি ভালবাসি, আমি বড় অভিলষী,
ফুলের সনে দিবানিশি হ'য়ে থাকি ভাবে ভোলা।

শঙ্করা।

এখন কি আর নাগর তোমার আমার উপর সে মন আছে।
নূতন পেয়ে পুরাতনে তোমার সে যতন গিয়েছে ॥
তখনকার ভাব থাকতে যদি. দেখা পেতাম নিরবধি,
এখন ওহে গুণনিধি কোন রতনে মন মজেছে।
যা হবার আমারি হবে, তুমিত হে সুখে রবে,
শুন ওহে বলি তবে আমার বিধি বাম হয়েছে।

পি ৪৭৫৮ সিন্ধু খাম্বাজ।

মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে।
ইহকালে পরকালে মা তারে আদরে রাখে॥
সদানন্দময়ী তারা সদানন্দের মনোহরা,
এই মিনতি করি তারা ঐ পদে যেন মা মতি থাকে॥

—•—

সিন্ধু খাম্বাজ।

(মা) এ বয়সে আর কি শ্যামা সাজে মা তোর সোহাগ এত।
জগতের মা হ'য়ে শ্যামা রণভঙ্গ করিস কত॥
শিব যেন দিয়াছেন আদর, ওমা ভাঙ্গবি ব'লে তার পাঁজর,
ওমা বিষে অঙ্গ জড় জড় শিব পড়ে আছে মা মড়ার মত॥
একে বুড়ো বয়সের নারী, তাইতে মা তোর সোহাগ ভারী,
বুঝবো মা তোর জারিজুরি তরাতে পার এ অধম সুত।

—•—

পি ৫০৭০ ভূপালী।

বিফল জনম সমান স্বপন কালস্রোতে
আসে ভেসে চলে যায়।
অনিত্য সংসার রচিত ধূলায়,
ছায়াবাজি সম খেলি মা দু'বেলায়
কাল সমীরণে জাকিল নয়নে,
চমকিয়া কাঁদি পাগল প্রায়।

—

ইমন।

চরণ কমলে প্রণমি জননী।
মোহিনী মূরতি দেখি আঁখি পালটিতে নারি,
শ্বেত সরোজপরি শ্বেত বরণ ধরি,
আ মরি কি নবসাজে সেজেছ মা নিস্তারিণী ॥
তুমি দিয়াছ মা ত অপূর্ব্ব এ দেহ-বীণা,
মূলাধারে সহস্রারে ত্রিতন্ত্রী করি যোজনা,
পরম নাদ তত্ত্ব করিছে তায় আনাগোনা
বীণার ভিতরে দিন যামিনী ॥

—•—

পি ৫৮৯২ ভৈরবী।

কি যেন উপজে, তোমার না ভজে
সদা বিষয়েতে ধাই মা।
কুজন-ভারতী কত শুনেছি রে
বুঝাতে নারিল পামর মনেরে
যত ডেকে আনি তত যায় ফিরে
এ জ্বালায় কোথা যাই মা।
ক্ষার কটু লাগে তবু মিষ্ট বলি
খাইব না বলি পুনঃ পাই ভুলি
আমার আট ঘাট বাঁধা মায়ার শিকলি,
তাঁপাঙ্গর বুঝি এই মা।

কত দিন হবে রূপেতে বাস
কত দিন আর রব ইন্দ্রিয়ের দাস
কত দিনে বিধি করিবে খালাস
তোমায় তাই শুধাই মা।

—০—

স্থরট মল্লার।

রকতবরণা ত্রিনয়না তুমি
কাল ত নও মা কালি।
আঁধার নিশায় হেরিলে রাঙ্গায়
কৃষ্ণবর্ণ তায় নিরখি যে তায়
তেমনি যে কাল হেরি মা তোমায়
মোহের আঁধার ওগো মুণ্ডমালি॥
লও মা মোহের আবরণ খুলি
দাও মা ভুলায়ে চোখে কেন ঠুলি
রাঙ্গারূপে হেরি ছুটি বাহু তুলি
বদনে বলিমা জয় কালী, জয় কালী॥
কাঁদিয়ে তোমায় যখন যা চায়
জননীর কৃপায় তখনি তা পায়
দীনরাম রাজ লুটাইবে পায়
আশায় বঞ্চিত ক'র না গো কালী॥

—০—

পি ৫৯৭৭ পূরবী।

দেখরে নয়ন মন তারা মাখা ত্রিভুবন,
ভুবন ভবন বন তারা বিনা নাহি স্থান,
মুদিয়ে নয়ন তারা, যদি নাহি দেখ তারা,
চক্ষে মাখ জ্ঞানঞ্জন
যে রূপের কাচ নয়নে রাখিবে হে দরশনে,
সেইরূপ ত্রিভুবনে করিবে নিরূপণ,
তাই বলি নয়ন তারায়, যতনে রাখিবে তারায়,
তবে এ দেখিবে ত্বরায়, তারা ঘেরা জগজ্জন।

———

মূলতান।

তারা কাঁদালি এবার, ডাকি বারে বারে,
আনিয়ে সংসার মাঝে সাজালি সংসারি সাজে,
এখন সংসার সমুদ্রে মাগো নাহি দেখি পারাবার
তুমি মা দীন তারিণী, শরণাগত পালিনী,
এখন সংসারে রক্ষা কর মা কাঁপে তনু থর থর।

———

পি ৬১৭৪ ভৈরবী।

অমন করে মা তোর হাসি ভাল লাগে না।
আমি শুনি লোক মুখে. তোর ছেলে থাকে না সুখে,
দুঃখী ছেলের মায়ের এমন হাসি সাজে না।

মা মা বলে, ছেলে কাঁদে ভুঁয়ে পড়ে,
কোথা মা মা মা মা বলে,
ওমা এমন সময় এমন হাঁসি আমার সবে না।

— -

কাফি সিন্ধু।

নেবে আয় শ্যামা নেবে আয়.
আমি নিবারিতে নারি নয়নেরি বারি,
পদতলে শিব দেখা নাহি যায়।
পেয়েছ মরমে মরম বেদনা,
তাই হলি মাগো হেম বরণা,
এলায়ে পড়েছে চাঁচর বেণী,
পাগলিনীর বেশ শোভা নাহি পায়।
দাঁতেতে রসনা চাপিলে কি হবে,
(ও মা পদতলে শিব মুখ পানে চায়)
ওমা যাতনায় শিব মুখ পানে চায়॥
ও মা জগৎ জননী জগৎ মোহিনী,
তোর কি এ রূপ কখন মানায়।

পি ৬২০৫ ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

ভাসিয়ে দুঃখ পাথারে ও মা ভুলে যেন যাইনা তোরে,
কাঁদি মা মা বলে প্রাণভরে, এই কয় মা মুক্তকেশী॥
(ও মা) এই ভিক্ষা তোর চরণ তলে,

(ওমা) নিস বা না নিস কোলে তুলে,
যদি কাঁদিতে পারি মা মা বলে,
তাতেই আমি হব খুসী।
(ও মা) কাঁদিতে যে কত সুখ মা,
যে না কাঁদে সে জানেনা,
তুমি কাঁদাও আমায় ও মা শ্যামা,
কাঁদি আমি একলা বসি ॥

—০—

সিন্ধু খাম্বাজ।

মা বলে কাঁদিলে শিশু জননী ব্যাকুলা হয়।
আসি চঞ্চল চরণে বুকে, অঞ্চলে মুছায়ে লয় ॥
তুই মা পুত্র প্রসবিলি, আবার তুই কেটে গলায় পরিলি
মা নামে কালি দিলি, বিদায় দিয়ে মায়ায় ॥
যদি বলিস্ আমি দোষী, দোষী তুই মা মুক্তকেশী।
কুপুত্র যদিও হয় মা, কুমাতা কখন নয় ॥

পি ৬২৭৪ সিন্ধু খাম্বাজ।

কবে মা আনন্দময়ী, মা তোমার হবে করুণা।
ভেবে ভেবে ভবের খেলা, সাঙ্গ হল মা শবাসনা ॥
এস মা ভবের হাটে, মলাম ভূতের বেগার খেটে,
গোণা দিন মা গেল কেটে, ঘুচলনা মন বেদনা ॥

ডাকিতে জানিনা বলে, তাই বুঝি মা আছ ভুলে,
মা মা বলে ডাক্‌লে ছেলে, তাতে কি তোর মন উঠেনা।

—০—

ভৈরবী মিশ্র।

আমায় পাগল করবি কবে
মা মা বলিতে অবিরত ধারে দুনয়নের ধারা বহিবে।
আমি হাসিব কাঁদিব আপন মনে নির্জ্জনে নীরবে,
আমার পাগল মনের যত কথা মা, তোরই সঙ্গে হবে।
তোর কাজে মা, ক্ষুধা তৃষ্ণা আমার শীতাতপ সব সবে,
আমার মন রবে তোর চরণ তলে দেহ রবে ভবে।
'মা মা' বলিতে আমার অজপা ফুরায়ে যাবে যবে
আমায় পাগল ছেলে বলে তখন কোলে তুলে লবে।

পি ৬৪১৯ সিন্ধু খাম্বাজ।

বাসনা ছিল মা মনে জবা দিব তোমার পায়।
(আমার) সে বাসনায় ছাই দিলে মা
জুড়ে দিয়ে তোমার ভবের খেলায়॥
তুই মা বাজীকরের মেয়ে, বেড়াস মা তুই নেচে গেয়ে,
আমায় দমবাজীতে হারিয়ে দিয়ে, টেনে নিলে সংসার মায়ায়॥

ছায়ানট।

কে বলে দয়াময়ী মা তোমারে শ্যামা।
দয়ামায়া থাকিলে কি দাও মা এত যাতনা॥
আমি যে মা তোমার ছেলে, ডাকিতেছি মা মা বলে,
কৃপা করি কৃপাময়ী, নাশ মা মনোবেদনা॥

— —

পি ৬৪৯০ টোরি ভৈরবী।

জানি না মা কেমন করে ডাকিতে হয় তোমায়।
শিখাও মাগো সেই ডাক মা,
যে ডাক তোর কাণেতে যায়।
তুই যে মা বড় পাষাণী
তোর কানে যে মা যায় না বাণী,
কি বলে মা তোরে ডাকি, কথা না যোগায়॥
যে যা বলে বলুক লোকে
আমি মা মা বলে ডাকবো তোকে
যে ডাকেতে জগত ডাকে
পাষাণ হ'লেও গ'লে যায়॥

— • —

ভৈরবী।

সাংসারে সং সাজায়ে মা আর কত কাল রাখবে তারা।
অনন্ত বেশে নাচায়ে আশ মেটে না ভবদারা॥

বারংবার যাওয়া আসা, এ যে মা বড় দুর্দ্দশা,
মা হ'য়ে সন্তানের প্রতি একি দেখি তব ধারা ॥
অসার বিষয় লাগি, সদা মন অনুরাগী,
এরূপ কুমতি কেন, দিয়াছ মা দুঃখহারা।
তোমার ছেলে এই চায়, যেন তারে এ ধরায়
কর্ম্মফলে না ফুরায় শুন গো মা ভবদারা ॥

—০—

পি ৬৫৭২ খাম্বাজ।

গোবিন্দ চরণাবিন্দ হের মন হৃদি মাঝে।
সে যে হৃদয়-কদম্ব মূলে রাধিকা সহ বিরাজে ॥
শিখি পাখা শিরোপরে কপালে তিলক শোভে,
অধরে মধুর বাঁশী রাধা রাধা রব করে ॥
বনফুল মালা গলে দোলে, কটিতে পীতধড়া সাজে,
চরণে চরণ দিয়ে দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
আবার সেই চরণে রুণু ঝুণু ললিত নূপুর বাজে ॥

—০—

সিন্ধু খাম্বাজ।

যদি যাবিরে ভবপারে ডাক তারে।
যে জন তরিবে ভবপারাবারে ॥
নলিনী দলগত চঞ্চল জলের প্রায়,
এ জীবন রহিয়াছে ভাবিছ না কি গো তায়;
ধূলো খেলা মত্ততায়, দিন যে বহিয়া যায়,
একবার ভাবিলে না সারাৎসারে ॥

শৈশবে কত দুঃখ জননী জঠরে,
যৌবনে যুবতী ল'য়ে মন ছিলিরে ভুলে
এখন প্রৌঢ়ে মায়ার মজলিস
এ পাপ সংসারে ॥

—

পি ৬৭৫৮ সুরট।

আমি আর তো ডাকিতে পারি না।
ডেকে ডেকে সারা হ'লাম সাড়া পেলাম না ॥
যতবার ডাকি আমি বলি কোথায় আছ অন্তর্যামী,
অন্তরেতে খুঁজে দেখি দেখিতে জানি না ॥
শুনেছি তোমার কৃপা হ'লে,
তবে তোমার দেখা মিলে,
আমার আমিত্ব না গেলে দেখা মিলে না ॥

—

সিন্ধু খাম্বাজ।

ওমা কি ভাবে থাক কে জানে।
কত ভাব জানো মা গো তুমি জান শিব জানে ॥
শিবানী শিবের সনে বেড়াস মা আনন্দ মনে,
শ্মশানে মশানে ফের ভয় নাই কি মা তোর প্রাণে।
আমি মা বলে মা ডাকব তোমায় সুখে থাকব আপন মনে ॥

—

পি ৬৯২৬ আলাইয়া (আগমনী)।

আমি যে হারায়ে তারা সকল আঁধার দেখি।
আন গিয়ে তারারে আজ, নয়ন তারায় রাখি॥
হেরিব মুখ কমল, জুড়াবে জ্বালা সকল;
নয়ন হবে সফল, উমারে নয়নে রাখি॥

— — —

ইমন।

মনে হ'ল এত দিনে।
এলি মা মম ভবনে॥
কুশল বল মা শুনি,
জুড়াক তাপিত প্রাণি;
কোলে আয় মা ভবরাণী,
মা বোলে তোর ঐ চাঁদবদনে॥

—•—

পি ৬৯৪৯ বাগেশ্রী

এ কি বেশ ধরেছো শ্যামা তুমি ধরেছো পুরুষ বেশ।
কিবা ধড়া কিবা চূড়া তুমি ত্যজেছো মা মুক্তকেশ॥
অসি বর্ম্ম তেয়াগিয়ে হাতেতে বাঁশরী লয়ে;
মুণ্ডমালা গেল কোথায় মা বনমালা দুলিছে বেশ॥
ডাকিনী যোগিনী যত, গোপিনী হ'য়েছে মা গো;
চরণ নূপুর দিয়ে মধুর হাসিছে বেশ॥

ভূপালি

আমার বাসনা শ্যামা শোন গো মা তোমায় বলি।
আমার হৃদয়পদ্মে তুমি থেকো মা,
আমি ডাক্‌বো যখন মা মা বলি॥
তখন আমি ও চরণে, বলি দিব রিপুগণে ;
পুষ্পাঞ্জলি দিব মা গো বাসনা সকলি॥

পি ৭০৫৬ শঙ্করা।

বারে বারে ডাকি তোমায় ছলনায় ভুলালে আমায়
ছল করা কি তোমার সাজে বলনা আমায়॥
পাঠালি ভবেরি মাঝে, সাজালি সংসারী সাজে ;
(আমি) ডেকে ডেকে মরি তোমায়,
ফেলে পালালে কোথায়॥

সিন্ধু খাম্বাজ।

মায়াজালে ঘেরা হ'য়ে, কাঁদব কত দিবানিশি।
সংসারেতে ভয় পেয়ে মা, তারা তারা জপি বসি।
পতিতপাবনী নাম পতিতে তার গো আসি ;
লও মা তোমার কোলে তুলে, কাটিয়ে দিয়ে মায়া ফাঁসি॥

পি ৭৩৫৬ মিশ্র সিন্ধু।

প্রিয়া বিনা আর কিছুই ভাল লাগে না।
ওলো সখি আর কিছুই ভাল লাগে না॥

কাহার' কাছে কহিব বল সখি মরম বেদনা।
তারি কথা মনে হ'লে আমি ভাসি সদা
আঁখি জলে।
হৃদয় বিদরে মম সাড়ে বিরহ যাতনা॥

দেশ মিশ্র।

দেখায়ে যাও এ অধীনে মুরতি তোমারি।
মন প্রাণ মাতোয়ারা আমাতে হই আমি হারা,
নয়নেতে প্রেম ভরা আপনা পাসরী॥
হেরিতে ঐ চন্দ্রাননে বাসনা হয় সদা মনে,
কোথা গেলে পাব দেখা দিবা বিভাবরী॥

পি ১৫৬৫ ভৈরবী।

আমার দোটানায় প্রাণ যে গেল
আমায় আর কতকাল ওমা শ্যামা ঘুরাইবি বল।
রাত্রি দিবা খেটে খেটে (ওমা) মুখে যে মা রক্ত উঠে (মা)
(ওমা) এত কষ্ট চোখে দেখে কেন তোর দয়া না হ'ল।
মা হ'য়ে কোলেরেই ছেলে, কালের কোলে দিস্ না ফেলে
ওমা আমার সাধ মিটায়ে সঙ্গে করে নিয়ে চল।

রামপ্রসাদী।

আশা তোরে বলিহারী
আমি দেখে শুনে অবাক হ'লাম এবার
তোর সকল বাহাদুরী।
দুঃখের ভিতর সুখের কুহক
দেখায়ে ভুলায়ে ভূলোক
ওরে তুই রেখেছিস সংসার গারদে অনায়াসে বদ্ধ করি।
যাহার যে সব অভাব আছে
সকলই তা মিলবে পাছে
এই বিশ্বাস দিয়ে রে ওই তাদের সব খাটাস ভারি।

বিষ্ণু বাবাজী প্রভৃতি।

পি ৪৩০৮ নগরসঙ্কীর্ত্তন।

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে
আমাদের প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে।
ওরে একবার যারে মাধাই জেনে আয়,
হরিবোল ব'লেরে নিতাই যায়,
গৌর যায় হরিবোল ব'লেরে।

প্রত্যাগমন।

নগর ভ্রমণ ক'রে গৌর এলো ঘরে।
গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে।
কোথায় আছ শচীমাতা গৌর কর কোলে।
কোথায় আছ পদ্মাবতী নিতাই কর কোলে।
ওমনি ধেয়ে এসে শচীমাতা গৌর নিল কোলে,
ওমনি ধেয়ে পদ্মাবতী নিতাই নিল কোলে।

—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

পি ১৬৪৯ মিশ্র খাম্বাজ।

তুমি কেমন করে গান কর হে গুণি।
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি॥
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে;
পাষাণ ফুটে ব্যাকুল হয়ে ধেয়ে;
বহিয়ে যায় সুরের সুরধুনী॥
মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুজে না পাই,
কইতে কি চাই, কইতে কথা বাধে;
হায় মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে;
আমায় তুমি ফেলেছ কোন ফাঁদে,
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি॥

বিভাস।

আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে।
তুমি আমার নয়নের নয়ন রেখ অন্তর মাঝে॥
হৃদয় দেবতা রয়েছ প্রাণে,
মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা, মরি যেন দহি', দুঃসহ লাজে॥
সব কলরবে সারা দিনমান,
শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে;
নিমেষে নিমেষে নয়নে নয়নে, সকল কর্ম্মে সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে॥

পি ১৬৫০ ছায়ানট—মিশ্র।

যদি বারণ কর তবে গাহিব না;
যদি সরম লাগে, মুখে চাহিব না॥
যদি বিরলে মালা গাঁথা,
সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে যাইব না।
যদি থমকি থেমে যাও পথমাঝে,
আমি চমকি চ'লে যাব আর কাজে,

যদি তোমারই নদীকূলে,
ভুলে কেউ ঢেউ তোলে,
তবে আমারি তরীখানি বাহিব না ॥

— ● —

৺বিভূতিভূষণ বসু (এমেচার)

খাম্বাজ মিশ্র !

জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে,
তোমারে কেন গো পাই না ।
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,
কেন চ'লে যাও বল না ॥

ডাকি প্রেমময় আকুল পিয়াসে,
তৃষিত হৃদয়ে ব'স নাথ এসে,
এস এস নাথ এস হে দয়িত,
প্রাণের পিয়াসা যাবে না ।
চিরসাথী তবু থাক দূরে,
হৃদয়েরি ধন তবু যাও স'রে,
তুমি পুণ্য জ্যোতিঃ তবুও আঁধার
কেন নাথ মোরে বল না ॥

—●—

প্রফেসর চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

কংস-বধ (১ম ভাগ)

পি ৬৬০ রাজসভা - যজ্ঞস্থল।

কংস। মন্ত্রি, এ কি ! সহসা আমার বাম অঙ্গ বাম নয়ন স্পন্দিত হচ্ছে কেন ? তবে কি কোন অমঙ্গল ঘটিবে ?

মন্ত্রী। মহারাজ ! ওটা কিছুই নয়। আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতেরা বলেন, অঙ্গস্পন্দন, বাতিকের লক্ষণ, আপনার অন্তঃকরণে অনবরত দুশ্চিন্তারূপ প্রবল পবন বহমান হওয়ায়, ওরূপ অঙ্গ-স্পন্দন অনুভব হচ্ছে। মহারাজ, যদি অমঙ্গল আশঙ্কা হ'তে নিষ্কৃতি লাভ কর্ত্তে চান, তবে সেই সন্তাপহারী শঙ্করকে নিরন্তর স্মরণ করুন।

বলিহারী যাই—

গীত।

আহা স্মর স্মর নিরন্তর শঙ্কর,
সদা মঙ্গল আজ তব হইবে।
দুশ্চিন্তা প্রবল পবন বহনে, তারে অনুক্ষণ,
মনে ভাব সে চরণ স্পন্দন।
মহারাজ হে—
রাগিণী ইত্যাদি—(মধো) - যেন
ঘোঁড়া ডাক্‌ছে।

পা, নি ধা, ধা, মা, গা, ধা, গা, সা, মহারাজ (তান ধরিয়া কাসি) আঃ ! (বাঃ দাদা বাঃ)

গীত।

ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্য ধর কার্য্যে হও পরাৎপর,
ত্বং প্রতিফল পাবে অরি নিধন কর।

কংস-বধ (২য় ভাগ)

কংস। মন্ত্রি এ কি! এ কি! চতুর্দ্দিকে ভীষণ দৃশ্য, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি বর্ষণ! এই যে শকুনি গৃধিনীগণ আমার মাথার উপর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। উঃ! এ আবার কারা? সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর যম-কিঙ্করেরা বিকট অট্টহাস্য ক'চ্ছে। ঐ যে! ঐ যে! সব নরকের প্রেত! ঐ যায়, ঐ যায়, দাঁড়া দাঁড়ারে পিশাচ, কোথায় পালাবি! ওঃ! ওঃ! উত্তপ্ত লৌহ-শলাকায় উত্তপ্ত লৌহ-শলকা, আমার চক্ষু বিদ্ধ কল্লে। গেলাম—গেলাম—এ কি! এ কি! চারিদিকে নরকের লেলিহান বিভীষিকা, সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ কল্লে! জ্বলে গেল, জ্বলে গেল! ভীষণ নরককুণ্ড সম।—উঃ! কি পূতিগন্ধ! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, হাঃ হাঃ হাঃ! আমি না মথুরাপতি কংস? কিসের ভয়? না না না—এ আমার সেই, এই আবার সেই! আকাশ-পথে অষ্টভূজা মূর্ত্তি! সেই ভীষণবাণী! "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।" চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনি "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।"

মন্ত্রী। মহারাজ আপনি ভুবনবিজয়ী হ'য়ে, কার ভয়ে এত ভীত হচ্ছেন? মহারাজ, প্রকৃতিস্থ হ'ন।

কংস। মন্ত্রি! ঠিক বলেছ। ওঃ! আমার কি ভ্রম, ধিক আমায়!

দূত। মহারাজ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

কংস। বলি হয়েছে কি?

দূত। আজ্ঞে বৃন্দাবনে দু'ট বাঘ বেরিয়েছে, একটা কালো একটা ধলো, এই দুটোকে—

কংস। ক্ষান্ত হও! বুঝ্‌তে পেরেছি—মন্ত্রি, নিশ্চয়ই সেই পাপিষ্ঠ গোপান্ন ভোজী কৃষ্ণের কাজ। দূত, তারা কোন্‌দিকে আসছে?

দূত। আজ্ঞে রাজসভার দিকে আসছে।

(নেপথ্যে অপর দূত—ওরে পালারে, মেরে ফেল্লেরে।—২)

ঐ যে হাত দেখাচ্ছে, থাসনে বাবা থাসনে!

কংস। ভয় নাই—ভয় নাই। এখনি সেই গোপাধম কৃষ্ণকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কচ্ছি। হাঃ হাঃ হাঃ! ঐ যে, ঐ যে ক্ষুদ্র পতঙ্গদ্বয় জলন্ত অনলে ঝম্পপ্রদান কর্ত্তে এই দিকে আসছে!

(কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। ওরে কে পতঙ্গ, কে অনল, এখনি বোঝা যাবে।

কংস। ক্ষান্ত হও মূর্খ পামর!

কৃষ্ণ। ওরে কুলগ্লানি কংস! কি শাস্তি প্রদান করবি? বলি, ও কথা উচ্চারণ কর্ত্তে তোর প্রাণে কি ভয়ের সঞ্চার হল না?

কংস। আরে রে গোপাধম কৃষ্ণ! তোর কর্কশ বাণী আর শুনতে ইচ্ছা হয় না, এখনি তোর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড কর্ব্বো।

কৃষ্ণ। ওরে দৈত্যাধম, আজ তোরি যজ্ঞে তোরি মস্তক প্রদান ক'রে যজ্ঞ সমাধা কর্ব্বো। যদি ক্ষমতা থাকে তবে আয়, আর বাগ যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

কংস। তবে আয়রে পাপিষ্ঠ।

যুদ্ধের বাজনা

"লেগে যা, লেগে যা, বাবা লেগে যা"
লেগে যা, "আমায় ছেড়ে দে বাবা।"
কাঁচ ভেঙ্গে গেল, কাঁচ ভেঙ্গে গেল।
গেলাম! গেলাম!—ইত্যাদি।

কৃষ্ণ। হারালি, হারালি পাপী নিশ্চয় জীবন। (কংস বধ)

দূত। ওঃ বাবা! মহারাজ অক্কা গেলো।
বাবা, সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ, পালাই বাবা।

পি ৬৬১

কমিক গান।

মোকে ডাঁকুচি কাঁটি কঁড়া মাকড়
রসবতী চোঁড়ী মোর পরাণ জজ্জড়।
(পাল্কী বেহারার ডাক)
পঁকাল ভাত বাড়ী মোলে গেলাসে কদড়ী পাতি
দুগ্ধ দিই কিলা দুগ্ধ দিই কিলা,
আর ডালি অড়হড়।
(পাল্কী বেহারার ডাক)

হটিয়া বাবু কিনারা যা
আহা রসবতী মোর ভাসে নয়ন জল
যেতে করিনু মানা ধরি হাত কর।

—•—

তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মানভঞ্জন।

কর্ত্তা। গিন্নি! ও গিন্নি!

গিন্নি। যাও ভাল লাগে না, আমি কুৎসিৎ, আমি কালো আমি মোটা, আমি হাতী, তা ত দেখবিই দেখবিই।

কর্ত্তা। রাম, রাম, তা দেখবো কেন, তুমি হলে আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বিশেষতঃ এ আমার বৃদ্ধ (থুড়ি) প্রৌঢ় অবস্থা এস প্রিয়ে একবার আমার বামপার্শ্বে বস, তোমার ঐ চন্দ্ররূপ যে বদন তা একবার নিরীক্ষণ করে আমার চিত্তরূপ যে চকোর তাকে চরিতার্থ করি।

গিন্নী। যাও সোহাগে কাজ নেই নিষ্কর্ম্মার সেরা, কুঁড়ের সর্দ্দার, ষাট বছরের বুড়ো মান্ধাতার আমালের পুরোণো।

কর্ত্তা। আর বুড়ো পুরোণো নইলে, তোমাকেই বা কোন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় গন্ধর্ব্ব বিয়ে কর্ত্তে আসবে বল। অমন নধর নিটোল বার্নিশ করা—

গিন্নী। ফের! তোমার কপালে নিতান্ত মার আছে দেখছি—তবে এই এই এই (প্রহার)।

কর্ত্তা। ওরে বাবারে, ওরে বাবারে মেরে ফেল্লেরে মেরে ফেল্লে গো।

ঠাকুরঝি। বলি হ্যাঁলা বউ তোর আক্কেল কি লা, দাদাকে অমন ক'রে মারছিস্ কি ব'লে।

গিন্নী। বেশ করচি মারছি, আমার সোয়ামীকে মারছি, তোমার সোয়ামী ত নয়।

ঠাকুরঝি। সম্পত্তি জ্ঞান ত খুব টনটনে। তোর সোয়ামীকে তুই যা খুসী তাই কর ভাই; খাও দাদা, পড়ে পড়ে সারাদিন মার খাও।

গিন্নী। ষাঁড়ের মত না চেঁচালে নয়, ঠাকুরঝি নূতন এসেছেন, তিনি কি মনে করবেন, যেন আমি তোমাকে ঐ রকম করে মেরে থাকি॥

কর্ত্তা। না রাম, মারবে কেন, পিঠের ধুলো ঝেড়ে দাও।

গিন্নী। আমি কালই বাপের বাড়ী চলে যাব, আমার এত সহ্য হয় না। (কান্না)

ওগো আমার কি হোল গো।

কর্ত্তা। ও গিন্নি! ও গো?

গিন্নী। ও আমার কপাল—,

কর্ত্তা। ও গিন্নি!

গিন্নী। ওরে কেন এসেছিনু গো নিজের সোয়ামীকে মার—

কর্ত্তা। ও গিন্নি!—

গিন্নী। মারতে পারবো না গো।

কর্ত্তা। মানিনী মান ত্যজ।

গীত।

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ী মানমনীদানম্।
অহং আহম্মকং আমার মত বেরসিকং,
কেমনে বুঝিবে তব প্রাণং।
বদসি যদি কিঞ্চিদপি,
দেখতে পাই হে দাঁতের পাটি,
একবার হেঁসে কথা কও.ধনি
দেখি ঐ কোদালজিনি দন্তকৌমুদী

গিন্নী। যাও—ভাল লাগে না!

কর্ত্তা। ত্বমসি মম জীবনম্,
ত্বমসি মম উজ্জল কাল রত্নম্।

বদসি ফের্—ভাল হবে না বলছি।

কর্ত্তা। স্মর গরলখণ্ডনম্ মম শিরসি মুণ্ডনম্,
দেহি তব পদ-পল্লব মুদারম্

গিন্নী। আহা—মরণ আর কি!

পাঠশালা (কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা)।

পি ৬৬২ কমিক।

গুরুমশাই। পড়! পড়!

ছাত্রগণের পাঠের কোলাহল—একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল, গুরু মশাই বেটা মরে যাগ ইত্যাদি।

গুরুমশাই। ওরে কিণ্ডারগার্টেন শেখাব, গোবর এনেছিস্—

ছাত্রগণ। এনেছি—

গুরু। আচ্ছা, গোবরগুলোকে এক জায়গায় করে, পা দিয়ে চটকা।

ছাত্রগণ। চটকিছি—

গুরু। বেশ, এইবার বেলের মত গোল গোল কর।

ছাত্রগণ। করেছি—

গুরু। হয়েছে? আচ্ছা হয়েছে?

ছাত্রগণ। হয়েছে—

গুরু। আচ্ছা, সবাই সার দিয়ে দাঁড়া, ঠিক সোজা হয়ে— বল এমনি ক'রে কাঠ কাটি।

গুরু। এমনি করে দিই তবলায় চাটি।

ছাত্রগণ। এমনি করে দিই তবলায় চাটি।

গুরু। এমনি করে নাড়ু হয়।

ছাত্রগণ। এমনি করে নাড়ু হয়।

গুরু। গোবরের নাড়ু বড় হয়।

ছাত্রগণ। গোবরের নাড়ু বড় হয়।

গুরু। দুই হাতে দুটো তুলি।

ছাত্রগণ। দুই হাতে দুটো তুলি।

গুরু। এমনি করে সামনে চলি।

ছাত্রগণ। এমনি করে সামনে চলি।

গুরু। ছাখ্ এইবার সবাই একসঙ্গে আমার এই ঘরের দেয়ালে নাড়ুগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবি। যেন দেয়ালে সেঁটে থাকে, বুঝলি।

বল—এমনি করে ঢিল ছুঁড়ি।

ছাত্রগণ। এমনি করে ঢিল ছুঁড়ি।

গুরু। যা ঠিক হয়েছে।

বল—পড়া দিয়ে যাব বাড়ী।

ছাত্রগণ। পড়া দিয়ে যাব বাড়ী।

গুরু। আচ্ছা বেশ বেশ, কাল বেশী বেশী করে গোবর আনিস্ বুঝিলি—যত বেশী গোবর আনবি, তত বেশী বিদ্যা হবে—যা। ওরে ক্যাবলা পড়া দিস আয়—বানান কর—অধম।

ক্যাবলা। হ্রস্বউ—, গুরুমশাই, অধম? হ্রস্বউ—না—অ—

গুরু। (সক্রোধে) স্বরে অ—

ক্যাবলা। স্বরে অ—ই ই ই—

গুরু। গ্যালো গ্যালো, গ্যালো তারপর কি?

ক্যাবলা। ই ই ই স্বরে অ, দয়ে বিন্দু স দন্তের।

গুরু। বা বা কি বানানই হ'ল, আরে ও হতভাড়া ছেলে, তোরে বানান কত্তে বলেছিলুম কি?

ক্যাবলা। এঁই এঁই এঁই কপট।

গুরু। আরে কপট, দূর হ হতভাড়া ছেলে, ওরে গুরে. এই দিকে আয়, বানান কর—অচল।

ছাত্র। অচল ?

গুরু। হুঁ হুঁ শীগগির—

ছাত্র। গুরুমশাই, অচল ? অচল ?

গুরু। ওরে হাঁরে হাঁ—

ছাত্র। গুরুমশাই, মেনো আমাকে মুখ ভ্যাংচায়।

গুরু। ওরে মেনো লক্ষিছাড়া, যা তা কচ্ছিস, ঝুনো নারিকেল—কান ধরে এক পায় নীচের দিকে মুণ্ডু করে দাঁড়িয়ে থাক।

ছাত্র। অচল ? গুরুমশাই !

গুরু। ওরে হাঁ—

ছাত্র। অচল, গুরুমশাই, অচল ?

গুরু। ওরে হাঁরে হাঁ (প্রহার)

ছাত্র। এঁ্যা (ক্রন্দনের সুরে)

গুরু। (ক্রোধে) বানান কর।

ছাত্র। এঁ্যা, ও পিসিমা এঁ্যা (ক্রন্দন)

গুরু। (ক্রোধে) বেরো শীগ্‌গির, বেরো, বেরো।

—•—

কালবৈশাখী

মাঝিদের গান।

আর ঐ পশ্চিমেতে আঁদি উঠছে, উড়ছে ঝড়ি ভাই।
ওরে আর যে চল চেপে, কসে ধর হাল—
নোঙর জলদি করে দরিয়ার টান—এঁই, এঁই, এঁই,

হুঁয়ো হো, হুঁয়ো হো, হুঁয়ো হো—
সামাল, সামাল, পাল ছিঁড়ল ঘটল কি জঞ্জাল ;
দরিয়ার পীর গাজীর বদর, সবাই মুখে বল।

নৌকারোহী বরকর্ত্তা। (মাঝিগণকে) চালাও, চালাও শীগগির চালাও, যত শীগ্‌গির পার কিনারায় নৌকা লাগাও, নচেৎ আর বাঁচবার উপায় নেই। ভট্‌চাজ মশায়, কি দিন দেখলেন তখনি যে বল্লাম সকালে বেরিয়ে পড়ি বিকেলে বেরিয়ে কাজ নাই, কাল বোশিখি—জল ঝড় হওয়ারই খুব সম্ভাবনা।

ভট্টাচার্য্য। আমি কি বল্‌ব বল, যে রকম্‌ পঞ্জিকা বিভ্রাট, কোন্‌ পঞ্জিকা যে বিশুদ্ধ তার ঠিক করবার যো নেই। রাম রাধা, পঞ্জিকা না কুঞ্জিকা।

(ভয়ানক ঝড় উঠিল এবং আরোহীগণের ভয়ে কোলাহল)

গেল গেল ও বাবা রক্ষা কর, কেন এলাম রে, হায়! হায়! কি কুক্ষণে ছেলের বে দিতে বেরিয়েছিলাম, এত জীবন নষ্ট! (সকলে) রক্ষা কর, রক্ষা কর, হায় হায় কি করলাম, ওরে বাবারে কি হল রে, ওরে ছেলে পড়ে গেলো গো।

বরকর্ত্তা। আর বৃথা রোদনের ফল কি, মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলকেই মর্‌তে হবে! যে বিপদের কাণ্ডারী একমাত্র শ্রীহরি এস সকলে একবার প্রাণ ভরে সেই বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকি, একবার তাঁকে ডাকতে পারলে, তিনি আমাদের নিশ্চয়ই বিপদ হ'তে রক্ষা করবেন।—(সকলে—মধুসূদন রক্ষা কর— মধুসূদন রক্ষা কর—হরিবল—

(হঠাৎ ঝড়ের বেগ কম হইয়া দিক পরিবর্ত্তন করিল)

ভয় নেই, ভয় নেই, আর ভয় নেই। বেগ একেবারে থেমে গ্যাছে, তোমরা সব শীগগির বেরিয়ে পড়। সত্যই তুমি দয়াময়! ধন্য তোমার করুণা। ধন্য তোমার মহিমা! হরিবোল হরিবোল, থাম থাম এই খানেই সব নাম।

বিবাহ (ছান্দনাতলা)

প্রথম ভাগ—(কমিক কথোপকথন)

পি ৬৬৪ বরযাত্রী ভোজনের গোলযোগ।

কর্ত্তা। ওরে ওপরে লুচি নিয়ে যা।

বহির্ব্বাটীতে সানাই বাজিতেছে।

ওরে ভট্‌চাজ মশাইকে তামাক দে। শ্যাম বাবু যে, যান যান উপরে যান—ঐ হুকা (শঙ্খধ্বনি) এই যে ভট্‌চাজ মশায় (অপর লোকগণকে) এই বাড়ীতে, এই বাড়ীতে। ওরে তরকারী নিয়ে যা উপরে (অন্য ব্যক্তিকে) কি মশায় ভাল আছেন ত?

গিন্নী। ওমা! বরণডালায় কাজললাতা কই? ও ঠাকুরঝি কাজললাতা?

ঠাকুরঝি। কেন? ডালাতেই তো ছিল। খুটি নাটী সব তো দেখে দিইচি?

গিন্নী। আমি কি চোখের মাথা খেইচি?

ঠাকুরঝি। ওমা তাইতো, তবে কি হল! শরি, যা'তো যা, একখান কাজললাতা দেখে নিয়ে আয়।

(বরের কর্ণমর্দ্দন)

বর। আঃ এখন থেকে কানমলা কেন?

গিন্নী। পুঁটী, তোর মেজদিকে শীগগীর ডাক। লজ্জায় গেলেন আর কি!

পুঁটী। ও মেজদি, মেজদি, শীগগীর নিয়ে এসো।

শরী। নে চল্—এই নাও মা।

(বরণ, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি)

ভূতির মা। মাকুটা হাতে কর—কড়ি দিয়ে কিনলাম, দাঁড় দিয়ে বাঁধলাম। হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা করত বাপু।

বর। ভ্যা।

স্ত্রীগণ। ও মা, কি ঘেন্না! সত্যি সত্যি বোকা বর গো।

গিন্নী। ও ফেলুর মা, চিতের কাটি আন।

(উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি)

পুরুষগণ। সর্ সর্ সরে যা।

ভয় নেই টেপী, তুই ছেড়ে দে নেজা ধর না!

দাঁড়াও দাঁড়াও, ইঁদুর কাচাটা গুজে দেতো।

(উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি)

১ম ব্যক্তি। ক' পাক? ২য় ব্যক্তি। ছ' পাক হ'য়েছে। তবে আর এক পাক।

১ম ব্যক্তি। বর বড় না ক'নে বড়?

নাপিত। ক'নে বড়। শুভদৃষ্টি করিতে দাও। আর সময় বড় নেই।

ঠাকুরঝি। ভাল করে মুনসারে দেখ। নাপ্‌তে কোথা?

নাপিত। আজ্ঞে, এই যে মা ঠাকরুণ।

ঠাকুরঝি। মালা বদল করিয়ে দে।

নাপিত। নিন্‌ আপনি কনের গলায় আপনার মালাটি দিন।

দিদিমণি নাও, তোমার মালা বরের গলায় দাও।

নাপিত। ভালমন্দ লোক থাক স'রে যাও, নইলে ভাতার পুতের মাথা থাবে, ভাল ছেড়ে মন্দ কর্ব্বে আমার হাতের মতন হাত হবে।

একপো চালের ভাত ছ'মাস থাবে।

খুটি থাটা ছেড়ে দাও, উলু দাও, শাক বাজাও।

(উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি)

দ্বিতীয় ভাগ—বাসর ঘর।

শৈল। ও ভাই বর, অমন ক'রে ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে থাক্‌লে চ'লবে না, নাও কনেকে কোলে কর।

বর। আঃ ছিঃ ওকি হাঃ।

হেমাঙ্গিনী। বলি ও বর, গান টান গাও; আমরা বাসর জাগবো কি করে?

বর। গান তেমন জানিনে। গলার সুর ঠিক নেই।

শৈল। আচ্ছা, আমি সুর বেঁধে দিচ্ছি (কর্ণমর্দ্দন)।

বর। ওঃ—ওঃ! কান ছিড়ে গেল যে! আচ্ছা গাচ্চিঃ গাচ্চি, গাচ্চি আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা আপনারা কেউ গান্ না।

হেমাঙ্গিনী। আমাদের গান আগে শুন্‌বে? পুঁটী গানটা গা'তো। পুঁটী। (গাহিল) জামাইবাবু একটা গাওনা গান। না গাও যদি ছিড়ে দেবো কান।

বর। আচ্ছা আচ্ছা। তবে আমি গাইলে তোমাদের নাচ্‌তে হবে কিন্তু।

শৈল। আচ্ছা তোমার বউ নাচবে এখন।

কনে। আ্যাথ দিদি?

বর। হারমোনিয়ম টারমোনিয়ম নেই। শুধু গাইব কি করে?

হিমি। মেনো. তোর দাদার হারমোনিয়মটা নিয়ে আয় তো, ঐ যে ব'ল্‌তে না বল্‌তে এসেছে। নাও, একটা ভাল ক'রে গাও ভাই।

বর। হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাওয়া আমার Practice নেই, আপনি বাজান না।

হেমি। না ভাই, আমরা বাজাতে টাজাতে জানিনে।

বর। আপনি জানেন না?

শৈল। আমরা কি বাজাতে জানি।

বর। তবে কি খালি আপনারা মজাতে জানেন?

শৈল। মজাতে কেন, মজা দেখতে জানি, মজা দেখবে?

(কর্ণ নন্দন)

বর। আঃ খুব দেখেছি আচ্ছা আচ্ছা বাজিয়ে গাচ্চি চিঃ হিঃ হিঃ (ওমা ঘোড়ার মত ডাকৃছে দেখ জামাই) আমি যে গান জানিনে সই. যদি বা জানি স্বর হ'ল কই। শুনলে আমার হেঁড়ে গলা।

শৈল। তবে দাঁড়াও শালা (চিমটী কাটা)। ভাল ক'রে গাওনা।

বর। আচ্ছা গাচ্ছি গাচ্ছি, খুব ভাল করে গাচ্ছি। শুনলে আমার হেঁড়ে গলা, কান হবে ঝালাপালা। প্রাণ ডাক ছাড়বে পালা পালা। বুঝি ষাঁড় চেঁচাচ্ছে মাঠে ঐ।

শৈল। ও গান ভাল নয়, একটা থিয়েটারের গান গাওনা ভাই।

পুঁটী। ও জামাই বাবু! ভাল করে থিয়েটারের গান গাওনা!

হেমি। একটা গাইলে হবে না। অনেকগুলো গাইতে হবে।

বর। তথাস্তু। বাজে কাজে মিন্‌সে কে আর যেতে দেবো না।

দেখ্‌কো রোষণ পিও পিয়ালা
শালা লুঠলিয়া শালা লুঠলিয়া, জান্ লিয়া
আজু কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা উ হু হু হু
যশোদা নাচাতো তোরে বলে নীলমণি

(সকলের হাস্য)

পি ৮১৭ ভিখারী ও ফেরীওয়ালা (কমিক)।

মা মাগো দয়াময়ী মা জননী গো
এই অনাথ বালকের প্রতি, একবার
কৃপাদৃষ্টি কর মা, মাগো—
আমি দুঃখিনী আঁটকুড়ীর পুত গো,
(বরফ) মা এ সংসারে আমার বল্‌তে আর
কেউ নাই মা (বরফ) মা, আছে
একমাত্র পিসি-মা, তার দু'টী চোখ কাণা,
আর তাঁর অন্ধের যষ্টি গো মা,
(অবাক্ জলপান ২) মাগো,
আমি তারে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াই মা,
(চাই আলু নারকেলের ঘুগ্‌নিদানা)
মাগো (গরম গরম)
মাগো আমি ভদ্রলোকের ছেলে গো
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্‌তে লজ্জা করে মা
তাই রাত্রিকালে ওগো মাগো,
ভদ্রলোকের বাড়ীর জানালার ধারে
দুই এক পয়সা চেয়ে চেয়ে বেড়াই গো।
(ও ঘুগ্‌নিদানা এ বাড়ীতে)
(গরম গরম) মাগো,
তোর অনাথ সন্তান যে অনাহারে
প্রাণ ত্যাগ করে মা, একবার

চেয়ে দেখ (ওগো ও ছেলে
এ দিকে এস বাছা এই নাও ধর)
ওগো গিন্নি মা,
তুমি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত হওগো
তুমি রাজ রাজেশ্বরী হও মা।
(এস বাছা এই জানালার নীচে
হাত পাত) পেতেছি মা (পেয়েছ বাবা)
এই পেয়েছি মা (পেয়েছ বাবা)
এই পেয়েছি মা, ওগো
রাণী মা, তুমি একটী পয়সা দিলে গো
আর একটী দাও মা,
আমি সমস্ত দিন অনাহারে আছি গো।
(নারকেলের ফোঁপোল) মাগো,
সকালবেলা মুখুয্যের জলছত্রে চারমুটো
ভিজে ছোলা আর একটুখানি গুড় খেয়ে
জল খেয়ে আছি মা।
(পাঁঠার ঘুগ্‌নি) মাগো
(পাঁঠার ঘুগ্‌নি) মাগো, আমি
এখনো বাসিমুখে জল দিই নাই গো,
মাগো একটী পয়সা
দাও মা (নারিকেল ফোঁপোল)
ওগো মা (ওগো বাছা

দশ বাড়ী ঘোর অনেক পাবে,
এক জায়গায় অত লোভ কর্‌তে নাই)
আচ্ছা চল্লুম মা।
(মাল্যাইকা বরফ কলেজ্জা তর্‌)
(হুকুম দৌড়ে ৩)
মাগো ওগো রাণী মা আর কে
দয়াময়ী আছিস্ গো
(হুকুম দোউড়ে ৩)।

নূতন বিদ্যাসুন্দর

মালিনীর খেদ।

ব'লব কি আর দুঃখের কথা বুক ফেটে যায়।
যে রাখতো মোরে হৃদমাঝারে সে যে আর নাই। (হায় হায়)
আমার সে মাখ্‌না মালী, খেত কত গালাগালি,
(মাখনারে বাপ আমার কোথা গেলিরে ইহাহা হা)
রাগ কর্‌লে গোলাপ তুলে দিত মোর খোঁপায়।

বিষ্যুৎবারের বারবেলাতে,
গিছলো মালী ফুল তুলিতে,
যেই ছিঁড়েছে অপরাজিতে,
মালী আমার নাই (হায় হায়)।

সে কথা মনে হ'লে, আৎকে উঠে পেটের পিলে,

তাই বলি বারবেলা প'লে,
কেউ বেরিও না দোহাই।
শুধু কি গায় দেয় কাঁটা,
দুঃখে বুক ফেটে হয় ফুটি ফাটা,
আর নাকে ঝরে পোঁটা,
হায়রে কপালে ঝাঁটা
আমার মাথ্‌নায় কোথা পাই। (হায় হায়)

পেছো রামায়ণ—রাবণ-বধ।

পি ৮৫৮ কমিক।

ও রি রি রি রি—রাবণ আসিল যুদ্ধে প'রে বুট জুতো
আর হনুমান মারে তারে লাথি চড় গুঁতো।
(নামের কিবা মহিমে, রামনামের কিবা মহিমে)
ঐ গুতো খেয়ে রাবণ রাজা ঐ যায় গড়াগড়ি,
হনুমান বলে তোরে মেরেছি চাপড়ি।
(নামের কিবা মহিমে, রামনামের কিবা মহিমে)
ধূলা ঝাড়ি রাবণ রাজা উঠি ধড়কড়ি,
চক্ষু করে জবা ফুল, গোঁফে দেয় চাড়ি।
(নামের কিবা মহিমে, রামনামের কিবা মহিমে)
ঐ হেন কালে নল নীল আসি তাড়াতাড়ি,
রাবণে ভ্যাংচায় ক'রে দন্ত কিড়িমিড়ি। (নামের কিবা—
রাবণ বলে ঢের দেকিচি, তোর রাম লক্ষণে আন'
আচম্বিতে সুগ্রীব আসি টিকিতে মারে টান।

(রামনামের কিবা)
ঐ টানের চোটে রাবণ রাজা অমনি চিৎপটাং,
বিভীষণ কহে রামে, এবে হান মৃত্যুবাণ।
(রামনামের কিবা)
ইহা শুনি শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রপূত করি,
ধনুকে টঙ্কার দিয়া দিলেন বাণ ছাড়ি।
(নামের কিবা মহিমে)
ঐ গ্যাঁক্ করে বিঁধল বাণ দশাননের বুকে,
বাপরে বাপ ডাক ছাড়ে, ধুঁয় দেখে চখে।
(নামের কিবা মহিমে—)
ও বিশহাতে পটল তোলে, দশমুখে বাজে শিঙ্গে,
দেখতে দেখতে রাবণ রাজা তুলে ফেল্লেন ঝিঙ্গে।
(রাম নামের কিবা মহিমে—)
কাক ডাকে, শিয়াল ডাকে, বানরে দেয় তুড়ি,
রাবণ রাজা হ'লো বধ বল হরি হরি ॥
(জানা যাবে রাম, যাবে রাম ও নামের মহিমে)।

—০—

উদ্ভট কথকতা—তাম্রকুট-মাহাত্ম্য

কমিক।

আলবোলাং নমস্কৃত্য ফোড়শীঞ্চ গড়গড়ং।
দেবী হুক্কাং কলিকাঞ্চ ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

আয় আয় একদা নিরামিষারণ্যে মহর্ষি কেশাকর্ণ পুত্র ব্যাঘ্র-শ্রবা মৃগশত্রু প্রমুখাদি সপ্তকোটি ঋষিগণকে, কল্কিপুরাণের অন্তর্গত তাম্রকূট-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কথ্যতে—কথ্যতাম্ রাজা বুদ্ধিগোময় মহর্ষি হুক্কানারায়ণকে কহিতে লাগিলেন,মহারাজ আমি ঘোর পাপে কলুষিত, সদা তাকিয়া ঠেসেন শায়িন, মোসাহেবগণ-পরিবেষ্টিত, জাল জুয়াচুরিতে রত, সুরাগুণে মোহিত, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, প্রভু হে আমার গতি কি হবে—এই বলিয়া মহারাজ সাতিশয় অনুশোচনা ও পরিবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হুক্কানারায়ণ মহারাজকে নানারূপ স্তোকবাক্য দ্বারায় সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ, চিন্তা ক'র্‌বেন না—আপনার মুক্তির উপায় স্থির করিয়াছি। আপনি অচিরে যম-পুরের উর্দ্ধভাগে ধুম্রলোকে গমন করিয়া শান্তিলাভ করিবেন, আপনি নিশ্চিন্ত রহুন। মহারাজ শ্রীহরির চরণ স্মরণ বিনা জীবের গতি নাই হে (হরি হরি বল) কিন্তু মহারাজ ও পাপ-মুখে ভ্রমেও একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন নাই, শ্রীহরির নাম উচ্চাচরণ করাও আপনার পক্ষে কষ্টসাধ্য। তবে এক উপায় বলি শ্রবণ করুণ, আপনি হুক্কাদেবীর আরাধনা করত তাম্রকূট সেবনে রত হউন। এ ঘোরা কলিকালে তাম্রকূট সেবন ব্যতীত জীবের মুক্তির আর কোন উপায় নাই। মহারাজ, তাম্রকূটং সেবনং বিনা কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।—আয় আয়। মহারাজ অবধান করুন, মহেশ্বরের ডমরু হইতে কলিকা, বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারের বংশী হইতে নলিচা, এবং ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে খোলের উৎপত্তি হইয়াছে, এই তিনের

একত্র সংযোগে হুক্কাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছেন, মহারাজ ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি তাম্রকূট সেবনের দ্বারায় প্রকটিত হন এবং এই হুক্কাদেবী ভগবানের একমাত্র ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গ শক্তি। মহারাজ সুরা পরিত্যাগ করিয়া অহিফেন সেবনে রত হ'ন, এখনই আচম্বিতে আপনার শরীরে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি সঞ্চারিত হবে। মহারাজ আমি অতি মূঢ়মতি আমি নিজ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিব। ভক্তগণ এক্ষণে সজ্জং কুরু তাম্রকূটম্। জয় জয় তাম্রকূটের জয়, জয় জয় হুক্কাদেবীর জয়!

—০—

পি ৫৫২৫ ভোজপুরী—ভিখারীর গান।

আরে রামা হো রামা আরে রামা (কোঁ কোঁ কোঁ)
আরে রামকো বাতা দেরে ভাই (কোঁ কোঁ কোঁ)
আরে পুছত ভরত আরে রাম কেঁহিরে মাই
বাতা দেরে ভাই (কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ)
আরে রামকো বাতা দেরে ভাই।
আরে ভুক্ লাগে কাঁহা ভোজন পাওয়া পিয়াস লাগে কাঁহা পানি।
কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ আরে ভুক্ লাগে কাঁহা পানি
নিদ লাগে কাঁহা আসন পাওয়ে (কোঁ কোঁ কোঁ)
আরে রামা হো রামা আরে কাঁটা কুশামে শীর যাই।
বাতা দেরে ভাই (কোঁ কোঁ কোঁ)
আরে রামকো বাতা দেরে ভাই।
আগে আগে রাম চলতু হ্যয়ে পিছে লছমন ভাই (কোঁ কোঁ কোঁ)

আগে আগে রাম চলতু হায় পিছে লছমন ভাই
আরে তেক্‌রা পিছে (কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ)
আরে তেক্‌রা পিছে সীয়া সুন্দরী আরে রামা (কোঁ কোঁ কোঁ)
আরে হো রামা আরে বাটীয়া সোহত চলি যাই।
বাতা দেরে ভাই কোঁ কোঁ কোঁ
আরে রামকো বাতা দেরে ভাই।
রাম বিনু শ্যূন্ অযোধ্যা লছ্‌মন্ বিনু চৌপাই (কোঁ কোঁ কোঁ)
রাম বিনু শ্যূন্ অযোধ্যা লছ্‌মন্ বিনু চৌপাই
সীয়া বিনু শ্যূন রসুইয়া আরে রামা (কোঁ কোঁ কোঁ)
আরে হো রামা আরে হো রামা
কো হামার ভোজন বানাই, বাতা দেরে ভাই
আরে রামকো বাতা দেরে ভাই
কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ।

—•—

সূর্য্যগ্রহণ।

(কমিক)

দাদু। পচা! কটা বাজ্‌লো দেখতো? সাড়ে আটটা? তবে তো গেরোণ লেগেছে। (শঙ্খধ্বনি, কাঁসর বাদ্য) গঙ্গাস্নানে যাবে তো?

পচা। বাবা! এই মাঘ মাসের দারুণ শীতে! পুণ্যি আমার মাথায় থাক্!

দিদিমা। ও দাসু! গাড়ী আন্‌তে যা, এর পর যে পাবিনি। (শঙ্খধ্বনি)

চণ্ডাল। দানপুণ করো, সোণা দান বস্তর দান।

দাসু। এই কোচ্‌ম্যান্! নিমতলা ঘাট কত নিবি?

কোচ্‌ম্যান্। সোয়ারী কাঁহা বাবু?

দাসু! এই গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে।

কোচম্যান্। তিন টাকা লিব বাবু।

দাসু। আজ যে একেবারে পেয়ে ব'স্‌লি? দেড় টাকা নিস্, চল।

কোচম্যান্। দেড় টাকামে কোন্ শালা যাবে।

দাসু। আচ্ছা যাক্, দুটাকা। আর বকাস্‌নে।

কোচম্যান্। আইয়ে। (গাড়ী হাঁকাইল) কে কে। (ঘোড়া চিঁহিহি)। হটো হটো। সংকীর্ত্তন (নিকটে) বল বলরে হরিবোল হরিবোল হরি (দূরে) বদন ভ'রে। ভিখারীগণ (গোলমাল) জয় হোক্ মা সকলের, মা গঙ্গা কৃপা করুন। দাও মা, দু মুঠো বেশী করে দাও মা!

বৃদ্ধা। তোমায় একলা দিলে চ'ল্‌বে কেন বাছা?

সাধু। এ বুঢ়িয়া মাই! এ গিন্নি মাই। সাধুকো কুছ দান করো বাবা!

অন্ধ। দয়াময়ি মাগো। এ অন্ধের দিকে দৃষ্টি ক'র্ব্বেন মা। হরি আপনাদের, একটি পয়সা দিয়ে যাও মা। হরি আপনাদের শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ভবপারে ল'য়ে যাবেন মা।

বাউল। টাকা কড়ি কি ক'র্ব্বি মন, সার কর শ্রীহরির চরণ, টাকা কড়ি—একটি আধলা দিলে মা! টাকা কড়ি।

কুয়াচোর। আসুন মা সকল, নবগ্রহের কবচ ধারণ করুন। আজ গ্রহ্ণের দিন ধারণ কর্লে সকল গেরো কেটে যাবে মা! পূজার জন্যে মাত্র নয়টি পয়সা খরচা, গুরুর আজ্ঞায় আজ বিনা মূল্যে দিচ্ছি। কাল থেকে নসিকে হ'য়ে যাবে, আসুন না মা।

স্ত্রীলোক। দূর হ ড্যাক্‌রা জোচ্চোর। (মটরকার ভোঁ ভোঁ। গোলমাল)। হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ। বুড়ী খুব বেঁচে গেছে, খুব বেঁচে গেছে।

অতি বৃদ্ধা। ঘাটের মড়ারা চোকের মাথা খেয়ে গাড়ী হাঁকাচ্ছে।

ছোকরা। চাণি! চ, আহিরীটোলার ঘাটে যাওয়া যাক্। (ষ্টীমারের সিটি) সংকীর্ত্তন—গৌর হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

ভলান্টিয়ার। ওহে, আমি একলা আটকাতে পারছি নে। এ ঘাটে আর একজন ভলান্টীয়ার পাঠিয়ে দাও। শীগ্‌গীর এই এই এই! এটা মেয়েদের ঘাট, ওদিকে যাও।

রেড়ো। ঐঃ। কি বল'ছো গো। এ ঘাটে যে আমার ইস্ত্রি স্নান কচ্ছেন।

ভলান্টিয়ার। তাতে হ'য়েছে কি? :অনেক স্ত্রীলোক তো স্নান ক'চ্ছেন, তোমার ভয় কি?

রেড়ো। আমার ইস্ত্রিকে যদি কুম্‌হীরে টেনে নিয়ে যায়, তখন কে ধ'রবে বাবা?

ভলান্টিয়ার। আরে ম'লো ঐ দিকে যা ঐঃ।

বকাটে। ফোকরে। দেখে যা দেখে যা, এ ঘাটে একটি বেড়ে—

ভলান্টিয়ার। কিহে ছোক্‌রা! মেয়ে ঘাটের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে কেন? ঐদিকে যাও না?

বকাটে। কি ব'লছো বাপধন বলবন্ত ইয়ার! বেশী চালাকি করোনা চাঁদ, ঘুঁষিয়ে গ্যাণ্ডালাইজ্ ক'রে ছেড়ে দেবো।

ভলান্টিয়ার। ইউ ব্লাডি! (গোলমাল) মার শালাকে। লাগাও জুতো ব্যাটার ছেলের মাথায়। পেছনে মার চাটি, একদম্ চাঁচা।

ভদ্রলোক। যাক্ যাক্, ছেড়ে দিন মশাই। দেখছেন না বাপে খেদান মায়ে তাড়ান (ষ্টীমারের সিটি) (চণ্ডাল) দানপুণ করো, সোণা-দান, বস্তর দান (অনেক লোক স্নান করিতেছে, একটা গোলমাল) ওঃ! কি ঠাণ্ডা জল মাইরি! মা গঙ্গে উহু হু হু। চলনা একটু সাঁতার দিয়ে আসি। (ষ্টীমারের সিটী) দাঁড়া ভাই রোদ্দর উঠুক, কালিয়ে গেলুম।

লোক। কুমিদিনীকান্ত! কয়ডা ডুব দিছ। আমি পাচটা দিছি।

সকলে। হরিবোল! হরি বোল! গ্রহণ ছেড়ে গেছে। (ষ্টীমার সিটি)

বৃদ্ধ। (কাঁপিতে কাঁপিতে গঙ্গার স্তব পাঠ করিতেছে)।

দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে।

শঙ্করমৌলিনিবাসিনী বিমলে,
মমরতিরাস্তাং, তব পদ কমলে॥

—:—

হুজুর।

পি ৫৭৪৫ ১ম খণ্ড

হুজুর। আচ্ছা আমি কি মনে কচ্ছিলাম বল তো? দূর ছাই! বল না হে?

মোসাহেবগণ। ওহে বল না, তুমি বল না, আরে তুমিই বল না। (গোলমাল)

হুজুর। কেউ বল্‌তে পার্লে না? গাধা-শূয়োর-পাজি—ছুঁচো।

মোঃ গণ। আঃ কি মিষ্টি, কি মিষ্টি।

হুজুর। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া।

মোঃ গণ। তুশোবার হুজুর তুশোবার।

হুজুর। কেউ বল্‌তে পার্লে না তো? যাক্. আমার মনে প'ড়েছে।

মোঃ গণ। হুজুরের মনে প'ড়েছে, টিক ক'রে পড়েছে।

হুজুর। দেখ (হাস্য) হে, হে, হে হে।

খাস্ মোঃ। হুজুর হেসেছেন, হুজুর হেসে'ছন, প্রাণের মায়া ছেড়ে হাস।

মোঃ গণ। (হাস্য) খি হিঁ হিঁ হিঁ হুজুর ইয়াক্—হো হো।

হুজুর। দেখ, এ বয়সে আমার, বুঝেছ কিনা ? (আজ্ঞে খুব বুঝেছি) বিবাহ করা উচিত কি না ? (খাস্ মো— সাজ্বাতিক উচিৎ)।

খাস্ মোঃ। এখনও হুজুর দু দশ গণ্ডা বে কর্ত্তে পারেন। হুজুর তো সবে আশীর কোঠায় ঘা মেরেছেন, তবুও দেহখানি যেন টাটু ঘোড়া।

হুজুর। দেখ, এখনও, আমি দুতিন ক্রোশ বেশ হেটে যেতে পারি, আর ছোলা ভাজা মটর ভাজা খাসা চিবিয়ে খেতে পারি।

খাস্ মোঃ। ছোলা মটর তো দূরের কথা, হুজুর ইট্‌পাট্‌কেল লোহা লক্কর পর্য্যন্ত চিবিয়ে মেরে দিতে পারেন।

হুজুর। তাহ'লে বিবাহটা করাই উচিৎ কি বল ?

খাস্ মোঃ। এ আর বল্‌তে! হুজুরের এত বড় বংশটা কি লোপ পাবে ? বংশটা রক্ষা করা একান্তই আবশ্যক। তোমরা কি বল ?

খাস্ মোঃ। নিশ্চয়ই! হুজুর বে ক'রে ফেলুন। আর ভাববেন না, আমরা এক পাল মোসাহেব থাকতে হুজুরের বংশটা কি রক্ষা হবে না ?

হুজুর। তবে বের একটু বাধা দেখছি বাপু।

মোঃ গণ। কিসের বাধা হুজুর ?

হুজুর। দেখ, আমার একটা চোখ কানা, কনে কি আমায় পছন্দ কর্ব্বে ?

খাস্ মোঃ। পছন্দ কর্ব্বে না, তার চোদ্দপুরুষ কর্ব্বে।

হুজুর। কিসে বুঝলে ?

মোঃ। হুজুরের একটী চক্ষু থাকায় কত শোভা হয়েছে ? "একশ্চন্দ্র তমোহন্তি ন চ তারা শতৈরপি।" আ মরি! মরি! হুজুরের মাত্র একটী নয়ন ওঃ কি সুন্দর ভাব। দিনে দেখবো যেন সূর্য্য, আর রাত্রে দেখবো যেন চন্দ্র।

হুজুর। বাঃ! বাঃ! তোর কি কবি শক্তি। তবে কিনা দাঁত গুলো যে প্রায় সবই প'ড়ে গেছে (হাস্য) হে হে হে।

মোঃ। চমৎকার মানিয়েছে : হুজুরের হাসিটুকু কি মধুর ফুটেছে, যেন কচি খোকা হাস্‌ছে। কথায় বলে নিদন্তের হাসি বড়ই ভাল বাসি।

হুজুর। না! তোর কাছে হার মানলাম। কিন্তু বাঁ পায়ে যে গোঁদ র'য়েছে।

মোঃ। খুব ভালই হ'য়েছে। হুজুরের টান খোসে পড়বার ভয় নেই। আর ঝড় ঝাপটার দিন উড়ে যাবারও ভয় নেই। হুজুরের গোঁদটি নোঙ্গর বিশেষ।

হুজুর। (হাস্য) ওঃ হো হো হো; তবে আর একটা বাধা, আমার যে রকম পাকা লম্বা দাঁড়ি এতে হয় ত অপছন্দ কর্ত্তে পারে।

মোঃ—রামঃ! কোন চিন্তা কর্ব্বেন না। হুজুরের এ আর বোকা পাঁঠার মত দাঁড়ি নয়, এ যে সাক্ষাৎ দেবর্ষি নারদের দাঁড়ি। এতে হুজুরের সুবিধা কত। হুজুরের নারদের ন্যায় সর্ব্বত্র অবাধ গতি। যখন তখন যার তার বাড়ীতে ঢুকে পড়তে পার্ব্বেন, এমন কি অন্দর মহল পর্য্যন্ত। যদি কেউ মারতে আসে তখন

দাড়ি দেখিয়ে বল্‌বেন—"সাবধান বেটা! জানিস্ আমি কে? আমি দেবর্ষি নারদ, আমার সর্ব্বত্র অবাধ গতি।"

হুজুর। বাঃ! বাঃ তোর কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! থাক তা হলে আর কোন বাঁধা বিঘ্ন নাই! তবে বিয়ের ফুল ফুটলো?

(সুরে) তরে নারে তাইরে নারে।
গোদা পায়ে ঘুমুর বাঁধ।

———

হুজুর।

২য় খণ্ড।

ফুটলো রে ফুল শেষ বয়সে।
সকল দুঃখ ঘুচবে এবার
(আমার) বংশ রক্ষা হল শেষে॥
নূতন গিন্নি ঘোমটা খুলে, কইবে কথা, মুচকি হেসে
আমি অহ্লাদে আটখানা হ'য়ে
মরবো দেখছি কেসে কেসে॥
কত আদর কর্ব্বো এলে, ডাকবো পেঁচামুখী ব'লে।
অম্নি প্রিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে,
(আমার) কানটী মলে দেবেন কসে॥
রাঙ্গা হাতে ক্ষীরের বাটী এনে দেবে পাতের পাশে।
একটু চেখে রেখে দেবো
(আমার) গিন্নি চুমুক দিবেন ঠেসে॥

——

পি ৫৮২২ নবযুগের পিতৃভক্তি (কমিক)

১ম খণ্ড

এস, এস, গানটা একবার ফুল রিহার্সেল দিয়ে নিই, চারটা বেজে গেল, আর সময় নেই, বাবা সাড়ে পাঁচটার সময় মারা যাবেন।

গীত।

সেথা গিয়াছেন পিতা স্বরগে থাকিতে ক্লাইমেট ভাল জানি।
সেথা গিয়াছেন পিতা দেব আহ্বানে
মর্নিং ওয়াক্ এ নন্দন বনে
মন্দার ফুল গন্ধ শুঁকিতে আজি গিয়াছেন তিনি॥

কোরাস্।

ফ্রেণ্ডগণ! আজি তোমরা সকলে যতেক ভক্তবীর।
সেলিব্রেশন্ কর মৃত্যু তাঁহার না ফেলি অশ্রুনীর॥
সেথা গিয়াছেন তিনি ফক্তি লুটিতে যমের নিমন্ত্রণে
সেথা সোমরস সুরধনী বয়
ইন্দ্র প্যালেসে গ্র্যাণ্ড সভা হয়;
স্থানটা আবার উচ্চ বলিয়া পূর্ণ অক্সিজনে॥

কোরাস্।

সেথা নাহি মুভমেণ্ট, এ্যাজিটেশন কিছুই যে দেব
সভার মাঝে।
দেবতাদের কি বদ্ স্বভাব
ফিল্ করে না কোনই অভাব
মিউনিসিপ্যাল অফিস রাখেনি, উড়ছে না টাকা বাজে॥

কোরাস্।

সেথা যেতেছেন তিনি সেই দেবসভায় আমোদ গানে।
যেথা রঙ্গীন গাউন পরিয়া অঙ্গে
উর্ব্বশী নাচে বিবিধ রঙ্গে
বজ্র আরাবে ইন্দ্রের ব্যাণ্ড বাজে সে নৃত্য সনে॥

কোরাস।

ফ্রেণ্ডগণ! আজি তোমরা সকলে যতেক ভক্তবীর।
সেলিব্রেশন কর মৃত্যু তাঁহার না ফেলি অশ্রুনীর॥

—০—

নবযুগের পিতৃভক্তি।

(২য় খণ্ড)

পীড়িত পিতা। হরে! বাহিরের ঘরে গান গাচ্ছে কারা?

হরে। এজ্ঞে, বড় বাবু আর কতা ভদ্রলোক মিলে গান কত্তিছেন।

পিতা। ডাক্‌তো।

হরি। বড় বাবু! কত্তা ডাক্‌তিছে। বড়বাবু গো—

পুত্র॥ (দূর হইতে) যা—ই—

পিতা। আমি মর্‌তে বসেছি আর ছেলের আমার আনন্দ উথলে উঠছে। বলিহারি যাই।

পুত্র। বাবা ডাক্‌ছেন?

পিতা। হাঁরে! ব্যাপারখানা কি? তোদের এত গান বাজনার ধূম লেগে গেল কিসের?

পুত্র। বাবা! শোক সঙ্গীতের রিহার্শেল দিচ্ছিলুম।

পিতা। শোক সঙ্গীত! কেন! কার জন্যে শোক উথলে উঠেছে বাবা?

পুত্র। আপনারই জন্যে। ডাক্তার বাবু তিন দিন আগে বলে রেখেছেন, আপনি আজই বিকেলে সাড়ে পাঁচটার সময় মারা যাবেন। আমরা কালকেই মনোরঞ্জন থিয়েটারে শোক সভার আয়োজন করেছি। ফ্রেণ্ডসদের কার্ড পাঠিয়েছি, হ্যাণ্ড বিল বিলিয়েছি—প্লাকার্ড মেরেছি, সব কাগজে এডভারটাইজ করেছি।

পিতা। বেশ করেছ, একেই ত বলে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা। তোমার সঙ্গে ওটি কে?

পুত্র। আজ্ঞে, চিন্তে পাচ্ছেন না? দেখুন দিকি ভাল করে? (জনান্তিকে) ওহে! আর দেরী নেই, হ'য়ে এল। বাবা একটু পরে আমাকেও চিন্তে পার্কেন না। (প্রকাশ্যে) চিন্তে পাল্লেন না, ও যে প্যালা।

পিতা। ওঃ প্যালা শালা! ও নাকি খুব একজন বক্তা হ'য়ে উঠেছে?

পুত্র। হাঁ বাবা! কাল্কেকার শোক সভায় প্যালাই আমাদের প্রধান বক্তা। প্যালা! বক্তৃতার স্যাম্পল বাবাকে শুনিয়ে দাও না? মারা গেলে ও আর শুনতে পাবেন না।

প্যালা। আচ্ছা, শুনিয়ে দিচ্ছি, শুনিয়ে—(একটু কাশিয়া) অহো! শোকবিহ্বল ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহলগণ! আবার

আবার একটি খ'সে গেল, কিনা ভারতাকাশ হ'তে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমাদের হৃদয়রূপ থিয়েটার শোকাগ্নিতে দাউ দাউ ক'রে জলছে। শত শত সান্ত্বনারূপ দমকল সে ভীষণ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইবে না।

পিতা। গেলাম রে বাবা! ওরে প্যালা থাম থাম। একটু উঠে বসি।

পুত্র। ওকি বাবা! উঠে বস্‌ছেন যে?

পিতা। হাঁ শরীরটে একটু সুস্থ ব'লে বোধ হচ্ছে।

পুত্র। ডাক্তার বাবু! শীগগীর আসুন। শীগগীর আসুন।

ডাক্তার। কি! কি! ব্যাপার কি! নাভিশ্বাস দেখা দিয়াছে নাকি! তা এখন বেলা পাঁচটা, হবারই সম্ভাবনা।

পুত্র। দেখুন না, বাবা উঠে বসেছেন।

ডাক্তার। ও কিছু নয়, কিছু নয়! প্রদীপ নিভবার আগে একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ওটা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ।

পিতা। ডাক্তার! বেশ একটু খিদে হয়েছে, কিছু খাব কি!

ডাক্তার। এখনি ত খাবি খাবেন, অন্য কিছু খাবার দরকার কি?

পুত্র। ডাক্তার বাবু! এই যে সাড়ে পাঁচটা বেজে সতের সেকেণ্ড হয়ে গেল, কই বাবা ত মরলেন না।

পিতা। হরে এক বাটী গরম দুধ নিয়ে আয়তো।

পুত্র। বাবা! আপনি বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্লেন। শীগ গীর শীগ গীর মরুন, নইলে যে আমার মান থাকে না। আট

দশখানা কনডোলেন্স লেটার পর্য্যন্ত এসে গেছে। বাবা আমাদের মুখ চেয়েও কি আপনার মর্‌তে ইচ্ছা কচ্ছে না।

পিতা। আঃ—দুধটা খেয়ে শরীরে একটু বল এল। হরে! লাটি গাছটা দেতো, বারেন্দায় একটু পায়চারি করি।

পুত্র। ও ডাক্তার বাবু! বাবা যে দিব্যি হেঁটে বেড়াতে লাগ্‌লেন।

ডাক্তার। তাই তো! তাই তো! ছটা বেজে গেল।

পুত্র। দেখুন ডাক্তার বাবু, আপনার কথা শুনে আমাকে দাঁড়িয়ে অপমান হ'তে হলো। এখন আপনিই না হয় মরুন। প্রগ্রামটা বদ্‌লে দেওয়া যাবে।

ডাক্তার। অল রাইট্! আমি প্রস্তুত হ'য়ে আসি।

পুত্র। আরে পালাও কোথা ডাক্তার? তোমাকে সুইসাইড্ কর্ব্বো। তোমাকে সুইসাইড কর্ব্বো।

কন্যাদায়

পি ৫৭৭৮ ১ম খণ্ড।

এই যে আসুন আসুন আমার পরম সৌভাগ্য যে গরীবের কুটীরে আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে। বস্‌তে আজ্ঞা হয়, আপনি যে দরিদ্রকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবেন এ আমার বহু পুণ্যের ফল! কত জায়গায় গেলাম মহাশয়, সবাই দু'চার হাজার চায়। আপনার ন্যায় সজ্জন ক'জন দেখতে পাওয়া যায়।

বাপ। কি আপনি কি বল্‌ছেন? আমি অতি দুঃখী মশায়, পয়সাই কি জগতের সার বস্তু। টাকাকড়ি গয়নাগাটি ঘরে থাকলেই আপদ বিশেষ। পল্লীগ্রামে আজকাল চোর ডাকাতের উপদ্রব—কাজ কি ওসব ভাই হাতে করে? আমি নগদ টাকা বা অলঙ্কার এ সব কিছুই দাবী করছি না। শুধু শাঁখা শাড়ী দিয়ে কন্যাটীকে সম্প্রদান করবেন।

এ আপনার মহৎ গুণ, আর আপনার অভাবই বা কি? যথেষ্ট বিষয় আশয় রয়েছে।

বিষয় আশয় আর কি এমন আছে—মোট হাজার বিঘে জোত আর একটু তেজারতি কারবার।

তা যা হোক আপনার মেয়ের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হবে না। তবে একটু কষ্ট।

কষ্ট কি ধান টান ভানতে হবে নাকি।

না না, তা নয় কথাটা হচ্চে কি আপনারা সহরে লোক, চিরকাল কোঠা ঘরে বাস করা অভ্যেস, আমাদের খেড়ো ঘর, কেবল পূজার দালানটা পাকা, তাই ভাবছি আপনার কন্যা কি খেড়ো ঘরে থাকতে পারবে, না বিশেষ কষ্ট হবে।

কিছু না কিছু না, মেয়ে আমার সে রকম নয়।

তাই বলছিলাম কি, আমার বাড়ীতে যথেষ্ট যায়গা রয়েছে। পাড়াগা বুঝতে ত পাচ্চেন এ কলকাতার সহর নয় যে সওয়া কাটা যায়গায় সাততালা বাড়ী হাকড়াতে হবে। বুঝলেন কিনা অর্থাৎ আপনার মেয়ের শশুর বাড়ীতে আপনারি মেয়ে জামাইয়ের জন্যে খান তিনেক কোটাঘর করে দিলে ভাল হয় না!

মশাই এ সব আপনি বলছেন কি।

তবে দোতালা ঘর পরে করে দিলেও চলবে; সবই আপনার মেয়ে জামাইয়ের থাকবে, আমি আর কদ্দিন বলুন।

সে কি মশাই, এই যে বল্লেন কিছু নেবো না, তবে আবার—

ভাল, আর এক কথা, আমার ছেলেটি মাইনার পাশ করে, ঘরে বসে রয়েছে। জানেন ত আমার একটীমাত্র ছেলে, তাই বলছিলাম কি, বিয়ের পর তাকে কলকাতায় এনে নিজের বাড়ীতে রেখে হউক বা কোন বোডিংয়ে রেখে লেখাপড়া শেখান আবশ্যক, আপনার জামাইকে ত আর মুখ্য রাখতে পারবেন না।

মশাই আপনি কিছু নগদ নিন ওসব বাজে কথা ছাড়ুন।

সেটি হবে না যখন প্রতিজ্ঞা করেছি নগদ কিছু নবোনা তখন সে কথার নড়চড় নেই। বেশ আপনি যদি পড়াতে রাজী না হন আর এক কাজ করুন, আপনার জামাইকে হাজার দু'এক টাকা মূলধন দিয়ে উপস্থিত কলকাতায় কয়লার কারবার খুলে দিন আরপর—

মশাই, থামুন যথেষ্ট হয়েছে, ভালয় ভালয় আমার বাড়ী থেকে উঠবেন, না লাঠি বাজী করে—

আপনি ত বেশ লোক দেখছি—ভদ্রলোককে বাড়ীতে এনে অপমান! আচ্ছা আমি উঠলুম—ভদ্রলোকের মর্য্যাদা রাখতে জান না।

যান যান আর ভদ্রতা ফলাতে হবে না সরে পড়ুন। ঐ বেটা যেন বাস্তু ঘুঘু, কত রকম শাল দেখলুম, হায় গরীবের পানে

চায় নারে, কত রকম পাত্র দেখলুম, কত বি, এ, পাশ, এম, এ পাশ দেখলুম সবাইর বেজায় খাই। হাঃ ভগবান! কি করে মেয়ের বিয়ে দি।

কন্যাদায়।

২য় খণ্ড।

মেয়ের বিয়ে দি কেমন করে।
বরের বাজার দিনের দিন যাচ্ছে বেজায় চড়ে
যার আছে ঢেঙ্গা ছেলে,
সে ইঞ্চি দরে ছাড়বো বলে,
মোটা ছেলে যাদের ঘরে,
তারা বেচবো বলে ওজন দরে ;
হরেক রকম দেখলাম বর,
তার বেশীর ভাগ বর্ব্বর
বিদ্যা বুদ্ধি নাইক কিছু থাকে যেথায় সেথায় পড়ে
যারা পাশ করেছে বি, এ, এম, এ,
সেথা ঘেসতে গেলেই দেহ যাবে,
মটর কারের দাবী করে যার ছেলে ডাক্তারি পড়ে।
সভা সমিতি দেখলাম কত,
বক্তৃতাও শুনলাম কত,
কোন প্রথায় উঠল না ত বরং চলিল বেড়ে

উপায় এক করলে পরে
সমাজ বেশ শিক্ষা পায়রে,
আইবুড়া থাকব বলে কনের দল ষ্ট্রাইক করে।

আদরিনী।

পি ৬২০৬ (১ম খণ্ড)

হাঁদাকান্ত। প্রিয়ে! এ হেন সময়ে উদ্যান ভ্রমণে উল্লাস উথলিছে হিয়ায়? বল আদরিণী! ভালবাস তো হাঁদুমনিরে তোমার? লজ্জা কেন ধ্বনি? দেখ নাহি ত আর কেউ, মোরা দুজন, একাকিনী। গজেন্দ্রগামিনী! তবে কেন মুখে, নাহি সরে বাণী?

আদরিনী। প্রাণের ছিনিমিনি হাঁদাকান্তমনি! ম'জেছে পরাণি, নেহারি তব ভুঁড়ীর দোলানি, দোলে যথা বিপুল বয়া ভাগিরথী জলে, কিম্বা দোলে সুরেষ কুম্মাণ্ড চাষার মাচার তলে। তেঁই নাই পাই সময়, রসময়! উগারিতে বচন সুধা।

হাঁদু। অয়ি মধুর হাসিনী! হাঁদু বিলাসিনি!
কওনা প্রাণের কথা!
না কও যদি মুড়াইয়া মাথা, গায়ে দিব ছেড়া কাঁথা॥
যাব যথা তথা, খাব কচুপাতা অথবা গো নোনা আতা।
বল দুটো কথা প্রাণে পাই ব্যথা, নহিলে কুটিব মাথা॥
আদু। ছি ছি ছি ছি নাথ! কি বল যা তা।
হিয়া যেন মোর শিথিল গাঁত।॥

তুমি আমার প্রাণের হাঁদুয়া কান্তা।
কত ভালবাসি কিছু না জান্তা।

হাঁদু। অহো! তিরপিল হিয়া মোর।
কাঁঠাল পাতা ভক্ষণে তৃপ্তি লভে যেমতি রে পাঁঠা।
অহো! মুদিয়া আসিছে আঁখি, যেমতি রে ষণ্ড,
মুদিয়ে নয়ান বেলপাতা চরবণে।
প্রিয়ে! চুম্বন দানে প্রকাশ তবে অন্তরের ভালবাসা।

আদু। এই চুমিলাম নাথ! পাউরুটী পাটার্ণ গালে তব, এবার চুমি কুমড়ো ফালার মত অধরে তোমার।

হাঁদু। আঃ! প্রাণ শীতল হ'ল! দেহ ঠাণ্ডা হ'ল! শীতকালে শ্বেত মার্ব্বেলের শানে শীতল পাটীতে শুয়ে বিজলী ব্যজনীর বাতাস খেতে খেতে বরফ মিশিয়ে শাঁক আলুর সিরাপ খেলেও বুঝি এমন শীতল হয় না। সোহাগিনী! তোমার অধর সুধা পান ক'রে আমি সত্য সত্যই শীতল হ'য়েছি। অয়ি চাকাননে! চাঁদ উঠবো উঠবো হয়েছে। এখনি জোছনার পানা পান ক'রে হয় তো আমি একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাব।

আদু। হায় হাঁড়ি বদন! তুমি একেবার ঠাণ্ডা মেরে গেলে আমি কেমন ক'রে বাঁচবো, এস হাঁদু, কাণ ম'লে ম'লে তোমাকে গরম রাখি। (কর্ণ মর্দ্দন)

হাঁদু। আ হা হা হা! আস্তে আস্তে! অয়ি হাঁদু নন্দিনি। ঐ দেখ মৃদু হাসি থেকে অট্টহাসির ক্রম বিকাশের মত অল্পবা টাকে ধরণের মত পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে।

এস আহু! হস্তি হস্তিনীর কানন ভ্রমণের মত আর কিছুক্ষণ উদ্যান বিহার করি। অয়ি হাঁহু চিত্তবিলাসিনী! চাঁদের পানে চেয়ে হাঁ ক'রে জোছনা পান করি এস।

আহু। হৃদয়েশ্বর! আর আমি হাঁটতে পাচ্ছিনে। উদ্যানের কোমল তৃণরাজি পেরেকের মত পায়ে ফুটছে। চাঁদের কিরণ খ্যাংরা কাঠির মত অঙ্গে বিঁধছে। আহুরঞ্জন, জঠরে প্রবল ক্ষুধানল জ্ব'লে উঠেছে। দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে, এখনি হয় তো হার্ট ফেল কর্ব্বে! শুধু জোছনা পান ক'রে পেট ভরছে না প্রাণেশ্বর! উ হু হু হু! কি কর্ব্ব! কি কর্ব্ব! নাথ। আমায় ধর ধর ধর।

আদরিনী

(২য় খণ্ড)

আদরিনী। নাথ আমায় ধর ধর।

হাঁহুমণি। একি একি প্রিয়ে: কাঁপে মোর হিয়ে
কেন কেন তুমি এমন কর।

আহু। কঠিন মাটীতে হাঁটিতে পায়ের বেদনা বড়

হাঁহু। তবে মখমলের গদি বিছায় দি
চল হেন করিবার।

আহু। হেন দেহভার চলিতে পারি নে আর
বড় খিদে বেড়ে উঠে যে আমার।

হাঁহু। আন আন প্রিয়ে, ডাকি বামুনদিরে
ভাত দিয়ে যাক গামলা ভরে॥

আহ্লা। আমি কুলনারী তায় অঙ্গ ভারী

হেঁটে যেতে নারি, নাও ঘাড়ে করি,

আমি কুলনারী, হাঁহুমণি হাঁহুমণিরে আমার হাঁহুনি,

ওরে আমার সোনার হাঁহু, ওরে আমার প্রাণের হাঁহু

আমি কুলনারী তায় অঙ্গভারি

হেটে যেতে নারি নাও ঘাড়ে করি

হাঁহু। তুমি আদরিনী অবলা রমণী

ঘাড়ে কেন মাথায় চড়

আহ্লা। তবে যা হয় একটা শীগ্গির কর

যা হয় একটা. নাথ নাথ! প্রাণনাথ!

প্রাণ বঁধুয়া মাথায় কর, প্রাণের হাঁহু মাথায় কর।

পি ৬৪২০ মুড়ি মাহাত্ম্য (তরজা)

নারে না তাইরে নারে নারে নারে না, তারে তাইরে নারে না—

শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।

মুড়ির মাহাত্ম্য আজি করিব কীর্ত্তন।

বন্দিলাম করপুটে করাল বদনী।

বন্দিলা মুড়ি-সুন্দরী শ্বেতবরণী।

বন্দিলাম ঢোল কাঁশী আর চুলির নাচুনি।

বন্দি মোর ওস্তাদের ঠ্যাং আর দাত খিচুনি।

এই পর্য্যন্ত তবে আমি বন্দনা শেষ করি।

মুড়ির ধামা পাচার করি পালা সুরু করি।

(মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে, আহা বেশ)
মরি হায় রে, মুড়ির মহিমা অপার।
তেল নুন মেখে খেলে মরি কিবা চমৎকার॥
(মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে, আহা বেশ)
তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা, আর আদার কুচি।
গপাগপ খাবে দাদা ফেলে দিয়ে লুচি॥
কড়াই শুটীর সঙ্গে মুড়ি আহা মরি মরি।
যেন পদ্মাসনে রাধাশ্যামের যুগল মাধুরী॥
মুড়ির সঙ্গে নারকোল কেয়া মজাদার।
যেন পাকা গোঁফে দুধের দাগ মরি কি বাহার॥
বর্ষার দিনে মুড়ির সনে খেলে কচি শশা।
পাঁকুই ধরে না পায়ে গায় বসে না মশা॥
আবার শীতকালেতে মুড়ির সাথে খেলে রাঙ্গা মূলো।
সালসার কাজ কর্ব্বে দেখো গাল দুটো হবে ফুলো॥
(মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে, আহা বেশ)
দ্বিজ চিত্ত বলে মুড়ি খেলে তিন সন্ধ্যাকালে।
হাত পা ছেড়ে ভবপারে ভেসে যাবে চলে॥
(মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে আহা বেশ)
এইখানেতে তবে আমি পালা শেষ করি।
বদন ভরে চাকা মুখে বল হরি হরি॥

—•—

পি ৬৪২০ কালীপূজা (বলিদান)

মাতাল—জয় মা কালি, জয় মা কালি, এই বর দে মা মুণ্ডমালি।
যতই কেন বদনে ঢালি, হয় না যেন বোতল খালি ॥
নিতি নিতি মদ খাই শ্যামা,
নেশা ছুটে যায় গো আবার।
এমন সুরা দে মা তারা,
নেশা আর ছোটেনা আমার ॥
ধ'রে মা তোর চরণ দুটী,
যে মদ পেয়েছে ধূর্জ্জটি,
আমায় দে মা তোর সেই খোলা ভাটি,
(আমি) সেই খাঁটি খাই অনিবার ॥

যাই জমিদারের বাড়ী কালীপূজা দেখে আসি।

(দূরে ঢাক বাজিতেছে)

ওমা করুণাময়ি !
তোর অধম সন্তানকে চরণে স্থান দে মা !
ভশ্চাজ্জি মশাই, প্রণাম হই। বলিদানের আর বিলম্ব কত ?
পুরোহিত—সে খোঁজে তোর দরকার কি ?
মাতাল। আজ্ঞে, আমি পাঠার ল্যাজ ধরতে এসেছি কি না ?
পুরোহিত। দূর বেটা ! হাঃ হাঃ হাঃ।
কর্ত্তা। পাঠাগুলোকে নাওয়ানো হয়েছে রে ?

(তফাৎ থেকে—আজ্ঞে হয়েছে)

কর্ত্তা! আরে ম'লো! মশালচী ব্যাটারা গেল কোথায়, বলিদানের সময় হ'ল যে!

আরে মশালচী ব্যাটারা গেল কোথায়!

খোনো। হুজুর ওরা ঐখানে ঘুমিয়ে র'য়েছে।

কর্ত্তা। বটে! ওঠ্ ব্যাটারা ওঠ্ ওঠ্

(মশালচীগণের ঘুমের ঘোরে কোলাহল)

কর্ত্তা। ওঠ্‌নারে শালা (পদাঘাত)

অনেক মশালচী। (কোঁক্) লাথিটে শ্যাষে আমার পীঠেই পর্লোরে! ও তালুই আমার এড়ীর ত্যালের ভাঁড়ডা গেল কনে।

(উৎসর্গের সময় ছাগল ডাকিতেছে)

পুরোহিত :—

ওঁ বলিং গৃহ্ণ মহাদেবী পশুঃ সর্ব্বাগুণান্বিতং।
যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্ত সমর্পিত।
ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে কালরাত্রিকে।
ছাগলেন বলিং দদ্মি প্রগৃহাণ দিগম্বরী॥

কর্ত্তা। ওরে বাজারে বাজা।

(বলিদানের বাজনা বাজিতেছে—ছাগল ডাকিতেছে)

১ম ব্যক্তি। মাণিক মুড়ি ধর্ব্বি।

২য় ব্যক্তি। না দাদা আমি ঠ্যাং ধ'র্ব্বো।

মাতাল। আমি ল্যাজটা চেপে ধর্লাম।

(ছাগল ডাকিতেছে)

১ম ব্যক্তি। আরে ছাড়, ছাড়, হাড় কেটে ফেলি তারপর ধরিস এখন।

(বাজনা থামিল).

(পাঠাকে হাড়কাটে ফেলিতেছে, বেচারী শেষ ডাক ডাকিতেছে)

কর্ত্তা। মা! মা!

সকলে। জয় মা!

কামার। হুঁ! (পাঠা কাটিল) (সজোরে বাজনা বাজিতেছে)

(কোলাহল— চীৎকার—হাস্য—).

বৃদ্ধ। ওরে স'রে আয়—স'রে আয়, রক্ত ছিটুচ্ছে।

(ঢাকের বাদ্যসহ নৃত্য গীত)

ওমা দিগম্বরী নাচ গো শ্যামা রণমাঝে।
ওমা দিগম্বরী নাচ গো শ্যামা রণমাঝে॥
ওমা—(আরতি আরম্ভ হইল)
(আরতির বাজনা বাজিতেছে)

(পরে আরতি শেষ হইল—সকলে প্রণাম করিল)

মা! মাগো! দয়াময়ী!

কর্ত্তা। সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বিকে গৌরী নারায়ণ নমোস্তুতে॥

—•—

পি. ৫০৭ হাসি কান্না।

তিন দিন হ'ল রামা বেটাকে পাঠিয়েছি, কোনই খোঁজ খবর নেই। গিন্নী রাগ ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেলেন। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, আব্দার সহ্য ক'রতেই হবে। গিন্নীর জ্বর হয়েচে, চিঠি পেলাম। আঃ, বেটা এখন, এলে বাঁচি। ঐ যে—ঐযে—রামা বেটা হাস্তে হাস্তে আস্ছে, যাক্ তা হ'লে খবর নিশ্চয়ই ভাল।

হেঃ হেঃ হেঃ।—

রামা। বাবু, কি হবে—কি হবে?

বাবু। কি—কি

রামা। মোর মা-ঠাকরুণ—ওঃ—

বাবু। জ্বরে মারা গিয়েছে বুঝি? ও যা ভেবেছি তাই! ওগো তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে গো! ওঃ ওঃ—

রামা। জ্বর টর কিছু হয় নি গো! জ্বর হ'য়েছে পিস্ শাউড়ীর।

বাবু। তাই বল্ বেটা, তাই বল্।

রামা। মোদের গিন্নী ঠাকরুণ—বাবারে কি হ'লরে!

বাবু। কি হ'লো? কি হ'লো বল্না শিগগীর খুলে।

রামা। তেনার শরীর ত ভাল ছিল—

বাবু। ভাল ছিল? ভাল ছিল তবে আর কি?

রামা। কিন্তু—

বাবু। আবার কিন্তু কি রে?

রামা। যে দিন আপনার বিয়ের কথা মিচে ক'রে বলি গো, সেদিন মা ঠাকরুণ শোবার ঘরে রাত্রে দুয়োর দিয়ে, আপিন্ শুলে—

বাবু। খেলে বুঝি? ওগো আমার কি হবে গো: কেন মিছে ক'রে মর্‌তে বল্লুম।

রামা। আজ্ঞা আপিন্ খায় নি গো—

বাবু। খায়নি—খায়নি বাঁচা গেল।

রামা। তবে—

বাবু। আবার তবে কিরে ব্যাটা?

রামা। আপিন্ শুলে খানিকটা ভেবে চিন্তে, সেটা জানালা গলিয়ে ফেলে দ্যালে।

বাবু। তবু ভাল, তবু ভাল, এমন ক'রে বলে! এখনি যে ব্যাটা গোহত্যা ক'রেছিলি। হাঃ হাঃ হাঃ—

রামা। কিন্তু—

বাবু। আবার কিন্তু কিরে?

রামা। সেই ঘরের উপরের আড়ায় চারগাছা দড়ি ঝোলান ছিল। সেইগুনো খুলে এক সঙ্গে লম্বা ক'রে বেঁধে—উহু— হুঃ হুঃ—

বাবু। গলায় দড়ি দিলে বুঝি? হেঃ হেঃ হেঃ—

রামা। এজ্ঞে না, গলায় দড়ি দিতে যাবে কেন—

বাবু। তবে কি শীগগির বল্!

রামা। এজ্ঞে সিন্দুক পেট্‌রাতে কাপড় চোপড় গয়না পত্র সব না পুরে দিয়ে সেই দড়ি দিয়ে ক'সে বাঁধলেন।

বাবু। দূর বেটা! হে—হে—হে—

রামা। তার পর গরুর গাড়ীকে সব চেপিয়ে দিয়ে নিজেও চ'ড়ে ব'সলেন। খানিক পরে কোথায় যে গেলেন, কেউ টের পায়নি।

বাবু। ওহো হো—আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে রে!

রামা। আমি দৌড়ে গিয়ে ইষ্টিসনে দেখি যে, মাঠাকরুণ এল্ গাড়ীতে উঠলেন—

বাবু। তোরা উঠতে পার্‌লি নে?

রামা। এজ্ঞে, উঠিইতো মা ঠাকরুণকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আলাম। এই যে মা ঠাকরুনও এদিকে আসচেন, এখন পালাই বাবা!

বাবু। এঁ এঁ—তাইতো! সত্যি গিন্নীই তো! সব রামা বেটার বজ্জাতি। হাঃ হাঃ হাঃ—

গিন্নী। নাও থাম, কেঁদে যে ভাসাচ্ছিলে। আন্‌তে লোক নাকি পাঠাবে না ব'লেছিলে?

বাবু। গিন্নি, তোমায় খুরে পেন্নাম। তুমি ভেল্‌কি জান বাবা! হে—হে—হে।

—•—

৺গোপালচন্দ্র সিংহ রায়

বুড়ি তুই গাঁজার যোগাড় কর।

(বর্দ্ধমান জেলার ভিখারীর গান হ'চ্ছে, মুখে আনন্দলহরী বাজান হ'চ্ছে, আর গান হ'চ্ছে।)

বুড়ি তুই গাঁজার যোগার কর।
ও তোর জামাই এল দিগম্বর॥
ঐ এল এল শোন্ লো শোন্‌লো ভূতের কলকলি,
ঐ বাজছে শিঙ্গা ডমরু আর দিচ্ছে করতালি,
আবার ষাঁড়টা কর্‌ছে হোঁগগা হোঁগগা,
দেখে সবার লাগে ডর।
ঐ ভূতের খোরাক মোটা মোটা মানুষ কটা চাই,
ঐ ষাঁড়ের খোরাক ধানের বোঝা তাও আনান চাই,
আবার নন্দী ভৃঙ্গী চায় ভাঙের গোয়া,
না পেলে হবে রগর।
ঐ ক্ষেপা বলে শোন্‌লো মেনকে,
ঐ কে যে জামাই কে যে বেটী, বলি তোমাকে,
আমি শুনেছি পুরাণ বলে, একই অঙ্গ গৌরী হর।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচি।

পি ১০৫ সিন্ধু খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

"পাখী এই যে গাহিলি গাছে,
কেন চুপ দিলি, ঝোপে ডুবে গেলি,
যেমনি এসেছি কাছে।
এখনো ফোটেনি তারা, এখনো সুধার ধারা
ঝরেনিক পাখী ধরণীর গায়;
আকাশে ভরা আছে।

ঢেলে কি সমীরে তান সুধার অলসে কলসী ভরালি ;
ভুলে কি গেছরে গান ;
নিশার আবেশে দিবসে মাতিয়া
আঁখিটি মুদিয়া গেছে।

ভৈরবী—একতালা।

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, বেলা হ'ল মরি লাজে।
সরমে জড়িত চরণ দুখানি কেমনে যাইব পথেরি মাঝে।
নিভিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি,
গগনের কোলে শরতের চাঁদ লইল শরণ মাগি
পাখী ডেকে বলে গেল বিভাবরী,
বধু চল জলে লইয়া গাগরী ;
আমি লো শিথিল কবরী আবরী, কেমনে যাইব পথের মাঝে।

মিঃ দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পি ১১৩৩

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারই আশ্বাসে।
তুমি যদি না দেখা দাও
কর আমায় হেলা
কেমন ক'রে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।

২। আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই, তুমি তাই গো,
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর
কেহ নাই, কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও
যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন

তোমাতেই করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর কারে ভাল বাস
যদি আর ফিরে নাহি আস
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও
আমি যত দুঃখ পাই গো।

—০—

মিঃ দিলীপকুমার রায়।

পি ৬৭৪৪ কীর্ত্তন।

ছিল বসি সে কুসুম কাননে।
তার অমল অরুণ উজল আভা
ভাসিতে ছিল সে আননে॥
ছিল এলায়ে সে কেশরাশি, ছায়া সম হে—,
ছিল ললাটে দিব্য আলোক শান্তি অতুল গরিমা ভাসি,
তার কপোলে শরম নয়ন প্রণয় অধরে মধুর হাসি।
শুধু চাহিল সে মোর পানে একবার গো—
যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী অমনি অধীর তানে,
সে গেল কি দিয়া কিনিয়া বাজি মুরলীয়া কিবা মন্ত্র গুণে
কে জানে॥

——

মিশ্র সিন্ধু।

রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়ে মুটো মুটো।
দে না মা সাধ হয়েছে পরিয়ে দে না মাথায় দুটো॥
মা বলে ডাক্‌বো তোরে হাততালি দে নাচবো ঘুরে
দেখে মা হাসবি কত আবার বেঁধে (মা তুই)
দিবি দুটো॥

মিষ্টার ডি, এল, রায়।

পি ৪৩৬ কমিক।

পারত জন্মোনা কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলায়।
জন্মাও ত সামলাতে পারবে নাক তার ঠেলায়॥
শোন, বিষ্যুৎবারের বারবেলাতে, আমার জন্ম হইল,
তাই দিল কাল ক'রে, রোদে ধ'রে,
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।
দেখে মা কাল ছেলে দিল ঠেলে, দিল নাক মায়ের দুধ,
করে দিল শরীর সরু, বুদ্ধি গরু, খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ,
পরে, মিলে আমার আটটা মামায়' বাবার সেই আট শালায়
হ'তে না হ'তে বড়, দিয়ে চড়, পাঠিয়ে দিলে পাঠশালায়,
দেখে মোর গুরুমশাই, যেন কষাই, বিস্তেয় খাটো শর্ম্মারে,
ক'রে দিলে সেই ফাঁকে শরীরটাকে
পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বারে।

বাবা, আমি উচু দিকেই বাড়ছি দেখে,
ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল,
দিল মোর চাকরী করে, তারাও মোরে,
দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল,
দেখে মোর চাকরী শূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ,
বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল,
দেখে মোর শরীর লম্বা বুদ্ধি রম্ভা,
ক'নের দরও চড়ে গেল !
হায় গো ! বিধি দুষ্ট, সবাই তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলায়
সে কেবল ফেল্‌লাম বলে, জন্মে ভুলে,
বিষ্যুৎবারে বারবেলায়॥

বলাইদাস শীল।

কমিক।

তোমারি বিরহে সইরে, দিবানিশি কত সই।
এখন ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু, আর ঘুম পেলেই ঘুমুই॥
কি বলিব আর পরিত্যাগ এখন একেবারে চিঁড়ে দই।
রোচেনাকো মুখে কিছু আর একটু পাঁটার ঝোল আর লুচি বই॥
এখন সকাল বেলা উঠে তাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কভু দু'খান সরপুরিয়া, দুঃখের কথা কারে কই,
দুঃখের বারিধি আমার, কোন মতে পাইনি থই॥

খাবার বিরহে বুঝি আমার ক্ষুধা, জেগে ওঠে ওই,
এখন বিকেলটাও যদি হায়, সরবৎ খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্‌কি ভিন্ন, প্রাণটা আর বাঁচে কই,
কে যেন সদাই এ প্রাণে, পাকা ধানে দিচ্ছে মই।
তাই রাতে দু চার ইয়ার ডেকে এ দারুণ বিরহের বোঝা বই।
এখন ভাবি ও বিধু বয়ানে, ঘুম আসেনা নয়নে,
রাত্রি ও মধ্যাহ্ন ভিন্ন, চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই।
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই।
এতদিনে বুঝিলাম প্রিয়ে, আমি তোমা বই আর কারু নই।

—•—

শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(অমন) আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না
হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বস' জান্‌বে না কেউ জান্‌বে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি
দেশ বিদেশে সদাই ঘুরি
বল আমার মনের কোনে
দেবে ধরা, ছল্‌বে না।
জানি আমার পাষাণ হৃদয়
চরণ পাবার যোগ্য সে নয়
তোমার হাওয়া লাগ্‌লে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবে না ?

নাই বা আমার নাই সাধনা
ঝরলে তোমার কৃপার কণা
নিমিষে ফুল ফুটবে নাকি
চকিতে প্রাণ গলবে না ?

—•—

তোমায় শুধু দেখ্‌বো আমি বল্‌বো না কিছু বল্‌বো না
তোমার পথে চল্‌বো আমি অন্য পথে চল্‌বো না
বল্‌বো না কিছু বলবো না।

তুমি যখন জ্যোৎস্নারাতে
ঘুমিয়ে থাক্‌বে আমার ছাতে
চাঁদের আলো পড়বে এসে
হাতে মুখে পায়েতে,

তখন আমি অলক্ষিতে
আস্তে এসে আস্তে উঠে
বসব' তোমার চরণ কাছে
অন্য কোথাও বসব' না।

জ্যোৎস্নাসিক্ত পায়ের শোভা
দেখতে অতি মনোলোভা
দেখতে দেখতে পড়ব' টলে
অন্য কোথাও যাব না।

দেখতে দেখতে কতক্ষণে
কি জানি কোন শুভক্ষণে
পায়ের সাথে মিশবে মাথা
বলতে কিন্তু পার্‌বো না।

শ্রীযুক্ত গণপতি মুখোপাধ্যায় (এমেচার)

পি ৬৯৫০, ভৈরবী

দুখ না পেলে দুঃখহরা ভাল লাগে না কই।
দুঃখহরা নামটি তোমার যায় না জানা দুঃখ বই॥
সুখ স্রোতে যখন ভাসি, মা'র নামেতে আসে হাসি ;
দুঃখ এলে মা বলে, কেঁদে সারা হই॥
তোর ঐ স্নেহে গলে, আমিত্বকে দিয়ে ঢেলে ;
তোর এ মায়া নাহি ছেড়ে পদে পড়ে রই॥

আশাবরী

কৃপাময়ী মা আমার মরি তব কি করুণা।
ডাকতে আমি চাই না তোমায় তবু বল মা বল না॥
তোমার কথায় তোমায় ডাকি, তোমার হয়ে ভবে থাকি
বল্‌তে কিছুই আছে বাকী পুরাও ত্বরা সে বাসনা॥
নিজে বটে আছি সুখে, দিন যায় মা হাসিমুখে ;
কিন্তু পরের দুঃখ দেখে, প্রাণে পাই যে যাতনা॥

৺গোপালচন্দ্র সিংহ রায়।

(গোপালদা'র নূতন তরজা)

পি ১৬৭২ কমিক।

গোপালদা'র এই তরজার নূতন Question বেরিয়েছে, প্রথম ঢুলির বাজনা হচ্ছে,—

ডি ডি ডি ডিডিম সো ২, ডিম সো ডিডিম সো ডিম সো ৩। গোদ্ধো ভেড়ের ভেড়ে ২, ব্যাটার মুখটা পাতি নেড়ে, দাসপুর গুপিনাথপুর ২, গুপিনাথপুর ৩, দাসপুর গুপিনাথপুর। ধান তোল বড় বৌ ৩, ঘুঘুতাড়া ৩, তিন আনা তিন ঝাঁটা ৩, বাবারে বুক গেলরে, শালা তোর কি হলোরে ২, দাদা গাই দেখসে গরু তার কি দেখবে, ধিনি তাকের ব্যাটা তিনি তাক্ ২, তোর মা রেঁধেছে পুঁইশাক, আমি দিতে থাকি তুই খেতে থাক ২, গুগ্লি ঝিনুক বাঁ ৩।

বন্দিলাম কালীঘাটে করপুটে ও মা করালবদনী।
আজ আসরে দয়া করে মোর কণ্ঠে বলাও বাণী॥

খ্যানা খ্যানা খ্যানা তিরি নাক্ ডি ডি ডিন্ ডিন, বাবু আজ আসরে বেটা মোরে যে চাপান দিয়ে গেছে। ঐ চাপানের চোটে বাবু গো আমার, প্রাণে ভয় ধরেছে।

ডি ডিম সো ২, বাবু ভুটো একটা মধ্যে মধ্যে গরমিল হয়ে যাবে। বিয়ে পাশ করা তর্জাওয়ালা বাবু গো কোথায় পাবে। খ্যানা খ্যান খ্যান্ কাঁই কাঁই ক্যাটা কাঁই ডি ডি ডি ডি ডিম সো,

বাবু কোন্ খানেতে সিংহের মুণ্ড গরুতে খেয়েছিল। ব্যাটা আজ আসরে আমারে এই চাপান করে গেল॥

ডি ডি ডিম ডিডিম সো, ওই এক কথাতে ওর চাপানের জবাব আমি সারি। ওগো আজ আসরে দয়া ক'রে যেন মান রাখেন শ্রীহরি। বাবু সুরথ দুর্গোৎসব ক'রে প্রতিমা জলে ফেলে। শুধাবার জন্যে প্রতিমা রেখেছিল স্থলে। ডি ডি ডি ডি ডিম সো, ওগো প্রতিমার সিংহের বিচালির মুণ্ড গরুতে খেয়েছিল। ওগো এক কথাতে ওর চাপানের জবাব হ'য়ে গেল। ব্যাটা ভদ্রলোকের বাড়ীতে বড় কচ্ছে বাড়াবাড়ি। যদি ফাঁকে পেতাম আর আসর হতো বারোয়ারী।

বাবু—এই পর্য্যন্ত আমার তবে তর্জ্জা সাঙ্গ হলো।

ওগো মুসলমানে একবার আল্লা বল,

আর—হিন্দুতে হরি বল॥

—•—

লোকা ধোপার যাত্রা—বেহালার লড়াই।

যথা গরাদা বেষ্টিত রাজা, সারস পক্ষীর ন্যায় ইতস্তত: বিচরণ করিতে করিতে তড়াং করে একটিং ধরে ফেল্লেন—শুন শ্রীমন্ত দেখ পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি মত, যদি তুমি কমলে কামিনী দেখাতে না পার, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণদণ্ড হবে। মহারাজ, আমার কর্ণধার নাবিকগণ সকলেই দেখেছে, বামা বামহস্তে হস্তিধারণ পূর্ব্বক গ্রাস কর্‌ছিল, আবার উদ্গারিত করছিল, হস্তিকে পুনরায় গ্রাস কর্‌ছিল। বোধ হয় আমাদের তরণী দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায়, বামা লোক লজ্জাভয়ে স্থানান্তরে গমন করেছে—

গীত।

এই যে ছিল কোথায় গেল কমল দল-বাসিনী।
লোকলাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শশীবদনী॥
এই যে ছিল কোথা বা লুকাল করী,
কোথা গেল সে সুন্দরী, এ মায়া বুঝিতে নারি,
এ রমণী কার রমণী॥ এই যে ছিল—

বেহালাওয়ালা বেটার অসহ্য হলো। সে বেটা ঠেলে রাগিণী ধরে ফেল্লে—রেতেনা ২ কাল সকালে না, এখন দিন কতকই না, আ আ, তোম্‌না ২ রহামনা তোম তো একেবারেই না আ আ, এর মধ্যে আবার দাশুরায়ের পাঁচালী একটু ঢুকিয়ে দিলে, মম মানস সদা ভজ দ্বিজ-চরণ-পঙ্কজ। বামনে করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ। আবার ইংলিশ দিচ্ছে—থাক্ থাক্ থাক্ থাক্ তোরে বাঘে ধরে থাক্, তোম্‌না হামনা তোম তো একেবারেই না আ আ, তার মধ্যে আবার একটু কীর্ত্তন হলো—টাকা দিবি কি না দিবি বল, যদি না দিস্ তো থানায় চল। এবার আবার বেহালার চরম সীমা যেটা, সেইটে দেখাচ্ছে আর কি—

কেরাসিনি ৩, ঝিঁঝিঁ পোকা ৩, কেরাসিনি ৩, সরষে ৩, রেড়ি ৩, নারকোল, আবার যিনি তবলা বাজাচ্ছেন, করছেন—ঘুঘু তাড়া ৩ এ এ এ।

মিঃ গোপালচন্দ্র সেন গুপ্ত (অন্ধ গায়ক)

পি ৭৬২৯ খাম্বাজ।

জানি গো জননী তুমি কেমন লোকের মেয়ে মা
(ওগো) পাষাণ কুলে জন্ম তোমার পাষাণ সম হিয়ে মা
মা জানি গো মা ॥
অন্নপূর্ণা নাম ধর, অন্নেতে পূর্ণিত কর মা,
তবে কেন বিশ্বেশ্বর ভাঙ খেতে ডরায় মা ॥

—০—

ভৈরবী।

চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা
মত্ত আছিস্ আপন খেলায় আপন ভাবে বিভোর বামা।
একি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল জুড়ে
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি চরণ ধরে ডাকে মা, মা।
হাতে মা তোর মহা প্রলয় পায়ে ভব আত্মহারা
মুখে হা হা অট্টহাসি অঙ্গ বেয়ে রক্ত ধারা ;
তারা, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা, অভয়ে, অভয় দে মা
কোলে তুলে নে মা শ্যামা কোলে তুলে নে মা শ্যামা ॥

———

সঙ্গীত-নায়ক বাবু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

পি ৬২৭৫ বেহাগ।

মরি কি শোভে আজি ভুবনে ভবেশ-ভবাণী
অপরূপ দেখে জগজনে সার্থ কর আঁখি।

অধম গোপেশ্বরে কৃপা কর গো
অন্তে যেন তব চরণ দেখি ॥

— * —

কালেংড়া।

রাণী এই লও তোমার উমারে,
ধর ধর হরের জীবন ধন।
অনেক মিনতি করি তুষিয়া ত্রিশূলধারী
উমাধনে আনিলাম নিজ পুরে।

— —

পি ৬৪৭১ ইমন।

জগত জননী শ্যামা রণ মাঝে কেন হেরি,
যাও গো নিজ আলয়ে মহেশ ভামিনি।
পদভরে কাঁপে ধরা, আর নেচ না ভবদারা,
কি লাগিয়ে রোষ ভরে অসি ধর ত্রিনয়নি।

সুরট মিশ্র।

তোমার চরণ কমল ভাবিয়া ভ্রমর নিকর আসে,
তাই কিগো শ্যামা তোমার চরণ,
করেছে মহেশ হৃদয়ে ধারণ;
যোগিজন সদা গাইছে নাম,
বসি গিরি গুহাবাসে।

তুমি গো বিশ্বভুবন মোহিনী ,
মহিমা বুঝিতে পারে কে জননী,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা আদি,
তোমার গুণ প্রকাশে ।
অমর বাঞ্ছিত তোমার চরণ,
সে পদে পাবে কেমনে শরণ
তবে যদি স্থান দাও নিজ গুণে,
তবে যাব অনায়াসে ॥

— —

পি ৬৫৭৩

কানাড়া।

দুর্গানাম মহামন্ত্র মুক্তির কারণ
এই মন্ত্র জপ মন মুক্ত হবে ভব বন্ধন !
অপার মহিমা যাঁর দেবাদি না জানে,
কি কব মানব আমি মূঢ়মতি অভাজন ॥

—

আড়ানা।

কালী নাম জপ রে মন
যাতনা সব দূরে যাবে,
যে নামের গুণে কত জনগণে
তরিল অনায়াসে !

কেন রে মন বিষয় বিষে
মত্ত হয়ে রয়েছ বসে,
সদা ভাব তার চরণ, মুক্তি পাবে কিসে ॥

পি ৩৭৫৯

নট মল্লার।

তুমি হৃদয় মাঝে রয়েছ, তবু কেন ওহে নাথ।
দুখানলে সতত জ্বলিছে মম অন্তর।
যাতনা নাশ হে হরি! মঙ্গলময়,
কবে পাবে বল, তব পদে শরণ গোপেশ্বর।

কাফি মিশ্র

আর ডাকিতে পারব না মা ডেকে ডেকে হলেম সারা,
শুন্‌তে পেয়ে শুনিস্ না তুই নাম কেন তোর দুখহরা।
তুই যে পাষাণীর মেয়ে তাই ত দেখিস না চেয়ে,
কে ম'ল কে বাঁচল হ'ল তোর তাতে কি হয় গো তারা।
যে তোর মায়া বুঝতে পারে, সে তোর চরণ লভিবারে,
পড়ে আছে সবাকারে অন্যে কে তোর বুঝবে ধারা।

গ্রামোফোন ক্লাব

মণ্টির ফুটবল ফাইন্যাল দর্শন (১ম খণ্ড)

(একজনের বৈঠকখানায় কতকগুলি ছাত্র বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে।)

পি ৭৪১৪ গান :—বাজিল বাঁশের বাঁশরী—

ওরে ওরে এই তোরা এখনও গান বাজনা কর্‌ছিস, আর এদিকে যে সাড়ে চারটে হ'য়ে এলো, ওঠ, ওঠ—

সাড়ে চারটে হ'য়ে এল নাকি? চ, চ।

বাস্‌ বাবা, বাসে চড়ে ত পাঁচ মিনিটে এসে পড়লুম। এখন যে ভিড়, ঢুকি কি করে?

এখন যে ক'রে পার ঢোক।

উঃ বাবারে! গেলাম রে!—যাক্‌ অনেক কষ্টে ত ঢোকা গেল, এখন যে যার যায়গা দেখে নাও ভাই, যে যায় জায়গা দেখে নাও।

মশায় একটু খানি কেতরে বসুন না।

কোথায় বসবেন?

আমি ঐ ওপরে যাব, আমার সিট রেখে এইচি একটু হেলে বসুন না।

বাঃ—ওপরে যাব বলে—ফস্‌ করে এখানে বস্‌লেন—আহা বসলেই বা দাদা—হিন্দুস্থ বাঙ্গালীস্থ বাঙ্গালীং গতি। নাও নাও দাদা—সিগারেট খাও, সিগারেট খাও, সিগারেট খাও। ঐ যা!—ভিড়ের ভেতর সিগারেটের রূপোর caseটা পড়ে গেছে। একটা কথা বলি বিড়ি টিড়ি আছে? বিড়ি টিড়ি আছে? তুমি ত' আমাদের দর্জ্জিপাড়ার ছেলে।

আমার বাড়ী ত দর্জ্জিপাড়ায় নয় মশায়—আমি বৌবাজারের—

ও তাই ত' বলি—চেনা চেনা কচ্ছি। বৌবাজারে যে আমার পিসির বাড়ী। এই নাও দাদা পান খাও—পান খাও—পান খাও—

পান কই মশায় শুধু কলা পাতার ঠোঙ্গাটা যে—

ছিল, ছিল দাদা ওতে পান ছিল।

বেজায় বৃষ্টি হ'য়ে গেছে গ্রাউণ্ড বেজায় slippery, মোহন-বাগান পারবে কি ?

হাঁ, মোহন বাগান পারবে না! আসুন বেট্ রাখুন। এবার Calcutta চার গোল যদি না খায় তা'হলে আমি Foot-ball match দেখাই ছেড়ে দেব। ঐযে ঐযে সব বেরিয়েছে (হাততালি) দেখেছ দেখেছ মাঠ যেন আলো হ'য়ে গেল।

হবে না ? কি রকম আলো করা চেহারা—

কি মশায়—আপনি মোহন বাগানকে ঠাট্টা করেন ?

আরে মোহন-বাগানকে উনি ত' ঠাট্টা করেন নি—উনি আপনাকে ঠাট্টা করেছেন।

আচ্ছা ঠাট্টা বেরিয়ে যাবে এখন। Half-back এর খেলাটা দেখবেন। আমার মাসতুত ভাই জানেন ?

আপনার মাস্তুত ভাই ত জেলে আছেন।

কোন শালা এ কথা বলে ?

ওহে মশায়—ঝগড়া করতে হয় যদি—এখান থেকে উঠে অন্তত্র যান।

উঃ Calcutta বেজায় চেপেছে হে—

এ এ বড্ড মিস্ করলে—না না এইবার এইবার। স্থট স্থট,—ইয়া—দূর শালা—

আঃ মশায় গাল দিচ্ছেন কেন ?

স্থট্—স্থট্—গো—ও—ল—গো—ও—ল—গো—ল—

কোথায় গোল মশায়—Calcuttaর হেডিংএর বহরটা দেখলেন।

মোহন বাগানের খুব chance খুব chance আছে—এই—এই মার্ স্থট্—মার্ স্থট্—ঐ যা কর্ণার—

Buck up, Buck up Mohan Bagan, Buck up—ওরে বাবা **centre forward** তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি বাবা—তুই একটু মন দিয়ে খেল—

গোল—গো—ল—গো—ও—ল—

অফ্ সাইড—অফ সাইড—

কখন না—কখন না—

নিশ্চয় অফ্সাইড ঐ দেখ রেফ্রী বলছে অফসাইড—

ও ত জানা কথাই—রেফরী হলেন লাল মুখ—মোহনবাগান জিতবে একি প্রাণে সহ্য হয় বাবা ?

যাই হোক বাবা Calcutta কিন্তু খুব জোর খেলেছে বিশেষতঃ Half back.

ছাই খেলেছে—মোহনবাগানের সঙ্গে তুলনাই হয় না ; কি রকম শুধু পায়ে দৌড়াচ্ছে—

কি রকম চোঁ করে পিছনে যাচ্ছে—যেন স্কেটীং খেলছে।

ভগবান বেটার যদি কিছু বিচার থাকে, যত বৃষ্টি কি বাবা এই Calcutta মোহনবাগানের খেলার দিন।

আঃ চুপ করুন না মশাই—এই—এই মার স্যুট্—মার—মার—মার—আরে অ বাবা—হাফ ব্যাক্ এগোনা—এগো নারে শালা—

গো—ও—ল—গো—ও—ল—

Three cheers for Mohan Bagan.

ঐ যা হাফ টাইম হ'য়ে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

নেবেছে, নেবেছে দোহাই বাবা মোহনবাগান, এইবার একটু চেপে খেল বাবা। আমি ৫০৲ বেট্ রেখে এইচি!

দেরে বাবা, আর একটা চাপিয়ে দে, স্যুট্, স্যুট্ হাঁ হাঁ চালাও গো-ল। দোহাই বাবা ঘাড়ের ওপর প'ড়ো না। ওরে সবাই রুমাল ঘুরাচ্ছে—ছাতি ঘুরাচ্ছে—আরে আমার কাছে কিছু নেই রে—আমি কি ঘুরুই—

তুমি ঘানি ঘুরাও গে যাও বাবা।

চুপ, চুপ, এ্যা কি হ'ল গোল? এ জুচ্চরি, এ জুচ্চরি নিশ্চয় জুচ্চরি।

জুচ্চুরি কেন? মোহন সট্ ঝেড়েছে।

আরে মোহনবাগানের কি সে প্লেয়ার আছে? রাম, রাম, রাম কিছু খেলতে জানে না। কেবল নাম ডাকই সার!

সকলকার দোষ কি? ঐ গোলকীপারটাকে দূর ক'রে দাও—বেরোও

কি মশায় আমায় ধাক্কা মারলেন কেন ?

ও আপনি ? **Beg your pardon** আমি মোহনবাগানের গোলকিপার বলে আপনাকে মেরেছি।

বেশ লোক আপনি—

গো—ও—ল—গো—ও—ল—গো—ও—ল—গোল **Buck up, Knight, Buck up.**

না আর **Chance** নেই—

এটা **Penalty**-গোল, এতে বাহাদুরি নেই **Calcuttar** আর কি হবে চল এইবার ফাঁকে ফাঁকে।

আর একটু দেখা যাক্ না—**Draw** যেতে পারে, **Draw** যেতে পারে।

দেখচ না **Mohan-bagan** একটু মূচ্ছি ভঙ্গ হ'য়ে পড়েছে। **Go on Mohan-bagan, back up, buck up.**

গো—ও—ল—গো—ও—ল—(হাততালি)

(বেড়ার বাহিরে)

আর বাড়ী যাব না—আমি গঙ্গার ঝাপ দেব—আমি গলায় দড়ি দেব—আমি আফিং খাব—আমি কেরোসিন জেলে পুড়ে মরব—

আরে মর তোর কি হ'ল ? ভেতরে ঢুকতে পাস্‌নি—তার জন্যে এত দুঃখ কেন ? এই যে আমরাও ঢুকতে পাইনি।

আরে না ঢুক্‌তে পেয়েছি ভালই হয়েছে। মোহনবাগানও হেরে গেছে ও খেলা না দেখাই ভাল।

মোহনবাগান হেরে গেছে? ওরে বাবারে কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে বাবা! আমি কেমন ক'রে লোকালয়ে মুখ দেখাব? আমি এ প্রাণ রাখব না রে বাবা—

কি হয়েছে মশাই ওর কি হয়েছে?

ওর গুষ্টির মাথা হ'য়েছে!

না না ভদ্রলোক অমন করে কাঁদছে।

ওর বাপ মরেছে মশায়।

আমার বাপ ম'লে ছিল ভাল—মোহনবাগান হারলো কেন রে বাবা।

সর্ব্বরক্ষে! আমরা বলি সত্যি বুঝি মাঠে ভিড়ের ঠেলায় কেউ ওর মরেছে।

মশাই—মশাই কে জিতলে? কে জিতলে?

কে আর জিতবে বুঝতে পারছেন না

মোহনবাগান? মোহনবাগান? হেঁ হেঁ

বাবা আমি বলবো তা কি মিছে হবার যো আছে? শুন্‌ছিস্ নিধে—জিতেছে, মোহনবাগান জিতেছে। হুঁ, হুঁ বাবা জোড়া পাঁঠা মেনেছি।

আপনি কি বলছেন মশাই মাঠে এসে আপনার মাথা খারাপ হ'ল নাকি?

মাথা খারাপ? আপনার মাথা খারাপ? আমি জোড়া পাঁঠা মেনেছি বলেই মোহনবাগান জিতেছে—নইলে কার বাবার সাধ্য—Calcuttaর সঙ্গে matchএ মোহনবাগানকে জেতায়।

আরে মোহনবাগান জিতেছে কে বল্লে? Calcutta তিন গোল দিয়ে Moban-Baganকে যে হাকিয়ে দিয়েছে।

আপনি ম্যাচ দেখেন নি।

Match দেখিনি? আমি? এই, এই দেখুন tramএর ticket—ফাষ্ট কেলাস—বাগবাজার to হাইকোর্ট—নগদ সাত পয়সা—হারবে না? মোহনবাগান হারবে না? ভারি দেমাক হয়েছিল বাবা পৈত্যা ছিঁড়ে শাপ দিয়েছি হঁ্যা—

ওগো শাপ দিয়েছে বলে যে—

মার শালাকে—

আর কেন বাবা আর কেন বাবা—

চল বাবা বাড়ী চল।

—০—

ঘোড়দৌড়ের মাঠ (১ম খণ্ড)

পি ৭৬৩০

সুরেন। কি হে নরেন—কি হ'ল?

নরেন। আরে ভাই—এ বাজীটা খেলতেই পারিনি, যখন এসে পৌছলুম্ তখন টোট্ বন্ধ হ'য়ে গেছে।

সু। অত দেরী করে এলে কেন?

ন। আরে দেড়টায় Race, এতে কোন কেরাণী এসে পৌছিতে পারে? ইস্—প্রথম বাজীটা Hakgalla মাল্লে বুঝি? এটা আমার জোর টিপ ছিল হে—বড্ড গেল হে—বড্ড গেল—তুমি পেয়েছ্?

স্থ। নাঃ—তিন নম্বর ধরেছিলুম ২৫৲টী টাকা হেরেছি।

হরিশ। আরে কি ছাই তোর টিপ্ নরেন?

ন। কেন? **Hakgalla** ত ঠিক এসেছে।

যদু। তা ত' এসেছে। কিন্তু বলে দিলে কি "White Fang" কোথায় বাবা তোমার White Fang?

ন। White Fang কোন শালা বলেছে? আমি তিন দিন ধরে বলে আস্‌ছি Hakgalla sure win.

সদা। দেখ নোরো—মিছে কথা বলিস্‌নি বলছি—এই মাঠে এসেও বলেছিস্ 'white fang'

না। বলেছি ত বলেছি যা—

হরি। আরে কেন তোরা ওর কাছে টিপ নিতে যাস্ বল্ দিকি? ও কি করে জানিস্? প্রত্যেক লোক্‌কে প্রত্যেক ঘোঁড়ার টিপ বলে। যার লেগে যায় তার কাছে গিয়ে কিছু আদায় করে। ওই যে ব্যাটা আর এক মক্কেল পাক্‌ড়েছে। মাইরী দেখনা, দেখনা, দেখনা—

ন। এটি বাইজী তোমার অন্যায়। শতাবধির উপর টাকা পেলে—আমায় নিদেন অৰ্দ্ধেক দাও।

বাইজী। অৰ্দ্ধেক দেব? মাইরী? আজ তোমার tipটা মিলেছে—আর অম্নি অৰ্দ্ধেক চাইছ।

ন। চাইব না? কোন শালা তোমায় Hakgalla দিয়েছিল? তুমি ত' আর একটু হ'লেই Snowdrift খেলেছিলে।

বা। আজ জিতেছি—তাই অৰ্দ্ধেক চাইচ যখন হারি তখন কোথায় থাক সোণার চাঁদ?

সাথী। যাক—যাক্ দিদি দাও দিদি গোটা পাঁচেক টাকা।

ন। মোটে ৫টা—যাও আমি চাই না।

সাথী। আচ্ছা যাক্ যাক্ ১০৲ টাকাই নাও। দিদি এবারে আগে ফুরিয়ে নিয়ে তবে ওর টিপে খেল।

নন্দ। বাড়ীওয়ালী গোটা ২০৲ টাকা ধার দিবি ভাই?

বা। টাকা ধার চাও তো ঐ চামেরিয়া বাবুর কাছে যাও।

নন্দ। আচ্ছা ধার চাইনি, দান কর বাবা, তোমরা ত' দাতাকর্ণের বংশ।

সাথী। দান চাও তো রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ী যাও না; চল দিদি—

বা। চল।

মহেশ। আচ্ছা আমি তোকে Hakgalla খেলতে টাকা দিলুম, আর তুই Tentimonte খেললি—তুই এমনি গাধা—

শঙ্কর। তোরই ভালর জন্য আমি খেললুম—আর হ'লুম গাধা—গাধা তোর বাবা—

ম। মেরেই ফেলব শালাকে—

সকলে। হাঁ—হা—একি—রেস্ কোর্সে মারামারী? এখনি পুলিশ ধরবে।

ম। দেখ দিদি শালার আক্কেল? আমি দিলুম ১৫টা টাকা Hakgalla খেলতে, আর শালা পরের কথা শুনে খেলে এলো Tetimonte

শ। Hokgalla যদি না আসত ১৫৲ জলে যেত যে—

হরিশ। ওর টাকা যেত—সে ও বুঝত'। এই যে Teto monte খেললি ওর টাকা কি ফিরে এলো ?

জগন্নাথ। এ বাজী Torchlight, নির্ঘ্যাৎ, নির্ঘ্যাৎ—

সকলে। সত্যি বলছ' জগদা ?

জ। আরে সত্যি না তো কি আমি মিছে খবর দিই। এ ঘোড়া যদি না আসে তবে আমার জন্মের ঠিক নেই।

সকলে। মাইরি—অ্যাহা—হ্যা—

কালী। কিহে জগন্নাথ, তুমি আজ Raceএ এসেছ? তোমার বাপের শুনলুম শ্বাস হ'য়েছে—বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠেছে—

জ। ডাক্তার বলেছে সন্ধ্যার আগে কিছু হবে না। আমার ছোট ভাইকে বলে এসেছি যদি নেহাতই হ'য়ে যায়—ঝা। করে Busএ চড়ে এসে আমায় নিয়ে যাবে—

সকলে। বাঃ বলিহারী জুয়াড়ী, বলিহারী জুয়াড়ী, বলিহারী—

জ। Race খেলতে গেলে কি সংসার বাপ, মা, মাগ, ছেলেদের দেখলে চলে !

ডিটেকটিভ। আপনার নাম Binoy Kumar Dutta ?

বিনয়। হাঁ—না—হ্যা—তা' কি হবে মশাই ?

কেশব। বেশী কিছু নয়—একবার হাজতে শুভাগমন করতে হবে।

ডি। আপনি Albert হেষ্টিংস কোম্পানীর Bill আদায় করে ১০০৲ গাপ করেছেন জানেন না ?

১ জন। কি কি কি হয়েছে মশাই ?

২য়। পকেট মেরেছে ?

৩য়। সিঁদ কেটেছে ?

৪র্থ। না—না মোটরে ডাকাতি করেছে ?

সকলে। নিয়ে যান, যান !

কিশোর। আজ্ঞে গরীব গেরোস্তর ছেলে Race খেলতে এলে এই রকম দুর্দ্দশা অনেকেরই হয়ে থাকে—

১জন। মহাশয় ওরকম করলে মাগে—

২য়। আপনি কিছু করেন না ?

সকলে। ঐ—ঐ ঘোড়া Start নিয়েছে—ঐ ঘোড়া Start নিয়েছে—Geisha girl, Geisha girl—Torch light—

১জন। মশাই—দেখি—দেখি—Binocularটা দেখি না—Torchlight—

২য়। কি রকম অসভ্য আপনি—ফস্ ক'রে হাত থেকে জিনিষ কেড়ে নেন্ ?

১ম। আঃ—কেন disturb করেন, দিচ্ছি ঐ—ঐ Geisha girl, lead কচ্ছে—Geisha girl lead করছে—

২য়। দূর তোর Geisha girl, Binocularটা নিয়ে Geisha girl—গাঁসা গা—

১ম। আঃ ভারি ছোট লোক তো—

একদল উল্লাসে। Devil's Bridge—

একদল হতাসভাবে। যা চলে—কি হ'ল—Devil's Bridge মারলে—

একদল। কত Dividend ওরে—৩৭২॥০

১জন। উঃ বড্ড গেছে—আর একটু হ'লেই Strange bikeness মেরে ছিল আর কি—

২য়। আমার বরাবর Devils Bridge ঘোড়াটার উপর ঝোঁক ছিলরে—

৩য়। সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল ভাই জগো শালার কথা শুনে সর্ব্বস্ব Torchlightএ খেললুম।

৪র্থ। আরে ভাই কাবলেওয়ালার কাছ থেকে দু আনা সুদে টাকা এনে Geisha girl খেলেছিরে—মাইরী কি সর্ব্বনাশ হ'ল হায়—হায়—হায়—

৫ম। এ সব জুচ্চরি—জুচ্চরি।

কৃষ্ণধন। কি হ'ল নেত্য?

নৃত্য। আর কি হবে দাদা? কালকে যে ক'রে টাকা জোগাড় করেছি তা আমিই জানি—

কৃ। কি রকম?

নৃ। এই শালওলা বেটার কাছ থেকে ২৫০৲ দামের একখানা শাল কিনে—মিত্তিরদের বাড়ীতে ৩০৲ বাঁধা দিয়ে মাঠে গেছি ভাই দু বাজীতেই ফুট কড়াই হ'য়ে গেল—হায়—হায়—

কৃ। আরে তুইত পদে আছিস্। আমি বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের কাছ থেকে তার পরিবারের গয়না খানা দুই এনেছিলুম—আমার পরিবার নেমন্তন্নে যাবে বলে.—কিন্তু পোদ্দারের দোকানে ১০০৲ বাঁধা রেখে খেলতে এসেছিলুম—

নৃ। কি হ'লো কিছু সুবিধা কর্ত্তে পারে?

কৃ। হাঁ—কাঁচকলা! জুবাজীতে প্রায় ৭০৲ গেছে—

নৃ। তা হ'লে—আরও পাঁচটা বাজী আছে ত?

কৃ। হ্যাঁ। তাইতে একেবারে ডিগবাজী খেতে খেতে ঘরে পৌঁছে—খানিকটা আফিং সরসের তেলে গুলে—বুঝলে—নিমতলা ঘাটে আতস বাজীর ব্যবস্থা কর্ব্ব।

১ জন। উঃ—সাহেব আজ আমাকে যেচে বলেছিল যে—Devil's Bridge খেলতে

২য়। আরে ভাই তোর সাহেব ত' বলে দিয়েছিল, আমার সাহেবের হাতের লেখা এই দেখ—Devil's Bridge বড় বড় অক্ষরে—

(একজন ভীষণ রকম কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল)

সকলে। কিরে—কিরে—কিরে ভুলো—কিরে—কি হ'য়েছে রে?

ভুলো। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে রে বাবা—আমার

সকলে। কি কি কি হয়েছে?—

১ম। কা'রর মরা খবর এসেছে নাকি?

ভু। আমার বাপ ম'লে ছিল ভালরে বাবা—আমার জ্যাঠামশায় মরেছে—আমার পিসেমশায় মরেছে—

সকলে। আরে কি হয়েছে বল না—

ভু। মাইরী—মাইরী কোন শালা মিথ্যা কথা কয়—মা কালীর দিব্যি—বাবা তারকনাথের দিব্যি—মা ওলাবিবির দিব্যি রে বাবা—

সকলে। আরে খালি দিব্যিই ত গালছিস্—কি হয়েছে বল না?

ভূ। আমি ভাই এক বাজীতে দু'খানা Devil's Bridge খেলেছিলুম—

স। কই—কই—Ticket কই?

ভূ। এই দেখ ভাই বিস্কুট রয়েছে—

স। আরে মর—বিস্কুট আছে Ticket কই?

ভূ। অন্যমনস্কে ক্ষিদের চোটে ভুলে খেয়ে ফেলেছি।

স! খেয়ে ফেলেছিস্? Ticket? কি সর্ব্বনাশ!

ভূ। Devil's Bridgeএর দুখানা winএর Ticket কিনে—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল বলে ৪ পয়সার বিস্কুট কিনে খেতে লেগেছিলুম। এক হাতে Ticket আর এক হাতে Biscuit। যেই ঘোড়া Start নিলে আমি Biscuit খেতে খেতে খুব মন নিবিষ্ট করে Race দেখছি—অন্যমনস্কে খিদের চোটে বিস্কুট খেতে খেতে দুখানা Ticket ভুলে খেয়ে ফেলেছিরে বাবা—

সকলে। ওরে এক কাজ কর—

ভূ। গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করলে Ticket খানা বেরুবে?

সকলে। না না একটু কেষ্টর অয়েল খেয়ে ফেলগে যা—

দি গ্রামোফোন মিউজিক্যাল পার্টি।

পি ৩৫৯০ হাওড়া ষ্টেশনে বাঙ্গালী পল্টনকে বিদায়।

যাও বৎস যাও রণমাঝে যাও আর্য্যবীর্য্য পুনঃ প্রকাশ ধরায়।
বৃটীশের জয় কামনা তোমার, রাজা রাজ্য সবে ডাকিছে তোমায়
প্রাণ খুলে সবে আশীর্ব্বাদ করি, রণজয়ী হয়ে এস ঘরে ফিরি.
আমরাও যে সেই আর্য্যনারী প্রাণের পুতলী দিতে এসেছি বিদায়

মার্চ্চ সঙ্গীত।

চল চল চল সবে মাতি রণরঙ্গে,
শুভদিন এতদিনে উদিত এ বঙ্গে।
বৃটনের অরিকুল করি গিয়ে নির্ম্মূল
যে যাহারে পায় তারে লয়ে চল সঙ্গে॥
সুখ্যাতি জনে জনে গাহিবে ত্রিভুবনে
সোনার পদক বেঁধে দিবে তব অঙ্গে।
হও তবে আগুয়ান বাড়াও বঙ্গের মান
ছিন্ন ভিন্ন করি অরি সমর তরঙ্গে,
গাও বৃটনের জয় বাজাও মৃদঙ্গে॥

বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের শিবির দৃশ্য।

প ৩৭৩৭

১ম সৈন্য। কি হে ভাই তুমি এসেই যে লম্বা হ'য়ে পড়্‌লে ?

২য় সৈঃ। আর সমস্ত দিন শত্রুর পিছু পিছু ছোটার পর একটু বিশ্রাম করাটা কি দোষের বলে মনে হচ্ছে ?

১ সৈঃ। না তা নয়, তবে ভাবছো কি বল দেখি ?

২য় সৈঃ। শুয়ে শুয়ে একবার দেশের কথা ভাবছি। আমাদের সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাংলা দেশ।

১ম। তোমার মনে কি হ'চ্ছে ভাই ?

২য়। আমার মনে কি হ'চ্ছে শুন্‌বে—

"আমার হৃদয়রাণী, সে যে গো আমার কুটীররাণী"।

৪র্থ। ওহো হো আমার আবার বিরহ জেগে উঠ্‌লো।

"তোমারি বিরহ প্রিয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে' "

২য়। আমার মনে আজ ভাই ভারি আনন্দ হয়েছে, আজ যখন শত্রুদের তাড়া করে নিয়ে তাদের পিছু পিছু ছুটছিলুম, তখন মনে যে কি ফূর্ত্তি হচ্ছিল তা আর তোমায় কি বল্‌বো।

৫। দেখ এ কাজে যে এত সুখ, এত ফূর্ত্তি, এত আনন্দ তাহা আমরা কখন ভাবিনি—সৈন্যের পোষাক প'রে বন্দুকে সঙ্গিন চড়িয়ে, শত্রুর গোলাগুলির মাঝখান দিয়ে রৈ রৈ কর্‌তে কর্‌তে ছুটে যেতে যে কি উৎসাহ, কি আনন্দ হয়, তাহা শান্তিপুরে ধুতির লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে, গায়ে ছুড়িদার পাঞ্জাবীর উপর শিল্কের চাদর উড়িয়ে, দেড় তোলা ওজনের ছড়ি ঘুরিয়ে, সিগারেট

ফুঁকৃতে ফুঁকৃতে ইডেন গার্ডেনে মার্চ্চ করে কি সে আনন্দের আন্দাজ করতে পারা যেত—

৬ষ্ঠ। বেশ বলেছ দাদা বেশ বলেছ—এখন তোমার সিগারেট ফোঁকার কথা শুনে আমার সিগারেটের নেশা জেগে উঠেছে—ওহে একটা সিগারেট বার কর, একটা সিগারেট দাও, সকলে মিলিয়া গান ধর—

গীত।

স্বদেশ ছাড়িয়া এসেছি আমরা যুঝিতে পরেরি দেশে
কোঁচাটী লম্বা ছাড়িয়া ফেলিয়া এসেছি বীরের বেশে॥
বাক্য-বীরের নামটী মুছিয়া প্রেমের গান গিয়ে গো ভুলিয়া,
বীরের গান গাহিতে শিখেছি বন্দুক ভালবেসে॥
নারীর মতন কাঁদি নাকো নাকে,
মরণের দিকে ছুটি ঝাঁকে ঝাঁকে,
গালে হাত দিয়ে ভাবি নাকো আর
সকাল সন্ধ্যা বসে—
আমরা পেয়েছি প্রাণের সাড়া,
পেয়েছি জীবন মরণের বাড়া,
কর্ম্মবীরের কর্ম্মের স্রোতে চলেছি ভেসে ভেসে॥

বাঙ্গালী পল্টনের মার্চ্চ সঙ্গীত।

বঙ্গ মাতার বীরতনয় চলরে সবাই চল্। (তোরা)
সাত সাগরের পার হতে আজ ডাক এসেছে চল॥

মানিস না আর বাধা বাঁধন, রাখিস্ না আর ভয়,
শঙ্কা হবা ডঙ্কা নাদে চলরে ও ভাই চল্ ॥
মৃত্যুকে আজ তুচ্ছ ক'রে জয় ব্রিটিশের বল্
বঙ্গমাতার বীর তনয় নির্ভীক প্রাণে চল্ ॥
পুণ্য রাজার পূর্ণ প্রতাপ অসীম প্রতাপ বল,
তোপের মুখে চলিস্ তোরা মরণ জয়ীর দল
বঙ্গমাতার বুকের মণি চল্‌রে সবাই চল্,
বীর-হৃদয় তোরা সবাই জয় ব্রিটিশের বল্ ॥
ডঙ্কানাদের তালে তালে বাঁধিস্ বুকে বল,
নিখিল অরি বিনাশ করি আনিস্ শান্তির জল ॥
সবার উপর রাখিস্ মনে পরম পিতার বল,
মুক্তকণ্ঠে গাহিস্ তোরা দাও পরমেশ বল ॥
তবে চলরে সবাই চলরে ও ভাই হস্‌নে ভীরুর দল।
পিতার নামে দেশের নামে চলরে সবাই চল।

পি ৫৮৯৩ (কিন্নরী হইতে)

উং—যেতে হ'বে, যেতে হ'বে হোক্ না সে দেশ যত দূরে।
মকরী—যেতে হ'বে. যেতে হ'বে, যেতে যদি হয় যমপুরে ॥
উং—যেতে হ'বে, যেতে হ'বে, আন কথা নাই আর মনে।
মকরী—যেতে হ'বে, যেতে হ'বে দেবতা যেথায় যাবে
চা'ব নাকো আর পিছু পানে ॥

উং—তুই গেলে যাওয়া হ'বে না,

পথে যেতে রমণী মানা।

মকরী—তবে যাবনা, যাবনা, পায়ে বাধা হ'ব না

আমি ঘরে বসে ডাকি দেবতারে।

উং—বিদায়, বিদায়।

মকরী—নতি করি পায়।

উং—যদি আর না আসি ফিরে।

মকরী—এস, এস, ফিরে এস জয় নিয়ে ঘরে।

—*—

চিন্তামণি ভট্টাচার্য্য ও হরিপ্রিয়া

(হিরণ্ময়ী হইতে)

ভাল আপদ্ হাড় জ্বালালে যে

আমায় ক'রে ফেল না রে।

তোর আপদ্ যাবে বিপদ যাবে হাড় জুড়াবে যে।

তোকে দেখলে জ্বলে যাই,

ওরে আমিত তাই চাই,

তবে মরিস কেন বাঁদরমুখো আমার তরেতে

তুই মরিস কেন বাঁদরীমুখী চঞ্চলেতে

সে যে মস্ত গুণবান্!

সে যে মস্ত হনুমান।

তার যা আছে তা আর কারো নাই তাই।
তার যা আছে তার চেয়ে বেশী আমার আছে ॥
তোর কি আছে তা বল।
তার কি আছে তা বল।
ওরে গুণের মণি গুণমণি মস্ত গুণী সে
আমি রূপের রাজা সোনায় মাজা আমার মত কে
তোর রূপ নিয়ে তুই থাক্
তার গুণ হবে ঠিক্‌ঠাক,
আমার তাই ভাল তবু তুই ভাল নয় তাই নিছি তাকে।
তোর চাওয়াই সুধু সার হবে সে চায়না তোকে ॥

—•—

দি গ্রামোফোন থিয়েট্রিক্যাল পার্টি।

শিশু বলিদানোদ্যত রাজগুরু, রাজা ও রাণী।

পি ২৩২৫ (প্রথম খণ্ড)

সকলে। মা, মা, মা—
রাজ-গুরু। (ফোঁটা ও মাল্যপ্রদান)
আয় রে বালক।
বহু ভাগ্য তোর—
তাই আজ তোর হীন-প্রাণে,
পাবে ত্রাণ বাংলার রাজবংশধর।

শিশু। আমার এ হীন-প্রাণে
পাবে ত্রাণ বাংলার রাজবংশধর ?
এ হ'তে সন্ন্যাসী
সৌভাগ্য আমার কিবা হবে আর ?
তাই যদি হয়, নাশ অচিরায়,
কিন্তু সম্ভব না হয়, হেন অসম্ভব বাণী।

রাজ-গুরু। ছাড় বাক্য-ঘটা,
রাজার মঙ্গল হেতু,
তোর প্রাণ দিব বলি দান।

শিশু। রাজার মঙ্গল হেতু,
সন্ন্যাসীপ্রবর, তবে তুমি কেন মর নাই,
রাজার মঙ্গল হেতু
বাঁচাইতে বাংলার রাজবংশধর ?
বল রাজা, তুমি ত গো প্রজার রক্ষক,
তুমিও ত পুত্র তরে দিতে পার প্রাণ !
তবে কেন নিতে চাও আমার জীবন ?
যদি একান্তই নিবে,
দাও ছেড়ে একবার রাজা,
দেখে আসি মায়েরে আমার জন্মের মতন।

রাজ-গুরু। সময় বিগতপ্রায়—
কথা শুনিবার অবসর নয়,
রাজা, ধর খড়্গ করে,
রাণী, তুমি যূপকাষ্ঠে শিশু-দেহ কর আকর্ষণ।

অরুণা। প্রভু, একি আজ্ঞা তব!
মাতা হ'য়ে মায়ের দুলালে,
কালের কবলে কেমনে দিব গো ডালি
যূপকাষ্ঠে ফেলি।
দেখ গুরু, সজলনয়ন শিশু
কাতরে করুণা মাগে,
চায় যেন মাতৃ-ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে!
স্নেহধারা মা'র প্রাণে সমভাবে বয়,
মায়ে মায় ভেদাভেদ নাই!
যেই মুখ হেরে, মাতৃবুকে ক্ষীর ধারা ঝরে,
স্বর্গ-সুখ বদন চুম্বনে;
বল গুরু কোন্ প্রাণে,
সন্তানের মাতা হ'য়ে
এ শিশুরে দিব বলিদান!

রাজ-গুরু। রাণি! পুত্রের কেমনে কর অমঙ্গল?

অরুণা। যোগিবর!
ধৈর্য্য আর ধরিতে না পারি,
বালকের কথা শুনে কেঁদে উঠে প্রাণ,
যে অভাগী এ পুত্রের মাতা,
কি দুর্গতি হবে প্রভু তার?
নিজপুত্র তরে পরপুত্র নাশি,
হে সন্ন্যাসী, পুত্রপ্রাণ দাসী নাহি চায়!

ধরি তব পায়, করহ উপায়,
অন্য ভাবে বাঁচাও কুমারে।

রাজ-গুরু। আরে আরে ক্ষীণপ্রাণা দুর্ব্বলা রমণী,
মায়া-মোহে শক্তিনাশ করিস এখন ?
মহারাজ, তুমিও কি যাবে ঐ পথে ?
ওকি ! তোমারও নয়ন-কোণে অশ্রুবিন্দু ঝরে ?

(ক্রোধ দৃষ্টি)

লক্ষ্মণ। ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা কর এ দাসেরে !
সাধু তুমি, সংসার বিরাগী,
নহ ভোগী, জীবন্মুক্ত মহাশক্তিশালী,
নাহি বোঝ সংসার-আসক্ত জীবে।
দেখ ভেবে, সংসারীর প্রাণ অতি সুকোমল,
তাই প্রভো, ক্ষণতরে হ'য়েছি চঞ্চল।
ক্ষম, ক্ষম, আর না কাঁদিব,
আর না ভুলিব মায়া-মোহে।
মন্ত্রপূত পবিত্র বালক !
আয় আয় ত্বরা। (বালককে ধারণ)

অরুণা। (বালককে গ্রহণপূর্ব্বক)
দাও—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, মহারাজ,
না দেখিতে পাও বুঝি রমণীর প্রাণ !
পুত্র-পিতা হয়ে না হ'ও পাষাণ,
পর-পুত্র নাশি চেওনা কুমারে।

আয়রে বালক, মার কোলে আয়,
ভিক্ষায় যাপিব দিন তোরে ল'য়ে আমি,
নরপতি যদি তাঁর রাজ্যে নাহি দেন স্থান।

রাজ-গুরু। রাজ্ঞি! পণ-নাশে ঘটিবে প্রলয়!

অরুণা। হে সন্ন্যাসী! কর—কর প্রণয় ঘটনা।
পুড়ে ভস্ম হব, ধ্বংস হ'য়ে যাব,
নরকে ডুবিব, তবু না হেরিব এ বীভৎস-লীলা!

রাজ-গুরু। হের মহারাজ!
মহিষীর অত্যাচার তব।
এখনও কর নিবারণ,
নতুবা ধ্বংস-বারি করিনু ধারণ! (জল গ্রহণ)

(২য় খণ্ড)

রাজা। হের রাণী, সন্ন্যাসীর ক্রুদ্ধভাব।

রাজ-গুরু। পণ্ড হয়, পণ্ড হয় সব।
এখনও বলি, মঙ্গলের তরে,
ধর রাজা, রাজ্ঞীরে তোমার।
(পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান)

লক্ষ্মণ। হে সন্ন্যাসী! হ'ক্ পণ্ড সব,
পারিব না, পারিব না আর,
সাধিবারে এ নৃশংস আচরণ!

রাজ-গুরু। ত্যজিবারে তুমি পার রাজা,
কিন্তু নিজ সিদ্ধি হেতু আমি না ত্যজিব ;

দাও রাণী, মন্ত্রপূত শিশু!
কার শিশু লও তুমি,
এ বালকে কিবা তব আছে অধিকার?

(গ্রহণ)

অরুণা। হা রাক্ষস! এতই কঠোর তুই!
মহারাজ! চল চল পিশাচের ক্রীড়া-ভূমি হ'তে।

রাজ-গুরু। সাধ্য কিবা রাণী!
অবলা রমণী তুমি—তাই ক্ষমি এতক্ষণ।
থাক দুইজন ঐ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—চিত্র-
পুত্তলিকাসম।
আয় রে বালক!
যূপকাষ্ঠে দে রে গলদেশ।

(বালকের যূপকাষ্ঠে গলদেশ প্রদান)

শিশু। রক্ষা কর আমারে শঙ্করি! মা—মা—

রাজ-গুরু। দাও জয় মা'র নামে সবে!

(খড়্গোত্তোলন)

নেপথ্যে—বল হরি হরিবোল।

(বেগে জয়দেব, পরাশর ও শিশুর মাতার প্রবেশ)

জয়দেব। (শিশুকে যূপকাষ্ঠ হইতে লইয়া)
জননি গো!
এই তোর নয়নের মণি,
কোলে তুলে,
প্রাণ খুলে বল্ হরিবোল।

শিশু-মাতা। বাবা, বাবা, বাবারে আমার!

শিশু। মা, মা!

জয়দেব। হে সন্ন্যাসী! একি তব কুটিল আচার,
সাধনার মিছে কেন কর অপব্যবহার।
এক শিশু নাশি, মুক্ত করি আত্মা তাহার,
কর অন্য শিশুর উদ্ধার!
মা'র নামে কলঙ্ক দিও না,
দেখ—দেখ—মা'র নাম বল ;—
তারা—হরি—মদনমোহন,
রাজার নন্দন, উঠ ত্বরা।

(হাসিতে হাসিতে হেমন্তকুমারের উত্থান)

হেমন্ত! মা, মা! কৈ মা—বাবা বাবা,

অরুণা ও লক্ষ্মণ। বাবা হেমন্ত! বাবা হেমন্ত!

(অরুণাকর্তৃক ক্রোড়ে গ্রহণ)

রাজ-গুরু। একি স্বপ্ন, না—মা তোর মায়া-খেলা!

জয়দেব। ভ্রম তোমার সন্ন্যাসী, হের নয়ন বিকাশি—
মা কোথা তোমার?

রাজ-গুরু। কি, কি, মা নাই আমার?
হের ঐ এলোকেশী, দিগম্বরী, রুধির-লোলুপ প্রাণ,
লক্‌লকি করাল-রসনা মাগিতেছে শিশুর শোণিত
কি, মা নাই আমার—মিথ্যা কথা!

জয়দেব। নহে মিথ্যা কথা, মা ত নয় রুধির-লোলুপা।
মাতৃনামে কলঙ্ক ঘুচাতে, মাতা—
ওই দেখ,—
অসি ত্যজি বাঁশী ধরি—
ধ'রেছেন মদনমোহনরূপ!
(তারা দেবীর মদনমোহন মূর্ত্তি প্রকাশ)
হে সন্ন্যাসী, এক দৃষ্টে কি দেখ আমায়
আমি সেই শ্মশান-নিবাসী জয়দেব।

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ—অ্যাঁ—আদ্যাশক্তি মা আমার—
মদনমোহন হরি! তবে কি শঙ্করি!
শক্তি ও পুরুষে নাই ভেদাভেদ
ধন্য শক্তি তোমার গোঁসাই,
হরিনামে বাঁচাইলে শিশুর পরাণ!
এস সবে প্রাণ ভ'রে বলি হরি হরি,
জগৎপালন শিশু—বিপদ কাণ্ডারী।
(রাজগুরু ব্যতীত সকলে) হরি বোল, হরি বোল।
(রাজগুরু ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

রাজ-গুরু। কি—কি, মা নাই আমার?
ঐ যে মা রক্তমুখী চামুণ্ডা আমার,
করি সুবিস্তার লোল রসনায়,
নর-রক্ত চায়, ধরিয়া খর্পর করে!
রাজা, রাজা, সর্ব্বনাশ হ'ল তোর,

বুঝিবি, বুঝিবি,—রাজত্ব হারাবি
দেখিবি, দেখিবি,—কেঁদে যাবে দিন।
মা—মা, চিন্তা কিগো কাত্যায়নি !
সন্তান যে আমি রই পদাশ্রিত।
ধর মা খর্পর।
দিব এই খড়্গে নিজরক্ত, তোর রাঙ্গা পায়।
(আত্মহত্যা করিতে উদ্যত ও মদনমোহন বেশে
শ্রীকৃষ্ণের খড়্গ ধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর—কি কর সন্ন্যাসী,
আত্মহত্যা সাধুরে না সাজে !

—

পি ৩৩৩৮ জয়দেব ও পদ্মা।

গীতগোবিন্দ-লিখনরত জয়দেব ও পদ্মা আসীন।

পদ্মা— গীত।

ললিত লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর-নিকর- করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীরে ॥
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥
উন্মদমদন-মনোরথ-পথিক-বধূজনিত বিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥
মৃগমদ-সৌরভ-রভস বশংবদনবদলমালতমালে।
যুবজন হৃদয়বিদারণ-মনসিজ নখরুচি কিংশুকজালে।

গোবিন্দের মহাগীতে ভাবোন্মত্ত সদা প্রাণনাথ,
প্রাতঃসন্ধ্যা নাহিক বিরাম,
অবিরাম লিখন পঠনে রত।
প্রভু! প্রভু!
হ'ল ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত বিগত,
সমাগত গঙ্গাস্নানকাল।

জয়দেব। একি—একি!
কি লিখিতে কিবা লিখি!
শোন—শোন—শোন চারুমুখি—
"স্থলকমল-গঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং,
জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণিচরণদ্বয়ং,
সরসলসদলক্তকরাগম্॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম—"
তার পর, তার পর—অর্দ্ধপদ কি লিখিব আর,
কি তার হইবে ভাব, কি তার হইবে ভাষা!
কোন্ ভাবে করিব প্রকাশ! পাই ত্রাস—
অহো, নির্ম্মম ভাবুক,
এইবার শিরে বজ্রপাত তোর!

(২য় খণ্ড)

পদ্মা। কেন প্রভু, এত চঞ্চল হ'চ্ছেন? গঙ্গাস্নান ক'রে এসে চিত্ত স্থির করুন।

জয়দেব। অ্যাঁ—গঙ্গাস্নান, গঙ্গাস্নানে যেতে হবে? পদ্মা, তুমি আমার গ্রন্থখানি তুলে রাখ। আমি গঙ্গাস্নান করে আসি। তাই ত, তাই ত, প্রভু, অর্দ্ধ পদ কিরূপে পূরণ ক'রব?

[প্রস্থান]

পদ্মা। যাই, আমি এবার রন্ধনোদ্যোগ করিগে। পদ্মা, প্রভুর সেবায় তোর দেহ আজ ধন্য! [প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত জয়দেব ভাববশে চলে,
ভাবে দোলে, অর্দ্ধ পদ কিসে করিবে পূরণ।
আসিয়াছে হৃদে যেই ভাব,
কৃষ্ণভক্ত না লিখিতে পারে তাহা।
তবে আমিই লিখিব ভক্ত,
তোর পুণ্যগ্রন্থে আজ,
সেই শ্লোকার্দ্ধ চরণ—
"দেহি পদপল্লবমুদারম্"।
যাই এবে জয়দেব বেশে,
পদ্মাবতী পাশে,
গ্রন্থ লই তার কাছে গিয়া। [প্রস্থান]

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। পদ্মা, পদ্মা লো সুন্দরি,
আন ত্বরা করি—
গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি মোর।

(পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। একি প্রভু! ক্ষণকাল
নাহি হ'তে গত,
প্রত্যাগত কেমনে জাহ্নবী স্নান করি?

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। হয় নাই স্নান সমাপন,
পথিমাঝে হইল স্মরণ,
কবিতার অর্দ্ধ পদ,
অমনি ফিরিনু পথ হ'তে,
আনহ ত্বরিতে,
গ্রন্থ আর মস্যাধার শরের লেখনী।

পদ্মা। আনি প্রভু! [প্রস্থান]

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) সরলা কোমলা পদ্মা
স্বামিভক্তি অতুলনা তার,
বিকার নাহিক হৃদে—
নাহি বুঝে আমি কোন্ জন!
ধন্য সতী, নারীকুলে আদর্শ রমণী—
(প্রকাশ্যে) কই পদ্মা!
(গ্রন্থ, মস্যাধার ও লেখনী সহ পদ্মার প্রবেশ!

পদ্মা! এই নাথ!
গোবিন্দের গীত-গাথা—
মস্যাধার শরের লেখনী।

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। দাও! (গ্রহণ)
যাও তুমি করগে রন্ধন।
নাহি যাব আজ গঙ্গাস্নানে,
এইখানে হব স্নাত।
পদ্মা। যথা আজ্ঞা প্রভু,
স্নানবারি রাখিগে যতনে। [প্রস্থান]
জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ। (গ্রন্থ বাহির পূর্ব্বক)
(স্বগত) ভক্ত জয়দেব,
মরি মরি, তোর প্রাণে ভাবের গাথা!
কবিতার কথা হরে মন প্রাণ।
"স্থলকমল গঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং,
জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণিচ রণদ্বয়ং,
সরসলসদলক্তকরাগম্।
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্"—
এই লিখি ভক্তপ্রাণ অমনি ব্যাকুল,
আকুল অন্তরে ছোটে লেখনী ফেলিয়া।
ভাবে গদ গদ হিয়া ঝরে অশ্রুনীর,
নহে স্থির,
কেমনে লিখিব বলি—
"দেহি পদপল্লবমুদারম্"।
ভক্ত রে, ভক্ত রে,
তোর ভাব নাহি রবে অপ্রকাশ।

পীতবাস আজ নিজে করিবে প্রকাশ,
আপন শ্রীহস্তে লিখি সেই ভাবরাশি।
এস জয়দেব, এস ভক্তবর
কর পাঠ তব গাথা,
"দেহি পদপল্লবমুদারম্"।
দেখ—দেখ অনন্তভুবন,
দেখ—দেখ বিশ্ববাসিগণ,
কৃষ্ণ আজ আপন শ্রীহস্তে লিখে—
ভক্তভাব-গাথা—
"দেহি পদপল্লবমুদারম্"

(পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। প্রভু! স্নানবারি আনিয়াছি ঘরে।
জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ।—চল পদ্মা,
কবিতার অর্দ্ধ পদ হয়েছে পূরণ—
চল এবে স্নান পূজা করি সমাপন।

[পদ্মার প্রস্থান]

(স্বগত) সরলার এখনও স্বামীজ্ঞান মোরে!
এ সারল্য-পুরস্কার কি দিব রে সতি,
তোর হস্তে আজ করিব ভোজন।

পি ৩৭৭১ শ্রীকৃষ্ণ ও বিমলা।

শ্রীকৃষ্ণ গীত।

আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী, বাজ্‌রে বারেক বাজরে বাজ।
বাঁধা সুরে বাজিস্‌ ওরে, আমার ভাবের ভাবুক আস্‌চে আজ॥
বাঁশী বাজত বাজত রাধা রাধা,
যার জন্যে রহি নন্দরে বাধা,
সেই সাধা নাম ভুলিস্‌ কেন, কিসে পাস্‌রে বাধা,
তোর রাধা বুলি কে নিল হ'রে, কে কর্‌লে রে বল্‌ এমন্‌ কাজ॥

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। পাঠশালায় যাচ্ছিলাম, তোমায় দেখে কেমন আমার মাসী বল্‌তে ইচ্ছে হ'ল হাঁগা মাসি—

বিমলা। ইনি আবার কে গো—বা,আবার হাসি দেখ না! কালমুখে হাস্‌চেন, যেন হুঁকোর খোলে দুগ্‌গা নাম লিখ্‌চেন।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। মাসী আমার ঝাঁট দিচ্চেন, যেন মনের ময়লা তুলে ফেল্‌চেন।

বিমলা। বা ছোঁড়া! তুই কাদের রে?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। মাসী বুঝি চাড়ালের মেয়ে?

বিমলা! মর্‌ মুখপোড়া, কথার ঢং দেখ্‌লে?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। বা, মাসীর আমার কেমন বোন্‌পো'র উপর কথার ছিরিছাঁদ দেখলে?

বিমলা। তুই কাদের রে?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। কেন তা ব'ল্‌ব। তুমি পাঁচ জনকে ব'লে দেবে, তাহলে মা আমারে আর তোমার কাছে আস্‌তে দেবেনা। মাসী বোন্‌পুর আবার জেতের খবর কেন গা মাসী?

বিমলা। এ পোড়ারমুখো ছেলে কে গো? একেবারে যে আমায় থ' ক'রে দিলে গা। হ্যাঁ রে তোর কোন্ পাড়াতে ঘর।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। কেন বল দেখি, তুমি এত কথা জিজ্ঞাসা করূচ মাসি! আমিত তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চি না?

বিমলা। আরে উনুনমুখো, পরিচয় জিজ্ঞাসা করব না?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। আমি যদি পরিচয় না দি মাসি!

বিমলা। মর্ মুখপোড়া, দূর হ, সকালবেলা আর ঝালাপালা করিস্‌নে। মুখপোড়া কাদের ছেলে গো, ডিঙ্‌রের ধাড়ি!

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। তুই বেটীও ছ্যাড়া পোয়াতি! আমিও বল্‌বো না, তুইও ছাড়বি না।

বিমলা। দাঁড়া ত!

বিমলা ও পরাজয়।

পরাশর। মাগি তুই বড় নিষ্ঠুর। লোকে স্ত্রীর সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করে ব'লে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে, তুই আমার সেই ধর্ম্মপথে বিঘ্ন দিচ্ছিস!

বিমলা। কি বল্লি হতভাগা; আমি তোর ধর্ম্মপথে বিঘ্ন দিচ্ছি? যা যা তুই যেখানে ইচ্ছে চ'লে যা। আমি তোকে আর কোন কথা বলতে চাই না। বিমলা চিরদিন জ্বালা—যন্ত্রনায় প'ড়ে ছট্‌ফট্ ক'রবে তবু তোকে আর কোন কথা ব'লবে না। তবে আমার উপায়? আমার উপায় যা হয় তা হবে।

পরাশর। ঐ অগ্রসর হ'ন দ্বিজবর,
এ কিঙ্কর চলিল পশ্চাতে।

বিমলা। তাই ত এ মিন্‌সের আক্কেল কি গা? যাবার সময় একবার ফিরে চেয়ে গেল না? মিন্‌সেরটার জন্যে বুকট যে থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠছে! গুণের দেবতা তোমার এই কাজ? আজ বিমলার সর্ব্বনাশ ক'রে ছাড়লে? কেন হরি আমি তোমার কি করেছি? তোমাকে ভজন করিনি বলে? কেন নারায়ণ, তুমিই ত বল, পতিই স্ত্রীলোকের যথাসর্ব্বস্ব, পরমগুরু, জগদীশ্বর! তবে আমার সে জগদীশ্বরকে আজ আমার নিকট হ'তে দূরে নিয়ে গেল কেন? কি যন্ত্রণা! কি জ্বালা! ওগো, পতি-বিরহে নারী কেমন করে বাঁচে? যাই যে মা! অনামূকো আমায় সঙ্গে নে। (উপবেশন ও রোদন)

সহসা বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। গীত।

কার তরে তুই কাঁদিস মাসি কার তরে তুই কাঁদিস—
একলাটী এ মাঠে।
তোর কেউ নেই এখানে, আপন মনে কার তরে তুই ভাবিস্—
এ একটা মজা বটে।
মোয়া দিবি ব'লেছিলি, কেন গো মাসি ভুলে গেলি,
কিসে এমন ব্যথা পেলি, বল্‌না গো মুখ ফুটে,
মায়ের বোন্ মাসী তুই আমার বুকটা যে মা ফাটে—
আমার বুকটা যে মা ফাটে॥

পিং৩৮০৮ চারণীগণের গীত।

সাজাহান।

(সেথা) গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয় গৌরব জিনি ;
(সেথা) গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মায়ের চরণে প্রাণ বলিদানে,
মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি।
(কোরাস্)—
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।
(সেথা) গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণ ;
(সেথা) বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়।
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটীর সহ গর্জ্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে !
(কোরাস্)—
সধবা অথবা বিধবা..............ইত্যাদি।
(যেথা) নাহি অনুনয়, নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে;
(সেথা) রুধির রক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয়-বাদ্য বাজে।
(কোরাস্)
সধবা অথবা বিধবা..................ইত্যাদি।
(সেথা) গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা ;

(সেথা) হয়ত ফিরিবে জিনিয়া সমর,
নয়ত মরিবে হইতে অমর,
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া, হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।
(কোরাস্)
সধবা অথবা বিধবা.....................ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ।

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি,
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"
(কোরাস্)
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"
সদ্যঃ-স্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত।
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেলিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র!
(কোরাস্)
"ধন্য হইল ধরণী......ভারতবর্ষ!"
শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।

কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
(কোরাস)
"ধন্য হইল ধরণী······ভারতবর্ষ !"
জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি,
জননি ! ,তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনী ; জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
(কোরাস্)
"ধন্য হইল ধরণী······ভারতবর্ষ !"

—০—

হিন্দু-মুসলমানের মিলন।

পি ৪৩১১

(মুঞ্জের ছিন্ন শির হস্তে সসৈন্যে হামিরের ও অপর দিক দিয়া আজিম ও সুজন সিংহের প্রবেশ)

হা। মহারাণার জয় হোক্। এই মঞ্জু সর্দ্দারের ছিন্ন মুণ্ড আপনার চরণতলে রক্ষা করলুম।

অ। হামির, প্রাণাধিক, কুলপ্রদীপ! বৎস আমার! তোমার রক্তরঞ্জিত দেহ আজ আলিঙ্গন ক'রে প্রাণের জ্বালা জুড়াই। (আলিঙ্গন) আঃ আঃ।

হা। মহারাণা, দাস পিতৃব্য-ঋণের বিন্দুদংশমাত্র শোধ করেছে, বেশী কিছু করে নাই।

অ। বিনয়ের অবতার, এই ত বীরোচিত মহিমা, প্রকৃত মনুষ্যত্ব! আমার পুত্রেরা কাপুরুষ, তাই ভগবান দয়া করে চিতোরের রাণাবংশের মান রক্ষার জন্য তোমায় এই মহাবংশে প্রেরণ করেছেন। হামির পুত্রাধিক প্রিয়তম! ভেবেছিলাম, চিতোরোদ্ধার করব, অন্তর্ব্বিবাদের জন্য তা হ'ল না। এই মহাসঙ্কল্প উদ্‌যাপন করতে একমাত্র সক্ষম তুমি। তোমায় সে সুযোগ দেবার জন্য আমি অবিলম্বে বানপ্রস্থ-অবলম্বন করব। আমার জীবনের চিরসাধ চিতোরোদ্ধার আজ তোমার হস্তে অর্পণ করলেম। যদি তোমা হ'তে তা পূর্ণ না হয়, তা হলে বুঝি সন্ন্যাসেও আমার মুক্তি হবে না, তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ কর আজ হ'তে চিতোরোদ্ধার তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত হবে!

হা। শপথ করছি—আজ হ'তে চিতোরোদ্ধার এ জীবনের একমাত্র ব্রত হবে।

অ। আঃ, তৃপ্ত হলেম, তৃপ্ত হলেম, তৃপ্ত হলেম! এস বৎস এস শত্রুর রক্ত দিয়ে তোমার উজ্জ্বল ললাটে রাজটীকা পরিয়ে দিই। এই নাও মুকুট নাও। মেবারের নূতন রাণা, আমি তোমায় অভিনন্দন করি, আশীর্ব্বাদ করি। আমি চল্লুম, সকলে নূতন রাণার জয় ঘোষণা কর। (প্রস্থান)

সকলে। জয় মহারাণা হামির সিংহের জয়।

হা। বেশ তাই হোক্। বন্ধুগণ, ভাই সব, এস আজ রাজা প্রজা সকলে মিলে চিতোরোদ্ধারের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করি। সংযম ছাড়া কি সাধনা হয়? সাধনা ভিন্ন কি সিদ্ধি মেলে? আমরা

রাজপুত ; আমাদের কাছে ত্যাগ কঠোর ব্রত নয়,—আনন্দ কর্ত্তব্য। ঘরে ঘরে প্রচার করে দাও—যতদিন না চিতোরোদ্ধার হয় এ রাজ্যে আমোদ প্রমোদ সব বন্ধ। আহেরিয়া দেওয়ালী, ফাগোৎসব প্রভৃতিতে আর সমারোহ হ'তে পারবে না। সমস্ত মেবারে ঘোষণা দাও, যেন সকলে স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ ক'রে সপরিবারে কমলমীরের উপত্যকা ভূমি ও পার্ব্বত্য প্রদেশগুলিতে আশ্রয় নেয় ; নচেৎ তারা হামিরের শত্রুমধ্যে পরিগণিত হবে। যতদিন চিতোরোদ্ধার না হয়, মেবার সন্ন্যাস অবলম্বন করুক, মেবারবাসী সন্ন্যাসী হোক্—।

সকলে। জয় মহারাণা হামির সিংহের জয়।

রণস্থল।

(হামির ও মহম্মদের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও অসিযুদ্ধ)
(বেগে হারাবতীর প্রবেশ)

হারা। অস্ত্র সম্বরণ কর. অস্ত্র সম্বরণ কর !

হা। কে ও মা !—

হা। হামির, এই কি এতদিনের শিক্ষার ফল ?

হা। দিল্লীশ্বর তোমার সম্মুখেই উপস্থিত, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর, কোন বিচারে উনি ধর্ম্মসন্ধি ভঙ্গ ক'রে আবার চিতোর আক্রমণ করতে এসেছেন।

মহ। রাজমাতা, আমিই এ যুদ্ধের জন্য দায়ী। আমিই ধর্ম্ম-সন্ধি ভেঙ্গেছি, আগে উন্মাদ হ'য়েছিলাম কর্ত্তব্যের অনুরোধে,

আজ উন্মাদ হয়েছি আমি নরকের আহ্বানে। যাও মাঁ, অন্ধকারে ডুবতে দাও। মহারাণা রাজপুতের তরবার কি এখন একটা পোষাকের অঙ্গ হয়েছে?

হা। আসুন বাদশা, হাম্বির সাধক রঘুনাথের রক্তে আপনার জন্য তলোয়ার শাণিত ক'রে রেখেছে।

(যুদ্ধোদ্‌যোগ)

হারা—ক্ষান্ত হও, যথেষ্ট হয়েছে। একবার ভেবে দেখ দেখি তোমরা কে? সেই আলোকের অলকা ভারতভূমির দুইটী বিশাল স্তম্ভ। একজন দিল্লীর বাদশা আর একজন মেবারের মহারাণা; একজন ইস্‌লামের প্রতিভূ, আর একজন সনাতন সমাজের প্রতিনিধি। এই দুই মহাশক্তি কি আজ কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মত আপনা আপনি মাথা ঠোকা ঠুকি ক'রে মরবে? যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ, চরিত্রগত অক্ষমতা এ আহবের কারণ হয়, নিজেদের গদি হ'তে নাব—উচ্চাসন তোমাদের সাজে না। তা যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত ক'রে বিদ্বেষের পিপাসা মিটাও, জেদের বিজয় ধ্বজা উড়াও। জাতিকে বিনষ্ট করতে, সাম্রাজ্যকে উচ্ছন্ন দিতে তোমাদের কি অধিকার?

মহ—একি! হাতের তলোয়ার আমার শ্লথ হয়ে আসছে কেন?

হাবা—জানি না, সে কবে পৃথিবী নরশোণিতে কলঙ্কিত হয়েছিল। সেই থেকে এক যুগ আর এক যুগের ওপর শোধ তুলছে—আর পরশ্রীকাতরতা নয়, পরস্বাপহরণ নয়, পরপীড়ন নয়, জগৎকে শান্তি দাও।

হামির ও মহ—এই আমরা অস্ত্র পরিত্যাগ করলেম।

মহ—মা, তুমি আজ অন্ধের নয়ন ফোটালে। আজ এই মহীয়সী মা'র সম্মুখে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—এ জীবনে এ পুণ্য ভূমির দিকে আর লোলুপদৃষ্টি করবো না, চিতোরের ছায়াও স্পর্শ করব না। রাণা তুমি নিঃশঙ্কে রাজ্যভোগ কর।

হারা—তবে একবার তোমরা দু'জনে গলা ধরাধরি করে দাঁড়াও, দেখি যুগের বিদীর্ণ বুক জোড় লাগুক্। একবার ভাই ভাই বলে ডাক ত—মায়ের কাণ জুড়িয়ে যাক্, মায়ের প্রাণ বিশ্ব ছন্দে নাচুক, মায়ের মান জগতের মস্তকে সূর্য্যের মত জলে উঠুক।

মহ—কে তুমি মা—! তুমিই কি মা হিন্দু মুসলমানের জননী? তোমার এক হাতে গৈরিক নিশান, অন্য হাতে অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা। তোমার এক কোলে কোরাণ, অন্য কোলে বেদ। তোমার শিঙ্গার ডাকে—আল্লা—আল্লা—হো! তোমার শঙ্খ ডাকে "হর হর বম্ বম্।

হামির—তবে দাঁড়াও মা, তোমার বরাভয় নিয়ে। তোমার মন্ত্রশক্তিতে আজ দুই ভেঙ্গে আমরা একটা জাতি হ'য়ে গ'ড়ে উঠি।

হার। হামির, এতদিনে তোমার চিতোর উদ্ধার হ'ল। সাম্যের জয় হোক্, সখ্যের জয় হোক্, শান্তির জয় হোক্।

———

পি ৪৩৯৬ মেবার পতন।

কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ’!
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ’॥
পরের পরে কেন এ রোষ নিজেরাই যদি শত্রু হোস্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ’।
শত্রু হয় হোক না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক ভণ্ড যে তাহারে দূর করিয়া দে—
সবার বাড়া শত্রু সে আবার তোরা মানুষ হ’।
জগৎ জুড়ে দুইটী সেনা, পরস্পরে রাঙ্গায় চোখ;
পুণ্য সেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক;
ধর্ম্ম যেথা সে দিক্ থাক, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ’॥

রণভেরী।

বুদ্ধ পয়গম্বর, আল্লা মহেশ্বর
এক দেবতা বহু নাম।
কুম্ভল সবকোই এক কারিগর
যোহি খোদা ওহি শ্যাম॥
শত নদী ধাওত এক সাগর পানে
সকল ধূম রাশি মিলিত মেঘ সনে

বরষা বারি যত ধরাতলে গিরত
ভিন্ন ধর্ম্ম এক কাম।
ভাই ভাই মিলকে খুসি হো যাও দোনো
যুগল কণ্ঠে কর ধর্ম্মগুণগান,
বিচারে নাহি ভেদ শ্রীহরি মহম্মদ
ডাক রহিম ডাক রাম ॥

—:—

পি ৬৩৮১ বরুণা।

গোয়ালিনী লো তোরশ্যাম যে এখন হয়েছে রাজা
সে আর ভাঙ্গবে নাকো দুঃখের কেঁড়ে খাবে না কো সরভাজা
সাধের বেণু বেচে কাণু ধনু ধরেছে,
সঙ্গোপনে বেদের বনে হরিণ মেরেচে
(আমরা) তাই বেচতে এসেছি হাটে,
দেখি কাটে কি না কাটে
সূর্য্যি না বসতে পাটে কিনে নিয়ে যা—
সাধের ননী সিকেয় তোল করবি যদি গরম ঝোল্
বিকিয়ে যায় চট্ ক'রে আয় এখনো তাজা।

———

বরুণা।

(বঁধু) নাগাল আর পেলেম রে তোর কই।
মরম ছিঁড়ে নিলি যদি রে কেন করিলিনি কো জল সই।

কখন এলি কখন গেলি কখন ধরলি বাণ।
কোন ফাঁকেতে বিঁধে নিলি বুনো পাখীর প্রাণ।
আঁধারের ঝোপে পাখী ছিল ঘুমেরই ঘোরে।
চোরের মত লুকিয়ে এলি পালিয়ে গেলি ভোরে।
কোন্ পথে পালালি বঁধু নিশানা নাইকো তার
গেলি গেলি ফেললি কেন গলার সোণার হার॥

পি ৬৪৫৯। কিন্নরী।

যারে না দেখে প্রাণটা উড়ে গেছে
তারে দেখে না জানি হবে কি।
যারে পেতে গেলে আগে যেতে হয় গলে,
তারে পাওয়াটা কি চালাকি।
যার চোখ আছে চোখে চাউনি আছে,
গলায় আছে মিঠে কাসি।
যার পরাণ পোড়ানি হিয়া দগদগি
ঠোঁটের আড়ালে হাসি॥
সে যে হাঁ করে দাড়ায়ে দুয়ারে
গান গায় সুরে নাকি।
চল চল্ তারে দেখা দিয়ে আসি
আর চলে নাকো ফাঁকি॥

সে নাকি বড় সুন্দরী শুনে এলাম লোক মুখে।
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা কিবা মুখ চোখ নাক।
চোখ চেয়ে দেখা পরের কথা চোখ বুজে দেখে তাক॥
তার চলন বলন ধরণ বুঝে নেবে আঁচে আঁচে।
(যদি) চোখ দিয়ে শোন কান দিকে দেখ
তবু যেয়ো নাকো কাছে
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা
দেখে কেউ ফিরে নাকো।
আর 'আহা' কিবা কাজ নেই
বাবা মাথা গুঁজে ঘরে থাকো॥

—০—

পি ৬৫৫৭ সুদামা।

কাল রূপের ঢেউ ছুটেছে
দেখবি যদি আয়।
প্রেমের গাঙে বান ডেকেছে
ডুববি যদি আয়॥
এ রূপের নাই সীমানা
দেখলে পরে মন মানে না,
দেখেছি প্রাণ সঁপেছি
আছি বাধা রাঙা পায়॥

———

স্থদামা।

সই কার বাঁশী বেজে উঠেছে।
বংশীবদন কালশশী ছুটে চলেছে॥
ফুরিয়েছে কার দুঃখের রজনী
কার মনের বনে ফুল ফুটেছে বল লো সজনী,
কোন্ গোকুলে প্রেম যমুনে উজলে উঠেছে,
কুলহারা কে আকুল হ'য়ে কেঁদে ডেকেছে॥

—•—

সন্ধির প্রস্তাবে ভীমের ক্রোধ—১ম খণ্ড।

পি ৬৫৭৬

ভীম। বৃথা অনুরোধ মোরে কোরে না পাঞ্চালী!
অগ্রসর বহুদূর কুরুক্ষেত্র রণে,—
কেমনে নিবৃত্ত হ'ব তায়?
কৌরব সহায়—ভীষ্ম পিতামহ,
দুর্ব্বিসহ বল বিক্রম যাঁহার,—
নিমজ্জিত হতাশ-আঁধারে—
একাধারে দুর্য্যোধন আদি শত্রুগণ।
হয় মনে আশার সঞ্চার,
মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূরিবে নিশ্চয়!
পিতৃরাজ্য অধিকার হবে,
মিটিবে দারুণ প্রতিহিংসা তৃষা—
দুর্য্যোধন-দুঃশাসনে দণ্ডিয়া দ্বৈরথে।

দ্রৌপদী। ক্ষমা কর বৃকোদর !
কাতর অন্তর মম এ ভীষণ রণে।
গুরুবধ—ব্রহ্মবধ—স্বজন নিধন,
ছার রণে করি অগণন,
সুখ শান্তি হারা মন,—
হইবে দহন তীব্র অনুতাপানলে।

ভীম। শান্তি কোথা হৃদয়ে আমার ?
কিন্তু একি তব অদ্ভুত আচার ?
হেন ভাবান্তর কি হেতু তোমার—
বুঝিতে না পারি আজি !
শক্তিস্বরূপিনী দ্রুপদনন্দিনী তুমি,
ভগ্নপ্রাণ পাণ্ডবেরে,
সমরে উৎসাহ কত দেছ চিরদিন,
সে শক্তি বিহিনা এবে কেন বীরাঙ্গনা ?
কি হেতু ভাবনা এত কহলো ভামিনী ?

দ্রৌপদী। পাণ্ডবের হিতচিন্তা সতত আমার,
তাই অকল্যাণ ভেবে ভয়ে মরি।
হে বীরকেশরী !
মিলি ধর্ম্মরাজ সনে—
সন্ধির প্রস্তাবে পার্থ এবে যত্নবান ;
এ সন্ধি-স্থাপন-কার্য্যে বাধ্য নাহি দেহ।

ভীম। সন্ধি ? মিত্রতা মিলন কৌরবের সনে ?
এ জীবনে আমা হ'তে কভু না হইবে।

বক্ষঃ রক্তপানে যাহাদের,
লোলুপ রসনা মম বহুদিন হতে,
পদাঘাতে চূর্ণিত যাহাদের শির,
অস্থির এ উত্তেজিত হিয়া ;
দিয়া বিসর্জ্জন,
বীরগর্ব্বদর্পমান ক্ষত্রিয়-ধরম,
সরমবিহিন কুক্কুরের মত,
পদানত হবে গিয়ে সে কুরুকুলের ?
তুষানলে প্রাণ বিসর্জ্জন—
তার চেয়ে নহে তো কঠিন !
এত হীন ঘৃণ্য মোরে ভেব না পাঞ্চালি !
এ বাহু যুগল—
এখনও ধরে বল সহস্র করীর !
বজ্র হ'তে কঠিন শরীর—
অযুত সিংহের শক্তি প্রতি লোম কূপে।
শুন মম কঠোর পণ,
যদবধি কুরুগণ না হবে নিধন,
রণে ক্ষান্ত কভু নাহি দিব !
ভগ্ন-উরু কুরুপতি পড়িবে সমরে,
প্রাণভরে করি দুঃশাসন রক্ত পান,
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ—
কৌরব পাণ্ডবে বাদ তবে অবসান।

দ্রৌপদী। ক্ষমা করহে বীরপুঙ্গব !

ভীষ্মের পতনে—
ক্ষোভিত ব্যথিত প্রাণে বিষণ্ন অর্জ্জুন,
ধনুঃশর ক'রেছে বর্জ্জন,
অধর্ম্ম-অর্জ্জনে সাধ নাহি আর তার!

ভীম। কিবা ক্ষতি তায় কহ বরাননে?
অর্জ্জুন বিহনে—
বৃকোদর ভীত হবে সমর প্রাঙ্গণে?
পার্থের সমর সাধ পূর্ণ যদি প্রাণে
রণাঙ্গনে যেতে কে সাধে তাহারে?
ভীম নাহি চায় কভু সাহায্য কাহার!
নাহি যার অর্জ্জুন সোদর—
এতই কাতর সে কি আপনা রক্ষিতে?
যাও—কহ গিয়ে পার্থে সমাচার,
তার সহায়তা নাহি চাহি রণে,—
একাকী বিপক্ষগণে ভেটিব আপনি।
প্রমত্ত মাতঙ্গ একা অবাধে যেমন
কদলীকানন করে বিদলিত,
সেই মত একা রণে মথিব অরাতি!

—•—

সন্ধি প্রস্তাবে ভীমের ক্রোধ—২য় খণ্ড।

অর্জ্জুন। ক্ষমা কর দেব, অধমের অপরাধ,
নাহি সাধ আর বাড়াইতে পাপভার!

পূজ্য গুরু ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ জনকের,
সন্ধি স্থাপন তাঁহাদের সনে,
নহে কভু হীনতা স্বীকার ;
অপমান কিসে তাহে আমা সবাকার ?

ভীম। যাও ভাই—বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন,
কর যাহা চায় নিজ মন,
সুধায়ো না—বোলো না আমারে।
যাও অনুরক্ত হও অরাতিগণের,—
অন্তরের বাসনা পূরাও !
ত্যজ মোরে—নাহি করি ভয় !
শুন ধনঞ্জয়—
দুর্ভেদ্য হিমাদ্রিবৎ অচল অটল,
প্রতিজ্ঞা পালনে ভীম জেনো চিরদিন।
যতক্ষণ রক্তস্রোত বহিবে শিরায়,
সক্ষম ধরিতে গদা বাহু যতক্ষণ—
রণে ক্ষান্ত দিব না নিশ্চয় :
শতপুত্রহারা কাঁদিবে গান্ধারী,
হাহাকার কুরুকুলে
ভীমরোলে হইবে উত্থিত ;—
কুরুনারী যত,
ভাসিবে সতত নয়ন জলে,—
নির্ব্বাপিত হবে তাহে হৃদয়-অনল !
মহাপাপী নীচ দুর্য্যোধন—

পাঞ্চালীরে দেখাইয়া উরু
কুরু সভামাঝে করিলা ইঙ্গিত ;—
গদাঘাতে ভঙ্গ করি সেই উরু তার,
দ্রৌপদির ধার শোধিব নিশ্চয়।
ভীষণ সার্দ্দূলসম প্রবেশ আহবে
যবে দুষ্ট দুঃশাসনে করি নিপাতিত,
বিদারিত করি বক্ষ নখর-আঘাতে,
পারিব করিতে তার তপ্ত রক্ত পান ;—
সেই শোনিতের ধারা মাখি দুই করে,
লাঞ্ছিতা কৃষ্ণার ঐ এলো-কেশরাশি,—
হাসি মুখে যবে করিব বন্ধন,
নিভিবে তখন—দারুণ হৃদয়জ্বালা মোর।

অর্জ্জুন। পদে ধরি বীরবর—
শান্ত কর ক্রোধ, মানহ প্রবোধ,
অবোধ অনুজে ক্ষমা করহে ধীমান্।
ওহে মতিমান—
তোমার সমান বীর কে আছে ধরায় ?
কেবা নাহি জানে হে তোমায়—
একা তুমি বিমর্দ্দিতে পার শত্রুকুলে।
কিন্তু প্রভু করহে বিচার,
অসার ঐশ্বর্য্যসুখ ছার রাজ্যভোগ,—
জ্ঞাতি হত্যা পাপভোগ—
পরিণামে কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক !

ভাবি তাই—
ব্রহ্মহত্যা গুরুহত্যা কত বা করিব ?
ছি ছি ঘৃণা ধরে না অন্তরে—
এরি তরে ধনুর্ব্বাণ শিক্ষা কি আমার ?
চিরদিন মহাপাপ করিতে সাধন,
জননী জঠরে মোরে করিলা ধারণ ?

ভীম। হে ফাল্গুনি !
জননীর নাহি দোষ তায় !
বীরমাতা বীরপুত্র প্রসবে সতত,
ভীরু কাপুরুষ মেষশাবকের মত,
স্তন্যদানে কভু নাহি পালে বীরমাতা
ভাল শিক্ষা পাইয়াছ ভ্রাতা
গীতামৃত কথা শুনি নারায়ণ মুখে !
বড় দুঃখে দুঃখিত অন্তর তব—
ভীষ্ম দ্রোন গুরু ব্রহ্মবধ ভয়ে !
কিন্তু—বল দেখি মোরে,
কোথা ছিল তব ভীষ্ম পিতামহ—
দ্রোণাচার্য্য পূজ্য গুরুজন,—
কৃষ্ণার কোমল কেশ ধরিয়া যখন,
দুঃশাসন নরাধম—
আকর্ষণ করিয়া সবলে—
সভাস্থলে এনেছিল সমক্ষে সবার ?
রাহুগ্রাসে হেরি পূর্ণশশী,

অধোমুখে রহিলাম বসি—
সুপ্ত ভুজঙ্গের প্রায় পঞ্চ সহোদর,
পড়ে নাকি মনে বীরবর ?
সহায় বিহীনা—দুর্ব্বলা রমণী—
অত্যাচার প্রপীড়িতা—
অভিষিক্তা অশ্রু শতধারে,—
উচ্চকণ্ঠে করজোড়ে সাধিল সবারে,
"রক্ষা কর রক্ষা কর অবলা বালায়,"
কহ ধনঞ্জয়, কোথা ছিল সে সময়,
স্নেহময় পিতামহ দ্রোণগুরু তব ?

—:০:—

আবনের বিচার—১ম খণ্ড (মিশর কুমারী)।

পি ১০৫৭

সামন্দেশ। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, যে তোমরা এখনও সেই দুর্ব্বৃত্ত খারেবকে ধরে আনতে পার্লে না। একটা সামান্য কাফ্রি কুক্কুর তোমাদের যুবরাজ রামেশিসের উপর আক্রমণ করে এতগুলো মিসরী সৈনিকের চেষ্টা ব্যর্থ কর্চ্ছে, এর চেয়ে লজ্জার বিষয় তোমাদের আর কি আছে ?

সেনানী। প্রভু, চেষ্টার কোন ক্রটী হচ্ছে না। কিন্তু সে যে কোথায় পালিয়েছে কোনই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তার জন্য শুধু কাফ্রি পল্লী কেন, সমগ্র কর্ণাক সহর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু কোন ফলই হয় নি।

সামন্দেশ। বৃদ্ধ আবনকে-জিজ্ঞাসা করেছিলে? সে কি বলে?

সেনানী। বলে সে জানে না।

সামন্দেশ। আর মূঢ় অকর্ম্মণ্য তোমরা অনায়াসে তাই বিশ্বাস কচ্ছ? যাও, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। সেই বৃদ্ধ শয়তানকে এই মুহূর্ত্তে ধরে নিয়ে এসো। হয় সে খারেব কোথায় আছে বলবে, না হয় নিজে তার হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

সেনানী। চল বুড়ো হারামজাদ, তোর নষ্টামি ভাঙছি। আমাদের সঙ্গে চালাকি—বটে?

আবন। উঃ হুঃ হুঃ! মেরো না, আর মেরো না,—তার চেয়ে আমায় একেবারে মেরে ফ্যাল, আমার সমস্ত অপরাধের শাস্তি হয়ে যাক।

সেনানী। আবন, তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি প্রভু সামন্দেশের সম্মুখে।—শির নত কর।

আবন। শির নত করব? কেন? কার সম্মুখে? এর সম্মুখে শির নত করব? এ তোমাদের প্রভু হতে পারে, আমার কে? আমার কাছে তোমরাও যা, এও তাই, অত্যাচারী হিংস্র পশু। এরই অনুচরেরা এই বৃদ্ধ আবনের শ্বেত শ্মশ্রু কেশ উৎপাটন করেছে—পদাঘাতে, মুষ্ট্যাঘাতে তার কাল চামড়ার উপর রক্তের ঢেউ খেলিয়ে দিয়েছিল। আর আমি এর সামনে শির নত করব?—না এত কৃতজ্ঞতা আমার নাই।

সেনানী। তবে রে বর্ব্বর, বেয়াদপ!—

আবন। মার, মার, যত পার মার। আর আমি ভয় করব না, আর নিষেধ করব না, আর মিনতি করব না, করে দেখেছি কোন ফল হয় নি। তোমাদের যতটুকু শক্তি ততটুক্ কর্ত্তে কসুর করনি, আর কি করবে?

সামন্দেশ। ক্ষান্ত হও, আর মেরো না। আবন থারেব কোথায়?

আবন। আমি জানি না। আর জানলেও বলব না। কেন বলব? তোমরা কি মনে কর তোমরা তাকে নিয়ে কি করবে তা আমি জানি না? সে পিতৃমাতৃহীন অনাথ—আমি তার পিতামাতা। না বলব না—জানলেও বলব না।

সামন্দেশ। আবন, আবন, রসনা সংযত করে কথা কও, আমরা তাকে চাই। সে অপরাধী, আমরা তার বিচার করব।

আবন। বিচার! মিশরীর কাছে কাফ্রির বিচার? হাঃ হাঃ হাঃ একটা হাসির কথা বটে। কি বিচার করবে? পুড়িয়ে মারবে?—না জ্যান্ত অবস্থায় করাত দিয়ে চিরে ফেলবে—না তার গায়ের চামড়া খুলে নেবে—এই তো তোমাদের বিচার? সামন্দেশ, সে যদি অপরাধী তোমরা যে তার চেয়ে হাজার গুণে অপরাধী। তোমরা যে কাফ্রি জাতিটার উপর এত অত্যাচার কর্চ্ছ, তার হিসেব রাখ? তোমাদের অপরাধের কাহিনী শুনলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, পাহাড়ের পাথর কেঁপে উঠে, মরা মানুষ শত বর্ষের ঘুম থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্য শিউরে জেগে ওঠে! তোমাদের এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি আমরা একটি কথা কই, তবেই আমাদের গুরুতর অপরাধ হয়।

মনে করো না তোমাদেরই এই সব অপরাধের বিচার নাই। তোমাদেরও একদিন বিচার হবে,—সেইদিন—ওইখানে—তিনি বিচার করবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সামন্দেশ। শোন আবন, তোমার প্রলাপ বাক্য আমি শুনতে চাই না। এখন খাদের কোথায় তুমি বলবে কি না?

আবন। না।

সামন্দেশ। আমার আদেশ।

আবন। তোমার আদেশ আমি মানি না।

সামন্দেশ। মহামান্য ফারাওয়ের আদেশ।

আবন। কে ফারাও? কিসের ফারাও? আমি বাঁচি কিম্বা মরি তাতে তার কি আসে যায়?—তবে কেন সে আমার ফারাও?

সামন্দেশ। কেন?—যেহেতু—

আবন। যে হেতু আমি কাল কাফ্রি। কেমন, এই তো? কেন, কাফ্রিরা কি মানুষ নয়? তাদের কি সুখদুঃখ নাই? একই আকাশের নীচে, একই সূর্য্যের উত্তাপে, একই ফলে জলে শস্যে কাফ্রি আর মিশরী কি জীবন ধারণ করে না। তবে কিসের জন্য তোমাতে আমাতে এত তফাৎ? তোমার সুখ—সুখ, আমার সুখ তোমার জুতোর তলার মাটী। তোমার রক্ত—রক্ত, আমার রক্ত তোমার নর্দ্দমার পচা জল?—তোমার মাথা—মাথা, আমার মাথা তোমার লাথী মারবার জায়গা?

সামন্দেশ। আবন, আবন! এই আমি তোমায় শেষবার জিজ্ঞাসা কচ্ছি—খারেব কোথায়?

আবন। আমি বলব না।

সামন্দেশ। দুনিয়ার কলঙ্ক, নরকের কুক্কুর বর্ব্বর কাফ্রি মিসরের সম্রাট-শক্তির অবমাননা কর্লে তার ফল কি হয়, প্রত্যক্ষ দেখ। যাও একে যেমন করে নিয়ে এসেছ তেমনি করে গলায় দড়ি বেঁধে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়ে নিয়ে এস। তারপর একে সিংহের মুখে নিক্ষেপ কর। যাও।

রামেশিস। ক্ষান্ত হও—প্রভু, আমার একটী ভিক্ষা—

সামন্দেশ। তুমি কি চাও যুবরাজ?

রামেশিস। এই বৃদ্ধের জীবন ভিক্ষা চাই। একে দিয়ে আমার কিছু প্রয়োজন আছে।

সামদেশ। ভাল আমি এর প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করলেম, কিন্তু একে ক্ষমা কর্ত্তে পারি না। এ মিশরের সম্রাট শক্তিকে মানতে চায় না। একে তার ক্ষমতা বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। সমগ্র কাফ্রি পল্লী এর অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে। যাও কাফ্রি পল্লীর চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দাও। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যেন তার চিহ্ন অবধি মুছে যায়।

আবন। না না, তা করো না, তা করো না। বৃদ্ধ আবনকে যত পার শাস্তি দাও,—তাকে দগ্ধে দগ্ধে মার। তার গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে তোমার জুতো তৈরী কর। গায়ের মাংস কেটে নিয়ে তোমার পোষা কুকুরকে খাওয়াও। একের অপরাধে সকলের সাজা দিও না। কাফ্রিরা বড় গরীব, তারা

দিন-মজুরী করে খায়। তাদের মাথা রাখবার ঠাঁইটুকু পুড়িয়ে দিয়ে তাদের পথে দাঁড় করিও না। আর তুমি,—মিসরের ভাবী সম্রাট, এক হীন কাফ্রির জীবনে তোমার কি প্রয়োজন সে তুমিই জান—একের অপরাধে সকলের সাজা দিও না। তুমি তোমার দয়া ফিরিয়ে নাও, যুবরাজ, আমায় মর্ত্তে দাও, আমায় মর্ত্তে দাও।

সামন্দেশ। বাতুলের প্রলাপ শোনবার আমার অবকাশ নাই। সৈন্যগণ, যাও, আদেশ পালন কর: এখনি এখান থেকে ওকে বের করে দাও। এই হতভাগ্য কাফ্রি জাতিটা কি পৃথিবীতে না থাকলেই চলত না? হায় পিতা সুট! তুমি মিশরের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হয়েও এ কি অজ্ঞানের কাজ করে গিয়েছ! আমি কাফ্রি ক্রীতদাসীর সন্তান, এ দুঃখ কি রাখবার ঠাই আছে? শৈশবে মাতৃহীন, জ্ঞানাবধি আমার গর্ভধারিণী কাফ্রি মাকে দেখিনি। গৃহে তার একখানি ছবি আমার কলঙ্কের নিশানা স্বরূপ পিতা স্বহস্তে এঁকে রেখে গিয়েছিলেন। ও হোঃ হোঃ।

জগৎসিংহ ও ওসমান্।

পি ৫৮২৩ (দুর্গেশনন্দিনী হইতে)

ওসমান। (স্বগত) আমি শান্তি চাই না, এ অপেক্ষা শতগুণ জ্বালা জ্বলুক, আমার প্রতিহিংসা তৃষা শতগুণে বৃদ্ধি হোক। আয়েষা কখনও আমার হবে না—আমি নিশ্চয় জানি। তবু বলবতী আশা আমার হৃদয়ে বিরাজিত। একদিনও কোন

প্রতিদান পাইনি তবু আশা, ভ্রাতৃস্নেহ ব্যতীত অপর স্নেহের ছায়াও কখন সে মুখে দেখিনি, তবুও আশা, হয় ত মৃত্যু নিকট তবুও আশা, বোধ হয় আশাই আমার সঙ্গের সাথি। আয়েষাকে ভুলবো সে শক্তি আমার নেই, অগ্নি অগ্নি! চতুর্দ্দিকে দেখছি আয়েষা জগৎসিংহ, আয়েষা জগৎসিংহ! দিবারাত্র শয়নে স্বপনে সেই ছবি বিরাজিত; সে ছবি আর দেখবো না, খালি আয়েষা আমার হৃদয়ে থাকুক নচেৎ স্মৃতি নির্ব্বাণ হোক। কি কৌশলে দুর্গজয় করেছিলেম, শত্রু করে আমার প্রাণের নিধি বিলিয়ে দিলেম; শত্রু অস্ত্রে কেন আমার মৃত্যু হয় নি; কঠিন প্রাণে কত যন্ত্রণাই সহ্য হয়! শান্তি শান্তি! না না জ্বলবো জ্বলবো! জ্বালায় প্রতিহিংসা তৃষা বাড়বে।

জগৎসিংহ। সেনাপতি এখন বিদায়।

ওসমান। বিদায়! আপনি আমার সুহৃদ আপনাকে বিদায় দিব কি, আপনাকে আমি বিদায় দিতে পারবো না, শুনুন্ বিশেষ কথা আছে।

জগৎসিংহ। এসব কি?

ওসমান। এসব আমার আজ্ঞা ক্রমে হয়েছে। আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে মহাশয় আমায় এই কবর মধ্যে সমাধিস্থ করবেন, কেহ জানবে না; আর যদি আপনি দেহ ত্যাগ করেন, তবে এই চিতায় ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনার সৎকার্য্য করবো, অপর কেউ জানবে না।

জগৎ। আপনার কথার তাৎপর্য্য কি?

ওসমান। আমরা পাঠান, অন্তঃকরণ প্রজ্জ্বলিত হ'লে উচিত'-অনুচিত জ্ঞান থাকে না ; এ পৃথিবীর মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হবে না ; একজন এই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করবে।

জগৎ। আপনার কি অভিপ্রায় ?

ওসমান। সশস্ত্র আছ, আমার সহিত যুদ্ধ কর। সাধ্য হয় আমাকে বধ করে আপনার পথ মুক্ত কর, নচেৎ আমার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করে আমার পথ ছেড়ে যাও।

জগৎ। ওসমান, ক্ষান্ত হও, আমি পরাভব স্বীকার করলাম।

ওসমান। এত জান্‌তাম না যে রাজপুত সেনাপতি মর্‌তে ভয় পায়, যুদ্ধ কর, আমি তোমায় বধ করবো, ক্ষমা করবো না। তুমি জীবিত থাক্‌তে আয়েষাকে পাবেনা।

জগৎ। আমি আয়েষার অভিলাষী নই।

ওসমান। তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, কিন্তু আয়েষা তোমার অভিলাষী। যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই।

জগৎ। আমি যুদ্ধ করবো না। তুমি অসময়ে আমার জীবন রক্ষা করেছ ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করবো না।

ওসমান। যে রাজপুত শিপাই যুদ্ধ কর্‌তে ভয় পায়, তাকে এইরূপে পদাঘাতে যুদ্ধ করাই।

জগৎ। উত্তম, প্রস্তুত হও, এই আমি তোমায় ভূতলে শায়িত কর্‌লেম। ওসমান্ কেমন, যুদ্ধ সাধ মিটেছে ত ?

ওসমান। জীবন থাক্‌তে নয়।

জগৎ। এখনই ত জীবন শেষ করে দিতে পারি।

ওসমান। কর, নচেৎ তোমার বধাভিলাষী শত্রু জীবিত থাক্‌বে।

জগৎ। থাকুক, রাজপুত তাহাতে ভয় করে না। তুমি মুসলমান হয়ে রাজপুতের শরীরে পদাঘাত করেছিলে; এইজন্য তোমার এই দুর্দ্দশা কর্‌লেম; নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নয়, যে উপকারীর অঙ্গ স্পর্শ করে, যাও এখন যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।

ওসমান। এখনও আরও কি বাকী, আরও অদৃষ্টে কি আছে। মৃত্যু—না সে ইচ্ছা এখন নাই এখনও আয়েষা, এখনও আয়েষা। জগৎসিংহ জীবিত রইল। অতি নিষ্ঠুর। আমায় বধ করলে না। জানে না জানে না—আমার অবস্থা জানে না— তা হলে দয়া করে বধ করতো। আমার যন্ত্রনা সে বুঝ্‌তে পারেনি। এখনও আয়েষা, এখনও আয়েষা।

ভৃঙ্গসেন ও নাগরিক।

ভৃঙ্গসেন। আহা হাহা আরে অধীর হও কেন? আমি বিচারপতি, আমায় মান না যে হে। আরে চোপ চোপ, আরে ব'সো ব'সো, কথা শোন না।

নাগরিক। সেনজা মশাই, আমার একটা মীমাংসা ক'রে দিতে হবে।

ভৃঙ্গ। হবে না কি? তোমার একটা মীমাংসা, তা আর কর্‌বো না?

নাগরিক। (প্রথম নাগরিককে দেখিয়া) আমি আগে ব'লচি!

ভৃঙ্গ: বল, বল, বল ত বাপু।

নাগরিক। আমার একটা বাড়ী আছে, দেখেচেন ত?

ভৃঙ্গ। বাবা চোখ রয়েছে, তোমার গিয়ে বাড়ী রয়েচে, তা দেখচিনি!

নাগরিক। আজ্ঞে বাড়ীর সঙ্গে খানিকটে জায়গাও ত আছে?

ভৃঙ্গ। আছে নাকি? বাড়ীও আছে, আবার তার সঙ্গে খানিকটে জায়গা আছে? তা আর থাক্‌বে না আহা—

নাগরিক। তাইতে দুটো ডাঁটা আর লাউ ক'রে হাটে বেচতে গিছলুম।

ভৃঙ্গ। ও বাবা, তোমার বাড়ীও আছে, জায়গাও আছে, আবার তাতে ডাঁটাও ফলিয়েছ। তা তোমরা গেছ নাকি? খুব করেছ, হাটে নইলে কি আর ঘরে বেচবে!

নাগরিক। আজ্ঞে হাটে গিয়ে যেই তরকারী আর সেই লাউ নামিয়েছি, অমনি জমিদারের লোক তোলা নিতে এলো।

ভৃঙ্গ। বলি, সে লাউটা কি খুব মস্ত ছিল আহা—তা নেবে বৈ কি। তাদের হাটে গেছ, তোমার গিয়ে তুমিই বিক্রি কর্‌বে হে?

নাগরিক। তা দিই নি ব'লে কি না মাল্লে!

ভৃঙ্গ। অ্যাঁ মাল্লে নাকি? যাক, তা আর মারবে না বাপু, তাদের হাটে গেছ, লাউ দেবে না, উল্টে গিয়ে ঝগড়া ক'রবে, তা আর মারবে না?

নাগরিক: তা কি রকম হ'ল, মারবে কি রকম?

ভৃঙ্গ। অন্যায় বটে, তা তোমার গিয়ে অন্যায়টা বটে।

নাগরিক। শেষকালে কি না, লোক আন্‌লে!

ভৃঙ্গ। অ্যাঁ আন্‌লে নাকি? আহা তা আর আন্‌বে না, তোমরা হ'লে চাষার মদ্দ, তোমাদের মারবার জন্য লোক ত আন্‌বেই।

নাগরিক। অ্যাঁ! শেষে আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে নিলে!

ভৃঙ্গ। সব নিয়ে নিলে? আহা, তা আর নেবে না বাপু, তোমাদের বজরাখানা পর্য্যন্ত কেড়ে নলে। তা কি কর্ব্বো বলো, তোমরা ঝগড়া কল্লে, মারামারি কল্লে, মার খাওয়ার জন্য লোক আন্‌লে, তা আর তোমাদের বজরা নেবে না?

নাগরিক। অ্যাঁঃ কি রকম হ'ল, তা হ'লে আমাদের মীমাংসাটা কি রকম কি হ'লো?

ভৃঙ্গ। পর দিয়ে ঘরের ঝগড়া মেটাতে গেলে, এর চেয়ে আর কি হবে বাপু, বাকীটুকু তোমরাই আপোষে সেরে ফেল, ও সব যায়গায় ঐ রকম মীমাংসা।

নাগরিক। তা বল্‌লে সেনজা মশাই ছাড়চিনি, আমাদের একটা মীমাংসা করতেই হবে।

ভৃঙ্গ। আহা—হা—হা কচ্ছি, বসো না বসো. তোমরা যে আমায় মান্‌তে চাও না, একেবারে মারতে উঠেছ। আমি রাজার প্রতিনিধি, আমি বিচারক, একটু বিচার করবার চিন্তা করতে দাও না—থাম না।

———

পি, ৫৮৯৬ গুরুদক্ষিণা।

বিষ্ণু। আরে কি হে নেড়া যে! বলি, ভাল তো?

অম। আজ্ঞে, আমার নাম অমল।

বিষ্ণু। আহা অমল, তা কি আমরা জানিনি? তা ঐ ছোট বেলা থেকে আমরা ঐ নেড়া ব'লেই ডেকে আসছি!

অম। আজ্ঞে ছোট বেলায় তো আমরা এখানে থাকৃতুম না, এই মোটে ছ'মাস হল প্রথমে এদেশে এসেছি।

বিষ্ণু। বিলক্ষণ! তোমায় কোলে ক'রে তোমার বাপ বৃন্দাবন রোজ সকালেবেলা আমাদের ওখানে চা খেতে যেত।

অম। আজ্ঞা, আমার বাবার নাম ত বৃন্দাবন নয়— শ্রীশকুমার।

বিষ্ণু। আহা হ্যাঁ হ্যাঁ শ্রীশকুমার শ্রীশকুমার তা জানি, ঐ বৃন্দাবন তার একটী নাম ছিল। আরে জিজ্ঞাসা করোনা তোমার বাবাকে।

অম। তিনি ত মারা গিয়েছেন।

বিষ্ণু। হ্যাঁ হ্যাঁ মারা গিয়েছে মারা গিয়েছে, বেচারী, বাড়ীখানা বিক্রি হয়ে যেতেই শোকে তাপে ভেঙ্গে পড়্‌লো।

অম। আমাদের ত কোন বাড়ী বিক্রী হয়নি, বরং তিনি মারা যাবার আগে আর একখানা বাড়ী তৈরী ক'রে গিয়েছেন।

বিষ্ণু। হ্যাঁ হ্যাঁ, তৈরি ক'রতে পারে, আজকাল ওকালতী ক'রে বেশ দু'পয়সা হচ্ছিল।

অম। আজ্ঞে, তিনি ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

বিষ্ণু। বলি হ্যাগো তা জানি; ঐ পসার ক'মে যেতে শেষকালে যোগাড় টোগার করে ডেপুটি হয়েছিল।

অম। আজ্ঞে তাঁর সময় ত নমিনেসন্ ছিল না, ডেপুটী হবার জন্যে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

বিষ্ণু। হ্যাগো পরীক্ষা, অম্‌নি একটা দিতে হ'ত বটে! তলে তলে সুপারিশও অনেক যোগাড় কর্‌তে হ'ত, আর সেই সুপারিশ যোগাড় কর্‌তে গিয়ে আমার কি কম বেগ্ পেতে হয়েছিল?

অম। আপনাকে বেগ্ পেতে হ'ল কেন? আমার মাতামহ ত সে সময় সিম্‌লেয় খুব বড় কাজ করতেন।

বিষ্ণু। ওগো সেখানে এগুবাব সাধ্যি ছিল না। ঐ তিনি তোমার বাপের মুখ দর্শন কত্তেন না, মদো মাতালের উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন।

অম। কি সব বাজে কথা বক্‌ছেন মশাই! আমার বাপের পানদোষ মোটেই ছিল না।

বিষ্ণু। ওগো ইদানীং আমার কথায় ছেড়ে দিয়েছিল তা ত তোমরা খবর জাননা!

অম। (স্বগত) না লোকটা বড় বাড়াবাড়ি কর্‌ছে, একটু জব্দ করতে হবে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা তা হ'তে পারে, তখন ত আমার জ্ঞান হয় নি, সে সব কথা জানবই বা কেমন ক'রে— তবে বাবা বল্‌তেন বটে—বিষ্ণু ব'লে তাঁর একজন বন্ধু হ'তেই বাবার উন্নতি—আপনার নাম কি?

বিষ্ণু। বল্‌তো না কি, বল্‌তো নাকি? ওহে আমাকেই ছোট বেলা লোকে বিষ্ণু ব'লে ডাক্‌তো।

অম। ও হো আপনিই সেই বিষ্ণুবাবু—নমস্কার—প্রণাম!

বিষ্ণু। বেশ বেশ বেঁচে থাক, এখন কি কাজ কর্ম্ম করছো?

অম। আজ্ঞা হ্যাঁ, চাকরী করছি।

বিষ্ণু। অ্যাঁ কোথায়, ছাপাখানায়?

অম। আজ্ঞে না, সেখানে আর হ'ল কই, হোম্ ডিপার্ট-মেণ্টেই ঢুকিছি—আপনার ছেলেটি এখন কি করছে?

বিষ্ণু। তাকে বাবা, আমি পুলিশ লাইনে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

অম। ও বেটির সঙ্গে ঐ খুদিরামের খুব আলাপ ছিল।

বিষ্ণু। অ্যাঁ অ্যাঁ! ওকি কথা, ওকি কথা, ওকি কথা!

অম। এখন আর ভয় কিসের মশাই, বরং পুলিশের চাক্‌রীতে না ঢুক্‌লে এতদিনে একটা ফ্যাসাদে পড়তে পারতো, এখন খাকীর পোষাকে সব ঢাকা প'ড়ে গেছে।

বিষ্ণু। অ্যাঁ! কি বল্লে—খুদিরামের সঙ্গে—কি বল্লে?

অম। বাবার মুখে শুনেছিলুম, চারিদিকে আপনার দেনা ছিল, সে সব শোধ হয়েছে তো? বাস্ত বাড়ীখানি খালাস করেছেন ত? বাপ। যে সাংঘাতিক লোকের কাছে বাঁধা পড়েছিল—ও যে আবার ফিরে পাবেন, কেউ আশা করেনি।

বিষ্ণু। অ্যাঁ! তুমি ত দেখ্‌ছি বড় সাংঘাতিক ছোক্‌রা হ্যা, অ্যাঁ! তুমি জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াতে শিখলে কোথা থেকে হ্যা?

অম। আজ্ঞা শিখলুম এই আপনার কাছ থেকে, তাই এই গুরুদক্ষিণা আপনাকে দিলুম। এখন আসি প্রণাম হই প্রণাম হই।

বিষ্ণু! আশীর্ব্বাদ, আশীর্ব্বাদ, যাও যাও, দূর হও, দূর হও, তোমার মুখ দর্শন করিতে চাই না।

(রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কৌতুক হইতে রেলগাড়ীর একটী দৃশ্য)

রোগীর বন্ধু।

পি ৫৮৯৪ কমিক।

রো। উঃ হু হু হু আঃ হা হা আ দেখচেন ত মসায়, ব্যামোর কষ্টটা ত একবার দেখচেন?

অন্য যাত্রী। না মশায় আমি তা দেখছি না, আমি আপনাকে দেখচি, আপনাকে দেখে আমার পুনর্ব্বার ভ্রাতৃশোক উপস্থিত হচ্ছে, আ হা হা হা!

রো। সে কি কথা।

যাত্রী। হাঁ মশায়, ঐ কথা, মরবার সময় তার ঠিক ঐ আপনার মতন চেহারা হয়ে এসেছিল।

রো। বলেন কি!

যাত্রী! যথার্থ কথা মশাই, ঐ রকম তার চোখ বসে গিয়েছিল, গালে মাস ঝুলে পড়েছিল, হাত পা সব সরু হয়ে গিয়েছিল, মুখের ঠোঁট সাদা, চামড়া হলদে।

রো। বলেন কি মশাই, আমার কি তবে এমন অবস্থা হয়েছে? কই এ কথা ত আমাকে কেউ বলেনি।

যাত্রী। কেনই বা বলবে মশাই, এ সংসারে প্রকৃত বন্ধুই বা কে আছে মশাই!

রো। ডাক্তার ত আমাকে বরাবরই বলেছে যে আমার কোন ভাবনার কারণ নেই!

যাত্রী। দেখুন মশাই, ডাক্তার কাক্তারের বাক্যে আপনি কিছুমাত্র বিশ্বাস করবেন না, ঐ আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি মশাই, আপনি কি রাত্রে চিৎ হয়ে শোন্?

রো। হাঁ, চিৎ হয়ে না শুলে আমার ঘুম হয় না।

যাত্রী। আ হা হা হা, আমার ভায়েরও ঠিক ঐ দশা হয়েছিল, সে একেবারেই পাশ ফির্ত্তো না।

রো। কিন্তু আমি ত ইচ্ছা করলেই পাশ ফির্ত্তে পারি।

যাত্রী। এখন পাচ্ছেন, কিন্তু আর কিছু দিন পরে আর পার্ব্বেন না।

রো। সত্যি না কি?

যাত্রী। ক্রমে আপনার বাঁদিকের পাঁজরায় এক রকম বেদনা ধরবে, ক্রমে পায়ের আঙ্গুল থেকে একেবারে সব আড়ষ্ট হ'য়ে যাবে, গাঁট ফুলে উঠবে, ক্রমে—

রো। দোহাই আপনার, আর বলবেন না, আমার বুক ধড়াস ধড়াস কর্চ্ছে।

যাত্রী। আপনার এই বেলা সাবধান হওয়া উচিত।

রো। উচিত তা যেন বুঝলুম, কিন্তু কি করব বলুন না।

যাত্রী। আপনি কি এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করান?

রো। হ্যাঁ।

যাত্রী। কি সর্ব্বনাশ! এলোপ্যাথিক ওষুধ ও ত বিষ

খাওয়ান, অ্যাঁ ব্যামোর চেয়ে অষুধ ভয়ানক, যমের চেয়ে ডাক্তারকে ডরাই!

রো। বটে, তা কি করব মশাই, হোমিওপ্যাথিক দেখাব?

যাত্রী। হোমিওপ্যাথিক! আরে সে ত শুধু জলের ব্যবস্থা!

রো। তবে কি বদ্যি দেখাব?

যাত্রী। তার চেয়ে এক কাজ করুন দেখি, আপনি খানিকটা আফিম তুঁতের জলের সঙ্গে গুলে খানিকটা হর্তেল মিশিয়ে খেয়ে ফেলুন।

রো। রাম রাম! তবে কি করব মশাই?

যাত্রী। কিছু করবার যো নেই মশাই কিছু করবার যো নেই, এ আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকুন।

রো। মশাই, আমি রোগা মানুষ, আমাকে এই রকম ক'রে ভয় দেখান আপনার উচিৎ হয় না, আপনি একটা ভাল কথা বলুন, এটা কোন ষ্টেশন মশাই?

যাত্রী। এটা মধুপুর, এখানে এ বছর যে রকম ওলাউঠা হয়েছিল।

রো। বলেন কি! এখানে গাড়ী কতক্ষণ থামে?

যাত্রী। আধ ঘণ্টা।

এখানে পাঁচ মিনিটও থাকা উচিত নয়, কি সর্ব্বনাশ!

যাত্রী। ভয়ানক! ভয়ানক সর্ব্বনাশ মশাই! ভয়ানক খারাপ কথা! ভয় ধরলে তাকে ওলাউঠা, আগে এসে ধরে। Lorry সাহেবের বইয়ে কি লেখা আছে জানেন?

রো। আপনি আমাকে ছাড়লে আমার ভয়ও ছাড়ে। আপনি আমারও হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েছেন। আপনি ডাক্তার ডাকুন, আমার কেমন কেমন কচ্ছে।

অঁ্যা ডাক্তার কোথায়?

রো। তবে ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকুন।

যাত্রী। আরে গাড়ী যে ছাড়ে ছাড়ে!

রো। তবে গার্ডকে ডাকুন!

যাত্রী। গার্ড আপনার এসে কি করবেন?

রো। তবে হরিকে ডাকুন, আমার হ'য়ে এল, বল হরি, হরিবল, হরি।

—০—

৺সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (এমেচার)

পি ৫১৮২ বন্দেমাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীং

ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং

সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীং

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম

তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,

ত্বংহি প্রাণা শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ ধারিণী,
কমলা-কমলদল-বিহারিণী,
বাণী-বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্!
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

জাগ্রত ভগবান্।

দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ—
ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে;
লউক বিশ্ব কর্ম্মভার, মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,—
জাগ্রত ভগবান হে!

বিঘ্ন বিপদ্ দুঃখ-দাহন তুচ্ছ করিল যারা,—
মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ—
ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য বাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীনে,
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,—
জাগ্রত ভগবান্ হে !
নূতন যুগ সূর্য্য উঠিল টুটিল তিমির রাত্রি
তব মন্দির অঙ্গন ঘেরি
মিলিল সকল যাত্রী
দিন আগত ঐ—
ভারত তবু কৈ !
নব গৌরব হৃত আসন তব মস্তক লাজে
গ্লানি তার মোচন কর নর সমাজ মাঝে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে।

পি ৫২৭০ ভৈরবী।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে॥
জানিনা তার ধন রতন, আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥

কোন্ বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে উঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে॥
আঁখি মেলে তোমার আলো, প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে, আমি মুদবো নয়ন শেষে॥

——

বাউল।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে,
তবে একলা চল, একলা চল, একলা চল, একলা চলরে॥
যদি কেউ কথা না কয় (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়,
তবে পরাণ খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলরে।
যদি সবাই ফিরে যায় (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়,
তবে পথের কাঁটা,
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলাদলরে॥
যদি আলো না ধরে (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে,
তবে বজ্রানলে,
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে একলা চলরে॥

——

পি ৫৬০০

সুরট মল্লার।

(বঁধু) এমন বাদরে তুমি কোথা।
আজ পড়িছে মনে মম কত কথা॥
গিয়াছে রবি শশী গগন ছাড়ি,
বরিষে বরষা বিরহ-বারি
আজিকে মন চায় জানাতে তোমায়
হৃদয়ে হৃদয়ে কত
চমকে দামিনী বিকট হাসে
গরজে ঘন ঘটা মরি যে ত্রাসে,
এমন দিনে হায় ভয় নিবারী
কাহার বাহুপরে রাখি মাথা।

—০—

দেশ মল্লার।

বাদল মেঘে মাদল বাজে।
গুরু গুরু গুরু গগন মাঝে॥
তারি গভীর রোলে, আমার হৃদয় দোলে
আপন সুরে আপনি ভোলে
কোথায় ছিলে গহন বনে
গোপন ব্যথায় গোপন্ গানে
আজি সজল বায়ে, শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে গানে॥

পি ৫৭৫০ বাউল।

তুমি যে সুরের আগুন জালিয়ে দিলে মোর প্রাণে।
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে॥
যত সব মড়া গাছের ডালে ডালে.
নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে॥
আঁধারে তারা যত অবাক হয়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে.
নিশীথের বুকের মাঝে ঐ যে কমল উঠল ফুটে রে।
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল, আগুনের কি গুণ জানে রে॥

সারি।

খেয়াঘাটের পাটনি এসেছে।
যদি পার হতে মন থাকে পথিক যা রে,
সে যে কারো কাছে নেয়না কড়ি এমনি গুণের মাঝি,
কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর সবার উপর রাজি, (গো)
নাম শুনেছি দয়াল মাঝি
কেউ জানে না বাড়ী
ঝড় বাতাসে ভয় করে না জমায় সোজা পাড়ি গো।
সার কাটের সেই অক্ষয় বজরা চলে আপন বলে,

যে দিক বাতাস উঠুক সোজা ভাবে চলে (গো)
বেলা বেলি পারে যাবি হালকা হয়ে চলবি।
খুলে ফেল তোর পায়ের বেড়ি ফেলে দে তোর তল্পি॥

—০—

পি ৫৮৯৫ বাউল।

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ।
আমি পাই না তোমারে!
বাতাস বহে মরি মরি,
আর বেঁধে রেখ না তরী,
এস এস পার হ'তে হৃদয় মাঝারে।
তোমার সাথে, গানের খেলা দূরের খেলা যে
বেদনাতে বাঁশী বাজায়, সকল বেলাতে,
কবে নিয়ে আমার বাঁশী বাজাবে গো আপনি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতে নিবিড় আঁধারে।

——

পূরবী।

সন্ধ্যা হ'লো গো,
সন্ধ্যা হ'লো বুকে ধর,
অতল কাল স্নেহের পরে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর।
ফিরিয়ে নে মা ফিরিয়ে নে গো,
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো,

ছড়ান এই জীবন তোমার আঁধার মাঝে হোক্ না জড়
আর আমারে বাহিরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা,
তোমার রাতে মিলাক্ আমার জীবন সাঁজের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি, আমায় চুমি, কেবল তুমি কেবল তুমি,
আমায় ব'লে যা আছে মা তোমার পরে সকল হয়'॥

পি ৫৯৭৯ কানেড়া মিশ্র

শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও॥
সারা পথের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা;
কেমন করে মিটাব যে খুঁজে না পাই দিশা,
আঁধার যে পূর্ণ তারে সেই কথা বলিও,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও॥
হৃদয় আমার চায় যে দিতে কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়,
হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন দাও গো আমার হাতে,
ধরবো তারে ভরব তারে রাখব তারে সাথে.
একলা পথের চলা ফেরা করব রমণীয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও॥

মূলতান।

আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে দিব
জ্বেলে করব নিবেদন।
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন॥
কখন বেলা শেষের ছায়ায় পাখীরা যায়
আপন কুলার মাঝে
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা তখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন,
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।
অনেক দিনের অনেক কথা
ব্যাকুলতা বাঁধা বেদন ডোরে
মনের মাঝে উঠছে আজ ভোরে
যখন পূজার হোমানলে উঠবে জলে একে একে তারা
আকাশ পানে ছুটবে বাধন হারা।
অস্ত রবির ছবি সাথে মিলবে আয়োজন
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।

—•—

পি ৬২৭৬

বল বল বল সবে শত বিনা বেণু রবে,
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান হবে, কর্ম্মে মহান হবে,
নব দিনমনি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে॥

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী, ঘেরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুথায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমৃত বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহাবন, প্রতি জনপদ তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব কাহিনী॥
বিদুষী মৈত্রেই খনা লীলাবতী, সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতি,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র প্রসূতি, আমরা তাদের সন্ততী
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান, পতি পুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাদের সন্ততি॥
ভুলেনি ভারত ভুলেনি সে কথা, অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা
নানক নিমাই, করেছিল ভাই, সকল ভারত সন্তানে।
এসহে হিন্দু এস মুসলমান, এসহে পার্শি, জৈন, খৃষ্টিয়ান্
মিলহে মায়ের চরণে॥

খাম্বাজ।

মোদের গরব মোদের আশা,
আমারি বাঙ্গালা ভাষা,
তোমার কোলে তোমার কোলে কতই শান্তি ভালবাসা॥
কি যাদু বাঙ্গালা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
এই ভাষাতে নিতাই গোরা, আনলে দেশে ভক্তি ধারা
কোথা আছে এমন ভাষা, এমন দুঃখ শান্তি নাশা॥
বিদ্যাপতি চণ্ডি কবি, হেম মধু বঙ্কিম রবি'
ঐ ভাষারি মধুর রসে বাঁধে সুখে মধুর বাসা।

বাজিয়ে রবি তোমার বিণে,
আনলো সে যে জগৎ জিনে।
তোমার চরণ তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া আসা ॥
এই ভাষাটি প্রথম বলে ॥
ডাকলো মায়ে, মা মা বলে ॥
এই ভাষাতে বলবো হরি, সাঙ্গ হলে কান্না হাসা।

—০—

পি ৬৪০২ ভৈরবী মিশ্র।

একটু কেবল বসতে দিও কাছে, আমায় শুধু ক্ষণেক তরে
আজি আমার যা কিছু কাজ আছে, আমি সাঙ্গ করব পরে
না চাহিলে তোমার মুখ পানে, হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত ফিরি কূলহারা সাগরে
বসন্ত আজ উচ্ছাসে নিঃশ্বাসে এল আমার বাতায়নে
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে ফিরে কুঞ্জের প্রাঙ্গনে
আজকে আমি একান্তে আসীন, চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন সমর্পনের গান গাব নীরব অবসরে।

বাহার।

আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা এস হে এস হে এস হে
আমার বসন্ত এস
নব শ্যামল শোভন রথে এস বকুল বিছানো পথে
এস বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়াল ফুলের রেণু

এস হে এস হে এস হে আমার বসন্ত এস
এস ঘন পল্লব পুঞ্জে এস হে এস হে এস হে
এস বন মল্লিকা কুঞ্জে এস হে এস হে এস হে
মৃদু মধুর মদির হেসে এস পাগল হাওয়ার বেশে
তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিও
এস হে এস হে এস হে আমার বসন্ত এস।

—

পি ৬৫৭৪ সুরট মল্লার।

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি
হৃদ গগনে পবন হোল সৌরভেতে মন্থর।
এই তোমারি পরশ রাগে চিত্ত হোল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করে লও হে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর।

—•—

ভীমপলশ্রী।

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ধূলো যত,
(ও গো) কে জানিত আস্‌বে তুমি গো
অনাহূতের মত।

তুমি পার হয়ে এসেছ মরু নাই যে সেথায় ছায়া তরু,
পথের দুঃখ দিলাম তোমায় গো এমন ভাগ্যহত।
তখন আল্‌সেতে বসে ছিলাম আমি আপন ঘরের ছা৲
জানি নাই যে তোমার কত ব্যথা বাজবে পায়ে পায়ে
তবু ঐ বেদনা আমার বুকে বেজে ছিল গোপন দুঃখে
দাগ দিয়েছে মর্ম্মে আমার গো গভীর হৃদয় ক্ষত।

—০—

পি ৬৩৬০ সারং মিশ্র।

বাদল বাউল বাজায় বাজায় বাজায় রে বাজায় রে
একতারা।
সারা বেলা ধরে ঝর ঝর ঝর ধারা॥
জামের বনে ধানের ক্ষেতে,
আপন তালে আপনি মেতে।
নেচে নেচে নেচে হল সারা॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর ছাড়ান আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে,
পূবে হাওয়ায় গৃহহারা॥

ভৈরবী মিশ্র।

আজি বর্ষা রাতের শেষে।
সজল মেঘের কোমল কালোয় অরুণ আলো মেশে॥

বেণু বনের মাথায় মাথায় রং লেগেছে পাতায় পাতায়,
রংয়ের ধারায় হৃদয় হারায় কোথায় যে যায় ভেসে।
ওই ঘাটের ও ঝিলি মিলি এই ঘাটেরও ঝিলি মিলি,
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন একতালে যায় মিলি।
মাটীর প্রেমে আলোর রংয়ে রক্তে আমার পুলক লাগে
বনের সাথে মন যে মাতে ওঠে আকুল হেসে।

পি ৬৯২৭ ভৈরবী

আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও,
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা, ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে,
আজ এই সকলে ধীরে ধীরে তার কপালে
অরুণ আলোর কোঁটার কাটি ছুইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার ছুইয়ে দাও।
আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও।
মনের কোনের মলিনতা সব দীনতা ধুইয়ে
আমার পরান বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান,
তার নাইকো বাণী নাইকো ছন্দ নাইকো তান,
সেই আনন্দের এই জাগরণী ছুইয়ে দাও।
বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার ছুইয়ে দাও।

কানাড়া মিশ্র।

আজি মর্ম্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে।
পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে থর থর কম্পন লাগিল রে।
কোন ভিখারী হায়রে, এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,
বুঝি সব ধন মন মম মাগিল রে।
হৃদয় বুঝি তারে জানে কুসুম ফোটায় তারি গানে,
আজি মম অন্তর মাঝে সেই পথিকেরি পদ ধ্বনি বাজে,
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙ্গিল রে।

শি ৬৭৪৫ বাউল।

তাই ভাল মোদের মায়ের ঘরের
শুধু ভাত।
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব
মার বাগানের কলার পাত॥
ভিক্ষার চালে কাজ নাই
সে বড়ই অপমান।
মোটা হ'ক সে সোনা তবু
মায়ের ক্ষেতের ধান
(সে যে) মায়ের ক্ষেতের ধান!
মিহি কাপড় পরব না আর
যেচে পরের কাছে
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
পড়বে কেমন সাজে॥

(ও ভাই) পড়লে কেমন সাজে॥
ও ভাই চাষী ও ভাই তাঁতি
আজি সুপ্রভাত।
ক'সে ধর লাঙ্গল
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত॥

—০—

পরজ মিশ্র।

জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত
ছেলের হাতের নয়কো মোয়া॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি।
ভাবছ এতেই জাতির জান্,
তাইতে বেকুব করলি তোরা
এক জাতিকে একশখান॥
এখন দেখিস ভারত জোড়া,
প'চে আছিস বাসি মড়া
মানুষ নেই আর আছে শুধু
জাত শেয়ালের হুক্কা হুয়া।
জানিস্ না কি ধর্ম্ম সে যে
বর্ম্ম সম সহনশীল

তাকে কি ভাই ভাঙ্গতে পারে

ছোঁয়া ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল ?

যে জাত ধর্ম্ম-ঠুনকো এত

আজ নয় কাল ভাঙ্গবে সে ত

যাক্ না সে জাত জাহান্নমে

রইবে মানুষ নাই পরোয়া।

বল্‌তে পারিস বিশ্বপিতা

ভগবানের কোন্ সে জাত,

কোন্ ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া

অশুচি হন জগন্নাথ,

ভগবানের জাত যদি নাই

তোদের কেন জাতের বালাই

ছেলের মুখে থুথু দিয়ে

মার মুখে দিস্ ধূপের ধোঁয়া ?

পি ১০৫৮ কেদারা মিশ্র।

তুমি একলা ঘরে বসে বসে কি সুর বাজালে

প্রভু আমার জীবনে।

তোমার পরশ রতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে

প্রভু গভীর গোপনে।

দিনের আলোর আড়াল টানি,

কোথায় ছিলে নাহি জানি,

অস্ত রবির তোরণ হতে চরণ বাড়ালে
আমার রাতের স্বপনে।
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী
সে যে তোমার বাঁশরী;
আমি শুনি তোমার আকাশ পরের তারার রাগিণী
আমার সকল পাসরি।
কানে আসে আশার বাণী,
খোলা পাব দুয়ার খানি;
রাতের শেষে শিশির ধোয়া প্রথম সকালে
তোমার করুণ কিরণে॥

—•—

বাউল।

ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবী নিয়ে যাবি কে আমারে
(ও বন্ধু আমার)
না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার
কাটে না রে॥
বুঝি ঐ রাত পোহালো বুঝি ঐ রবির আলো
আভাসে দেখা দিল গগন পারে।
সমুখে ঐ হেরি পথ, তোমার কি রথ
পৌছুবেনা মোর দুয়ারে॥
আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমেষ হারা
বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে।

তোমার দেখা পেলে সকল ফেলে
ডুববে আলোক পারাবারে ॥
প্রভাতের পথিক সবে এল কি কলরবে,
গেল ঐ গান গেয়ে ঐ সারে সারে ;
বুঝি বা ফুল ফুটেছে সুর উঠেছে
তরুণ বীণার তারে তারে ॥

পি ৭৩৫৭

পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর বিধির
বিধান সত্য হোক।
এই খোদার উপর খোদকারী তোর
মানবে নে আর সর্ব্বলোক ॥
নানান মুনির নানান মত যে, মানবি বল সে
কার শাসন, কয় জনার বা রাখবি মন,
এক জনকে মানলে করবে আর এক সমাজ
নির্ব্বাসন, চারদিকে শৃঙ্খল বাঁধন ;
সকল পথের লক্ষ্য যিনি চোখ পুরে নে
তাঁর আলোক ॥
জাতের চেয়ে মানুষ সত্য অধিক সত্য প্রাণের টান.
প্রাণভরে সব এক সমান,
বিশ্ব পিতার সিংহ-আসন প্রাণ বেদিতেই অধিষ্ঠান.
আত্মার আসন তাইতো প্রাণ ;

জাত সমাজের নাই সে থাকাই জগন্নাথের
সাম্যলোক (জগন্নাথের তীর্থলোক)
চিনেছিলেন খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, মোহম্মদ ও রাম,
মানুষ কি আর কি তার দাম,
মানুষ যাদের করত ঘৃণা তাদের বুকে দিলেন সান,
গান্ধী আবার গাচ্ছে গান ;
তোরা মানব শত্রু তোদেরই হায় ফুটল না সেই
জ্ঞানের চোখ

———

দোহাই তোদের এবার তোরা সত্যি করে সত্যবল
ঢের দেখালি ঢাক ঢাক আরগুড় গুড় ছেড়ে
মিথ্যে ছল ॥
পেটে এক আর মুখে আর, এই যে তোদের ভণ্ডামি,
এতেই তোরা লোক হাঁসালি মিথ্যে হলি
কম দামী,
নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হলি আপন ফাঁকির
আফসোসে,
বাইরে ফাঁকা পায়তারা তাই নাই তলওয়ার
খাপ কোষে,
তাই হলি সব ছেড়ে কাজ কাপুরুষ আর
ফেরেব বাজ,
সত্য কথা বলতে নারাজ তোরাই আবার
করবি কাজ,

ফোঁপরা ঢেঁকির নেইকো লাজ ;
ইলসে গুড়ির বৃষ্টি দেখে ঘর ছুটিস সব রাম ছাগল,
তোদের খুব বুঝেছি দুধ কে দুধ আর
জল কে জল॥
বুকের ভিতর ছুঁ পাই ন পাই মুখে বলিস
স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে
দরাজ তাই,
ভারত হবে ভারত-বাসীর এই কথাটাও
বলতে ভয়,
এদের তোরা বলিস নেতা এদের কথায়
চলতে হয়,
বলরে তোরা বল নবীন চাইনে এ সব
জ্ঞান প্রবীন,
চোখের সামনে দেখছে এরা করছে ক্লীব
দিন কে দিন
চাইলে এরা হই স্বাধীন,
ওরে কর্ত্তা হবার সখ সবারি স্বারজ স্বরাজ
ছল কেবল,
ফাঁকা প্রেমের ফুস মন্তর মুখ সরল আর মন গরল॥
ধর্ম্ম কথা প্রেমের বাণী জানি মহান, উচ্চ খুব
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙ্গে মন্ত্র ঝাড়ে সে বেকুব,
ব্যাঘ্র সাহেব হিংসে ছাড় পড়বে এস বেদান্ত,

হয় যদি ছাগ লাফ দিয়ে বাঘ ওমনি হবে কৃতান্ত,
থাকতে বাঘের দন্ত নখ বিফল হবে প্রেম সাধক,
চোখের জলে ভিজলে তবে ব্যগ্র হবে ঢের পাঠক,
ভয় ভীরুতা থাকবে শেষে প্রেম ফলাবে ঘণ্টা ফল ॥

পি ৭৫৭০ ভজন।

(মনওয়া) সাধন করনা চাই রে মনুয়া
ভজন করনা চাই
প্রেম লাগানা চাইরে মনুয়া
প্রীত করনা চাই
তুলসী পূজে হরি মিলে ত' পূজে তুলসী ঝাড়
পত্তাল পূজে হরি মিলে ত' ম্যায় পূজি পাহাড় ॥
নিদ্ না হ'নেসে হরি মিলে ত' জল জন্তু হই
ফল মূল খাকে হরি মিলে ত' বাদড় বান্দর হই ॥
তৃণ ভক্ষণ সে হরি মিলে ত' বহুত মিলে আজা।
বিবি ছোড়কে হরি মিলে ত' বহুত মিলে খোজা ॥
দুধ পিবনসে হরি মিলে ত' বহুত বৎসবালা
মীরা কহে বিমা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

ভজন।

সুন্দর লালা শচ দুলালা
নাচে শ্রীহরি কীর্ত্তন মে,

ভালে চন্দন তিলক মনোহর
অলকা শোভে কপোল মে।
শিরে চূড়া করতালি রোলে
গলে ফুলমালা হিয়া পর দোলে,
বহিরণ পীতপটাম্বর কোলে
রুণু ঝুনু নুপুর চরণ মে।
কোই গাহত হ্যায় পঞ্চম তান
কৃষ্ণ মুরারে হরিকে নাম,
মঙ্গল তাল মৃদঙ্গর তাল
বাজাতে হ্যায় কুই রঙ্গ মে।
রাধা কৃষ্ণ এক তনু হ্যায়
নিধুবন মে যো রঙ্গম চায়,
বিম্বারূপক প্রভুজী তোঁহি
অবতহ প্রকটহি নদীয়া মে।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। (এমেচার)

পি ৩৪৮০ কীর্ত্তন।

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলাম ধরা দেয় না।
বহুদিন ভাব তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
(সেই) সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা।
তারে আমার আমার মনে করি, আমার হ'য়ে আর হলো না।

পথিক আর ভেবনা রে, ডুবে যাও রূপ-সাগরে,
বিরলে বসে কর যোগ সাধনা!
একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ,
ছেড়ে যেতে আর দিওনা॥

ভৈরবী।

(মন) বিনা অনুভূতি।
লাভ কি হবে যতই পড়না প্রেম ভাগবত পুথি!
পড়া পাখী তো রাধাকৃষ্ণ বলে দিবারাতি,
রাধাকৃষ্ণ তাই কি রে তার হয় কভু প্রকৃতি।
ছল চাতুরী প্রাণে ভরা মুখে হরির নাম গীতি।
মন মুখে তোর মিল না হলে মিলবে কি শ্রীপতি।
চিত্ত শুদ্ধি শুদ্ধ বুদ্ধি না হলে সংগতি,
সে ধন কি মন পাবি কখন ধ্যানে পায়না ভোগী যোগী।
সকলের মূল সাধু সঙ্গ না হলো তার রতী,
মোহের ঘোরে মরবি ঘুরে পাবি না নিষ্কৃতি॥

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পি ৫১৭৫ পরদেশী।

(আমি) সাগরপারের হরবোলা।
দেখে যাও পয়সা ছাড় করবো নাকো ছেলেখেলা॥

কুহু কুহু ডাকি আমি কাল কোকিলটে,

(কোকিলের ডাক)

বউ কথা কও ডাকতে পারি সে বড় মিঠে।

বক্ বকম্ কুন্ পায়রা ডাকি,

কিচির মিচির চড়াই পাখী,

কোঁকোঁর কোঁত্তে জলে ভরাই,

বাবুদের লোল-আ-য়।

(মোরগের ডাক)

ঠিক যদি চাও, আমি কুত্তা হয়ে

ক'রতে পারি ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

(কুকুরের ডাক)

দুই বেড়ালের লড়ায়েতে কাণ করি ঝালাপালা।

(বেড়ালের ঝগড়ার ডাক)

কখন হই খিঙ্গি,

আমি ডাকি বাঘা সিঙ্গি,

শিয়াল হয়ে হুকা হুয়া ডাকি সন্ধ্যাবেলা॥

(শিয়ালের ডাক)

হিন্দুবীর।

আমার কিন্তু মোটেই মরতে ইচ্ছে নেইকো ভাই।

ঐ যেখানেতে মরবার আগে একটু চিহ্ন পাই,

সেখান থেকে সেলাম ঠুকে স'রে পড়ি ভাই॥

এত ঝাঁটা এত লাথি, পড়ে পিঠে দিবারাতি,
ঐ যখন পড়ল তখন পড়ল মনে কিছু নাই ॥
মরব ব'লে জন্ম নিলুম মানুষের পেটে,
বাল্য গেল মধুর যৌবন (হায় হায়) তাও ত গেল কেটে,
এখন কিন্তু বড় জ্বালা পাচ্ছি ওরে ভাই,
তবু কিন্তু বেশ আছি মরতে ইচ্ছা নাই ॥
মল্লে বাঁচি ব'লে বুড়ো করিছে চীৎকার,
ছুটে গিয়ে বল্লুম ঠিক ঠিক সত্য ইচ্ছা তার ;
মনে কল্লে আমি যমদূত বলব কিরে ভাই,
কাঁপতে কাঁপতে বল্লে বুড়ো মরতে ইচ্ছা নাই ॥
বুঝলুম তখন করলুম স্থির খোদার কারসাজী,
তবু পুড়ে পুড়ে হবে সেই, তবু মরতে নয় কেউ রাজী ;
মর্‌তে কেউ যে চায় না মর্‌তে, এ কি মিথ্যা ভাই,
পরের ঘারে দোষ দিই কেন ভাই, আমারও ইচ্ছা তাই।

আইবুড়ো মেয়ের খেদ।

পি ৫২৬৮ (কমিক)

বিয়ে হ'লো না
মোদের বুঝি বিয়ে হ'লো না
রহিনু কুমারী আশাপথ ধরি
আইবুড়ো নাম বুঝি গেল না

দরজার গায়ে পরদার মত রব কি গো শুধু টানান ?
জীবনের বীণা ঝানানা ঝাঁনানা হবে নাকি আর বাজান ?
টাকা টাকা ক'রে বিষম অহঙ্কারে
অবলাদের আর কত ছলনা।
বসন্তের পর আসিল গ্রীষ্ম
তার পর এল বরষা
দিনের পর দিন বহে যায়
নাহি দেখি কোন ভরসা !
মরমেতে মরি পরাণ শিহরি
ইহ যবনিকা ফরসা।
ওগো তোল না ওগো তোল না।।
বাসনায় পুড়ে চিড়ে হয়ে যাই,
কেঁদে কেঁদে বলি প্রাণকান্ত চাই
কে আছ কাণ্ডারী এস আশু সারি
ত্বরিতে মোদের তুলনা,
(ওগো) তোলা, তোলনা তোলনা।

কমিক।

বউ বড় মিষ্টি।

বউ বউ বউ
(আহা) বউ বড় মিষ্টি
গলা ধরে আধ স্বরে

যখন এসে আদর ক'রে
হয় যেন সুধা বৃষ্টি
মিষ্টি বউএর হাঁসি কান্না
অতি মিষ্টি রান্না বান্না
পেলে কিছুই ফেলা যায় না,
হয়ে থাকে ইষ্টি।
দশটা টাকা দেখলে ট্যাঁকে,
আন্‌তে বলে স্যাকরা ডেকে,
অমনি উর্দ্ধ দৃষ্টি হ'তে হয়
দেখে গয়নার লিষ্টি।
তোমরা না হ'লে ঘর চলে না,
আঁধার ঘরে দীপ জ্বলে ন',
পাওয়া যায় না কাপড়খানা
এত অনাসৃষ্টি॥
বউ অঙ্কের নড়ি পায়ের কড়ি
যার ঘরে নাই, গলায় দড়ি
রুচি বউএর, রুচি মুখ
মিষ্টি, বড়ই মিষ্টি॥

পি ৩২৭৭ কমিক।

পাঁটারে তুমি ভাগ্যবান,
হচাক হুমিষ্ট মাংস তোমারি নির্ম্মাণ।
লুচির সঙ্গে যা খাটে, লাগে ভাল মনের চাটে

চাট ফুরালে পাত্র চাটে মাতাল হয়ে অজ্ঞান !
তোমারে করিলে খাসী মাংস হয় রাশি রাশি,
আহারেতে বড়ই খুসী হিন্দু-মুসলমান।
তোমারে করিলে রন্ধন ঘুচে যায় ভব বন্ধন,
তোমার সংসর্গে থাকে যেই জন তার হয় বৈকুণ্ঠে স্থান।

কমিক।

(আহা) লুচি নন্দিনী ঘৃতে ভাজিনী
কচুরি ভগিনী প্রিয়ে,
একবার এস চক্রাকারে বদন মাঝারে,
জুড়াই তাপিত হিয়ে।
লুচির উপর পড়লে ডাল বামুন নাচে তালে তাল,
দে দই দে দই পাতে ওরে বেটা হাড়ী হাতে,
লুচির উপর পড়লে চিনি
যেন শ্যামের বামে সৌদামিনী
(একবার বদনে পড়—জড় সড় হয়ে)
(তোমার ভাই তরকারিকে সঙ্গে নিয়ে)।
তোরে ডাকিতে ডাকিতে পড়িল আঁখিতে
মরম কালীমা রেখা,
আহা জনমেরি শোধ ঋণ পরিশোধ
এই ডাকা, শেষ ডাকা।

পি ৬৬৪০ কমিক।

হুঙ্কারে আজি কে মাতিল হে,
সকল ভবন ভীতি মগন,
পিসি মাসী গেল কাশী, দাস দাসী দূরে দূরে।
সকল ঘুমন্ত আপনি জাগিল,
সকল গৃহস্থ আপনি ভাগিল,
সব শিশু আপনি কাঁদিল নব নব নব সুরে সুরে॥

ম্যালেরিয়া কমিক।

নানান রকম রোগে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে ম্যালেরিয়া সকল রোগের সেরা;
কম্প দিয়ে ধরে সে যে বমন তাহার ধারা।
এমন রোগটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
দিনে দিনে শ্মশান ক্ষেত্র-করে বঙ্গভূমি (ও সে)।
যুবা বৃদ্ধের সমান দেহ রক্তহীন শীর্ণ কেহ,
জীবন প্রদীপ নিভে কাহার প্রলয় জ্বর এসে;
প্রাণ বায়ুটি তড়িৎ বেগে শূন্যে গিয়ে মিশে।
এমন রোগটি ইত্যাদি—
কোন দেশেরই ছেলেগুলি মৃত্যুরে দেয় কোলাকুলি,
কোথাও এমন হরিৎ চক্ষু কটমটিয়ে চেয়ে;
তারা চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়ে পিলে লিভার নিয়ে।
এমন রোগটি ইত্যাদি—

ম্যালেরিয়ার স্নেহ কত আপনি হয় মাথা নত,
ম্যালেরিয়া তোমায় আমি চরণ ছুটি ধরি ;
নিও না আর বঙ্গবাসীর শক্তি হরণ করি।
এমন রোগটি ইত্যাদি—

শ্রীযুক্ত হরিসাধন দেব।

পি ১৮৭৬ বেহাগ।

নবীন যৌবনে কত আশা প্রাণে
করিছে দুজনে বসিয়া।
ভাঙ্গা মেঘ ভেসে যেত দেখে মনে হত
(মোরা) যাইব ঐ মত ছুটিয়া॥
কোন্ গান গায় (তারা) কি বীণা বাজায়
প্রিয়ারে সাজায় তারা কি দিয়া—
সে যে চলে যায় ধ'রে রাখা দায়
না-দেখি উপায় সাধিয়া (কাঁদিয়া)
আকাশেতে বিধু শুনিত গো শুধু
মৃদু মৃদু মধু হাসিয়া॥

—•—

আশোয়ারী।

এস প্রিয়তম এস হে হৃদয়ে
এস গো তুমি সখা।
(আমার) সকল বাসনা দিছি বিসর্জন
দিয়ে যেও শুধু দেখা।

নীরব নিঝুম নিশিথের কোলে
আছ বুঝি সখা তব পথ ভুলে
(আমার) এ ভুল ভেঙ্গো না তুমি গো আমার
(ও গো) আঁধারে কনক রেখা।

এইচ, সি, সোম। (এমেচার)

পি ৭৫৬৬ খাম্বাজ।

বাসিবে না যদি ভাল সে কেন দেখা দিল
অধরের কোনে হাসিয়া কেন পলাইল
চলে ছিলাম আপন মনে দেখা হ'ল তাহার সনে
নয়ন তুলে মুখের পানে কেন চেয়ে গেল।
নিয়ে গেছে যত সুখ ব্যথাতে ভরেছে বুক
দিবানিশি ভাসে চোখে মোর দুটী আঁখি কালো।

সাহানা।

সে মধুর মুখ পড়ে মনে
আমি ভুলিতে পারি কি তারে এ জীবনে?
চাঁদ হেরেছি হা'রে চাঁদ নহে ভাল
সে মুখে দেখেছি আমি যত কিছু আলো
সকলই আঁধার হেরি সে বিহনে।

সে যে মোর তারা, তারা গগনেরি
সে যে পূর্ণিমার শশী হৃদি গগনেরি
সে যে মোর পারিজাত হৃদি কাননে।

—•—

ডাক্তার জীবানন্দ গোস্বামী (এমেচার)

পি ২১৫৯ বেহাগ খাম্বাজ

পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয়।
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয়॥
করিতে এ ধুলোখেলা, অবসান হল বেলা,
যারা এসেছিল সাথে ফেলে গেল অসময়॥
জীবনে কখন আমি ডাকিনি হৃদয়স্বামি,
এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময়?

বেহাগ মিশ্র কীর্ত্তন।

যদি মরমে লুকায়ে রবে হৃদয়ে শুকায়ে যাবে
প্রাণভরা আশা কেন দিলে গো।
চরণ শরণ তরে এত ব্যাকুলতা-ভরে
কেন ধাই যদি নাহি মিলে গো॥
আনন্দে অনন্ত প্রাণ করিছে বন্দনা
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো।
সকলই কি অর্থহীন শূন্যে শূন্যে হবে বিলীন
কেন তবে সেই গীত সৃজিলে গো॥

এতই আবেগ প্রভু ব্যর্থ কি হইবে কভু
একান্ত ও চরণ সঁপিলে গো।
যদি পাতকী না পায় গতি কেন ত্রিভুবনপতি
পতিতপাবন নাম নিলে গো॥

পি ২৩৩৬ ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল-নন্দনে।
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে!
কবে তোমাতে হ'য়ে যাব আমার আমি হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ, বিপুল পুলক-স্পন্দনে।
কবে ভবের সুখ দুঃখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, এ হৃদয় গলিবে না, কাহারও আকুল ক্রন্দনে!!

ভৈরবী।

তারে দেখবি যদি নয়ন ভ'রে এ দুটো চোক্ কর্ রে কাণা!
শুন্‌বি রে তার মধুর বুলি, বাইরের কানে আঙ্গুল দেনা।
কিসের মধু চিনি সে যে, গাঢ় প্রেমের মিছরির পানা,
খাবি যদি ক'সে এঁটে, বেঁধে রাখ তোর কু-রসনা।
পরশ রতন পরশ করে, হ'তে যদি চাস্‌রে সোনা,
বিরাগ-পক্ষাঘাতে অসাড় ক'রে নে তোর চামড়া খানা।

শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ দাস, বি, এস, সি,

পি ৪৭২৮ (প্রেমেচার)

"আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকাল বেলার মল্লিকা,
আমায় চেন কি ?"
"চিনি তোমায় চিনি নবীন পান্থ,
বনে বনে ওড়ে তোমার রঙীন বসন-প্রান্ত।
ফাগুন-প্রাতের উতলা গো, চৈত্র-রাতের উদাসী,
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।"
"পথভোলা এক পথিক এসেছি !
ঘর-ছাড়া এই পাগলটাকে
এমন করে কেগো ডাকে করুণ গুঞ্জরি
যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরি ?
"আমি তোমায় ডাক দিয়েছি, ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জুরী।
তোমার চোখে দেখার আগে
তোমার স্বপন চোখে লাগে,
বেদন জাগে গো
আমি না চিনিতেই ভাল বেসেছি।"

—•—

খাম্বাজ।

এমন মোহিন নয়নের জল কোথা হতে বঁধু আন।
কে শেখালে তোমায় হাসির মাধুরী হরে যা মন প্রাণ॥
জ্যোৎস্না-ভাসিত বসন্ত-নিশিতে, কেন এসেছিলে প্রেম
ঢেলে দিতে,
কেন গো বাঁধিলে বেস্থরে এ বীণা যদি না বাজাবে
মনেতে জান॥

—০—

পি ৫৭৪৭ সিন্ধু খাম্বাজ।

ভোরের বেলায় কখন এসে পরশ করে গেছে হেসে
আমার ঘরের দুয়ার ঠেলে কে সই খবর দিল শেষে,
মনে হোল আকাশ যেন কইল কথা কানে কানে,
মনে হোল হৃদয় যেন পূর্ণ হোল গানে গানে
জেগে দেখি আমার আঁখি, আমার আখি জলে গেছে ভেসে।

———

ঝিঁঝিট।

কত নিশি বসে জেগেছি আমি তব মুখখানি স্মরিয়া।
কত নিশি আমি ডেকেছি তোমারে আবেগ পরাণ ভরিয়া
নয়নে তোমারে দেখিতে যে পাই জাগিয়া
চারিদিকে চাই।
আকাশে বাতাসে স্মৃতিটী তোমার ফিরিছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া॥

—০—

পি ৫৯৬৭ মূলতান মিশ্র।

দূরে কোথায় দূরে
আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে
যে বাঁশীতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশীটির সুরে সুরে
যে পথ সকল দেশ ছাড়ায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সেই পথ চেয়ে কাঙ্গাল পরাণ
যেতে চায় কোন অচিন পুরে।

দাদরা।

সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া
পিনহ ঝটিত কুসুম হার
পিনহ নীল আঙিয়া
সুন্দরী সিঁদুর দেকে
শিঁথি করহ রাঙিয়া
সহচরি সব নাচ নাচ
মিলন গীতি গাওয়ে,

কঙ্কন মঞ্জীর রবে
কুঞ্জ গগন ছাওয়ে
তৃষিতনয়ন ভানু সিংহ
কুঞ্জ পথমে চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া!

পি ৫৯৮৩ কানেড়া মিশ্র।

একদা তুমি প্রিয়ে আমারই এ তরুমূলে
ব'সেছ ফুল সাজে সে কথা কি গেছ ভুলে।
সেথা যে বহে নদী, নিরবধি সে ভোলেনি,
তাহারই যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী,
তোমারই পদরেখা আছে লেখা তারই কূলে.
আজই কি সবই ফাঁকি সে কথা কি গেছ ভুলে
গেয়েছ যে রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে,
আজি যায় ব্যপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে,
গাঁথিতে যে আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা,
তাহারই যে পরশন হরসন সুধাঢালা!
ফাগুন আজও যেরে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে
আজই কি সবই ফাঁকি সে কথা কি গেছ ভুলে।

বাউল।

কবে তুমি আসবে বলে
আমি রইব না বসে
আমি চল্‌ব বাহিরে।
শুক্‌নো ফুলের পাতাগুলি,
পড়্‌তেছে খসে,
আর সময় নাহিরে॥
বাতাস দিল দোল দিল দোল,
ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল,
মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে
তরী বাহিরে।
আজ শুক্লা একাদশী
হের নিদ্রা হারা শশী॥
ঐ স্বপন পারবারের খেয়া
একলা চালায় বসি
ও তোর পথ জানা নাই
নাই বা জানা নাই
ও তোর নাই মানা নাই
সবার সাথে চলবি রাতে
সামনে বাহিরে।

—

৺জিতেন্দ্রনাথ দত্ত।

পি ৩৭৩৪ কাফি সিন্ধু।

জয় শিবশঙ্কর শশাঙ্কশেখর ভূতনাথ ভোলা শিব মহেশ্বর।
দেবগুরু ভঙ্কর ব্যাপ্ত চরাচর মদনদাহন যোগী বিষহর॥
অনাদি আদি কাল মহাকাল বিভূতিভূষণ হর হাড়মাল,
গঙ্গা-তরঙ্গিত জুট-জটাজাল ফণিফণাবৃত বাস-বাঘাম্বর॥

—•—

পি ৩৮০৯ কেদারা।

কেন মিছে মায়া সংসারের ছায়া
ত্যজি এ ভ্রম কায়া যাবে গো চলিয়ে।
অসার সকলি মমতায় ভুলি বাঁধা আছে
সদা আপন বলিয়ে॥
কর্ম্মফল বিষ এড়াতে না পারে
তাই আসে হেথা বারে বারে বারে,
ফুরাইলে বেলা ফেলিয়ে এ খেলা
চলে যায় ফিরে আপন আলয়ে॥
কর্ম্মফল হ'তে পেতে পরিত্রাণ
বাসনায় জীব দে রে বলিদান,
অসার এ ভবে আসিতে না হবে
নিতে চায় ফিরে চিরশান্তিময়॥

———

ভৈরবী।

মোহ-মদিরায় বিভোর হয়েছি, আপনার কেবা খুঁজিয়ে না পাই ॥
বারে বারে আসি দুঃখ রাশি রাশি, পথে পথে শুধু ব'য়ে বেড়াই।
পিতা মাতা সুত দারা পরিজন ভেবেছি যাদের আপনার জন,
সদাই কর্ম্মডোরে বেঁধে রাখে মোরে, ফিরে ফিরে ফিরে
আসি গো তাই ॥
সংসারের পানে চাহিব না আর, পুড়ে হোক ছাই বাসনা অসার
সব কাজ ফেলে জ্ঞানের আলো জ্বেলে, চিরশান্তিময়ে মিশিয়া যাই ॥

পি ৩৮১৭

এত গয়না বেটি কোথায় পেলি ?
সিঙ্গির ওপর ধিঙ্গি হ'য়ে, বাপের বাড়ী চ'লে এলি ॥
অবস্থা তোর আছে জানা,
ভাতের উপর নুন জোটে না
তবু এ নবাবী কেন মা, পরিস্ বেনারসী চেলি ॥
মিন্সে থাকে শ্মশানঘাটে,
ত্রিশূল দিয়ে সিঁদ কাটে
ভক্তেরি সঞ্চিত ধন মাগো তাই প'রে বাহবা নিলি।
আসল নকল যায় না বোঝা. বোধ হয় ও সব কেমিকেলি ।
ছেলে দুটোর নড়া ধরে
এনেছিস্ যে রক্ষক ক'রে
ওরা কি তোর সতীন-ব্যাটা কোন গেঁজি দুটো কিনে দিলি ?

খাম্বাজ।

ক্ষমা কর ওহে হর বিয়ের কথা তুলো না।
ভুলে কি গ্যাছ হে খুড়ো দু'পা দিয়ে থ্যাৎলানা॥
এনে দিলেম রাজার মেয়ে,
সেটাকে না খেতে দিয়ে,
তার সোণার অঙ্গ হ'ল কালী; তাতেও হয় না চেতনা॥
শেষে রেগে তোমার বুকে চ'ড়ে, দিলে তোমার দাঁড়ি ছিঁড়ে
হাঁসপাতালে প'ড়ে তুমি পেলে কত যন্ত্রণা॥
আবার এই বুড়ো বয়সে, মতলব এঁটেছ বসে,
দেখে শুনে করবে বিয়ে, পাবে কি তার তুলনা॥
করতে হয় যদি ঘটকালি, গঙ্গা ময়রার বাড়ী কালই
দিয়ে এক বাঁধা আধুলী, উপায় তার করবো না॥
এবার বিয়ে করতে চাও, রকমারি চুল কাটাও,
গোঁপের দু'পাশ কামিয়ে ফেলে, ফুটফুটেটি সাজনা॥
তবে একটী কথা ব'লে রাখি, হেঁচকি তোমার কাছে বাকী,
সিঙ্গে ত রয়েছে কাছে, এঁটে ব'সে ফোঁকোনা॥

পি ৩৯৮৬ কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

আমার মেটে ঘরই শ্রীবৃন্দাবন।
ডাকছে শালিক ডাকছে শ্যামা হরি করবেন আগমন॥
আমার ঘরের মেঝে ধুয়ে পুঁছে বৌ দিতেছে আলেপনা।
হরি এসে পিঁড়েয় ব'সে রাখবেন তাঁহার শ্রীচরণ॥

তাঁর রাঙ্গা পায়ে কিবা দিয়ে করি পূজার আয়োজন।
ভোগ তাপ পুণ্য পাপ করিব তাঁরে সমর্পণ ॥
(কিবা আছে কি বা দিব) (আমি ভক্তিহীন অধম অতি)
আমার ছেলে মেয়ে শুদ্ধ হ'য়ে কর্‌ছে পুষ্প আহরণ,
দুঃখীর হরি দয়াল হরি দেবেন আসি দরশন ॥

বিভাস।

(আমার) অন্ধের নড়ি দুখীর হরি, নামে তাহার জুড়ায় প্রাণ।
বলেছেন হরি আমায় ডেকে নিজের পায় দিবেন স্থান ॥
আমার সব মেয়ে ছেলে, কাঁদে তারা খিদে পেলে,
তাদের নিয়ে কোলে তুলে, করেন হরি অন্ন দান।
আবার তাদের অসুখ হলে, কাঁদে যখন মা মা ব'লে,
সোনার হাত গায়ে বুলে নীরোগ ক'রে দিয়ে যান ॥
দীন দুঃখী দেখে মোরে, লোকে যখন ঘৃণা করে
দাঁড়াই গিয়ে তাঁদের দ্বারে, মধুসূদন রাখেন মান ॥

পি ৪৩১২ সিন্ধু খাম্বাজ।

(তারা মা) কি দিয়ে পূজিব তারিণী।
তোর রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥
ফুল দিয়ে যে পূজিব তারা,
কিন্তু তাতে যে মা কীটে ভরা,

কোমল পায়ে পায় বেদনা
ভয়ে ভাবি ভবানি।
হৃদয়-কমল তুলে, দিতে পারি পদমূলে,
তাও যে গো না পাবে পচা, আর তো কিছুই দেখিনে॥
কি দিয়ে বল করি পূজা, ওমা এলোকেশী দশভূজা,
ভক্তিরূপ ফুলটী আমার এখন তো ফোটেনি॥

হাম্বীর।

(আমার) আপন ব'লে কে আছে মা কাঁদিব গিয়ে কার কাছে?
তুই ছাড়া আর আছে কে বল ভরসা কেবল তোর কাছে॥
তুই রয়েছিস মুখ বাকায়ে, আপন মদে মত্ত হ'য়ে
মা হ'য়ে কি অম্নি করে, (যার) ছেলে ফেরে পাছে পাছে
ওগো মা স্বয়াম্ভুরে, আশা মা পূরিবে কবে,
আর যে সহেনা শ্যামা, দয়া কি ফুরায়ে গেছে?

—০—

পি ৪৩৬০ কমিক।

কাপড় যদি না দেয় দিদি পাহারওলা ডাকা চাই।
রাধী চুঁড়ির আস্‌কা'রাতে ভারী পেয়ে গেছে তাই।
দেখতে ওই বিট্‌লে ছোঁড়া, যত নষ্টের গোড়া,
উঠলো কদম গাছের ডালে, কি ক'রে তার নাগাল পাই?
করিলাম কত মিনতি, নানারকম স্তব স্তুতি,
কিছুতে শুনে না মানা, যেন দেশে পুরুষ মানুষ নাই॥

কমিক।

যা থাকে কপালে তোরা কালার বাঁশী কেড়ে নে।
কেড়ে নিয়ে মুচড়ে ভেঙ্গে যমুনাতে ফেলে দে ॥
কেঁদে মরুক কেলে ছোঁড়া, বাঁশীটা ওর কুয়ের গোড়া,
হারিয়ে বাঁশী কালশশী ভ্যাবাগঙ্গারাম হবে ॥
না হয় ত এক কাজ করা যাক্, বাঁশী কাড়া এবারে থাক্,
আঁচল দিয়ে বংশীধারীর বাঁকা নয়ন বেঁধে দে ॥
পাচনবাড়ী হাতে নিয়ে, হাংড়ে গরু চরাক গিয়ে,
আমরা যে যার বাড়ী গিয়ে, সংসার ধর্ম্ম করিগে ॥

— —

পি ৪৪৭০ খাম্বাজ।

(আজ) হৃদয়ে তোমারে রাখিব।
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তৃষিত নয়নে চাহিব ॥
হৃদয়েরি ধন এস হে হৃদয়ে, হৃদয় ত্যজিয়া কেন হে লুকায়ে,
এস নাথ হরি হৃদয়-বিহারী, মন প্রাণ পদে সঁপিব ॥
ধন জন পিত যা ছিল বিভব, তব নাম লয়ে ভুলেছি ত সব,
দেশে দেশে যাই খুঁজিয়া না পাই,
কোথা গেলে তোমায় পাইব ॥
দিনে দিনে দিন হ'ল অবসান, বিরহে তোমার আকুলিত প্রাণ
এস সুধাকর সুধা কর দান, তাপিত পরাণ জুড়াব।

— — —

খাম্বাজ মিশ্র।

(প্রভু গো) আজি তোমারি শরণ লয়েছি।
দেখ সব মুছে ফেলে হৃদয় মাঝারে তোমারি মুরতি এঁকেছি॥
জীবনের পথে তোমারে ভুলিয়ে কত যে বেদনা পেয়েছি।
আজ দিশেহারা হয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে নয়ন সলিলে ভেসেছি॥
আকুল হৃদয়ে নাথ নাথ বলে যখনি তাহারে ডেকেছি।
(তোমা'র) চিরশান্তিময় চরণযুগল তখনই হৃদয়ে পেয়েছি॥
তুমি বিনা কেহ নাহি আপনার বারে বারে নাথ বুঝেছি।
সবারে ফেলিয়া সাথে সাথে তাই অন্তিমের পথে চলেছি॥

—•—

পি ৪৬৪৭ ভৈরবী।

দেখা পেলাম ফাল্গুনে।
এত দিনে যে বসেছিলাম বুক বেঁধে আর হাতগুণে॥
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্ব জয় এ কিগো বিস্ময়,
অবাক্ আমি তরুলতার গান শুনে।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ কোন্ ফুলে।
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতন ওরে তোমার উত্তরী
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী
তরুণ হিয়ার আড়ালে কোন্ আগুন ঢাকা রয়, এ কিগো বিস্ময়,
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ কোন ফুলে॥

—•—

বেহাগ মিশ্র।

জাগরণে যায় বিভাবরী, আঁখি হতে ঘুম নিল হরি।
যার লাগি ফিরি একা একা, আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তারি বাঁশী, বাজে হিয়া ভরি।
বাণী নাহি তবু কানে কানে, কি যেন শুনি তাহা কেবা জানে
এই হিয়া ভরা বেদনাতে, বারি ছল ছল আঁখিতে,
ছায়া দেলে তারি দিবানিশি ধরি॥

পি ৪৭৬২ কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

এমন প্রেমমাখা হরিনাম নিতাই কোথা হতে এনেছে।
এ নাম একবার শুনে আমার হৃদয়-বীণে আপনি বেজে উঠেছে॥
কতদিন আমি শুনেছি, এ নাম কভু তো আকুল করেনি পরাণ
আজ কি এক নব ভাবের উদয় আমার হৃদয় মাঝে হতেছে॥
কেটে গেছে এক দিবস নয়নেরি ঘোর,
ছিঁড়ে গেছে কঠিন পরাণেরই ডোর,
সব ছিঁড়ে ফেলে হরি হরি ব'লে
নাচিতে বাসনা হয়েছে॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

কোমল মধুর হরি তব প্রেম-ধার,
পিয়াও পিয়াও হরি প্রেমের আঁধার॥
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরি, তোমার মাধুরী হেরি,

(আমি যেথা সেথা ফিরি, তোমার মাধুরী ছড়ান আছে)
বিকল নয়ন ধরি প্রেমের পাথার,
কাঁদিয়ে আকুল হই. সিন্ধুনীরে তরী কই,
প্রেমার্ণব মাঝে গিয়ে অতুলে ডুবিয়া রই,
এস হরি দয়া করি (কোথায় আছ হে),
(ওহে তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে)
মুছ হে নয়নের বারি, এনে দাও পারের তরী,
জলধি মাঝার।
অতলের তলে ডুবি প্রেম-পারাবার ॥

———

পি ৪৮৭৬ কমিক।

কি পাপ বিবাহ ক'রে হায় বুঝি প্রাণ যায়।
দম ফেটে প্রাণ বেরিয়ে গেল ঘরে টেঁকা হ'ল দায় ॥
যখন আমার হয়নি বিয়ে,
থাকতাম একা ঘরে শুয়ে'
ভয় তাহাতে থাকতো কত সে কথা আর বল্‌বো কায় ॥
পোড়ারমুখী পড়ল জ্বরে,
ভাবলেম যায় যাক্‌গে ম'রে,
হাস্‌তে হাস্‌তে ফেল্‌লাম কেঁদে গিন্নী যখন অক্কা পায়।
প্রথম বারের ধাক্কা গেল,
দ্বিতীয় পক্ষ বিয়ে হ'ল,
ওরে বাপরে বাপ এর জ্বালায় মরি পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়।

—০—

কমিক।

কলির বউগুলোর এক ঢেউ উঠেছে,
ঘর ভেঙ্গে সব লয় করা।
পরের পো'রে আপন ক'রে
ধরাটাকে দেখেন সরা॥
মনে মনে গুম্‌রে মরে শাশুড়ী যা ননদিনী,
কথায় কুটুস্‌ কামড় মারেন,
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা পড়েন,
(সেটা কি জানেন)
ভাতারটাকে দণ্ডে মারা
গুণের মধ্যে নভেল পড়া,
টুৎক্রুস্‌ আর সিঁথি নাড়া,
রইতে নারেন ভাতার ছাড়া
পলক পড়তেই ভেবে সারা॥

রান্না ঘরে গিয়ে যদি চড়ালেন ঝোল,
ফোড়ন দেবার বেলা হ'ল গণ্ডগোল,
এল বুড়ী শাশুড়ী ডাইনীটা তাড়াতাড়ি,
করিলেন হুড়োমুড়ী সাবেক ধারা॥
এই রেগে কাঁই বলে দূর হ'কগে ছাই,
স্বামীর জ্বলনে আমি জ্বলে মরে যাই,
ব'লেই লিখতে বসলেন প্রণয়িনী,
ব্যাখ্যা ক'রে সেই কাহিনী,

হাতে পায়ে পত্রখানি,

ভাতায় বাবু মন-মরা॥

শনিবারে নাইট মেলে,

বাবু গেলেন বাড়ী চ'লে,

গিয়ে দেখে হাসি নাই প্রিয়ার বদন-কমলে,

এদিকে পেট দম্‌সম্‌,

তবু কিছু খেয়ে কম,

শুলেন ভেবে হরেক রকম,

ব'লে দুবার "তারা তারা"।

তারা কি আর নেকী খুকী,

বুঝতে কি তাঁর থাকে বাকি,

ভক্তি টক্তি ফাঁকি ফুকি,

যাদের বিধুমুখী আছেন দারা॥

পরণেতে পাছা সাড়ী

মুখটি কিন্তু তেলো হাঁড়ি,

কাছে ঘেসে নিঃশ্বাস ছাড়ি,

সুরু কর্‌লেন মন্ত্র পড়া॥

গুরুমন্ত্র শুনে কাণে,

বাবু গেলেন বোকা ব'নে,

বুঝে দেখলেন মনে মনে,

বুড়ী মাগীই দোষের গোড়া॥

আবার রাঙ্গা মা ভায়েরা,

খায় না কেবল সবজিরা,

কাজ কি মিছে কোঁদল করা,
হ'য়ে যাক্‌গে বাটোয়ারা ;
এমন সোনার সংসার,
হ'য়ে গেল ছারেখার,
গুরু মন্ত্র ক'রে সার
সার হ'লো টুক্‌নি ধরা।
বশ না হ'য়ে বশ কো'রো
চিনে নিও ভাই আপন দারা ॥

পি ৫১০৮ ঝিঁঝিট।

একি হেরি শ্যামা দিশে হারা কি মা হ'য়েছিস্ কি গো
জগত জননী
কিসের অভাব কোন হেন ভাব দিগম্বরী কেন লজ্জা নিবারিণী ॥
প্রসব করেছ করিতে পালন, সংহার মূরিত তবে কি কারণ,
করিয়াছ তারা হরমনহরা, লোকে যে বলিবে তোকে পাগলিনী।
মা মা বলিয়া যত ডাকি তোরে, সংহার করিছ ততই অকাতরে,
একবার মা গো দেখ না গো ফিরে শিব শূন্য বুঝি হইল মেদিনী ॥

(ভৈরবী)

পাই যেন মা শেষের দিনে তোমার দরশন।
(ওমা) শিব গড়তে বাঁদর গ'ড়ে কাটালাম সারা জীবন ॥

বাল্যকালে খেলা ধূলো, (ওমা) যৌবনে মা পাপ জুটিল,
প্রৌঢ়ে অর্থ চিন্তা, শেষে নিলাম তোমার শরণ ॥
মুখে বলি কালী কালী, কার সর্ব্বনাশ করবো কালী,
পরনিন্দা ভালবাসি থাকি পর চর্চ্চায় নিমগন ॥
লোক দেখান পূজা করি তোমায় ফাঁকি দিই শঙ্করি,
কেবল চাল কলা কচি পাঁঠা দিয়ে ঘটাতে চাই অঘটন ॥
এই বেলা মা ভয় হয়েছে আমার শিয়রে ঐ যে শমন ॥

———

পি ৫৫২৭ ছায়ানট।

কোন্ ছেলে তোর আমার মতন কাটায় জীবন ছেলেখেলায়।
খেলায় বিভোর হ'যে কে বল্ পরশ রতন হেলায় হারায় ॥
আমার মতন কে অবাধ্য,
সংশোধন মা তোর অসাধ্য,
আয় ব'লে চাস্ কোলে নিতে দূর দূর ব'লে ঠেলে ফেলায় ॥
তার উপর এত মমতা,
রেগে একটা ক'সনা কথা
অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা, আমি ছাড়া বল মা কে পায় ॥
বুকের দুগ্ধ খেয়ে বাঁচি,
কেমন ক'রে ভুলে আছি,
এমন ছিলাম না আগে সরল ছিলাম ছেলেবেলায়।

———

কাফি—সিন্ধু।

(মা) কত অপরাধ করেছি আমি তোমারি চরণে মাগো।
কোলছাড়া তবু কর নি আমায় ফেলে চলে গেলে না গো॥
চলিয়া গিয়াছি আসি বলে,
তুমি বিদায় দিয়াছ আঁখিজলে,
আশীষ করেছ বলেছ বাছারে যেন সাবধানে থেকো॥
যবে মলিন হৃদয় তপ্ত,
লয়ে ফিরিয়াছি অভিশপ্ত,
বলেছি মা আমি করিয়াছি পাপ ক্ষমা ক'রে পায় রাখ।
আমি পড়িয়া, পাতকে, চাহি চারিদিকে,
দীন নয়নে, প্রলাপের ভরে, কত কটু বলি মা তুমি নাহি রাগ'॥

———

শ্রীযুক্ত জে, কে, রক্ষিত। (এমেচার)

পি ১৬৩৯ সুরট।

আমার কুঞ্জ কুটীর দুয়ারে অতিথি এসেছে আজ।
তুলি নাই ফুল গাঁথি নাই মালা,
শূন্য পড়িয়া কুসুমেরি ডালা,
নিবিয়া আসিছে দিনের আলোক এখন আসিছে সাঁঝ;
কি দিয়া তুষিব অতিথে আমার সে যে রাজ অধিরাজ।
আসিতে হে যদি নব ফাল্গুনে ওগো রাজ অধিরাজ,

হৃদিনিকুঞ্জ-ফুল সম্ভার সব সঁপিতাম চরণে তোমায়,
মালতীর লতা এখন আমার রিক্ত কুসুম সাজ॥

—০—

৺এস, বি, গুপ্ত।

ইমন কল্যাণ।

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা,
তুমি আমার নিভৃত সাধন,
মম-বিজন-গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে,
তোমারে করেছি রচনা;
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম-বিজন-জীবন-বিহারী॥
মম হৃদয় রক্ত রাগে
তব চরণ দিয়েছি রাঙ্গিয়া
মম সন্ধ্যা-গগন-বিহারী।
তব অধর একেছি সুধা বিষে মিশে,
মম সুখ দুখ ভাঙ্গিয়া;
তুমি আমারি, তুমি আমারি
মম বিজন জীবন-বিহারী।
মম মোহের স্বপন-লেখা
তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে
মম মুগ্ধ নয়ন-বিহারী।

মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে,
তুমি আমারি, তুমি আমারি
মম জীবন-মরণ-বিহারী ॥

ক্ষীরোদগোপাল মুখার্জ্জী (এমেচার)

পি ৬৪২১ ভীমপলশ্রী।

পর সনে প্রেম করা ঘটে কেমনে।
ছিলনা রবেনা প্রেম বিচ্ছেদ কারণে ॥
আপনাতে প্রেম হ'লে কেউ তারে কিছু না বলে,
পোড়ে না বিচ্ছেদ অনলে জ্বলে না মন আগুণে ॥

সিন্ধু।

আর কি আমায় দিতে পারে সে মনবেদনা।
সখীরে, ভালবাসিতে আসিতে আর সেধনা ॥
নিশীতে মাধবী বনে, দেখা হ'লো সখা সনে,
প্রাণে সে র'য়ে গেল, বিরহ আর হলো না—
আঁখি মুদি হিয়া মাঝে, সে মধুর মাধুরী রাজে,
মানসে চরণ পূজি, পরশে নাহি বাসনা ॥

ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রভৃতি

পি ৪৬১৬ (কাফুর খাঁর আক্রমণ হইতে দেবলার উদ্ধার)

দেবলা। দেবীদাদা, এইবার আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

দেবী। দেবগিরি।

দেবলা। দেবীদাদা!

দেবী। কি দিদি ?

দেবলা। দেবগিরিতে কি আশ্রয় পাব ?

দেবী। কেমন ক'রে বল্‌ব বোন্ ?

দেবলা। তিনি আমার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন—মারাঠা বলে বাবা তাঁকে ফিরিয়ে দেন। অপমানিত হ'য়ে তিনি ফিরে গেলেন। আজ বিপদে প'ড়ে তাঁর আশ্রয় চাইতে যাচ্ছি। তিনি কি সেই অপমান ভুলে,—আলাউদ্দিনকে শত্রু ক'রে আমাকে আশ্রয় দেবেন ? না, দেবী দাদা, চল ফিরে যাই।

দেবী। হা ভগবান! করুণসিংহের কন্যার আজ এই অবস্থা! রাজকন্যার এই পরিণাম!

(সৈনিকগণের প্রবেশ)

১ম সৈ। ইয়া আল্লা, যার জন্যে এত ঘোরাঘুরি, সেই মুঠোর মধ্যে। এস বিবি,—

দেবী। কে তোমরা ?

১ম সৈ। আমরা সম্রাটের সৈনিক, ঐ বিবির জন্য এতদূর এসেছি! শুন্‌লে ত, চ'লে এস।

দেবলা। দেবীদাদা—দেবীদাদা—

দেবী। ভয় কি দিদি—বে'র হবার সময় এ কথাও ভেবে, তার উপায় স্থির ক'রে রেখেছি। দাঁড়া,—বুক পেতে সোজা হ'য়ে দাঁড়া,—জয় একলিঙ্গ দেবের—

(আঘাতোদ্যোগ ও কাফুর আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন।)

কাফুর। এ কি? কে তুমি? আর কেন এই বালিকাকে হত্যা ক'র্‌ছিলে?

১ম সৈ। সাহাজাদা! ঐ গুজরাটের রাজকন্যা!

কাফুর। বটে! কে? দেবীদাস না?

দেবী। চিন্‌তে পেরেছ কাফুর?

কাফুর। পারব না? এক আধদিনের আলাপ নয় যে ভুলে যাব।

দেবী। এখন আমাদের কি কর্‌বে?

কাফুর। রাজকন্যাকে তাঁর মাতা স্মরণ করেছেন।

দেবী। তুমি স্থির জেন' কাফুর, আমাকে বধ না ক'রে, আমার প্রভু কন্যার কেশাগ্রও স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

কাফুর। বৃথা চেষ্টা দেবীদাস। কেন অকারণ প্রাণ হারাবে? বিশ সহস্র সৈন্যের বিরুদ্ধে তুমি একাকী কি কর্‌বে?

দেবী। মর্‌তে ত পারব। আমি ধর্ম্মত্যাগী নই,—তোমার মত এখনও আমাতে ক্লীবত্ব জন্মেনি। প্রাণের মায়া বড় করি না।

কাফুর। উত্তম। আক্রমণ কর সৈন্যগণ—

(সৈনিকগণ অগ্রসর হইল ও ঠিক সেই সময় খিজির খাঁর প্রবেশ)

খিজির। ক্ষান্ত হও। শিক্ষিত সুসজ্জিত পাঁচজন, একজনকে আক্রমণ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে, আর তার সহায় এক জীর্ণ

তরবারি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বীরশ্রেষ্ঠ কাফুর যাঁর সঙ্গে থেকে কি এই তোমাদের রণনীতি শিক্ষা হয়েছে—এই বীরত্বাভিমান হৃদয়ে পোষন ক'রেছ? ধিক্ তোমাদের! রাজপুত বীর, তোমার পথ মুক্ত, যেখানে ইচ্ছা, গমন কর।

কাফুর। সাহাজাদা, ঐ গুজরাটের রাজকন্যা—

খিজির। তা জানি কাফুর—

কাফুর। জানেন, অথচ হাতে পেয়ে—

খিজির। ছেড়ে দিচ্ছি। এত সৈন্য নিয়ে এসেছি কি বৃথা আড়ম্বরেব জন্য? না, তা নয় কাফুর। এই বালিকা যেখানে গেলে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, সেখানে যাক্। ভারতের যে কোন শক্তির আশ্রয় নিতে চায় নিক্। আমার সাধ্য থাকে, আমি সম্মুখযুদ্ধে সেই শক্তিকে পরাজিত ক'রে,—একে করায়ত্ত ক'রব। বিশ সহস্র সৈন্যের নায়ক হ'য়ে তস্করের মত,—রক্ষিহীন অবস্থায়,—একে ধ'রে, আমি কলঙ্কের পসরা মাথায় করতে চাই না। রাজপুত বীর! তোমার সঙ্গিনীকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যাও, কেউ তোমাদের বাধা দেবে না। আর যদি আবশ্যক বিবেচনা কর—এই দস্যুসঙ্কুল বিজনপথে তোমার কোন দোসর থাকার প্রয়োজন অনুভব কর, আমি সানন্দে তোমার সঙ্গিনীর রক্ষিস্বরূপ গিয়ে তোমাদের অভীষ্টস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসছি। আমায় বিশ্বাস কর বন্ধু—প্রাণান্তেও কখন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রব না।

—

বলজী, খিজির ও দেবলা।

(খিজিরের প্রবেশ)

বল। এই যে আসুন সাহাজাদা—অমন সঙ্কুচিত ভাবে আসচেন কেন ?

খিজির। অভিশপ্ত পাপী এই ভাবেই দেবমন্দিরে প্রবেশ করে মহারাজ! শত চিন্তা—শত ব্যাকুলতা—পাছে তার স্পর্শে কিছু অপবিত্র হয়। বিস্মিতনেত্রে কি দেখছেন মহারাজ।

বল। এক রাত্রে এত পরিবর্ত্তন !

খিজির। এই পরিবর্ত্তন দেখেই চমকে উঠেছেন মহারাজ ! যদি হৃদয় চিরে দেখাতে পারতুম বন্ধু, তাহ'লে দেখতে, কি এক প্রলয়ের ভীম প্রভঞ্জন একমাত্র সেখানে ব'য়ে গেচে,—কি এক দুঃসহ জ্বালা—বড় জ্বালা—শুষ্ক কেশ, কোটরগত চক্ষু, তার কতটুকুর পরিচয় দিতে পারে ! যা দেখছ বলজি, এ মূর্ত্তি সজীব নয়—অসাড়, অনুভূতিহীন, নিষ্প্রাণ—কঙ্কাল ! মাঝে মাঝে মনে হয়—একে ভেঙ্গে চুরে, টেনে ছুড়ে ফেলে দি—

বল। প্রকৃতিস্থ হ'ন সাহাজাদা—

খিজির। প্রকৃতিস্থ হব আমি ! জান কি বলজি, কেন এ দারুণ মনস্তাপ ? সেই নিরপরাধা বালিকা—তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে আমায় ভালবেসেছিল ; প্রতিদানে কি পেয়েছিল জান ? পদাঘাত—নিষ্ঠুর পদাঘাত ! আবার তার বিনিময়ে সে আমায় কি দিয়েছিল জান ? প্রাণ ! পদাঘাতের বিনিময়ে প্রাণদান ! বলজি—বলজি—আর কত সয় ! মাঝে মাঝে মনে হয়, নিজের

মাংস নিজে কাম্‌ড়ে খাই—বুকের উপর তুষানল জেলে রাখি। কি করেছি—কি করেছি !

(বক্ষে করাঘাত)

বল। সাহাজাদা ! সাহাজাদা !

খিজির। সেই শুষ্ক নীরস সম্বোধন—সাহাজাদা ! ও ডাকে আর মধু নেই,--ও কথা শুন্‌লে এখন কাণে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছে হয়। এমন অভাগা আমি যে, এই বিস্তীর্ণ জগতে এমন আমার কেউ নেই, যে একবার সম্বোধনে কাছে টেনে নেয়—যে একবার তার কোমল করস্পর্শে এ যাতনাতপ্ত ললাটকে একটু শীতল করে, কেউ নেই—আমার কেউ নেই—

(দেবলার প্রবেশ)

দেবলা। আছে। ভাই—

খিজির। আঃ—যে হও তুমি, আবার ডাক—দারুণ পিপাসা—শুষ্ক হৃদয়—আবার ডাক—আবার ডাক। এ ডাক ত বহুদিন শুনিনি ,—ডাক,—আবার ডাক—

দেবলা। ভাই—ভাই—

খিজির। যদি প্রাণের পিপাসা মিটিয়েছে—সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে একবার কাছে এস বোন্। নয়ন ভরে তোমায় দেখি—

দেবলা : এই যে ভাই, কাছে এসেছি,—(হাত ধরিলেন)

খিজির।—বলজি—বলজি—আমার হাত পা ভেঙ্গে আসছে—দেহ—আনন্দে অবস—রোমাঞ্চিত ! অসহ—অসহ ! পালাই

—ছুটে পালাই। (বেগে প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) মহারাজ; যে জন্য এসেছিলেম,—না, হয়েছে, হয়েছে—থাক—

বল। এ যে উন্মাদের লক্ষণ!

———

ইব্রাহিমের জাগরণ।

চাঁদবিবি।

পি ৪৮৭৭ ফয়জানের গীত।

কুহেলা পহেলা মধুমাহে।
নিথর প্রভাত বেলি, আকুলি বাহিরিলি
ফুল কুল আবরিলি কাহে॥
কোরকী অরুণ-মুখী, যবহুঁ মেলল আঁখি,
পিয়ামুখ পেখম আশে।
লাখ-হিম-বাণ-জনু, বধিল কোমল তনু,
(ধনি) নিমজ্জিল দুঃখ পরবাহে॥

ইব্রা। বহুত আচ্ছা, বহুত খোস্ কিয়া, ফিন্ পিয়ালা লে আও।

মোসা। এই—এই পিয়ালা লে আও।

ফয়জান। জাঁহাপনা আর সরাপ পান করবেন না।

ইব্রা। কি!—

মোসা। কি—বিবিজান কি!

ফয়। জাঁহাপানা শুনছি রাজ্যে বিপদ উপস্থিত।

ইত্রা। (হাস্য) ওহে শোন, বাইজী আমাদের বলে কি, শোন—

মোসা। ওহে তোমরা শোন—বাইজী কি বল্‌তে চাচ্ছে, শোন।

ইত্রা। আরে মর্‌—বলা হয়ে গেছে।

মোসা। ওহে বলা হ'য়ে গেছে—তবে শুনো না—শুনো না।

ফয়। জাহাপনা! আমোদের সময় অসময় আছে।—

১ম মোসা। কি! জাহাপানার আবার সময় অসময় আছে?

সকলে। না, এ বাইজী স্থবিধে নয়, দেলজানকে ডাকো, গহরজানকে ডাকো—

ফয়। জাঁহাপনা! আগে বাঁদীর কথা শেষ করতে দিন।

ইত্রা। তাই ত তোমরা কি আহম্মক হা—বাইজীর কথাটা শেষ করতে দাও।

মোসা! তাইত হে তোমরা কি আহম্মক—বাইজীর কথাটা শেষ করতে দিলে না—একেবারে দেলজানকে ডেকে ফেললে—

সকলে। দেলজান চ'লে যাও—

ইত্রা। কি বিবিজান! কি বলছিলে বল?

সকলে। বল—বল—গোপনে বল, প্রকাশ্যে বল—মন খুলে বল।

ফয়। হুজুরালি! প্রথমে আপনার এই সম্পদের সহচরগুলিকে চুপ কর্‌তে বলুন।

ইব্রা। সকলে চুপ কর—চুপ ক'রে বিবিসাহেব কি বলে শোন!

সকলে বহুত আচ্ছা।

(২য় খণ্ড)

ফয়। জাহাপনা! জন্মভূমি বিপন্ন—আগে তাকে বিপন্মুক্ত করুন, বাঁদীরা আবার আপনার পদপ্রান্তে ব'সে আপনাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা ক'র্ব্বে।

ইব্রা! জন্মভূমির সঙ্গে তোদের সম্পর্ক কি?

ফয়। সে কি জাঁহাপনা, আমরা কি আকাশ থেকে ঝরে পড়েছি?

ইব্রা। কি বল্‌ছিস কস্‌বি!

ফয়। নসীবের দোষে কস্‌বী হ'য়েছি—নসীবের দোষে প্রাণ-হীনা ছলনাই আমাদের উপজীবিকা, কিন্তু সকল মর্ম্ম ছিঁড়ে নিষ্পন্দ হয়নি জাহাপানা! মায়ের জন্য এখনও প্রাণ কাঁদে—বাঁদী কসবীর গোস্তাকী মাফ হয়, এক বিষয়ে আমরা—এই ঘৃণিতা অভাগিণী—আপনার চেয়ে ভাগ্যবতী।

ইব্রা। কি বল্‌ছিস বাঁদী কসবী! (দণ্ডায়মান)

ফয়। হত্যা করতে হয় করুন কিন্তু বাঁদীর শেষ কথাটা শুনে করুন। জন্মভূমির জন্য সময়ে সময়ে আমাদের চক্ষে জল পড়ে—কিন্তু জাহাপনা আপনি এমনি হতভাগ্য, ঈশ্বর আপনার চক্ষুকে মরুভূমি ক'রে সৃজন ক'রেছেন, দেশের জন্য ফেলবার এক ফোঁটাও তাতে লুকোন নেই।

ইব্রা। হুঁ, ঠিক বলেছিস্—তুই যদি ঠিক না বলতিস্, তোকে আমি এখনি কোতল করতুম। জন্মভূমির কি হ'য়েছে?

ফয়। তা জানি না জাহাপনা! শুনলুম সহর দুসমনে আক্রমণ করতে আসছে—সহর যায়।

(ইব্রাহিম ব্যতীত সকলে প্রস্থান)

ইব্রা। জন্মভূমি যায়—আমায় শোনালে কে? দেশের দুঃখে দুঃখিনী এক সমাজ-পরিত্যক্তা রমণী! আমার মত মূর্খ রাজার উপযুক্ত শিক্ষক! বল্‌লে কি? জন্মভূমি যায়! আজ যদি জন্মভূমি যায়, কাল এই অভাগিনী রমণীগুলার সঙ্গে আমার সমান অবস্থা। ওদের দুঃখে তবু দু' একজনেরও চক্ষু-জল পড়বে, কিন্তু আমার বেলায় কেউ ফেলবে না। আমি নরাধম। স্ত্রীকে পুত্রকে পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তার কারাগারে আবদ্ধ ক'রে প্রমোদোদ্যানে আমোদ-উল্লাসে মেতে আছি—তারা নির্জ্জনে ব'সে মৃত্যুর কামনা করছে। আর আমার প্রজা—তারা তো রাজা ম'রেছে ব'লে, একেবারেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে। তাদের সুমুখে কি আর একবার জীবিত দেহ নিয়ে ফিরতে পার্‌বো না! একবার পরীক্ষা কর্‌বো—?—করি—একবার করি।

সহায় কে? আমার অসৎ কার্য্যের সহায় তো সহস্র—সৎ কার্য্যের সহায় কে? তুমি—ঈশ্বর! তুমি। পা টল্‌ছে—মাথা কাঁপছে, আমার প্রাণটাকে অটল রাখ।

পি ৫১৮৩ আমার দেশ।

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষকেশ!
কেন গো মা তোর ধুলায় আসন কেন গো মা তোর
মলিন বেশ!
সপ্ত:কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।

কোরাস্—

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্ত কোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।
উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে তাঁর।
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি-শেষ,
তার কি সাজে গো ধূলায় আসন, তার কি সাজে গো
ছিন্নবেশ!

কোরাস্—কিসের দুঃখ ইত্যাদি।

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে করিল উপনিবেশ,
তার কি সাজে গো ধুলায় আসন, তার কি সাজে গো
ছিন্নবেশ!

কোরাস্—কিসের দুঃখ ইত্যাদি।

উঠিল যেখানে মুরজ-মন্ত্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান;
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডিদাস গাহিল গান।

যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য দেহের রক্ত করিয়া শেষ ;
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত লেশ।
কোরাস্—কিসের দুঃখ ইত্যাদি।
যদিও মা তোর দিব্য আলোক, ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘোচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি ত মেষ ;
দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ।

কে মল্লিক।

পি ১৬৪২ ভৈরবী মিশ্র।

ছাড়িয়ে সংসার কোথা চ'লে যাও,
দীন হীন বেশ ধরিয়ে।
আত্ম পরিজন কাঁদিছে এখন,
দেখনা তাদের চাহিয়ে॥
ত্যজিয়ে মমতা দারা পুত্রগণ,
কোন মহাদেশে করিছ গমন ;
দেহেতে সব বৈরাগ্য লক্ষণ,
কি ভাবেতে আছ ডুবিয়ে।
শুনিলে না তুমি আমার বচন,
দেখিতে দেখিতে মুদিলে নয়ন ;
কি ভাবেতে তুমি হইলে এমন,
না পেলাম উত্তর ডাকিয়ে॥

ভৈরবী।

এখন নতুন প্রেমেতে তোমার যতন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা কুব্জা বাঁকা, দু বাঁকাতে মিলেছে॥
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি,
কুব্জা তেম্নি কোটরচোখী,
খাঁদা নাকে ঝুমকো নোলক ঝুলিয়েছে।
মাথার মাঝে টাকের উপর পরচুলেতে ঘেরেছে॥
ভাল ভাল গয়না গাঁটা,
তাতে আবার ডায়মন্‌কাটা,
ওরে সে ভাদর বুড়ী সেজেছে।
কিবা রূপসী মোহিনী দেখতে যেন
রাহু নাকি কালশশী গিলেছে॥

পি ১৬৪৩ ঝিঝিট—খাম্বাজ।

ভুলিস্‌নে ভুলিস্‌নে তারা, আমি যে তোর অবোধ ছেলে।
আমি যদি থাকি ভুলে, কোলে নিস মা ছেলে বলে॥
যে বাঁধনে বাঁধা থাকি, হয় না মনে বারেক ডাকি,
দয়াময়ী দিস্‌নে ফাঁকি, ভুলিস্‌নে মা দিন ফুরালে॥
খেলা ঘরে ধুলা, যত খেলি তত জ্বালা,
ডাকি তোরে বিপদ বেলা, চরণ দিস্ মা চরম কালে॥

কাফি—সিন্ধু।

আমি কি তোর কেউ নই তারা।
তবে মা মা বলিয়ে কেন হই গো সারা।
দিবস রজনী ডাকি মা মা বলে,
মা তুমি একবার চাওনা আমায় ভুলে,
আর কি হবে তারা, ডাকিলে মা মা বলে—
দিন তো আমার হ'লো গো সারা॥

পি ১৬৪৪ ঝিঁঝিট

শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী কেন মা তোমারি এমন বেশ।
(তুমি) হর-হৃদিপরে দিয়াছ চরণ, নাই মা তোমার লাজের লেশ॥
দিয়াছ চরণ হরেরি উপর,
উলঙ্গিনী অঙ্গে না পর অম্বর,
লহ লহ জিহ্বা করিছে তোমার, এলায়ে পড়েছে চাঁচর কেশ॥
ভৈরবী ভবানী ভবের কারণ,
করে করি মাংস করিছ চর্ব্বণ,
সুধাপাত্র করে করিয়া ধারণ, যোগিনী সঙ্গে নাচিছ বেশ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

জাল গুটিয়ে নে মা শ্যামা, বাঁধন খুলে দেনা মা।
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, আর খেলিতে চাহিব না॥

কি ঝকুমারী ভবের খেলা,
ঘরে পরে দেয় মা জ্বালা,
ঘুরিয়ে দে মা পায়ের দোলা, ওমা খেল্‌তে আর পারি না।
সর্ব্বঘটে থাক তুমি,
নিমিত্তের ভাগী কেন আমি,
অংহ নাশ অন্তর্য্যামী বুকে দিয়ে ঐ রাঙ্গা পা।

—০—

পি ১৭১৩ সিন্ধু কাফি

আয় মা আয় মা উমা,
আয় তোরে কোলে করি
কতদিন আছ সকল অন্ধকার করি।
তিন দিনের তরে, বৎসর গেলে, মা আবাব আসিবে বলে,
আশাপথে নয়ন ফেলে, চিরদিন গেছে, কোলে দুটি নবকুমার,
সেই উমা দেখি শ্যামা—নয়ন ভরে
উমা তোমার কাঁচ মুখে হাসি হেরি।

—·—

ভৈরবী।

এস কোলে করি উমা ব'ল মা বিধুবদনে।
তোমার মাকে মা বলে মা, কে আছে তোমা বিনে।
তুমি আমার নয়নতারা, তোমায় বিদায় দিয়ে তারা,
তারা-হারা নয়নে কেমনে রব ভবনে।

তিন দিনের তরে আসিয়ে মা, নির্ব্বাণ আগুন জ্বেলে দিয়ে,
নিদয় হ'য়ে বিদায় দিতে বলগো কি কারণে।
সাগর-সিঞ্চন-নিধি, ভাগ্যেতে মিলালেন বিধি
নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না আর এ জীবনে॥

পি ১৯৯৯ ঝিঝিট মিশ্র।

অতি কাতর হৃদয়ে সে যে ক'রে গেছে,
শেষের সে কথা আমার দুটী হাতে ধ'রে।
ভালবাস বা না বাস কিন্তু মনে রেখ,
আমি নিশিদিন ভালবাসিব তোমারে॥
বসন্ত-পবনে কোকিলেরি সনে
গাবে দুঃখ গান অতি প্রেমভরে।
আমি নিদাঘ-তাপিত তরুলতা মত
প্রাণেরি বেদনা জানাব তাহারে॥
মধু-যামিনীতে প্রেম শয়নেতে, সুখেতে ঘুমায়ো লইয়া তাহারে,
আমি চিরস্মৃতি তব হৃদয়ে ধরিয়া, সদা জেগে রব বিরহ-বাসরে॥

সিন্ধু কাফি।

মরমে মরম-যাতনা ভালবাসার অযতনে।
একা যে কুকাজে মজে লাজের অধিক বাজে প্রাণে॥
যে জন পিরীত না চায় সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ যাহারি সে যদি না বাঁচায় প্রাণে॥

পি ২০০০ সাহানা (আগমনী)

এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুন্‌বো না॥
আসে যদি মৃত্যুঞ্জয় উমা নিবার কথা কয়,
এ বার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে
মান্‌বো না।

সিন্ধু কাফি (বিজয়া)

নবমী নিশি পোহাল কি করি কি করি বল।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা দেখনা বিজয়া এল॥
পুত্রশোকে জীর্ণজরা ভুলেছিলাম পেয়ে তারা,
হই যদি তারা হারা জীবনে কি ফল বল॥
বৎসরাবধি পরে তারা আনন্দ করিলেন ধরা,
কিসে যায় দুখ পসরা আমারে বল॥

প ২০৫১ মিশ্র ভৈরবী।

শেষের সে দিন মন কর রে স্মরণ
ভবধাম যবে ছাড়িবে।
সুখ-স্বপন মত দেখিছ অবিরত
চিরদিনের মত ফুরাবে॥

ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত

শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে।

স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়নমণি,

গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে॥

ভৈরবী।

দুস্তরে নিস্তার না দেখি মা আর!

ভরসা তোমার তার মা আমায়।

আশা দিয়ে তারা ভাসালি পাথারে

বিপদ সাগরে রাখ রাঙ্গা পায়॥

ও গো মা ঈশানী শ্মশানবাসিনী,

দুখে দুখহারা দূরিতনাশিনী,

কৃপার করাল, তোলে মা কোটাল,

কপাল-মালিনী যায় প্রাণ যায়॥

—•—

পি ২০৫৪ কাফিমিশ্র আগমনী।

গিরি এ কি তব বিবেচনা।

গেল সম্বৎসর দহিছে অন্তর,

গৌরি আনিতে তব মনে হ'ল না॥

রাজার মেয়ে উমা, জামাই ভিখারী,

লোকমুখে শুনে সদাই দুঃখে মরি,

আবার নাকি শিব ত্রিশূলডম্বুরধার,
শ্মশানাধিকারী ঘরে থাকে না ॥
গায়ে মাখে উমারে মাখায়,
সিদ্ধি ঘোটে খায় বলদে চড়ায়,
মরণ নাই শিবের হয় মৃত্যুঞ্জয়া
পাষাণীর হৃদয় তবু সহে না ॥

—•—

ভৈরবী।

কি হবে কি হবে উমা চ'লে যাবে,
কেমনে ধরি এ প্রাণে!
বৎসর যাইবে নবে মা আসিবে,
নতুবা তাহারে পাব না এখানে ॥
জয়া নিলে কার্ত্তিকে, বিজয়া গনেশে,
নন্দী ভৃঙ্গী যায় আশে পাশে,
সিংহবাহিনী দেখা গো ভবানী,
চলিল ঈশানী আপন ভবনে ॥

———

পি ২০৫৮ সাহানা মিশ্র।

তোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার
দাসখত লিখে নিয়েছে হায়।
আমার খেটে খেটে খেটে জন্ম গেল কেটে,
তথাপি এ ছার খাটা না ফুরায় ॥

আলস্য অসুখ রোদ বৃষ্টি নাই,
কাঁধেতে জোয়াল না আছে কামাই,
আমার চক্ষু জলে পোরে, মুছি এক করে,
অন্য করে বোঝা তুলি মাথায়।
বড় শ্রান্ত হ'য়ে পাছে ঘুমাই বলে,
রেখে দেছে আমায় শত্রুর মহলে,
তারা আগুনের ঢেলা, মায়া ছাচে ফেলা,
বুকে পিঠে উঠে সতত খেলায়॥

ঝিঁঝিট মিশ্র।

যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে,
আমার অবসর কই ত হ'ল না।
বসে নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে, কর্‌বো তাঁর চিন্তে,
এমন দিনটি ত কই পেলাম না॥
বাল্যকালে খেলায় গত হ'ল মন,
রস-বিলাসে গেল রে যৌবন,
জরা ব্যাধি আদি বার্দ্ধক্যে এখন,
আমার হ'লনা বুঝি তাঁর সাধনা॥
মাতৃঋণ পারিনু শুধিতে
না পারিনু তাঁদের চরণ সেবিতে
তাই সদাই চিন্তে শমন আনি অন্তে
দিবে বুঝি কত যাতনা॥

পি ২।৬৩ সুরট মিশ্র।

তোরি চরণে কেমনে শরণ পাব বল গো তারা।
ভক্ত মুক্তি নিজগুণে লোভে, তারে তারিলে করুণা কি হবে,
যে জন তোর ভকতি না জানে তারে তার ভবদারা॥
নিন্দিত জনে তারিলে তারিণী, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না জননি,
তব দয়াময়ী নামের মহিমা রেখো গো ত্রিপুরা।
অধম সন্তান যাচে করজোড়ি, তার দুঃখনাশ কর গো ঈশ্বরি,
সে যেন অন্তে তোমারি চরণে স্থান পায় মা অবিরাম॥

সকলই সঁপিনু জীবনে মরণে
তোমারি চরণে শ্যামা মা।
একবার দেখা দেগো দীনতারিণী সময় ফুরিয়ে গেল মা!
আর কিছু ত চাই না তারা বারেক হেরিতে চাই,
জনমের সাধ পূরাব জননি কোলে যদি যেতে পাই;
বিতরি তনয়ে করুণা লেশ, কর দুঃখহারা দুঃখেরি শেষ
আমি আর কত কৃত করমেরি দোষে মরম-যাতনা সব মা॥

পি ২:৬৪ আগমনী।

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল॥
কহিতে শিহরি কি করি অচল, নাহি চলাচল হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাল॥

দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আরও ভাবি গিরি দোষ কি অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'লো॥

——

বিজয়া—সিন্ধু খাম্বাজ।

উমাকে বিদায় দিয়া কেমনে রব ভবনে।
সুখের পর দুঃখ পেয়ে বড় লাগে প্রাণে॥
ভবানী এ ভবে আসি নাশিল, ভাবনারাশি,
কিন্তু শঙ্কর আসি রাখিল না এ ভুবনে।
উমার বিদায় শুনে কাঁদে জগজ্জনগণে
এ যে জগতজননী কেমনে বাঁচে মা বিনে॥

——

পি ২১৬৫ কাফি সিন্ধু।

জীবন বৃথায় মম যায় (হায় তারা)
ক্ষণ লাগিয়ে ভাবি না কি হবে শেষে,
শেষে দেখি দিনে দিনে হয় আয়ুক্ষীণ
মনে রেখো গো দীনতারিণী।
তব পদসেবক, বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর,
সে পদ কেমন পাবে অধম গোপেশ্বর,
তবে যদি নিজগুণে তার গো ভব ভবানি॥

—:০:—

ভৈরবী।

নিশীথ-শয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামি।
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি॥
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে,
তোমারি চরণে নামিয়া পুলকে,
ভেবে রাখি দিনেরই কর্ম্ম তোমারে সঁপিব স্বামি॥
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে ভাবি বসে মনে মনে,
কর্ম্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে,
দিবা অবসানে ভাবি বসে ঘরে,
তোমারি অসীম বিরাম সায়রে,
ক্লান্ত মনেরি ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নমি॥

—•—

পি ২২১২ সিন্ধু খাম্বাজ।

আমি তোমারি আশে বসে আছি বলে
তাঁই কি দেখা দিলে না দিলে না।
অথবা দেবতা-বাঞ্ছিত তুমি তাইতে বুঝি দেখা দিলে না॥
নয়নেরি আশা দেখিতে বাসনা,
প্রাণে ব্যথা দিওনা দিওনা,
তুমি সুধাংশু বদনে হের, সুধা বিনে
চকোর-প্রাণ বাঁচে না বাঁচে না॥

———

কাফি।

(ওহে) হরি দিবানিশি ডাকি তাই।
আমায় দাও দাও দরশন যাতনা জানাই॥
চির-সুখ-আশে সংসারে সঁপিয়ে মন.
কত দুঃখ পাই হরি কাহারে জানাই।
মনোবেদনা জানাই হরি যাতনা জুড়াই॥

পি ২২১৩ ঝিঁঝিট মিশ্র।

কেন দাঁড়িয়ে শ্যাম কুঞ্জের দ্বারে সখি তারে ফিরে যেতে বল।
নিশি শেষে কেন এসে সখি করে নানা ছল॥
আগে না বুঝে সুঝে রাখালের সঙ্গে মজে
কি লাঞ্ছনা কি গঞ্জনা সখি তার পেলাম প্রতিফল॥

খাম্বাজ।

নীলবরণা যমুনা ধাইছে সাগরে মিশিতে চাহে।
কুলু কুলু রব নাহি শুনি ভব হৃদি কি শুকাইল।
সাধে কেন বাদ বিকাশে সাগরে মিশিতে চাহে
সরোজ তটিনী-তটে ফোটে ফুল, মম হৃদি মাঝে শুকাল মুকুল,
কালা প্রতিকূল ভেঙ্গেছে দুকূল এতে কেন বাদ সাধে॥

পি ২৩৫৪ ভৈরবী।

এ মায়া প্রপঞ্চময়, ভবের রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে।
রঙ্গের নট নটবর হরি যারে যা সাজান সে তা সাজে॥

কর্ম্মসূত্রে জীবমাত্রে সবে মাত্র মায়ায় গাঁথা,
কেহ পুত্র কেহ কন্যা কেহ ভগ্নী কেহ ভ্রাতা,
কেহ সেজে এসেছেন পিতা কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গের অভিনেতা, আসেন সেজে কত সাজে॥
যখন যার হতেছে সাঙ্গ এ রঙ্গভূমি অভিনয়,
কাকস্য পরিবেদনা আর তখন সে কারো নয়,
কোথায় রয় প্রেয়সীর প্রণয়, পুত্রকন্যার কাতর বিনয়,
শোনে না কারো অনুনয়, চলে যায় সাজ সয্যা তেজে
না হইলে কর্ম্ম শেষ কত আসিব কত যাইব,
সং সেজে সংসারের মাঝে কত হাসিব কত কাঁদিব,
ভূষণ বলে যাব আসিব, এ যাতায়াত কবে নাশিব,
মহাযোগে কবে বসিব, মিশিব হরির পদরজে॥

সুরট মিশ্র।

কত দিনে হবে সে প্রেমসঞ্চার,
মুখে বল্‌তে হরিনাম, শুন্‌তে গুণগ্রাম, অবিরাম নেত্রে ব'বে অশ্রু
(কবে) সুরসে রসিক হইবে রসনা,
জাগিতে ঘুমাতে ঘুষিবে ঘোষণা,
কবে হবে যুগল মন্ত্রের উপাসনা,
বিষয়-বাসনা ঘুচিবে আমার॥
কত দিনে হবে সর্ব্বজীবে দয়া, কতদিনে যাবে গর্ব্ব মম ম
কত দিনে খর্ব্ব হবে মম কায়া, নত হবে লতা যে প্রকার

কত দিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি,
কাঁদিয়া বেড়াব স্কন্ধে ল'য়ে ঝুলি,
কণ্ঠ বলে কবে শিব করে তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনায়॥

২৩৯১ সিন্ধু—খাম্বাজ।

যে দিকে তাকাই কূল নাহি পাই
কি যে করি তাই জানি না।
পড়ে মায়া-জালে হরি-পদ ভুলে,
পাই কর্ম্মফলে যাতনা॥
বিপদ সময়ে জীবনের ভয়ে
ঠেকি ঘোর দায়ে ডাকি দয়াময়ে,
শঙ্কট মিলয়ে ভুলিয়া চিন্ময়ে,
করি সে চরণে বাসনা॥
পাপ অগণন করি আচরণ
তথাপি সদয় সদা নারায়ণ
কুমতির এ কি প্রেরণা॥
অন্তরে নির্ভয়, কহিছে বিজয়,
সোজা পথে যেতে যদি ইচ্ছা হয়,
কলুষিত হিয়া, শোধিত করিয়া,
পতিতপাবনে ভাব না॥

বেহাগ।

নিতান্ত আপন তাঁরে, কেন নাহি ভাব মন।
ক্ষণেক ভাবিলে পরে আনন্দে হবে মগন॥
তিনি ব্যাপ্ত চরাচর, তিনিই ত পরাৎপর।
হও তাঁরি ধ্যানপর, বিশেষ করি যতন॥
যাতে বিশ্ব সমুদয়, হয় জাত স্থিতি লয়,
তিনিই পতি নিশ্চয় বিজয়-বাঞ্ছিত-ধন॥

—*—

পি ২৩৯৮ বিভাস।

গিরিশনন্দিনী মহেশভামিনী,
গণেশজননী ভুবনপূজিতে।
সংসার-দাহনে শোকের তাড়নে,
তব কৃপাগুণে পারি মা জুড়াতে॥
দীন সুত হেতু কাঁদে বুঝি মন,
তাই কি ছাড়িয়া কৈলাস-ভবন,
অবসন্ন দেহে নূতন জীবন
দিতে কি এস মা আঁধার জগতে?
কহে গোপেশ্বর করি জোড় কর,
যে চরণ পেলে অসুর পামর,
দুঃখী বলে মাগো এত অনাদর,
দিবে না তরিতে এ দীন সুতে॥

বাগেশ্রী।

এস গো মা ভবরাণি ভবভয় নিবারিতে।
আজি তব আগমনে নাহি দুঃখ এ জগতে॥
তোমার সন্তানগণ, দুঃখ পায় আজীবন,
তাই কি মা ক্ষণতরে এস গো তুমি ভুলাতে॥
অধম গোপেশ্বর, যদি তায় কৃপা কর,
নহিলে তার নাহি উপায় মায়ের চরণ লভিতে॥

পি ৩৩৩২ খাম্বাজ মিশ্র।

(দেখ) হৃদয়-আসন রেখেছি শূন্য তব মুখখানি ভাবিয়ে।
দিবস রজনী ছিলাম বসিয়ে (ওগো) তব আশা পথ চাহিয়ে॥
পলে পলে কত গণেছি দিন আমি (ওগো) মোহন মূরতি আঁকিয়ে।
কে জানিত বিধি হইয়া সদয় দিবে তোমাধনে মিলা'য়ে॥
হৃদয় মাঝারে রাখিব তোমারে যতন করিয়ে লুকায়ে।
বিরলে বসিয়ে হেরিব তোমারে (ওগো) কত দিন যাবে বহিয়ে॥

ভৈরবী মিশ্র।

কেন হারাবি দুকুল। (ওলো)
শ্যামের বাঁশী শুন্‌লে পরে রবেনা তোর কূল।
যখন বাজে শ্যামের বাঁশী,
শুনে মন হয় উদাসী,
হইবি বাঁশীর দাসী বেড়াবি গোকুল।

মোহন বাঁশরী স্বরে,
গৃহকাজে মন পাসরে,
থাকিতে পারি না ঘরে গোকুল হয় আকুল॥

৩৭৬১ হাম্বির মিশ্র।

নিশি যে পোহায়ে যায়।
বল কোন্ প্রাণে নিশি অবসানে,
তোমারে দিব বিদায়।
কোথা যাবে তুমি চলি,
কবে এসে ফিরে এ হৃদয় পরে
ঘুমায়ে পড়িবে ঢলি,
আমি বিভোর নয়নে চেয়ে মুখপানে
ভেসে যাব দুজনায়।
তুমি যাবে চলে যাও, শুধু বলে যাও;
কবে আসিবে ফিরি গো,
মম প্রাণ যদি চায়, রহিব আশায়,
তোমারি স্বপন-আশে গো,
পোড়া জীবন জুড়াইব
তোমারি শীতল ছায়া।

সিন্ধুমিশ্র।

হৃদে বাঁধিয়া কেন নয়নজল দাওনা ওগো মুছিয়া।
সে যে অতীতের কথা হৃদয়ের ব্যথা যাওনা কেন ভুলিয়া॥

আকুল প্রাণে হতাশ হৃদয়ে (তুমি) মিছে কেন মর ঘুরিয়া।
তুমি অমন করিয়া মুখের পানে থেকো না গো চাহিয়া ॥

—০—

৩৮০৪ বেহাগ।

দিবানিশি তারা ব'লে ডাকবে পামর মন।
নামের মহিমা শুনে ঘুচিবে ভব-বন্ধন ॥
তারা নামে সুধাধারা শিব তাহে আত্মহারা,
শবাকারে তারাপদ হৃদে করে রে ধারণ ॥

—০—

ইমন।

জয় জয় শঙ্কর ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর
জটাজূটধর বম্ বম্ ভোলা।
বৃষভ-বাহন বাঘছাল আসন,
কপালে হুতাশন ধক্ ধক্ জ্বালা ॥
বামে লয়ে শঙ্করী মুখে বলে হরি হরি,
ভাঙ ধুতুরা পানে আঁখি ঢোলা ঢোলা ॥
ভৃঙ্গী দিতেছে তাল, নন্দী বাজায় গাল
ভবানী ভূতেশনাথ কাঁধে করে ঝোলা ॥

———

৩৮০ পিলু বারোয়া।

কেন গো মা জিভ কেটেছ, মনে কি পড়েছে
মাগো কতগুলি জীব কেটেছ ?

মা তোমার পদভরে ধরা টলমল করে
শঙ্কর যে মরে মরে তার একি দশা করেছ।
(মা) হাতে খাঁড়া ভয়ঙ্করী হয়েছ মা দিগম্বরী
এলোকেশী সর্ব্বনাশী দিশেহারা হ'য়েছ।
মনে কি ভাবনি শিবে একাদশী ক'রতে হবে,
হবে না যে বিধবা বে ঐটে যে ভুল ক'রেছ।

—০—

ভৈরবী।

তোর সিঁথের সিন্দুর হাতের খাড়ু ঘুচে যাবে মা,
এবার বাবা বুঝি বাঁচবে না।
পরতে হবে থান ফাঁড়া করতে হবে মাথা নেড়া,
নিরমিশি খেতে হবে
আর পাঁঠা বলি হবে না॥
আছে কেবল কুমড়া শশা, চিঁড়ে মুরকি বাতাসা
তোমার ভোগের বহর ঐ পর্য্যন্ত
কেউ সিন্দুর খেলা খেলবে না।
আবার শাক্ত ভক্ত ত্যক্ত হ'য়ে কালীঘাটে যাবে না॥
এখনও শ্বাস আছে বাবার ভয় যাবে বিধবা হবার,
চট্ করে তুই নেবে দাঁড়া কেউ দেখতে শুনতে পাবে না।
নইলে ভাতার মারা ব'লবে তোকে,
তারা মা আর বলবে না॥

পি ৪০৫৫ সিন্ধু মিশ্র।

(তুমি) স্নেহের সন্তানে কি দিয়েছ তারা,
দেবার মত কিছু দাওনি।
না দিলে যা নয় তাই দিয়ে শুধু
ভুলায়ে রেখেছ জননী॥
দিয়াছ চরণ চলিতে যখন,
কর নাই তোমার পথ নিদর্শন,
পথভ্রষ্ট হয়ে কুপথে যাই মা,
সুপথ দেখায়ে দাওনি।
হৃদয়ে বসিয়া যা করাও তা করি,
যা শিখাও শিখি যা দেখাও হেরি.
তবে কেন দীনে শিখাওনি সে নাম মা
ভবভয় দুঃখ নাশিনী॥

খাম্বাজ।

প্রভাত সময়ে আকুল হৃদয়ে,
গাও অলি মধুর মহিমা কার।
বিভোর পুলকে ডাকিছ কাহাকে
গুন্ গুন্ তানে বুঝা ত ভার।
যদি মতি থাকে ওরে কৃষ্ণকায়,
কুসুমে না হ'য়ে কুসুম স্রষ্টায়,
ধরি ষট্‌পদে শিখাও আমায়।
গুণাবলী বিধাতার।

পরাগ-শরীরে তাঁর কি পদধূলি,
সে চরণ-রেণু কোথা পেলি অলি,
সাথে যাই চলি,
মায়া ছাই মুছে দে আমার ॥

পি ৪১২৯ ঝিঝিট খাম্বাজ।

(আমি) নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি অবসর পেলে বাসিও।
আমি দিবা নিশি হেথায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিও ॥
আমি সারানিশি তোমার লাগিয়া
রব বিরহ-শয়নে জাগিয়া
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে আসিয়ে
মুখ পানে চেয়ে হাসিও ॥

ভালবাসি যারে সে যদি না বাসে তবু চিরদিন তারি।
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার দিব নয়নবারি ॥
তারে দেবতা করিয়ে হৃদয়ে রাখিব রব চির-অনুরাগী।
মরুভূমে জলে কাননে অনলে পশিব তাহারি লাগি ॥

পি ৪৩০২ টোরি ভৈরবী।

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে ॥
(দয়াল) আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে,
যাচি হে তোমার চরণে শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি,
প্রভু, আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়পদ্মদলে ॥
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥

খাম্বাজ।

আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না চাহিতে হৃদয় মাঝারে তুমি নিজে এসে দেখা দিয়েছ ॥
চির-আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলা পেয়েছ।
আমি দূরে সরে গেছি তুহাত পাসরি টেনে ধরে বুকে নিয়েছ ॥
ও পথে যেওনা ফিরে এস বলে কাণে কাণে কত বলেছ।
আমি তবু চলে গেছি ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে
ছুটে গিয়েছ ॥

—০—

পি ৪৩৭১ হাম্বির।

গতি কি গঙ্গে হ'বে না, গতিদায়িনী মা।
মা মা ব'লে কাছে গেলে, মায়ে কি ছেলে ঠেলে ফেলে,
ব'লে কি মা সতীনছেলে তীরে স্থান দিলে না মা ॥
মা বলি শ্যামায় বটে জননী গো বলি তোমায়,
জানি না প্রভেদ কি মা বিমাতায় আর সুমাতায়,

তবে কেন এ সন্তানে দুখ দাও নিশিদিনে,
এত স্থান থাকিতে, তোমার দীনে স্থান দিলে না ॥

বেহাগ।

এড়াতে চিন্তায় উঠিলে চিতায় অনলের জ্বালা ভুলিয়ে
তখন কণ্টক বেদনা পদে সহিত না,
এখন মুখানল আছ সহিয়ে ॥
ছেড়ে সাধের ঘর সজ্জিত শয়ন,
এখন চিতাপরে আরামে শয়ন,
ধূলি ভস্ম হ'ল বসন ভূষণ সকলি গেলে কি ত্যজিয়ে ॥
দয়া মায়া লাজ দিয়ে বিসর্জ্জন,
উদাসীর বেশে বিদেশে গমন,
প্রাণের যাদুধন প্রিয় বাছাধন,
কারে দিয়ে গেলে সঁপিয়ে ॥

পি ৪৩৮৬ ভূপালি।

এস মা ঈশানি আমার অনেক দিন দেখি নাই তারা।
বরষ পরে নয়ন ভ'রে হেরি তোমায় দুঃখহারা ॥
জানি না মা মহামায়া ধরায় তোমার কেমন দয়া,
দুদিন তরে দেখা দিয়ে করবে আবার তারা-হারা।
রূপে আলো করি মহী এলে যখন দয়াময়ি,
নয়নছাড়া হ'য়ো না আঁধার করি সারা ধরা ॥

সিন্ধু খাম্বাজ।

এস মা আনন্দময়ি এস মা গৃহে আমার।
রাঙ্গা পায়ে করি আলো মা গো অখিল সংসার॥
কি আছে ও মা আমার করিব পূজা তোমার,
লও তৃণ, ফুল, জল, প্রেম-অশ্রু উপহার।
লও সুখে দুঃখে মা চির-ভক্তি-পুষ্পহার॥

—

প ৪৪৫৯ দাদ্‌রা।

সে নিষ্ঠুর কালাচাঁদে আর ভাল বাস্‌ব না।
হৃদয়খানি ছিঁড়ে গেছে নিভে গেছে জোছনা॥
দিনে দিনে দিন ফুরাল, শ্যাম আমার নাহি এল,
এবার কালা এলে পরে আর কথা কইব না।
এবার শ্যাম এলে পরে আর ফিরে চাইব না॥

—

কাহারওয়া।

এস এস কাছে দূরে কি গো সাজে,
পাতিয়া রেখেছি হৃদয়-আসন॥
চরণের ধূলি দেহ মাথে তুলি,
আছি অভাগী কি সুখ জীবন॥
এস প্রাণ সাথি আজ শেষ রাতি,
ভাল ক'রে তোমায় করিব দরশন।
জীবননাথ পূরিল সাধ
ভুলেছি যত অনাদর যতন॥

—•—

পি ৪৫৪৫ পিলু।

(আমি) ভালবাসি দুটি কথা,
সুধামাখা মুখে বল দেখি সখা "ভালবাসি" দুটি কথা।
তোমারি মুরতিখানি, যতনে সাজায়ে আনি,
মুখে মুখে বুকে বুকে কত শুনি ব'সে সুধাবাণী,
শুয়ে তব পদতলে, ঢেলে দিয়ে আঁখিজলে,
কুতূহলে নানা ছলে সখা আঁকিব শ্রীপদখানি,
তুমি কাণে তানে তানে "ভালবাসি" বল
মুছাতে মরম-ব্যথা॥
বিরহে মিলনে শয়নে স্বপনে ভালবাসি দুটি কথা॥

সাহানা।

আমি নিতে জানি খেতে জানি দিতে জানিনে।
আমি হাসতে জানি খেল্‌তে জানি কাঁদ্‌তে জানিনে।
আমায় সবে ভালবাসুক
দেখবো না কেউ মরুক্ বাঁচুক,
(আমি) ধরা ভালবাসা চাইতে জানি বাস্‌তে জানিনে
আপন বেলায় কড়া ক্রান্তি
দিবার বেলায় মূলে ভ্রান্তি,
(আমি) ধরা পড়লে সরলপন্থী বুঝেও বুঝিনে।
সাধু সেজে লোককে শিখাই,

ধর্ম্মকথায় পরকে মজাই,
(আমার) আপন বেলায় সবই বজায় নিজে মজিনে ॥

পি ৪৬০৭ ইমন।

শিবের বুকে থেকে নেমে নাচ মা শিবে
সঙ্কল্প করেছ কি মা শিবকে বিনাশিবে ॥
তুই মা পতিব্রতা সতী, পদাঘাতে মারলে পতি,
অসতী নাম জগতে রটিবে, শিবহারা হ'লে, শিবে
নাম আর কে করিবে।
নাচ্‌বার ইচ্ছা থাকে যদি, বলি তোমায় নাচবার বিধি,
পাতা আছে আঁধার হৃদি তাতেই নাচতে হবে!
পা শক্ত কি হৃদয় শক্ত এতেই বুঝা যাবে ॥

সাহানা মিশ্র।

এলোকেশে হেসে হেসে ঐ বামা এসেছে।
আহা কিবা মেঘের বরণ যেন ছবি এঁকেছে।
মুণ্ডমালা গলে দোলে ঐ কপালে আগুন জ্বলে,
একি জ্বালা পদতলে পাগলা ভোলা রয়েছে।
ছার কপালীর মুখে ছাই দয়ামায়া একটু নাই,
এলোকেশী সর্ব্বনাশী ভুবন আলো করেছে ॥

পি ৪৬৪২ খাম্বাজ।

আমি স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি,
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া
স্বপনে তাহার মুখখানি নিরখি
স্বপনে কুহেলি মাখিয়া ॥
তারে বরমালা দিনু স্বপনে,
হ'ল হৃদি-বিনিময় গোপনে,
স্বপনে দুজনে প্রেম-আলাপনে,
যাপি সারা নিশি জাগিয়া।
করি স্বপনে মিলন সুখ-গান,
করি স্বপনে প্রণয়সুখদান,
হয় স্বপনে প্রেম-কলহ,
যায় স্বপনের সনে ভাঙ্গিয়া।
যা আছে আমার সব দিতে পারি,
সুখ স্বপনের লাগিয়া ॥

গারা মিশ্র।

নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো ॥
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে,
থামা এখন বীণার ধ্বনি চুপ ক'রে শোন্ বাইরে ব'সে,
বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালবেসে,
এখন যদি মর্ত্তে না পাই তবে আমার মরণ ভালো ॥

সাঙ্গ আমার ধূলোখেলা সাঙ্গ আমার বেচাকেনা,
এসেছি ক'রে হিসাব নিকাশ যাহার যত পাওনা দেনা,
আজকে আমি শ্রান্ত বড় ওমা কোলে তুলে নেনা,
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো॥

পি ৪৭২০ কেদারা।

মিছায় আসিলাম, কি কাজ সাধিলাম, জীবন ফুরায়ে যায় মা।
হ'লনা সাধন, হ'লনা ভজন, পূরিল না মনোবাসনা॥
এবার আমার হ'ল আসা যাওয়া সার,
কভু না ভাবিলাম ভুলে একবার,
কেমনে তরিব ভব-পারাবার, জীবন ত্যজিলে কায় মা।
থাকিতে জননী ত্রিলোকতারিণী, থাকিতে জননী পতিতপাবনী,
থাকিতে মা তুমি দুর্গতিনাশিনী, অকৃতীর গতি কি হয় না॥

সিন্ধু।

(আমি) ভালবাসি হরি যেই মনে করি, যেই ভাবি কি
দিবে আমারে
প্রতিদানে যখন লালসা এত, ভালবাসা হয় কি করে॥
নিবেদনের আগে প্রসাদে বাসনা, জানি না কে মোরে বিতরে।
মূল ফল আশা ভাসা ভালবাসা, প্রীতিবারে শুধু তোমারে॥

পি ৪৭৫১ সিন্ধু খাম্বাজ (আগমনী)

মা তোমার কি এতদিনে মনে হ'ল বসুন্ধরা।
ধরা কি তোর বল মা তারা, সারা জগৎ সৃষ্টিছাড়া॥
দেখবো বলে আকুল হ'য়ে,
আছি আশা পথ চেয়ে,
ওমা তোমায় দেখবো কি মা,
আমার দুনয়নে পড়ে ধারা॥
এবার এলে বাসনা মা,
রাখবো হৃদে শবাসনা,
কর্‌বো না আর নয়নছাড়া,
তারায় তারায় রাখবো তারা!

ভৈরবী।

এই মা ছিলে কোথায় গেলে মহেশ-মনমোহিনী।
অপরাধ পেয়ে বুঝি লুকালে মা ত্রিনয়নি॥
স্বপনে মা দেখা দিলে আবার কোথায় লুকাইলে,
সুস্বপন কেন ভাঙ্গালে কাঁদালে কেন জননী॥
এস এবার সদয় হ'য়ে কার্ত্তিক গনেশ সঙ্গে ল'য়ে,
(লয়ে) সরস্বতী লক্ষ্মীমায়ে এস গো সিংহবাহিনী॥

পি ৪৮৬৫ ভৈরবী।

আমি দারা সুত চিনি ভাই বন্ধু সবে তোমায় কেন বল
চিনিনে।

আমি অনর্থের মূল, অর্থ বুঝি বেশ পরমার্থ কেন বুঝিনে ॥
বিষয় বৈভব জানি বিলক্ষণ দয়াময়ে স্বধু জানিনে।
আমি দেহ গৃহ হেরি তন্ন তন্ন করি চরণযুগল হেরিনে ॥
অসার সংসার সদা সার ভাবি তোমারে কই তো ভাবিনে।
আমি সারা ধরা গর্ব্বে সরাজ্ঞান করি, জগৎপতি কভু মানিনে।

খাম্বাজ।

সারাটি জীবন ধরিয়া সুখ চাহিয়া ধাই ছুটিয়া হে।
সেথা মরীচিকা আসিয়া আমারে লয়ে যায় গৃহ-বাহিরে,
আমি ছুটি পাছে পাছে, ভাবিতেছি কাছে,
কাছে চাহি দেখি আছি দূরে হে।
কভু মনে করি ধরি ধরি নেহারি সে গেছে সরিয়া।
সুখেরি লাগিয়া হইয়া অন্ধ আসিয়াছি পথ ছাড়িয়া ॥
আমার দুঃখ-কূপ মাঝে কি ফেলিল আনি,
কে তুলিবে বল টানিয়া।
পাতকি-তারণ তোল এ পাতকী করুণা-রাশিতে বাঁধিয়া।

পি ৫১০২ খাম্বাজ।

ভেদ বিচার কিছু নাহি জানি মনে,
যতনে হৃদয়ে রাখি পূর্ণানন্দ প্রাণধনে;
সুনীল আকাশ গায় যার চিত্র শোভা পায়,
আনন্দে বিহঙ্গ যার মহিমা সঙ্গীত গায়।

উন্মত্ত তরঙ্গ শুনি সিন্ধু উপর পেতে ধায়,
তাহারে হৃদয়ে ভাবি নিত্য শান্তি পাই প্রাণে ;
যার প্রেমে হ'য়ে বিভোর নিশিথে বিটপীদল,
শিশিরেরও ছলে ত্যজে ভক্তি প্রেম অশ্রুজল,
তিনি মাতা তিনি পিতা সর্ব্বজীবে সুমঙ্গল ;
তাহারে হৃদয়ে ভাবি নিত্য শান্তি পাই প্রাণে।

(আমায়) সবই দিয়েছ সুখ, দুঃখ ভোগ শোক
তাপ রোগ যাতনা,
আশার নন্দন নিরাশার মরুভূমি
কল্পনা বিরাজ বাসনা।
কতই দিয়েছ কতই পেয়েছি
হেসেছি কেঁদেছি ভেবেছি নানা,
অশান্তির প্রীতি সকলই দিয়েছ
শুধুই প্রেম করিলে বঞ্চনা।
যত যা' দিয়েছ সব লয়ে যাও
ফিরে আর কভু চাহিব না নাথ
প্রেম বলে নাথ দেও সিন্ধু প্রেম
প্রেমিক রেখ না।

পি ৫২৬১ বিভাস।

(ওহে) পতিতপাবন এ পাতকী জন, পাবে কি কখন চরণ তোমার।
কুটিল হৃদয়, কুচিন্তার আলয়, হয় না সহজে প্রমোদয় যার ॥

অকলঙ্ক তুমি পুণ্যের আধার, চিরকলঙ্কিত আমি দুরাচার।
তুমি অন্তরযামী হৃদয়স্বামী, জানত সকলি কি বলিব আর ॥
এ ঘোর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার, আকিঞ্চন নাথ কেহ নাহি আর।
(তুমি) বিপদভঞ্জন, যা কর এখন আমার ত ভরষা কিছু নাহি আর।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

(আমায়) কাঙ্গাল বলিয়া ক'রো নাকো হেলা
আমি পথের ভিখারী নহি গো।
শুধু তোমারই দুয়ারে অন্ধেরই মত
অঞ্চল পাতিয়া রহি গো॥
তব ধনে করি আশ, আমি পড়িয়াছি দীনবাস,
শুধু তোমারই লাগিয়া করিয়া আশ
মরমের কথা কহি গো।
মম সঞ্চিত পাপ-পুণ্য, আমি করিয়াছি সব শূন্য,
তুমি পূর্ণ করিয়া দিবে বলে তাই
রিক্ত হৃদয়ে রহি গো॥

পি ৫৫৯৩ ইমন।

(আমায়) সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ গর্ব্ব করিতে চুর।
যশ, অর্থ, মান, স্বার্থ সকলি হয়েছে দূর॥
ঐ গুলো সব মায়াময় রূপে, ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল করেছ দীনাতুর॥

গাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ, আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে বেদনা দিল প্রচুর।
(আমার) কত না যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব্ব করিতে চুর ॥

খাম্বাজ।

কেন কুণ্ঠিত হব যতনে ?
আমি মায়ের ছেলে যখন, করিব মা পণ
জীবনের শেষে চরণে ॥
কেন বঞ্চিত পদে হব মা ?
সকলেই তোমার আদরের ছেলে
আমি কি কেউ গো নাহি মা ?
হলে মা গো ক্ষুধা তৃষ্ণা,
ছেলে কাছে যায় করি মা আশা,
(মা কি) বাসনা পূরণ, তৃষা নিবারণ,
করে না তখনি যতনে।
তৃষা প্রকৃত শঠতা নয় মা।
করুণা-সাগরে, জীবনেরি তরে,
পিয়াসে জীবন কি যাবে মা ?
তুমি জগতের তৃষাহারী,
কেন কিঞ্চিৎ পাব না বারি,
চির-সঞ্চিত রবে করুণা তোমার
বঞ্চিত ক'রে সন্তানে।

৫৭১০ বেহাগ।

তারে কোথায় গেলে পাওয়া যায়।
কে দেখেছে তারে, কোথায় সে থাকে
কে জানে তাহারে, বলনা আমায়॥
সে রহে সদা বর্ত্তমান,
তবু কেন তার না হয় সন্ধান.
সে অরূপ কি স্বরূপ বোঝে নাকো জ্ঞান
জ্ঞানাতীত হ'লে কে বুঝিবে তায়॥

বাগেশ্রী।

অসার সংসার-মায়ায় মজিয়া রয়েছ মন।
সার চিন্তা কর যাতে হরিবে ভব-বন্ধন॥
সার ধনে কেন ভুলে আছ হে ভব-জঞ্জালে,
বিষয় ত্যাজিয়ে করহে হরি-সাধন॥

পি ৫৭৫২ আশা ভৈরবী।

কোন প্রাণে উমা তোমায় পাঠাব কৈলাশপুরী;
ত্রিপুরা তোমারে দিতে এসেছেন ঐ ত্রিপুরারী॥
শুন গো মা অন্নপূর্ণা, পুরী আমার হবে শূন্য;
দেহ শূন্য, প্রাণ শূন্য, সব শূন্যময় হেরি॥

বিভাস

যদি দয়া ক'রে এ দীনের ঘরে,
এলে দিন তারা দুদিনের তরে।
দে মা জ্ঞান আমি অরূপ নিরখি,
আর আমারে ফাঁকি দিওনা বারে বারে॥
কত সম্বৎসর, মুখসুধা তরে,
না হেরে মা তোরে প্রাণ মাত্র ধ'রে
আছি যে মা দুঃখে বলি গো তা কাকে,
তুমি অন্তর্য্যামি জান মা অন্তরে॥

———

পি ৫৮২৪ ইমন্।

পূজব কত মাটির ঐ প্রতিমাটি।
মাটির প্রতিমাটি পূজে একেবারে তুই হসনা মাটী,
আপন মনে ভেবে দেখ মন অখণ্ড প্রতিমাটী
আচেন অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী তিনি মাত্র খাঁটী,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিয়ে তুমি করতে চাও ফাঁকি
জীবের কাছে কেন শিবে! জীবের কান্নাকাটি॥

—•—

মিশ্র সাহানা।

দিন ত যায় মা দিন দয়াময়ী
হো'ল না হো'ল না আরাধনা মোর।
(ওমা) অকৃতি অধম তনয় বলিয়ে
কিছু কি মমতা হয় নাক তোর॥

সকলি তো গো মা তোমারি চাতুরী
মিছে কাজে আমি সদা ঘুরিফিরি
ভুলেও না কভু ও চরণ স্মরি
এম্‌নি মা তোর মায়ার ডোর॥
কবে যাবে টুটে মায়ারি বাঁধন
লভিব মা আমি ওপদে শরণ
করুণার বারি দেগো মা,
নিভে যাক হৃদয়ের অনল ঘোর॥

পি ৫৮৯৬ কাফি সিন্ধু।

আয় মা সাজাব আজ শ্যাম শ্যামা তোরে।
(ওমা) বনমালা দিব গলে বাঁশরী করে॥
হেলাইয়া দিব বামে পড়াইব পীতধড়া
শিরেতে মোহন চূড়া মুনিজন-মনোহরা,
নূপুর চরণে রাঙা, রুনু ঝুনু বাজিবে মা,
হেরিব মোহনরূপ নয়ন ভ'রে।
করেতে বাঁশরী তোর বাজিবে মা রাধা রাধা,
পড়িব চরণে লুটে ঘুচিবে মনেরি ধাঁধা,
অনন্তরূপিনী তারা, শ্যাম শ্যামা নও ছাড়া,
যে যা ভাবে মূঢ় জীবে মোহ আঁধারে॥

স্বরট মিশ্র।

আমি যখন যা চেয়েছি, তাই যে পেয়েছি
আর চাহিবার কিছু নাই কিছু নাই হে দয়াময়।
দুস্তর পারাবার, কর প্রভু পার
লও হে অচেনা দেশে যেথা তব জয়॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি যথা, নাহি কোন নীতি প্রথা,
মিথ্যা দ্বন্দ্ব ভেদাভেদ নাহি চিন্তা ভয়।
সে নদীর পরপারে, দীন দুঃখী যেতে পারে,
যথা আনন্দ মদির ধারা নিরন্তর বয়॥
দীন দয়াময়ী লক্ষ লক্ষ লহ
কোলে ভীত হেরি, নরক ভয়াবহ
দুষ্কৃত এ পতিতে, হবে মা স্থান দিতে
অশরণ শরণ শ্রীচরণ ছায়।

পি ৫৯৭০ সিন্ধু কাফি।

এ পাতকি যদি ডুবে যায় (মা)
অন্ধকার চিরমরণ সিন্ধু নীরে,
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়।
সুপ্ত হৃদয় করি নয়ন নিমীলন
না করিল তব করুণ অনুশীলন
মোহ ঘেরিল মোরে, রহি চির ঘুমঘোরে
ব্যর্থ জীবন গেল ফুরাইয়া হায়।

পূরবী।

আনন্দে আনন্দময়ী ভজ মন নিশিদিন
বিষয়-বিষম বিষে পুড়ে হ'লি রে মলিন।
অসারে ধ্যানে জ্ঞানে : চিনলেনা সার ধনে
কারে দিতে, কারে দিলে, দুর্ল্লভ মানব জীবন।
আনন্দ আলয়ে থাকি, আনন্দময়ে না দেখি
সুধা ফেলে বিষ পানে, হ'লে কেন অচেতন॥

পি ৫৯৮০ বাউল।

একবার চল দেখি মন হরিসাধন পোষ্ট অফিসে
আমি দিব অনুরাগের চিঠি সেই হরির উদ্দেশে
দু-তিনটী পোষ্টকার্ড খামে দিছি চিঠি নামে নামে
জবাব পাইনে কোনক্রমে দুর্ভাগ্য দোষে।
পোষ্ট অফিস সেই ব্রজধাম
আমি যত্ন করে লিখেছিলাম
চিঠি মারা যাচ্ছে শুন্‌লেম পোড়া পাপ পিয়নের দোষে।
মাতৃগর্ভে যখন আমি ছিলাম গো একা
(তখন) হরি ভাল বাসতেন, আমায় দিতেন গো দেখা,
এখন সংসারেতে পাঠিয়ে একা ভুলেও দেখা দেন না এসে
শিবরূপ তোমার দ্বারে বল্‌ব দুটী চরণ ধরে
দেবেন রেজেষ্টারী করে দেখা যাক্ শেষে

অনন্ত গোঁসাই বলে এবার চিঠি মারা গেলে
জানাইব জেনারেলে রাধা রাণীর হেড অফিসে॥

সুরট মিশ্র।

শোন্‌রে উপায় তোরে বলি—
কেন ভব-শীতে কম্পান্বিত থাকতে হরি নামাবলী।
নামাবলী অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ বাঁচা,
কাজ কি শাল জামিয়ার কাজ কি লম্বা কোঁচা
মলে পরে পাবি দেড় পয়সার এক কাঁথা ছেঁড়া চাটাই আর
বিচালি
যাদের আছে মায়া বাতিকের ছিটে
তারাই যে ভোলে তুলাই লখনৌয়ের ছিটে
পিরান চায় না কোটের সাধের বোতাম এঁটে দম ফেটে
ফুলেছ রে মন
নয়ন মুদে যেবা দেখে হৃষীকেশে
সে কি ভোলে রে লুই বালাপোষে
ত্যজে নিজ বাসে সদা ভালবাসে পীতাম্বর বনমালী।
হৃষীকেশ সদা জাগে যার মনে
সে কি ভোলেরে প্যাণ্টালুন চাপকানে
চায় না পাপ চক্ষে কাপড়ের দোকানে
নয়ন মুদে সদা থাকে।
লাল রুমাল দেখে হতে চাস রে লাল
কর্ণ কর লালে কইরে নন্দলাল

একবার এনে দেখা যশোদা দুলাল
কালের মুখে দিয়ে কালি।

পি ৫৯৮৪ আশাবরী।

চিরদুঃখী করেছ বলে
মনে ভেবেছ ভুলে যাবে।
দুঃখ যে আমার চিরবন্ধু
আরও ডাকবার সুযোগ হবে ॥
চাইনে ধর্ম্ম, চাইনে যুক্তি
কি হবে মা হ'লে মুক্তি
তোতে যদি থাকে ভক্তি
মুক্তি আপনি হতে হবে।
চাইনে মা যার সুতদারা
ডাকার কণ্টক তারাই তারা
আমার মায়ায় দেহ রবে ভরা
বাসনা কুপথে যাবে।

ঝিঁঝিট মিশ্র।

লোক লোকাচার সামাজিক ব্যাভার
আর কতদিন থাকবি জাতে।
যদি আসিতে, যাইতে, বাসনা নাই তোর
তবে জাতের কথা এবার দাও গো যেতে ॥
ওরে কুলাঙ্গার জাত্রে গুমোর করিস কি?

ওরে কুণ্ডলিনীর মা যে হাড়ির ঝি—
ত্রেতা যুগের কথা, ভেবে দেখ দেখি,
রাম হয়েছিলেন চণ্ডালের মিতে॥
জগৎ জুড়ে যেদিন দেখবি জগন্নাথ
সেই দিনেতে তোর কোথায় রবে জাত
জীব মাত্রে দেখে হবি প্রণিপাত
বার জাতের ভাত চাইবি খেতে।

পি ৬১৭৫ দেশ।

মা মা বলে আর কত কাল,
ডাকব গো মা ভবদারা
একবার এসে নে মা কোলে,
দুঃখনাশিনী ওমা তারা।
অনর্থক অর্থ পিয়াসে ঘুরে বেড়াই দেশ বিদেশে
কভু হেসে কভু কেঁদে,
দিন গেল মা পরাৎপরা।
এনে আমায় ভূমণ্ডলে কালের মুখে দিস না ফেলে
বল দেখি মা আমি মলে,
কি হবে তোর বুক পাশরা।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ

মা মা বলে আর ডাকব না,
ও মা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।

ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে আর কোলে যাব না।
বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না ?

—•—

পি ৬২০৭ বেহাগ খাম্বাজ।

কেন দিতেছ গঞ্জনা, হৃদয় রঞ্জনে,
অপরাধ সে কি করেছে ;
কালা সে আমার শপথ করিয়ে,
নিশিতে আসবে বলে গেছে।
প্রাণবঁধু না এলে কি সই পোহাইবে রজনী,
যদি পোহাইত নিশি সেই কাল শশী,
আসিত কুঞ্জে সজনি—
শুধু তাহারই বিরহে উন্মাদ প্রাণ,
পলকে প্রভাত হতেছে।
এখনও সই উষা নিশীথের কোলে,
ঘুমে অচেতন রয়েছে॥

দাদরা।

নয়নেরই ঘুমঘোর মুছে ফেল সই
আঁখি মেলি চাহ পিয়া পানে।
মলয় বহিছে ধীরে, পাপিয়া ডাকিছে ওই,
পিউ পিউ পিয়া পিউ, পিউ পিয়া তানে॥
কুসুম কহিছে হেসে, সে বঁধু বুকে এসে,
ফোটে কলি, পশে অলি, তোষে মধু দানে।
আবেশে উঠিছে কাঁপি, আধ বদনে ঝাঁপি,
এ হেন চাঁদিমা রাতি, গেল অভিমানে।

পি ৫২৭৮ মূলতান।

মায়ের পূজা বার মাস।
তার নাইরে বাস পূজা নাইরে অধিবাস॥
নইবিদ্যে চাল কলা আনতে হয় না যেতে,
মা সব সাজায়ে দিয়াছেন এ দেহ সাজিতে,
মায়ের পূজায়) পারিলে সাজিতে, হয় না সাজিতে
গুপ্ত পূজা অপ্রকাশ।
ষোড়শপ্রচারে পূজার নিয়ম, বস রে মন পূজায়
করিয়ে সংযম মুখে বল ব্যোম্ ব্যোম্
কেটে গেল ভ্রম, যাবে শমন—ত্রাস।

আগমনী—ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ।

অনেক দিন পরে, এলে গিরিপুরে,
বস হরবামে, হর মনোরমা।
যেরূপ দেখিতে সদা চায় মা চিতে,
দেখাও আমায় সেই মূর্ত্তি নিরুপমা॥
এমন করে ভুলে, থেকো না মা আর,
মায়ের প্রতি মায়া, নাই মা তোমার,
না হেরে মা তোর মুখ, পেয়েছি যে দুঃখ,
আছে কি মা কিছু, তাহারও উপমা।
আসবে বলে আমি গণি সদা দিন,
রোগে শোকে তনু হ'তেছে যে ক্ষীণ,
কবে যেতে হবে, জানি নাকো শিবে,
যাবার সময় দেখা দিও মা দিও মা।

পি ৬৩৮৩ সিন্ধু খাম্বাজ।

বল দেখি ভাই শিবের বুকে
ন্যাংটা মাগী কে নাচেরে,
সুরাপানে ঢলু ঢল ওর হাতে কেউ বাঁচে নারে
পুত্রের ছেলের মুণ্ডুগুলা, করে ফেলেছে গলার মালা
রুধির লয়ে করছে খেলা, ব্রহ্মা বিষ্ণু ভয় যাচেরে।

হাম্বির মিশ্র।

সাধে কি পড়েছে ভোলা শ্যামা মায়ের চরণ তলে
কটাক্ষেতে চায় মা আমার, সেই তো ত্রিতাপ জ্বালা ভোলে
একলা রূপে জগৎ আলা,
(মায়ের) পা দুটীতে শান্তি ঢালা,
জুড়াতে জীবের জ্বালা,
রেখেছে হৃদয় কমলে (চরণ) !
ভাব দেখি মন শ্যামা কি ধন,
ব্রহ্মা বিষ্ণু করে সাধন.
না জেনে কি ইন্দুভূষণ,
ক্ষেপীর প্রেমে গেল গলে।

পি ৬৪২২ নট মল্লার !

মলয় আসিয়া বলে গেছে কানে, প্রিয়তম তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তর ব্যথা, সযতনে তুমি নাশিবে।
রবি শশী তারা, সুনীল আকাশ, সকলে দিয়াছ তোমারি আভাস,
গোপনে হৃদয়ে করেছে প্রকাশ, তুমি এসে ভাল বাসিবে।
মম মর্ম্ম মুকুরে দূর হতে, পড়েছে তোমারি ছায়া,
হেথা অন্তর আলোকে প্রেম পুলকে, ধরেছি স্বপন কায়া।
আমার সকল চিত্ত প্রণয়েরি শশী, তোমারি লাগিয়া উঠেছে উচ্ছ্বসি,
কবে তুমি আসি অধর পরশি, মুখ পানে চেয়ে হাসিবে।

সুরট মিশ্র।

আজি মন প্রাণ কেন গো চাহে তোমার ওই দুটি আঁখি।
উজ্জল মধুর সকলই সুন্দর, যত দেখি তত চেয়ে থাকি॥
আঁখি দুটি কেন পুনঃ হাসি চায়, সকলই নিয়েছ ওহে নিরদয়,
কিছু তো রাখনি বাকী॥
বিকসিত হৃদি কুসুম সুবাস, নিয়েছ কি সখা মেটে নি কি আশ,
মিনতি তোমারে থেকোনা ভুলিয়ে, আমারে ভুলায়ে রাখি॥

—•—

পি ৬৪৬১ সুরট মিশ্র।

আমায় অভাবের শরে বিঁধেছে সংসার।
হবে না কি আর দুঃখ অবসান।
আমি টাকা টাকা করে ফিরি দ্বারে দ্বারে
কেউতো শোনে না কাতর ক্রন্দন॥
আত্মীয় স্বজন যে ছিল আমার,
তারাও তো ফিরে চাহে নাকো আর;
(ভবে) চির আপনার জননি আমার,
সদা মুখ পানে চেয়ে করে গো রোদন॥
ভেবে ভেবে মাগো হয়ে গেছি সারা,
আর কত দিন ভাববো বল তারা;
ঘরে বাইরে অন্নাভাবের আঁখি ধারা'
আর কত দিন ভারত থাকবে, এমন॥

———

ইমন।

আলোকে আঁধারে অমৃতে গরলে

সরলে কুটীলে জগৎ সৃজন॥

প্রেমময়ীর প্রেম নেশা, প্রিয়জন ভালবাসা,

সকলি অসার আশা নিশার স্বপন॥

দূরন্ত শোকের ছবি ধাইছে নবীনা বালা,

পতির চিতায় দিতে আত্ম বিসর্জ্জন॥

পি ৬৪৯৩ ইমন।

ভাবছ কি বসে সুখেরি স্বপন, ঘুম কি তোমার

ভাঙ্গিবে না।

মোহ নিদ্রা ঘোরে হয়ে অচেতন,

সারা নিশি গেল মেল না নয়ন,

ওই যায় চলি দেখ আঁখি মেলি

বাধা দিলে সে তো রবে না॥

সাধের জোছনা ফুটিবে না আর

সে সম্পদটী বড়ই আঁধার,

কিসে হবে পার বিপদ পাথার,

বিপদ বারণে স্মর না॥

—:*:—

বেহাগ খাম্বাজ।

মম মানস মাধবী কুঞ্জে শ্যাম বিহর গো নিশি দিন

আমার পরাণ রাধারে পাগল করিয়া বাজাও মোহন বীণ

তব বীণার ছন্দে জাগিবে হিয়া,
উঠিবে কুঞ্জ মুঞ্জরিয়া,
মম নয়ন সলিলে যমুনা বহিবে
লহরী ছুটিবে (ক্ষীণ) ॥
যবে দিন শেষে নামিবে নিশি,
নিবিড় জলদে ঘেরিবে দিশি,
কবে আঁখির পলকে আঁধারে মিশি
নিমিষে হবে বিলীন ॥

পি ৬৫৫২ বেহাগ।

(আমি) তোমায় ভাল বাসিব।
ওহে প্রাণ সখা আর কি আছে দিব ॥
যতনে হৃদয়ে ধরে রাখিব আদর করে,
অনিমেশ মুখ পানে চেয়ে রহিব।
প্রাণে প্রাণে দুই জনে, অনন্ত প্রেম মিলনে,
যথা নদী সিন্ধু সনে মিশে যাইব ॥

খাম্বাজ।

ওহে পাখি বল দেখি
কে তোমায় শিখালে গান।
তোমার সুললিত তানে
আমার উদাস হ'ল প্রাণ ॥

লুকাইয়ে তরু শাখে বারে বারে ডাক যাকে,
বলিতে কি পার তাঁর কোথায় পাব সন্ধান।
ইচ্ছা হয় তব সনে ডেকে ডেকে বনে বনে,
ফিরি তাঁর অন্বেষণে দোহে মিলে ধরি তান॥

———

পি ৬৫৭৫ ভৈরবী।

ফিরে লও মা তোমার সুখের সংসার
চাহিনা চাহিনা মাগো এসব কিছু আর॥
অভয় চরণ তরি দাও মাগো দয়া করি,
হরি হরি হরি বলে হই ভব পার।
সাজায়ে ভবের মেলা মা তুমি করছ খেলা,
অনন্ত তোমার লীলা বোঝে সাধ্য কার।
ভক্তের বাঞ্ছিত ধন মাতঃ তব শ্রীচরণ,
জীবনের অবলম্বন জানিয়াছি সার॥

———

ভৈরবী মিশ্র।

মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক্ হয়েছি।
হাসিব না কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি।
বিচিত্র ভবের খেলা ভাঙ্গ গড় দুটী বেলা,
ঠিক যেন, ছেলে খেলা বুঝতে পেরেছি।
এতকাল রইনু কাছে বেড়াইনু পাছে পাছে,

শেষে না চিন্‌তে পেরে হার মেনেছি॥
এখন না চিন্‌তে পেরে হার মেনেছি॥

পি ৬৬৩৭ সিন্ধু।

যদি একবিন্দু প্রেম পাই (প্রেমসিন্ধু হে) !
তবে কি তোমার চরণ ছেড়ে আর কোথাও যাই॥
থাকি চিরদিন তোমার অধীন,
ধন মান সম্ভ্রম কিছুই নাহি চাই;
সংসার বন্ধন করিয়ে ছেদন
আনন্দে নিশিদিন তব গুণ গাই॥

পূরবী।

মা বলে ডাকিলে তোমায় জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
তাই মা আনন্দময়ী করি তব নাম গান॥
মা তোমার আশা বচন চির প্রসন্ন বদন,
বিষণ্ন হৃদয় মাঝে শান্তি বারি করে দান।
মা তোমার্ দরশনে কত ভাব হয় মনে,
ইচ্ছা হয় সদা তব স্তন্য সুধা করি পান॥

প ৬৭২৩ সাহানা।

কাল গেল কালী কালী বলনা রসনা।
কালের বসে কালী ভুলে কালী গায়ে মেখনা॥

ভ্রান্তি ঘুচাও মন মনের একান্তে,
নিতান্ত দেহ মন শ্যামা পদ প্রান্তে,
কাল জানে কালী জানে থাকরে নিশ্চিন্তে,
কালীর তনয় বলে কালে তোমার ছোবেনা।
দ্বিজ শ্যামাচরণ বলে ভাবিয়ে শ্যামা চরণ,
জননী জঠরে যখন ছিলি ওরে ভোলা মন
বলে এলি ভূমণ্ডলে পূজব মায়ের শ্রীচরণ
ভূমিষ্ঠ হইয়ে এখন তাও কি মনে পড়ে না।

—০—

হাম্বীর।

এল রণে ঐ শ্যামা বামা কে।
কুন্তল বিললিত, শোনিত শোভিত, তড়িত জড়িত
নবঘন ঝলকে॥
বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছ দূরে,
রথ রথী গজ বাজি বয়ানে পুরে,
মদবল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিফল হৃদয় চমকে॥
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যু রূপিনী,
কাম রিপু পদে এ কেমন কামিনী,
লম্ফে গিরি ধরণী ধর সাগর যুবতী চকিতে নয়ন পলকে
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু
কলয়তি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন, কুরু কৃপা লেশ
জননী কালিকে॥

পিং ৬৯২৮ স্বরট মল্লার

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ বলে ;
ডাকছে মা তোর ঐ শশধর-বদনী॥
ত্রিভুবন ধন্যে ত্রিভুবন মান্যে, তোর মেয়ে সামান্যে নয়
গো রাণী ;
আমরা জানতাম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে ;
ঐ নাকি ভবের ভয় হারিণী (ও মা)॥
তোমার ঐ তারা চন্দ্রচূড়-দারা, চন্দ্র দর্পহরা চন্দ্রাননী,
এমন রূপ দেখিনি কারো, মনের অন্ধকার ;
হরে মা তোর হর-মনমোহিনী॥

—০—

গিরি গণেশ আমার শুভকারী।
নিলে তার নাম পূর্ণ মনস্কাম
(ও গো) সে আসিলে গৃহে আসেন শঙ্করী॥
বিল্ব বৃক্ষ মূলে করিব বোধন, গণেশের কল্যাণে
গৌরীর আগমন ;
ঘরে এনে চণ্ডী শুনবো মোরা চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী জটা জুটোধারী॥

———

পি ৭০০৭ গৌরী।

সুখের বাসনা কর আর কদিন।
(মন আমার) ত্যাজ অন্য বোল, দুর্গা দুর্গা বল
মানব জনম যদিন॥
যেদিন যেমন বিধির ঘটন, সেরূপেতে যাবে সেদিন,
(মন রে) তোর হইবে প্রমাদ ঘটিবে বিষাদ
কালী না বলিবি যে দিন।
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত, ভুলেছ কি ন মাস ন দিন,
আমি বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি
যাতনা সব কত দিন॥

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ।

যবে মা জাহ্নবী তব তটেতে জ্বলিবে কায়া।
সেই দিনে কি দিবি মা কৃপা করে পদছায়া॥
ও মা সাজিয়াছি মানব সাজে,
(কিন্তু) কাল গেল মা মিছে কাজে,
সেই দিনে মা হবে কি, যে ছাড়িব সংসারের মায়া।
কালিপদ'র অন্তিমকালে, মা তোর ঐ চরণ কমলে,
প্রাণ যেন যায় হরি বলে, এই করিস মা করে দয়া॥

পি ৭১০৯ দাদারা।

হরি হে আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে তালে।

মানুষ তো সাক্ষী গোপাল, মিছে আমি আমার বলে॥
ছায়া বাজীর পুতুল যেমন, জীবের জীবন তেমন,
দেবতা হতে পারে যদি তোমার ঐ পথে চলে॥
দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী আত্মারথে তুমি রথী,
জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে
সর্ব্ব মূলাধার তুমি প্রাণের প্রাণ হৃদয় স্বামী
পাপীকে সাধুকর তুমি নিজ পুণ্য বলে॥

সুরট মিশ্র।

হরি তোমা বিনে কেমনে (ভবে) জীবন ধরি।
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরি॥
যখন তোমারে চাই আঁধারে আলোক পাই
নিমিষে হৃদয় তাপ সব পাশরি॥

পি ১৩৫৮ ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ।

শমন সঙ্কট নিকট জননী, কি করি উপায় বলনা মা
হ'য়ে অভয়ার ছেলে, সভয়ে, মরিব একি দুর্ঘটন ঘটনা মা॥
কাঁপিতেছে অঙ্গ থর থর থর, ঝরিতেছে আঁখি ঝর ঝর ঝর;
গঙ্গাধর প্রিয়া, ধর আমায় ধর, কর কর দাসে করুণা মা॥
যদিও তোমার পদ না পূজেছি, ভাব ভরে কভু না ভেবেছি;
মা মা বলে তো বারেক ডেকেছি, ক্ষণেক করেছি ভাবনা মা॥

বেহাগ।

বিধি যা লিখে ললাটে তাই যদি হবে শঙ্করী।
তবে তোমায় মিছে কেন ডাকি গো মা দিগম্বরী॥
যদি হয় নিয়তির কার্য্য তবে তুমি কিসে পূজ্য,
জানি রাবণের সাহায্য, বস তাথে কোলে করি॥
পারলে না তারে রাখিতে, রাষ্ট্র আছে এ জগতে;
রাবণ ম'ল স্ববংশেতে, তুই গেলি মা লঙ্কা ছাড়ি॥

—০—

পি ৭৪১৫ ভৈরবী।

সখি আজও তারে ভালবাসি।
সে যে আসি বলে চলে গেছে সই
আমার গলায় দিয়ে প্রেম ফাঁসি॥
শত বর্ষ গত দেখনা সজনি,
আজও তো এল না শ্যাম গুণমণি;
সে মনোমোহন মোহন তনু খানি,
আমার মনে পড়ে দিবানিশি॥
আকুল হৃদয় ব্যাকুল প্রাণ
হেরিতে সতত সে বিধু বয়ান
তৃষিত নয়ন চকিত শ্রবণ
বাঁশরী তান অভিলাষী॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

কুল মান অকূলে দিয়ে শ্যাম কলঙ্কিনী হয়েছি।
সাধে কি সই ভবন ছেড়ে কুঞ্জবনে রয়েছি॥
রাধা নামের বাঁশী শুনে, স'পেছি প্রাণ মনে মনে
জীবন যৌবন তার চরণে একেবারে বিকায়েছি॥
ননদী তোর পায়ে ধরি, শ্যাম প্রেমের তুই হ'সনা অরি
গুরু গঞ্জনা বিষের ছুরী, বুক পেতে খুব সয়েছি॥

পি ১৮১১ আশাবরী।

কি রূপ তোমার তারা কে জানে তুমি কেমন
লয়ে তোরে ভ্রান্ত নরে ঝগড়া করে অকারণ
প্রধান পুরুষ তুমি কেউ বলে প্রকৃতি পরা
তোমারি অনন্ত রূপ জ্ঞানাতিতা তুমি তারা
যে সেরূপ ভালবাসে সেই রূপে তাঁরি পাশে
দেখা দিয়ে কর তার সব দুঃখ বিমোচন॥

ভৈরবী।

আদর ক'রে হৃদে রাখ মন
আদরিনী শ্যামা মাকে
তুমি দেখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ না দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি

তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি
রসনারে সঙ্গে রাখি
সে যেন মা ব'লে ডাকে।
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ
নিকট হ'তে দিও না কো
জ্ঞানেরে প্রহরি রাখ
সে যেন সাবধানে থাকে॥

—:*:—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)।

পি ৩৯৮৭ খাম্বাজ।

(পোড়া প্রাণে) মরম-জ্বালা কত সই।
মনাগুণে মরি প্রাণে আমি প্রকাশিতে পারি কই॥
জ্বলিছে বিরহ-বিষে, এ যাতনা যাবে কিসে,
মরি রে আপশোষে সে বিনে প্রাণ বাঁচে কই॥

——— ———

কাফি সিন্ধু।

শুধু চোখের দেখায় প্রাণসখা প্রাণ তো বোঝে না।
বিনা বারি-বরিষণে-চাতকিনীর প্রাণ বাঁচে না॥
চুরি করি মন প্রাণ, কোথা যাবে প্রাণধন,
বিনা প্রেম-আলিঙ্গন দেহে প্রাণ রবে না॥

পি ৪১৩৩ মালকোষ।

(ওমা) দীনতারিণী তারা।
দিনে দিনে দিনে কেটে গেল মা,
কত দিন আর র'ব তোমা ছাড়া॥
পাঠাইলে যদি এ ভবসংসারে,
(কেন) চিরপরাধীন করিলে আমারে,
পরাধীনতার সহে না যাতনা,
নে মা কোলে তুলে ওগো দুখহরা॥

ভৈরবী।

(আমার) কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে।
শ্রীদুর্গা জয়দুর্গা ব'লে কেন ডাকি তবে॥
ললাটে যা লিখেছে বিধি, তাই বলবান্ যদি,
(ওগো) শিব তবে সত্যবাদী কেমনে সম্ভবে॥

পি ৪৯১৫ সিন্ধু।

যে মনেতে মন নিলে এখন তোমার সে মন কোথা।
আগে যখন তখন দিতে দেখা ক'রে কত ছুতোনাতা॥
প্রথম মিলনে প্রাণ আমায় সাধে করিতে যতন,
এখন তোমার আসা যাওয়া বুঝি সেটা শুধু কথার কথা॥

ভীমপলশ্রী মিশ্র।

বলো গো আমার কথা ননদিনীকে।
(রাই) প্রেম-সাগরে নাইতে গিয়ে প্রেম-জুয়ারে ভেসে গেলে॥
নাইতেছিল নদীকূলে এমন সময় বান আসিল,
তখন সে হতাশ হ'য়ে অতলজলে তলিয়ে গেল।
বাঁচি যদি কোন ছলে, দেখা হবে ননদিনী বলে,
নচেৎ এই দেখা শেষ দেখা জন্মের মত হ'য়ে গেল॥

—————

পি ৬৩৮২ বাগেশ্রী।

যাবে কি জীবন শ্যামা এ ভাবে চলিয়ে
বৃথা এ প্রাণের স্রোতে অকূলে ভাসিয়ে
কি কার্য্য সাধনা তরে, আনিলে মা এ সংসারে
বারেক চাও না ফিরে, রহিলে ভুলিয়ে
ভাসালে অকূলে তারা, দাও গো মা কূল কিনারা
সন্তানে চরণে রাখি, দেখগো চাহিয়ে॥

—————

সিন্ধু।

দেখা দিয়ে কোথায় লুকালি ও মা কালী,
কোন অপরাধে মা মোরে, একা ফেলে গেলি।
দিবানিশি ডাকি তোরে, ওমা দেখা পাব আশা করে;
ও মা পাষাণ নন্দিনী বলে, বারেক না এলি।

সইতে দিলে যাতনা, তোমা বিনা কেউ জানে না,
আমার মনোবেদনা, ঘুচাও গো মা কালী॥

পি ৬৪৬২ ভৈরবী।

তারা এই কি পরিণাম।
না পুরিল মন আশা লয়ে তব নাম॥
পাষাণ তনয়া তুমি, কঠিন তোমার হিয়া,
পরিহরি দয়ামায়া, সুতে হ'লি বাম।
দিনে দিনে গত দিন দিনান্তে এল সে দিন,
হ'ল মোর তনুক্ষীণ ভাবি অবিরাম॥

গান্ধারী মিশ্র।

কি হবে দীনের গতি দীন তারিণী।
ভজন পূজন যে মা কিছু নাহি জানি॥
তব কৃপা বিনা মোরে, কে তারিবে এ সংসারে,
অন্তে দিও অভাগারে ঐ চরণ দুখানি॥

পি ৬৫৫৩ খাম্বাজ।

নিঠুর হরি বংশীধারী
খেল্‌ব হরি তোমার সনে।
লাজ মান পরিহরি
এসেছি তাই কুঞ্জবনে॥

আবির কুমকুম রঙ্গে
সাজাইব তোমার অঙ্গে,
ভাসিব প্রেম তরঙ্গে
দাসী হব ঐ চরণে ॥

পিলু মিশ্র।

লম্পট নিঠুর কালা দাঁড়িয়ে কেন এখানে।
লজ্জা কি শ্যাম হয় না তোমার
আস্‌তে রাধার ভবনে।
তোমারি চাতুরি বুঝিতে না পারি
যাও হে হরি তোমার মন বাঁধা যেখানে ॥

৬২৫১ কেদারা!

নাচবি যদি আয় মা শ্যামা, আমার মানস-কমল মাঝে।
দুলিয়ে কেশে মেঘের মালা, দুই চরণে নূপুর বাজে ॥
সেই তালে আজ ভুবন মাতে,
জীবন-মরণ একই সাথে,
তপন শশী, আকাশ বাতাস, নাচ দেখে তোর তারাও সাজে ॥

হাম্বীর।

(আমার) ঘুচিয়ে দে মা জীবন-জ্বালা
সন্ধ্যা হোলো, অন্ধকারে গাঁথব কত অশ্রুমালা ॥

হার মেনে আজ বল্‌চি শ্যামা, মায়ার খেলা থামা না মা,
খুলে দে তোর অভয় হাতে, মর্চ্চে পড়া প্রাণের তালা ॥

—•—

পি ১০৫৯ ভৈরবী।

পাপ সাগরে ডুবিয়ে আমায়,
এখন তুমি লুকিয়ে কালী।
কোন্ শ্মশানে পাষাণ
শিবের বুকে নাচছ খালি ॥
ভাসিয়ে মোরে অকূল মাঝে,
মুখ-ফিরানো তোর কি সাজে ;
পুত্র-বধের পাপ হবে মা,
লোকে দেবে তোমায় গালি ॥

জৌনপুরী।

কাল মেয়ের রূপ-সাগরে, ভাসিয়ে দিলেম নয়ন-তরী
চরণ-কমল ফুটবে কখন, সেই আশাতে জীবন ধরি ॥
ছয় রিপুতে (মা) ঝড় তুলেছে
মায়ার জালে মন ভুলেছে ;
স্রোতের কুসুম ভাস্‌ব কত, তাই কালরূপ স্মরণ করি ॥

পি ৭১৮৮ খাম্বাজ।

বাঁশী শুনে আকুল পরাণ।
কি করিব বল সখি যায় বুঝি কুল মান ॥

ধৈরজ ধরিতে নারি
ঘরে কি আর থাকৃতে পারি
চল যাই চল সখি কালারে সঁপিতে প্রাণ ॥

পিলু মিশ্র।

সখি কই সে কাল শশী।
ঐ দেখ অস্তাচলে চলিল গগণ শশী ॥
সয়ে কত তিরস্কার, চলিলাম অভিসার ;
গৃহে ফিরে যাই চল, কার আশে আছ বসি ॥

পি ৭৪-৪ খাম্বাজ।

জয় সীতাপতি সুন্দর তনু প্রজারঞ্জনকারী
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু সত্য-ব্রত-ধারী—
ধরণী-পূত চরণ পরশে পুরবাসীগণ মগ্ন-হরষে
আকাশ হইতে নিত্য বরষে দেবতা কৃপাবারি ॥

অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে
লক্ষ্মীহীন লক্ষ্মীহীনের শূন্য-পুরী মন সে কেমন করে।
কোথায় আলো কোথায় আলো আকাশ ভরা
কালোয় কালো
ফিরিবো না আর ফিরিবো না আর মা হারাণ প্রাণ
কাঁদান ঘরে ॥

হায় সরযূ সজল সুরে শোকের গীত গো
ডাকছে যেন করুণ তানে কোথায় সীতা গো
কোথায় সীতা কোথায় সীতা জলছে বুকে নিবিড় চিতা
কাজলা রাতের বেদন বাঁশী বাজছে নীরব স্বরে ॥

শ্রীযুত কৃষ্ণলাল।

পি ৬২৭৯ কমিক।

একটা পাখী ডালে বসে বলে, বউ কথা কও না,
আমার জল পিপাসায় জীবন যায়,
বউ উঠে একটু জল দেও না।
শুনে বউ বল্‌ছে করে ছল, পাখী তোরে দিতে পারি জল,
তুই আমাকে কি দিবি তাই সত্য করে বল,
আমার মন বড় হয়েছে চঞ্চল,
শুনে ননদিনীর গঞ্জনা।
শুনে কয় হরিবোলা পাখী, শুন ও শশীমুখী,
দোব নূতন ঢঙ্গের গয়না কিনে, ভাবছ তুমি কি!
দোব কাল সোনার বোম্বাই বৈকি,
সে কোন স্যাকরা দিতে পারবে না
দোব ভক্তিতত্ব নেকলেশ কিনে পায়ে দোব মল,
রবে তায় ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল,
তোমার গলাতে বেশ করবে ঝলমল,
হরি নামের মালা চিকদানা।

দোব রাধাকান্ত অনন্ত বউ অতি সুমধুর,
দোব গুরুমন্ত্র মাকড়ী ছুটী কর্ণেতে সুন্দর,
দোব শাঁখা শাড়ী সিঁতের সিন্দুর,
সতী পতি ভক্তির নিশানা।

—•—

কমিক।

দুনিয়ায় কে জানে সেই হরি ঠাকুর কোনখানে,
আছে সে সর্ব্বঘটে, লোকে রটে দেখি নাইক নয়নে।
কেউ বলে কোর্টের ভিতর, আছে সে জজের অন্তরে,
কেউ বলে সে বিরাজ করে উকিল মোক্তারে।
কেউ বলে পাহাড়াওয়ালার সঙ্গে ঘোরে, রুলের ভিতর গোপনে,
কেউ বলে হরি যে থাকে বেঙ্গল পুলিশে ;
কেউ বলে রয় টাট্‌কা ভাজার গঙ্গার ইলিশে,
(আবার) কেউ বলে সে আছে আঠার ভাজায় মিশে।
আর কেউ দেখি বলে, থাকে সে ছেঁড়া কম্বলে,
কেউ বলে রয় চিংড়িমাছ, চালতা অম্বলে,
কেউ বলে পাঁটার ঝোলে, ফুল্ক লুচির মাঝখানে.
কেউ বলে গয়লাদের ঘরে সে মাখন চুরি করে,
কেউ বলে ডাকাতদের দলে সর্দ্দারি করে ;
কেউ বলে শ্রীচৈতন্যরূপে ধেড়ে বাবাজীদের চৈতনে।

—•—

পি ৫৭৫৩ কলির কীর্ত্তি।

আমরা সকলে ভূমণ্ডলে এক মায়ের সন্তান।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হিন্দু-মুসলমান॥
কলিতে দুঃখী লোকের দুখের দিকে কেউ দেখে না চেয়ে
কেউ গরীব প্রজায় দিচ্ছে সাজা, চোখের মাথা খেয়ে।
আজকাল চরকাকাটা কাপড় মোটা আদর নাইকো তার,
কেউ বিড়ির দোকান খুলে হয়েছে হালে জমিদার
কত লোক বি, এ পড়ে, ফ্যা ফ্যা করে, ঘুরছে কলকাতা।
কেউ রেস খেলাতে একদিনেতে রাজা হতে চায়।
পূর্ব্বে ৫৲ মাইনায় চাকরী ক'রে গেছে সব কোঠাবাড়ী করে,
এখন পাঁচশ টাকা মাইনে পেলেও পান কিনে খায় ধারে।
আগে সব বৃদ্ধ লোক পরত কাপড় হাঁটুর উপর তুলে,
এখন যায় দুঃখীর বাছা, দুলিয়ে কোচা, চ'রে বাইসাইকেলে!
এখন বাবুদের চা চিনিতে পান ছিগরেটে রোজ একটাকা ব্যয়,
বাড়ীতে ভিখারী গেলে ভিক্ষে পায় না কুকুর লেলিয়ে দেয়।
রেখেছে কুকুরের পোঁদে ৩টী চাকর, মাকে ডোণ্ট কেয়ার॥

প্রশ্নোত্তর।

মা কালীর কৃপায় সব যায়গায় গাই তরজার গান।
আমার জুরি হরি পরামাণিক কৃষ্ণ আমার নাম।
হরি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি রাজবাড়ীর ভিতরে
মার গর্ভ থেকে বল দেখি কে বাপের শ্রাদ্ধ করে।
গর্ভে কোথায় পেলে ফুল বেলপাতা চিনি বাতাসা ডাল,

কোথায় পেলে ব্রাহ্মণ কুশ কুশাসন তিল কলা আর চাল।
কোথায় পেলে ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু কলার পাতা,
শুনব আজ হরির কাছে সঙ্গে আছে মহাভারতের কথা।
হরিদাস দিচ্ছে উত্তর শিখির পুত্র শান্তনু রাজন।
দিলে অন্তিমকালে গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জ্জন।
রাজার মৃত্যুর পরে লোকাচারে ভীষ্ম কাচা পরে।
কল্লে মায়ের গর্ভে বাপের শ্রাদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে।
বশিষ্ঠ বিধান দিলে ভীষ্ম কর্লে গঙ্গায় পিণ্ড দান॥
স্ত্রীর গর্ভে পিণ্ড খেয়ে রাজা স্বর্গধামে যান।
রাজা শান্তনু হয় ভীষ্মের পিতা মাতা সুরধনী।
খেলে শিবের জটায় জোয়ার ভাটা দিবস রজনী!

স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল।

পি ১১০ সিন্ধু কাফি—দাদ্‌রা।

ওমা কেমন মা, তা কে জানে।
মা বলে মা ডাকছি কত,
বাজে নাকি তোর প্রাণে॥
পাষাণী পাষানের মেয়ে,
বারেক নাহি দেখিস্ চেয়ে;
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে
বেড়াস্ মা তুই শ্মশানে॥

আমি মা বলে ত ডাকৃব না আর,
বাজেনা কি দেখি এবার।
বাবা বলে ডাকবো এবার
প্রাণ যদি না মানে॥

সিন্ধু কাফি—দাদ্‌রা।

ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা,
ঘুচ্‌লো ভবের আনা গোনা,
ও তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে
আমায় ধরতে পাল্লি না।
পেছনে তোর মোটা সোটা,
দাঁড়িয়ে আছে গুণ্ডা ছ'টা
মনে কর্‌ছিস বাঁধবি আমায়, আমি বন্ধন
দশায় ঠেকবো না॥

পি ১১১ ভৈরবী দাদ্‌রা।

তুমি কাদের কুলের বউ।
যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ তোমার নাইক সঙ্গে কেউ॥
যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে,
তোমায় কাঁদতে হবে অবশেষে
কুলটী তোমার যাবে ভেসে
(ওগো) লাগলে প্রেমের ঢেউ।

(কলসী) তোমার যাবে ভেসে
লাগলে জলের ঢেউ।

—

শঙ্করা—দাদ্‌রা।

তোমার ভাল তোমাতে থাক,
আমায় তো তার ভাগ দেবে না
যে আগুণে জ্বল্‌ছি রে প্রাণ, বুঝেও তুমি
তাও বোঝ না॥
ইসারাতে বলছি যত,
বুঝেও তুমি বোঝ না ত;
আমি কাঁদছি যত, তুমি হাসছ তত,
জান না কি ডবকা ছুঁড়ীর
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না॥

—

পি ১১২ সিন্ধু মিশ্র—যৎ।

আমারে আসিতে বলে এত অপমান করা।
মনে কি পড়ে না যাদু দু'হাত দিয়ে পায়ে ধরা॥
মনে মনে ভাব তুমি, বড় সুচতুরা আমি,
বলিহারি যাই তোমারি, এই কিরে তোর প্রেমকরা॥

—

সুরত কাওয়ালী।

আমার আর কিছু ভাল লাগে না।
মনের মানুষ হারিয়ে গেছে,

খুঁজে পেলাম না ॥

মনের মানুষ বিনে সখি,

(আমার) মন হয়েছে উড়ো পাখী,

(উড়ো পাখী)

আমি হৃদি-পিঞ্জরে তারে ধ'রে রাখি,

পোষ ত মানে না ॥

বাগেশ্রী।

কে ৩ একি রূপ হেরি হরি হে,

তুমি ধরেছ যোগীর বেশ।

কিবা রূপ কিবা ছটা, মি বেঁধেছ

চাঁচর চিকুর কেশ ॥

মুরলী ত্যজিয়ে হরি, পিনাক ত্রিশূল-ধারী,

বনমালা পরিহরি হাড়ের মালিনী বেশ ॥

পৃথিবী করেছ রাঙ্গা, এমন সোণার চর্চ্চিত অঙ্গ

তুমি ঢেকেছ বিভূতি দিয়ে, শুন ওহে পৃথ্বীশ ॥

ইমন ভূপালী।

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি।

হৃদয় মাঝে উদয় হও মা যখন করবে আমায় অন্তর্জলি।

তখন আমি মনে মনে তুল্‌বো জবা বনে বনে,

মিশায়ে ভক্তি চন্দনে ঐ পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি—

অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে কালী-নামাবলী—
কেহ বা কর্ণকুহরে বল্‌বে কালী ধীরে ধীরে,
কেহ বল্‌বে হরে হরে করে করে দিয়ে তালি।

—০—

পি ১১ কাফি সিন্ধু—খং।

অনুগত জনে কেন তুমি এত কর প্রবঞ্চনা।
(যখন) আমায় মারিলে মারিতে পার,
(তখন) রাখিলে কে করে মানা।
(আমি) করে থাকি অপরাধ, প্রেমডরি দিয়ে বাঁধ,
(আমার) বিনা অপরাধে একি রে তোর বিবেচনা।

———

কে, মল্লিক।

সুরট মল্লার।

বড় ভালবাসি, বারে বারে আসি, তবু কেন দেখা
দাওনা দাওনা।
তোমার লাগিয়া ব'সে আছি, সদা, মুখ তুলে কেন
চাওনা চাওনা॥
সারাদিন থাকি তোমারি লাগিয়া,
সারারাতি জাগি তোমারে ভাবিয়া,
(তুমি) নিমেষের তরে বারেক ভুলিয়া চকিত চাহনি
চাহনা চাহনা॥

কেন উষা'র বাতাসে হাসিয়া,
অরুণ-আলোকে ভাসিয়া,
হিয়ার মাঝারে নাচিয়া, প্রেমের গরিমা গাহ না।
এস সলাজ হাস্য হাসিয়া,
এস তেরছ নয়নে চাহিয়া,
আমার অবশ হৃদয়ে বিরহ-বাঁধন টুটিয়া ছিঁড়িয়া দাও না, দাও না।
(এস) হৃদয় আকাশ ছেদিয়া,
চাহ মেঘের আড়ালে থাকিয়া,
কুঞ্জভবন বিরহে মগন তুমিত ফিরিয়া এস না।
(এস) তারা-হার গলে পরিয়া,
এস জোছনার দুখ হরিয়া
মলয়মারুতে মদনেরি সাথে দেখা দিয়ে চলে যেওনা যেওনা।

মাষ্টার মদন মোহন চট্টোপাধ্যায়।

পি ১৬১৭ কল্যাণ পূরবী।

সান্ধ্য সমীরে থরে থরে থরে কে দেছে মধুর বাস।
সরসীর-বুকে কুমুদিনী- মুখে কে দে'ছে মধুর হাস।
চাঁদে কে দিয়েছে জোছনা রাশি,
প্রেমিকের গলে পরাতে ফাঁসি,
কামিনী অধরে কেন সুধা ঝরে কেন সেথা বহে সদা মধুমাস।
এ ভব ভবন কেন বা সুন্দর, কেন সেথা ক্ষরে সদা রবি-শশি-কর,
কেন বা তটিনী কুলু কুলু ধ্বনি চলেছে সাগর-পাশ।

—•—

কীর্ত্তন।

কোথা হে প্রাণসখা কোথা তুমি দয়াময়।
অসময়ে রাসবিহারী ঠেলোনাকো পায়॥
(আমায় দেখা তুমি হরি দেবে না কি)
(আমার অসময়ে দাও হে দেখা)
আমি ভাল জানি হরি বিপদকাণ্ডারী, অসময়ের সখা
তুমি বংশীধারী,
তবে কেন প্রাণসখা (সখা হে) দিতেছ না দেখা
ভুলেছ কি অভাগায়।
হরি তুমি ভোল তাতে নাইক ক্ষতি, যেন তোমাতে হে থাকে মতি
(আমি ডাকছি তোমায়) (ওহে অনাথের নাথ অসময়ে আমি
ডাকছি তোমায়)
দেখি পাই কি না পাই তোমার দেখা॥
(ও হে দীননাথ দেখি পাই কিনা পাই তোমার দেখা)

এম, এন, ঘোষ (ওরফে মন্তা)

পি ১৬৫৪ আসোয়ারী মিশ্র।

আমার মন মজিল সখীরে কালার বাঁশীতে।
মনে করি ভুলে থাকি, ভুলিতে পারি না সখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে॥
যে শুনেছে বাঁশীর গান, হারায়েছে কুল মান,
যমুনা বহে উজান, কালার বাঁশী শুনিতে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

বারণ কর গো সই তারে—
আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না বাজে না॥
আমরা নারী কুলবালা,
পথে কালা একি জ্বালা,
জল ঢেলে জল আন্‌তে যাওয়া সাজে না সাজে না॥

———

পি ৩৩৫ (টহলদারী)

সীতারাম ভজ্‌না মনুয়া দেখ না সংসার কি কারখানা।
বাপ মাতারি জরু লেড়কা কোই নেহি তোমরা আপনা॥
সাধুসঙ্গমে হর্‌দম্‌ ফিরো ছোড় দে রঙ্গ ছলনা॥
দুনিয়া ছোড়কে যানে হোগা এবি ইয়াদ্‌ রাখ না॥
শেষ্‌কা দিন্‌মে কোই নেই সাথী, এবি ইয়াদ্‌ রাখ না।
আর উসি বখতমে রামনাম লেকে ধরম সাথী কর্‌লে না॥

—•—

(দরবেশী)

দিন ফুরাল সম্‌ঝে চল ইহকাল পরকাল হারায়ো না।
শরীর-পিঞ্জরে জীবন-বিহঙ্গ চিরদিন ব'সে থাক্‌বে না॥
জপ তপ কর কি মরণে হুসিয়ার যমদূত-বন্ধন ভাড়না।
মাতাপিতা সহোদর দারা সুত পরিবার, আপন আপন
মিছে ধারণা॥
একাকী এসেছ একাকী যেতে হবে কেউ'ত সঙ্গে যাবে না॥

———

পি ৩৪৯৬ (ঝুমুর)

পোড়ার-মুখী কলঙ্কিনী রাই লো।
(ওলো) তোর মতন কুলমজানী গোকুলে কেউ নাই লো॥
(ওলো) তুই লো ধনি রাজার মেয়ে,
ভুলে রইলি রাখাল পেয়ে লো।
ওলো খাষা দইকে ত্যাজ্য ক'রে কাপাস খেলি গো॥
(ওলো) যমুনায় জল আন্‌তে গেলে,
রসের কথা কদম তলে ঘট্‌লো।
(ওলো) দেখে এসে লোকে বলে সকল শুন্‌তে পাই লো॥
আ মরি কি রূপের ছটা,
কয়লা হ'তে ময়লা সেটা (লো)
ওলো তার সনে তোর প্রেমের ঘটা লাজে মরে যাই লো॥

ভাটিয়ালি।

সাজের বেলাতে কে তোরে জল আন্‌তে ব'লেছে॥
ঘরের জল বাইরে ফেলে, জল ফেলে জল আনতে গেলে,
না জানি কোন্ কালার সাথে মন মজেছে॥
দাদা এলে ব'লে দিব, ব'লে দিয়ে মার খাওয়াব,
জল আনা তোর ঘুচাইব আয়ানের কাছে॥

পি ৩৫৭৯ খাম্বাজ।

নিপট নিঠুর শ্যাম নটবর চরণ ছাড়িয়ে দাও না।
রাধা গোয়ালিনী অতি কুরূপিণী চন্দ্রাকুঞ্জে যাও না॥

চন্দ্রা-হৃদয়-আকাশ-চাঁদ, ভূমে পড়ি আজি কেন গো কাঁদ,
ওগো যাও যাও কাছে এসোনা আমাদের রাই তো
কথা কবে না॥
নটবর তব শ্যাম কপালে, সিন্দুর দিয়ে কে বা সাজালে,
রমণী-ভূষণ যতনে পরালে কাজলে আঁখি ভরালে কে॥
রাধাকিশোরী রসবিহীনা, প্রেমিকা চন্দ্রা প্রেমিকা-প্রধানা,
ছি ছি কালা লজ্জা করে না এখানে পীরিতি হবে না॥

কাফি।

কাল হ'ল কাল আমার সই, দুখ কারে কই।
কত কাল কেটে গেল সে কাল আসিল কই॥
(এ কাল যাতনা সই)
কাল তমালতল, কাল কদম্বমূল,
কাল কালিন্দীজল কালসম হের ওই।
এত কাল ল'য়ে সখি, বল কত কাল থাকি,
আঁখি মুদে কাল দেখি জানি না সই কাল বই॥

পি ৩৮৯৫ বাগেশ্রী।

উমা আমার কেমন ছিলি ভিখারী হরেরি ঘরে।
লোকের মুখে শুন্‌তে পাই মা, জামাই নাকি ভিক্ষা করে॥
সত্য কি মা অন্ন বিনা উপবাসী থাক উমা,
দিনান্তে অন্ন জোটে না, ঈশান নাকি শ্মশানে মশানে ফেরে॥

শঙ্করা।

ছিলাম ভাল জননী গো হরেরি ঘরে।
কে বলে জামাই তোমার শ্মশানেতে বাস করে॥
যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মা ডরি,
নীলকান্ত আদি করি কত রত্ন শোভা করে॥
পরেন বটে বাঘাম্বর, জামাই তব বিশ্বেশ্বর,
ভস্মমাখা কলেবর অহি সদা শিরোপরে॥

পি ৪০৬১ যোগিয়া।

সাধ না মিটিল আশা না পুড়িল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ ডাকি মা তোমারে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা॥
এ পৃথিবীতে কেউ ভাল ত বাসে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা॥

টোরি ভৈরবী।

আমি সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকতে পাই নে
আমি চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন,
তব সঙ্গসুখ চাইনে॥

আমি কত গান গাহি মনেরি হরষে,
তোমার মহিমা গাইনে।
আমি বাহিরের ছুটো আঁখি মেলে চাই,
জ্ঞান আঁখি মেলে চাইনে॥
আমি কার তরে দিই প্রাণটা বিলায়ে,
ও পদতলে বিকাইনে।
আমি কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই,
তব প্রেমামৃত খাইনে॥

—:o:—

পি ৪১৩২ ইমন।

কি টিপ পরেছ মনমোহিনি চাঁদপানা মুখে।
আশে পাশে কাল নয়ন ভাস্‌ছে লো স্থখে॥
গালয় দুল্‌ছে শিক্‌লি হার, ফাঁপা চুলে চেরা সিঁথি
কব কি বাহার,
আলত-পরা চরণ দুটি রাঙ্গা টুক্‌টুকে॥

———

শঙ্করা।

দেখ্‌লে তারে চুলোচুলি না দেখলে প্রাণে মরি।
সে যে প্রাণেরি প্রাণ প্রাণের বিষম অরি॥
তার সঙ্গে কথা হ'লে, কাটাকাটি সাঁঝ সকালে
আবার কথা না কহিলে প্রাণ জুড়াতে নারি।

কাঁদাকাঁদি সাধাসাধি, ভাবি দূরে গেলে বাঁচি,
চ'খের আড়াল হ'লে পরে তিলেকে আঁধার হেরি॥

পি ৪৩৭৫ (আগমনী)

কে নাম দিল ত্রিগুণধারিণী,
(ওমা) কে নাম রেখেছে মা তোর নিস্তারিণী॥
(ওমা) বল মা প্রাণের উমা, মা হ'তে এত মা
হয়েছ কার এত আদরিণী।
আদর ক'রে আমি উমা নাম রেখেছিলাম,
ওমা গো আমি আজি যে শুনিলাম সবে নাকি,
মা ওমা রেখেছে তোর নাম, দুর্গে দুর্গতিহারিণী॥
সুখের তরে তোরে হরে সঁপিলাম,
দুঃখে কাল হর অবিরাম,
কে দিয়েছে তোর দুঃখহরা নাম'
আমি ত জানি জনমদুঃখিনী॥
অন্নশূন্য দেখি শিবের ঘর সদা,
কে নাম রেখেছে মা তোর অন্নদা,
দ্বিজ দাশরথি ভয়ে কাঁপে সদা,
কে নাম রেখেছে ভবের ভয়নাশিনী॥

(আগমনী)

সারা-বরষ দেখিনি মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
মা, নয়নতারা হারিয়ে তারা, আমার অন্ধ হ'ল আঁখি-তারা।

এলি কি পাষাণী ওরে দেখ্‌বো তোরে আঁখি ভরে' (মা),
কিছুতেই থামে না যে মা আমার পোড়া এ নয়নের ধারা॥

—•—

পি ৪৫৫২ বাউল।

(খ্যাপা) ভাঙ্গলো না তোর মায়ার ঘুম।
বিষয়মদে চক্ষু মুদে শুয়ে আছ বেমালুম॥
ঐশ্বর্য্যের মাৎসর্য্যে তুমি মনে কর বাদ্‌সা রুম।
প্রপঞ্চ এক সাজ সেজেছ ঠিক যেন ভাই হাটুম টুম॥
গোলা পায়রার বাচ্চা পুষে বাছা তুমি শুক ভেবে তায়
খাচ্ছ চুম।
ও না বল্‌বে কৃষ্ণ শুন্‌বি স্পষ্ট ডাকছে বলে বাকুম্ কুম্॥
(ভোলা মন) স্বর ব্রহ্ম না জেনে মশ্ম সাধ বসে
তাতুমতুম,
রাগেতে তোর নাই অনুরাগ পেছনে তোর
ঝিঁঝিট লুম্॥

—•—

বাউল।

দোকানী ভাই দোকান সার না কত্ত করবে আর বেচা কিনা।
ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মশলা চোর ছজনে নিল,
তোর ঘরের মাঝে সিঁদ কেটেছে তাও কি একবার দেখনা॥
পরেরে ঠকাতে গিয়ে নিজে ঠকিলি যা ছিল তোর আসল
টাকা সব খোয়ালি,

ও সে মহাজনের কি করিবি তাগাদার দিন বল না।
ফকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা এখন মহাজনের স্মরণ নিয়ে
জানাওগে ব্যথা,
তিনি বড় দয়াল শুন্‌লে আওহাল তোরে নিদয় হবেন না॥

—•—

পি ৪৭২৭ গারা ভৈরবী।

মম সুখোদয় যে দিন উদয় হবে গো জননী জানি সমুদয়।
এ ভব সংসার সকলি অসার হবে নৈরাকার জলে জলময়॥
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার, কমলার হবে কুভক্ষ-আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়।
পবনের যেদিন গতিরোধ হবে ভুজঙ্গেতে যে দিন গরুড়ে
দংশি'বে
পতঙ্গে যেদিন মাতঙ্গে নাশিবে সিংহিকার হবে শৃগালের ভয়॥

—•—

খাম্বাজ।

কেন বঞ্চিত হব চরণে; আমি কত আশা করে বসে আছি
পাব জীবনে না হয় মরণে।
আমি শুনেছি হে তৃষাহারী তুমি এনে দাও তা'রে প্রেম অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি,
তুমি আপনা হতে হও আপনার, যার কেহ নাই তুমি
আছ তার,
একি সব মিছে কথা ভাবিতে যে ব্যথা বড়

আহা তাই যদি হবে গো, পাতকীতারণ তরিতে তাপিত
আতুরে তুলে না লবে গো,
হয়ে পথের ধূলি এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ
তবে পারে পার কর বলে পাপী কেন ডাকে দীন শরণে॥

পি ৪৭৮০

ভীমপলশ্রী।

জয় যক্তে জগদীশ্বর জগজ্জন জগৎপালন।
হৃষীকেশ হরি রাসবিহারী রমানাথ রাধামোহন॥
তুমি বিশ্বম্ভর বংশীধর শ্রীরাধা রাধামোহন।
অনাথের নাথ শ্রীপতি শ্রীনাথ দীননাথ দীনতারণ॥
হরি ত্রিলোক পালক বালক বেশেতে কর বসুদেব-দুঃখনাশন।
তুমি নরকান্তকারী হরি হে নরকান্তি ধরি নরকুল জন্মগ্রহণ॥

বিভাস।

এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত করে
তার উপরে তোমার নামটি লিখেছ॥
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমার দয়াল নামটি লেখা,
সুন্দর নামটি বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দ নাম নয়নে লিখেছ॥

পি ৫১০৭ আড়ানা।

দয়াময় দয়া করিয়া (তার দীনে দীননাথ দয়াল)
দুখ নিবারণ দাও দরশন দিনে দিনে দিন যায় হে চলিয়া।
দীনের দিন হয় যে অবসান, দীননাথ-স্মৃত ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
তরাও ভবসিন্ধু ওহে দীনবন্ধু দূরে দূরে আর থেকো না ভুলিয়া॥

—•—

ছায়ানট।

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু।
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে ফিরিয়া যেওনা প্রভু॥
যদি কোনদিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম কভু না ঝঙ্কারে
দয়া করে তবু রহিও দাঁড়ায়ে ফিরিয়া যেও না প্রভু॥
যদি কোন দিন তোমারি আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে।
চির জীবনের হে রাজা আমার ফিরিয়া যেও না প্রভু॥

পি ৫৩১২ বেহাগ।

কে বলে মায়েরে কাল।

কাল যদি হ'ত শ্যামা ওগো করতো কি তায় জগৎ আলো॥
যারা মাকে না দেখেছে, তারা ত কাল বলেছে,
অন্ধকারে পড়ে আছে তাই, করে যত গণ্ডগোল। ক্রি
কালবরণ নয়গো শ্যামা, কালভয়হারিণী মে
আহা সে রূপের নাই উপমা, ভব যারে হেরে পাগল,

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

একবার ডাক দেখি মন ডাকার মতন,
শ্যামা কেমন থাকৃতে পারে
শুধু মুখের ডাকে আসে না মা,
মনের ডাকে রইতে নারে।
কবে হয়ত কোন কালে, ডেকেছিলে মা ব'লে
তাইতে দেখা পাওনি ব'লে থাকৃবে কিরে ভুলে তারে।
লোকে তারে বলে পাষাণী, তা ত নয় সে শিবরাণী.
না জানিলে ডাকৃতে তুমি, পাবে দেখা কেমন ক'রে॥

পি ৫৭১৬

দিবসে নিশীথে নিয়ত ভোজনে পাঁঠা খেতে কেন পাই না॥
খাই খাই করি, খাইতে না পারি ভার বুঝি আমি চাই না॥
ওহে বোকেন্দ্র যেও নাকো দূরে
কাছে এসে ডাক সুমধুর স্বরে
সৌরভে তব ভরিয়ে উদর রহিলে যে আর ওঠে না।
ডাকিছে সুমাংসী আকুল পিয়াসে
ব্যা ব্যা ধ্বনি করে আছে এসে
তোমারে হেরিয়া অগ্নি দিয়া আছে
তবে না হলে যে ক্ষুধা মেটে না।

ঔদরিক [কমিক]

যদি কুমড়ার মত, চালে ধরে রত, পানতুয়া শত শত ॥
আর সরষের মত হ'ত মিহিদানা, বুঁদিয়া বুটের মত ॥
(আমি) তুলে রাখিতাম, বোঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে আমি
তুলে রাখিতাম, আর বেচতাম না হে,
গোলায় চাবি দিয়ে চাবি কাছে রাখিতাম।)
যদি তালের মতন হত ছানাবড়া ধানের মত চসি।
আর তরমুজ যদি রসগোল্লা হ'ত, আমার দেখে হ'ত প্রাণ খুসী ॥
(আমি পাহারা দিতাম, ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে,
সারারাত তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম
খেকৃশেয়ালী আর চোর তাড়াতাম)
যেম সরোবর মাঝে কমলের বনে শত শত পদ্মপাতা।
(নি ক্ষীর সরসীতে শত শত লুচী যদি রেখে দিতেন ধাতা ॥
(আমি নেমে যে যেতাম, সেই ক্ষীর সরোবরে ঘন জলে
আমি গামছা পরে, নেমে যে যেতাম আমি মেখে যে খেতাম
একটু চিনি যে নিতাম)
যদি বিলাতী কুমড়া হ'ত লেডিকেনী পটলের মত পুলি
(আর) পায়েসের গঙ্গা ব'য়ে যেত, পান করিতাম দুহাতে তুলি
(সেই সুধা তরঙ্গের ঘনজলে আমি ডুবে যে যেতাম
আর উঠতাম না হে, ভুলে ডুবে যে যেতাম
গিন্নি হাত ধরে কর্ত্ত টানাটানি তবু উঠতাম না হে)
সকলই ত হ'বে বিজ্ঞানের বলে নাহি অসম্ভব কর্ম্ম
শুধু এই খেদ কান্ত, হয় ত মানব জন্ম আর হ'বে না,

শিয়াল কি কুকুর হ'বে না,
সব খাই খাবে, আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইবে
খেতে পাবে না।)

———

পি ৫৭৪৯

সিন্ধু খাম্বাজ।

ভাল খেলা খেলিতে তার।
অবোধ ছেলে আমায় নিয়ে,
তুমি দিলে বা কি, আমি পেলেম বা কি
কেবল আমি রৈলেম সয়ে॥
যৌবন গেল ভোগ বাসনায়,
এখন বৃদ্ধকালে কি করি হায়,
জীবনটা যে গেল বয়ে॥

———

ভৈরবী।

একটা ভূতে রক্ষা নাই মা,
আমার পাঁচটা ভূতের বাসা ঘরে॥
সেই রাত পোহাল ভূতের বোঝা,
নিত্যই যে ভূত স্কন্ধ করে॥
অজন্তাস পূত শুদ্ধি
বিনা হয় না পূজা শুদ্ধি;
খেয়ে সিদ্ধি হত বুদ্ধি,
লিখেছে তোর ভূতেশ্বরে॥
তোর [illegible]

ভূতের ভিতর আমায় করলি ভূত
দ্বিজ নীলাম্বরে এমনি ভূত
কেবল ভূতের বোঝা বয়ে মরে ॥

পি ৫৮২০ বাউল।

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে শরণ হ'লে ॥
অবিরাম হয়ে নত চলে যাও নদীর মত
কলকলিয়ে অবিরত জয় জগদীশ ব'লে।
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে ও তুই মহাপাড়ি ভাঙ্গ সমূলে
চেওনা কোন কূলে নেচে গেয়ে যাওরে চলে
সে জলে নাইবে যারা থাকবে না মৃত্যু জরা।
পানে পিপাসা যাবে ময়লা যাবে ধুলে
যারা সাঁতার ভুলে নাব্‌তে পারে
তাদের টেনে নে যাও একেবারে
ভেসে যাও ভাসিয়ে নে যাও সেই পরিমাণ সিন্ধু জলে ॥

বাউল।

আমি মুক্তি চাই না হরি।
পড়িয়ে বিপদে তোমারি শ্রীপদে ভক্তিভিক্ষা করি ॥
(হরিহে) আসিব যাইব চরণ সেবিব
হইব প্রেমের অধিকারী
(হরিহে) আমায় এই দাও প্রসাদ, সেবা অপরাধ
যেন ঘটাওনা বংশীধারী

(ওগো) চিনি হাওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল
দেখিলাম চিন্তা করি।
সাষ্টি সামীপ্য করি লক্ষ লক্ষ, মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি।
সেই যমুনারি কূলে, শ্রীরাম মণ্ডলে
রহিবে রাসবিহারী হে
যেন জন্মে জন্মে আসি, হ'য়ে সেবাদাসী
চামর ব্যজন করি।

পি ৫৯৭১ ভৈরবী।

জগত তোমাতে তোমারি মায়াতে
মোহিত জগৎ জন।
রবি শশী তারা আজ্ঞাকারী তারা
সদা নিয়ম করে পালন।
(মা) সংসার খেলনা দারা সুত দিয়ে
(তুমি) ভুলায়ে রেখেছ মা মোহিত করিয়ে।
তুমি খেলাচ্ছ যে খেলা, খেলিব মা সেই খেলা
মায়া মোহে মুগ্ধ অনুক্ষণ॥

কাফি।

তনয়ে তার তারিণী (তারা)।
ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হ'তেছি সারা
বারবার অনিবার, কাঁদাও না মা আর
অধম সন্তানের দুঃখ, নাশ দুঃখনাশিনী॥

সংসার রাঙ্গা ফলে ভুলিব না আমি আর
খাইয়া দেখেছি তাহে নাহি যে কোন স্বতার
সে যে পূরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে
মা হয়ে সন্তানের মুখে দিও না গো জননী।
আমার আমার ক'রে মত্ত হই অনিবার
দারা স্বত ইন্দ্রিয়াদি সকলি করি আমার
কিন্তু আমি কোনখানে খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে
দীনরামে আর ভ্রান্তিতে, রেখনা জননী।

—০—

পি ৫৭৮৫ ভৈরোঁ।

মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই
মনে ভ্রমে মাটি দিয়ে,
মা বেটী কি মাটির মেয়ে
মিছে খাটী মাটি নিয়ে।
অসি করে, মুণ্ডমালা,
সে মা কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনে জ্বালা
দিতে পারি নিভাইয়ে॥

—০—

টোরি।

জগত জননী তারা মা তারা।
মা জগতকে তরালে, আমারে ডুবালে
আমি তোমার জগৎ ছাড়া

দিবা অবসানে রজনী কালে
দিয়েছি সাতার শ্রীদুর্গা বলে
মম জীর্ণ তরি তাহে নাহি কাণ্ডারী
ডুবিল ডুবিল মাগো ত্বরা।

পি ৬১৭৬

নীলকণ্ঠ।

নারী হব আমি এবার মলে,
নারীর কথায় কথায় মান করব অভিমান,
চাইব না চাঁদ বদন তুলে।
চাকরে বাবুর আমি আদরিণী হব,
কথায় কথায় নাগরে উঠাব বসাব।
আজ্ঞা মত তার দাসী হয়ে রব,
করব জরিমানা একটু কসুর হলে।
দু হাতেতে পরব ডায়মণ্ড কাটা চুড়ী,
তেজ্য করে ঢেরী, পরব নীল শাড়ী.
কি বাহার হবে আহা মরি মরি
খোঁপা সাজাইলে বকুল ফুলে।
ইংরাজি শিখিব লেডী স্কুলে,
নাগরে নইলে ড্যাম বলিব কি বলে,
ফূর্ত্তিমাখা প্রাণ সোহাগেতে গলে,
হেলে দুলে সদা বেড়াইব খেলে।

নীলকণ্ঠ।

হরি কত আর দেখাবে রঙ্গ কলিতে।
মানে না ধর্ম্মাধর্ম্ম চেনে না গুরু ব্রহ্ম
মানবের সধর্ম্ম অধর্ম্ম পথে চলিতে॥
পিতামাতার অন্ন দিতে দীন দৈন দশা যার
বণিতার গহনা দিতে দিনে রেতে জমীদার
ভোলাতে রমণীর মন করতে পারে দেশ ভ্রমণ
করতে নারে মালা ধারণ
হরি তোমার নাম জপিতে।
শ্বশুর সম্বন্ধী এলে লুটিয়ে পড়ে তাদের পায়
গুরু এলে নোয়ায়না মাথা
পাছে টেরী ভেঙ্গে যায়
মরি মরি হায় হায় ছিন্ন বস্ত্র মায়ের গায়
শাখা শাড়ী শালী পায় মুখে কথা না খসাতে।

পি ৬২৮০ সিন্ধু খাম্বাজ।

ওগো নবমী নিশি গো তুমি আর যেন পোহায়োনা
ওগো তুমি গেলে আমার উমা যাবে,
এ দুঃখীর প্রাণ আর বাচবে না
সপ্তমী অষ্টমীতে আমি ছিলাম মনের সুখেতে
ওরে নবমী তুই মাথা খেতে কেন এলি বল্‌না॥

বসন্ত (আগমনী)

আয় মা সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্ব সুমঙ্গল ল'য়ে
আসিস্ না সন্তানের ধন মা,
শিবের কাছে জমা দিয়ে।
এতদিন যে মনের সুখে ছিলি শিবের বুকে,
এতদিন কাল মুখে কইনি কিছু কাছে গিয়ে।
শিব যদি না আসিতে চায়
আমি কিছু বলবো না তায়
আনন্দ স্থান পেলে ও পায়
আপনি তো তায় আস্‌বে ধেয়ে

পি ৬৪২৩ খাম্বাজ।

ডেকে ডেকে কেন ঘুম ভাঙ্গালে, তুমি ত সেই পরেরি পরাণ,
বঁধুয়া।
(ও গো) তুমি যাও যাও বঁধু তোমার ভালবাসার কাছে,
সে আছে মরমে মরিয়া ॥
আমি সরল জানিয়া জীবন যৌবন, সঁপেছিনু তোমায় যাচিয়া,
তুমি বড় দাগা দিলে অভাগী কাঁদালে, আমায় জনম গেল হে
কাঁদিয়া ॥
আমি মাণিকলাভে সাগরে ডুবিনু, কিন্তু ফণী বিষে গেনু জরিয়া
আমি জুড়াইব বলে চাঁদ সেবিনু, কিন্তু সে দিল আগুণ ঢালিয়া ॥

আশা—ভৈরবী।

(তোমায়) দেখিবার আশা মেটেনি এখন চঞ্চলে চলে যেও না॥
মরমের কথা এখন বলিনি তাও কি বলিতে পাব না॥
(ও গো) তুমি কি বুঝিবে বিরহে কি দুঃখ,
কি বুঝিবে তুমি মিলনে কি সুখ,
দিনেকের তরে ভুলেও আমার সুখ-দুঃখ ভাগী হলে না॥
তবুও না ভেবে রহিতে পারি না,
তবুও না দেখে পরাণ বাঁচে না,
এত ব্যাকুলতা, এত ভালবাসা, বুক পেতে তুমি নিলে না॥

———

পি ৬৪৯৪ সিন্ধু খাম্বাজ।

আমি কি তোর ছেলে নই মা,
ডাক্‌লে কেন দিস্‌নে সাড়া।
বুঝি ডাকার মত হয় না ডাকা,
তাইতে আমি তোর চরণ ছাড়া।
মার পদে যে ভক্তি করে,
সে তো করে নিজের জোরে,
কিন্তু ভক্তিহীনে নেয় না কোলে
এমন মা যে জগৎ ছাড়া॥

———

ভৈরবী।

আমার মা এখন বেঁচে।
কি ভয় তুই দেখাস আমায়

আমার কিসের ভয় আছে ॥
তোর তারণে ভয় করিনে,
বলিরে তোর কাছে (শমন রে)
ভয় দেখাবি যে ডরে তোকে
আমার কাছে আসা মিছে ॥
খাটবে না তোর জারি জুরি
দেখরে মনে বুঝে (শমন রে)
কালের কাল সেই মহাকাল
আমার মায়ের পায়ের নীচে ॥

———

পি ৬৯২৯ ইমন।

সারা জীবন ধরে উমা আছি মা তোর পথ চেয়ে।
আয় মা এ দীন হীনের ভাঙ্গা ঘরে রাঙ্গা মেয়ে ॥
ভূষিত কুসুম হারে চর্চ্চিত চন্দন ধারে,
শোভিত অভয়াপদ আরক্তিম জবা দিয়ে ॥
শূন্য এ হৃদয় আসন দে মা এসে দরশন ;
আমি হেরি রূপ অতুলন জুড়াই তাপিত হিয়ে ॥

—০—

বেহাগ।

আয় মা জগত জননী।
নিরুপায় দীনহীন চির হাহাকার পূর্ণ,
নিরন্ন এ বঙ্গ গৃহে অন্ন-দায়িনী ॥

রোগ ক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ দেহ বলহীন,
কাতর সন্তান গেহে শক্তি দায়িনী ॥
সুজল সুফল হীন মুক্ত প্রাণ আয়ুহীন ;
অশ্রুময় বঙ্গ গৃহে শান্তহাসিনী ॥

—০—

পি ১০০৮ সারি।

নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো না।
আমার মনের কথা মনে রইলো, শ্যামকে বলা হোল না ॥
বনে বনে বুলি বুলি,
(আমি) বনফুল আনিলাম তুলি (সইরে)
তার বোঁটাগুলি দিলাম ফেলি শ্যাম অঙ্গে বাজবে না।
আমার সাধের মালা শুকাইল,
শ্যামকে দিতে পেলেম না ॥

—২—

গজল।

যাওহে আমার কুঞ্জ হতে মিছে আর
জ্বালাইও না,
স্মরিলে মরিব, মরিলে ভুলিব,
পেয়েছি যে যম যাতনা ॥
সয়েছি কত মরম বেদনা,
অন্তরযামী তুমি তো জান না,
মিনতি করি দুটি পায়ে ধরি.
ছুঁয়োনা ছুয়োনা ছুয়োনা ॥

পি ৭১৯০ খাম্বাজ।

কেমনে বা সরি বলনা কিশোরী পড়েছি রূপেরি ফাঁদে।
(ও গো) এ পথে আসিয়ে তোমারে হেরিয়ে (আমি) পড়েছি
লো প্রমাদে॥
হানি খরতর নয়নেরি শর এখন বলিছ সর সর
(ও গো) আমার এ শরীর জর জর
কি জানি কি অপরাধে॥
করিনি বটে রমণী সঙ্গ তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ
আবার এবে মানা ছুঁইতে অঙ্গ এ রীতি কি রীতি রাধে॥

বাগেশ্রী।

ছি ছি ছাড় বাঁকা মদনমোহন।
অসময় রসময় রঙ্গ কি কারণ॥
একে গৃহে গুরুজনা সতত দেয় গঞ্জনা
বারুণ করি কেলেসোনা ধোরণা নারীর বসন॥
আমরা গোপেরি নারী, তব প্রেম বাঁধা হরি
নির্জ্জন নিশীথে প্যারীর কুঞ্জে দিও দরশন॥

পি ৬৭৮১ খাম্বাজ (কাফি)।

কেন বঞ্চিত হব ভোজনে॥
আমরা কত আশা ক'রে নিজ বাসা ছেড়ে এসেছি এখানে
কজনে

আহা তাই যদি নাহি হবে গো
তবে এত কি গরজ বাড়ীতে তোমার ছুটিয়ে এসেছি সবে গো।
ক'রে ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ করে দিবে কি দুয়ার বন্ধ
তবে তাড়াতাড়ি পাত কর বলে কেন ডাক আত্মীয় স্বজনে ॥
আমরা শুনেছি তোমার বাড়ী
যে চায় তত পায় হে খাইতে পান্তুয়া হাড়ী হাড়ী
শুনি পাবনা হইতে এনেছ আহার
বর্দ্ধমান হ'তে খাজা ভারে ভার,
একি সব মিছে কথা দিওনা কো ব্যথা
(আমরা) খাব না কো বেশী ওজনে
একি সব মিছে কথা ভাবিতে যে ব্যথা
দিওনা কো মোদের পরাণে ॥

মিঃ হরিদাস ব্যানার্জ্জি।

পি ৬৭৮১ কমিক।

ক্ষীর খাওয়া মুচকে হাসি শুকিয়ে গেছে কানুরে।
কার মন করলে চুরি (আহা) মার খেয়েছ বাছারে ॥
শুনি তুমি রাজার ছেলে, চুরি কর মাখন পেলে,
এমন বিদ্যে কে শেখালে, কোন্ গোপিনীর কাছে রে ॥

এম, এন, ঘোষ প্রভৃতি।

পি ৬২০৮ চাষার প্রেম—কমিক।

ঐ যাচ্ছিল যে ঘোষেদের ডোবার ধার দিয়ে
ঐ আঁবগাছগুলার তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে ;
সে এমনি করে চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল ঠিক এ এই খানে।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা তারে পাব হয় না ভরসা
তার জন্যে করুক যতই প্রাণ আনচান।
ও পরগে তার' ডুরে শাড়ী মিহি শান্তিপুরে,
ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই শান্তিপুরে ডুরে ;
তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর যেন পটল চেরা,
আর গড়নটি যে বলব ভাই সকলকার সেরা।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা তারে পাব হয় না ভরসা
তার জন্যে করুক যতই প্রাণ আনচান।
তার এলোচুলের কি যে বাহার আর বলবো কিরে ;
তার হেঁটুর নীচে পড়ে ছিল মিথ্যা বলিনি রে ;
মুই মিথ্যে কবার লোক নইরে করিনিও ভুলে,
ও তার হেঁটুর নিচে চুল রে ভাই, হেঁটুর নীচে চুল।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা তারে পাব হয় না ভরসা,
তার জন্যে করুক যতই প্রাণ আনচান।

কালোয়াৎ—কমিক ।

আমিই হচ্ছি সেরা কালোয়াত জন্মস্থান দিল্লি না হলেও,
চেনে সেথা মোরে সবে এমন কি ছোট বিল্লি ;
মিঞা তানসেন গোপাল নায়ক কিন্নর গন্ধর্ব্ব,
কে আছে আসুক সঙ্গীত রণে গর্ব্ব করিব খর্ব্ব ।
তামাক সাজিব গাত্র টিপিব হব আপনার শিষ্য,
অর্থটি শুধু পারিব না দিতে (কারণ) আমরা সবাই নিঃস্ব ।
দীপক গাহিয়া বহু মনুষ্যে পোড়ায়ে করেছি ভস্ম.
শুধু কি মানুষ গো মেষ মহিষ হস্তি এবং অশ্ব,
অর্দ্ধ দগ্ধ করিয়া কতই করিয়াছি আমি সিদ্ধ,
সেই হ'তে হ'ল জ্যান্ত পোড়ান পেনাল কোডে নিষিদ্ধ ;
তামাক সাজিব গাত্র টিপিব হব আপনার শিষ্য,
অর্থটী শুধু পারিব না দিতে (কারণ) আমরা সবাই নিঃস্ব ।
যখন গাহিব তম্বুরা কাঁধে খিঁচিয়া দুপাটি দন্ত,
সে গানে মূর্চ্ছা যাবে যে যেখানে আছে যত কলাবন্ত ;
নবাব খাঁঞাখাঁর দরবারে গাহিয়াছিলাম সিন্ধু,
ছাত ফুটো করে ঘরের মধ্যে খসে পড়েছিল ইন্দু ।

টহলদারী ।

সুন্দর এ দেহ একদিন মাটিতে মিশাবে ।
কচ্ছ বাড়ী লোহার কড়ি দিচ্ছ মজমুদ হবে,
ও তোর বজ্র আঁটন ফস্কা বাঁধন দেখ না রে ভাই ভেবে ।

পান ভোজন সব নিয়মে খাও সালসা চ্যাবনপ্রাশ,
ও তোর সকল ফিকির ফস্কে যাবে হবি কালের গ্রাস
দাঁত বাঁধিয়ে কলপ দিয়ে কাল কল্লে চুল,
ওরে ভাব কি ভাই চিত্রগুপ্তের খাতায় হবে ভুল ॥

বাউল।

মিছে কাজে ঘুরিস্ নে মন আসল কাজের উপায় কর
ও তোর দিন ফুরাল আঁধার হ'ল,
আলোয় আলোয় ঘরে চল॥
যেতে হবে অনেক রাস্তা করেছিস্ কি তার সম্বল,
(বলি) কেমন করে যাবি সেথা নাইকো রে তোর অর্থবল ।
ধনীর সঙ্গ নিলে পরে হতিস যেই কাজেরে সফল
ওরে তাও তো রে তুই খুঁজিসনে ভাই
মিছে করিস গণ্ডগোল।
মুখে হচ্ছে জারী জুরী এতে কিবা হবে ফল
রঙ্গ রসে কাটাসনে কাল
মুখে হরি হরি বল।

মণিলাল গাঙ্গুলী।

পি ৬৫৫৩ ভাটিয়ালি।

বেণু বাজে না তাই ধেনু চরে না।
বাজা বাজা রে কেন —— ——

আয় না কানু বাজায়ে বেণু, চলনা ধেনু চরাতে যাই,
তোর সাথে যাব চরাতে, নয়তো ধেনু যায় না।
সূয্যি মামা পাটে বসেছে লালি আভা মেরেছে,
বাজা বাজারে বেণু, ও ভাই কানু, নয় তো ধেনু চরে না॥

—০—

ভাটিয়ালি।

বড় আশা ছিল কালা তোর চরণ থাইব বইলা রে
আমার আশায় জনম গেল॥
কালা যখন বাজায় বাঁশী,
আমার মন প্রাণ হয় উদাসী
অমনি গো আসি,
বাঁশী শুনে প্রাণ হরে গো—
আমার কুল মান সবই গেল।

—

পি ১৬৩১ কমিক।

কালা আমার শোনে না কথা
কত ক'রে ডাক্‌ছি তারে গো
তবু প্রাণে দেয় ব্যথা॥
রাধার নামে বাঁশীর সুরে
প্রাণটী আমার কেমন করে গো—
কাঁদতে কাঁদতে ডাকছি কত
তবুত' দেখে না খেয়ে মাথা।

—

মিঃ রমণীমোহন চাটার্জ্জি।

ভাটিয়াল।

বিধি, যার কর্ম্মে যা লিখেছে রে,
(ওরে) দুঃখ আর কাঁদলে যায় নারে।
দুঃখ পেয়ে যায় বন্ধুর বাড়ী,
বন্ধু ডাকলে কয়না কথা রে ॥
কেহ থাকে দালান কোঠায়
(ওরে) কেহ থাকে গাছের তলায়
(আবার) কেহ প্রেম তরঙ্গে ভাসে
(আমি) দুঃখী বইসা কাঁদি ॥
দুঃখী জনা যায়রে হাটে
(ওরে) দুঃখের ডালি লয়ে মাথে
(আবার) সুখী যায়রে দব করিয়ে (ওরে বিধিরে (
(আমি) দুঃখী বইসা কাঁদি ॥

— —

মতিলাল দাস।

পি ৬৭২৪

যাত্রার গান।

হরি তব পদে এই নিবেদন।
দেখ বিপদকালে (হরি) বিপদ বারণ ॥
তুমি হে দীন তারণ, তুমি হে বিপদ বারণ ॥

তুমি পাণ্ডব জীবন হরি হে ;
তাই করি বারণ, ওহে কালবরণ.
তুমি আর কোথায় কর না গমন ॥

ডাক হরি বলে, দুটি বাহু তুলে;
পাবি কুতূহলে হরি দরশন।
সে যে বড় দয়াল হরি, শুনলে হরি হরি
ভক্তে কৃপাকরি, করেন বিতরণ ॥
ভক্তি ভরে তারে যে করে বন্দন,
থাকে নারে তার এই ভবেরি বন্ধন,
হরি নামে হয় শমন পরাজয়
করেন মৃত্যুঞ্জয় যে নাম স্মরণ ॥
হরি নাম সুধা পানে ক্ষুধা হরে,
এত সুধা কিরে সুধাকরে ধরে,
ক্ষুধা নাহি ধরে ভক্তের অধরে
করেন অকাতরে সুধা বরিষণ ॥

—০—

স্বর্গীয় মিষ্টার মুস্তফী !

পি ১১ (বাঙ্গাল দেশীয়) পিতাপুত্রের ঝগড়া।

পিতা। রাজচন্দ্র ! রাজচন্দ্র !! রাজচন্দ্র !!! ওরে রাউজা ;—

পুত্র। আজ্ঞা—

পিতা। এহানে আইস; ডাইলেনি কতটা লঙ্কা দিছ?

পুত্র। আজ্ঞা—ছয় গণ্ডা দিছি।

পিতা। দিবার বলছিলাল কত?

পুত্র। আজ্ঞা,—আপনি কইছিলেন অষ্টগণ্ডা দিবার। আমি অষ্টগণ্ডা খুইজ্যা পাই নাই, সেই জন্য ছয় গণ্ডা দিছি।

পিতা। আমি দিবার বলছিলাম কত?

পুত্র। আজ্ঞা অষ্টগণ্ডা।

পিতা। বাজারে যাইবার পার নাই? বাজার থনে কিনা আনবার পার নাই?

পুত্র। আজ্ঞা,—মনে করলাম যে ছয়গণ্ডা দিলেই অইব। সেই জন্য আমি ছয় গণ্ডার বেশী পাইলাম না, দিলাম না।

পিতা। মিতু নি, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘ ন করছ; দিবার কইছিলাম কত?

পুত্র। আজ্ঞা—অষ্টগণ্ডা॥

পতা। দিছ কত?

পুত্র। আজ্ঞা—ছয় গণ্ডা।

পিতা। তুমি নি, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। তুমি নি কুপুত্র হইছ তোমার অন্ন খাইতে নাই, এ ন্যা বিষ্ঠা।

পুত্র। মশয়! আহার করেন, আহার করেন, আহার করেন; ওঠবেন না—ওঠবেন না।

পিতা। আরে হালা—আমি তোমার অন্ন খাইমু? তুমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। যা হইরা যা, এহান থে হইরা যা, হইরা যা, হালা—হইরা যা।

পুত্র। মশায়,—মাল্লেন আমারে, চড় মাল্লেন আমারে, (চপেটাঘাত) চড় মাল্লেন কেন মশায়—আমারে মারেন ক্যান—কিসের লাইগা ; আমি ভুল কর্‌ছি। না হয় অন্যায় কর্ম্ম কর্‌ছি। পায়ে ধরি, আপনি ক্ষমা করেন।

পিতা। ক্ষমা,—ক্ষমা তোমার কিছুতেই নাই। তুমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তক ছেদন করছিলেন, তুমি হালা—তোমারে তা করবার কই নাই। তুমি ত আমার পুত্র না, তুমি আমার হালা—বোঝ্‌ছনি ?

পুত্র। আজ্ঞা আমি কি কর্‌মু ? আপানার আজ্ঞা শিরোধার্য্য কর্‌লাম ; আমি এইবারথন অষ্টগণ্ডা লঙ্কার একটা কম দিমু না।

পিতা। আরে, কম দিমু না, কম দিমু না—আমি তোমারে কইছিলাম আষ্টগণ্ডা দিবার, ছয় গণ্ডা দিছ ! আমি খাইবার পাল্লাম না, এডা তুমি বিবেচনা করতে পারছ না।

পুত্র। আজ্ঞা হঁ—আমি বিবেচনা কর্‌ছি। আমি মনে কর্‌লাম, চয় গণ্ডাতেই অইব।

পিতা। ফের আবার কথা কইচ, আবার ঐ মুখে কথা কইচ, মারব নাকি ? স্তাহ—

পুত্র। না মশায়, আমি পলাইলাম, আমি পলাইলাম। আপনি আইসেন, বাইরে আইসেন, ভাত না খান ত তামাক খান। আমি বাইরে সাইজা রাখছি।

মাণিকপীরের গান।

মাণিকপীর ভবনদী পারে যাবার লা।
জয়দাল ফকির নেলে ফেনি খালে লা॥
ও আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার।
মাজা দুলিয়ে চলে যাবা ভবনদীর পার॥
সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের হাদা কুবুদ্ধি ঘটিল।
বেসালির ভেতর দুগ্ধ রেখে পীরকে ফাঁকি দিল॥
কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই কহনে না যায়।
দেখ সাদির সময় দোলার বিবি ডুলি চেপে যায়
হাদা কদু কুমড়ো রাখলে ফেলে তুচ্ছ নেরেল ব্যাল!
আজগুবি দুনিয়ার খেলা সরবির মধ্যে ত্যাল॥
ও মুসলমানের আল্লারে ভাই হিন্দুর মধ্যে সাধু।
কদু কুমড়ো রাখলে ফেলে আখির মধ্যি মধু॥
ও আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহনাদ।
আর দিনের বেলায় সূয্যি ওঠে রাতির বেলায় চাঁদ॥

—•—

এন, সি, নন্দী (এমেচার)

পি ৬৪৭৫ আড়ানা।

তোরা কে পারে যাবি আয়।
লেগেছে পারের তরী ঐ তীরে দেখা যায়॥
আসিছে আঁধার ঘন ওই গেল বেলা,

তীরে বসি আর কেন মিছে ধূলা খেলা,
আয়রে পাপী আয়, আয়রে তাপী আয়,
পারের কাণ্ডারী ওই তরী বেয়ে চলে যায়॥
পথেরি ধূলায় হইয়া অন্ধ,
দেখিবি রে পরে খেয়া বন্ধ,
তাই বলি আয় আয়রে ছুটে আয়,
পারের কাণ্ডারী ওই তরী বেয়ে চলে যায়॥

———

পি, ডি, নন্দী (এমেচার)

থাম্বাজ॥

কত দিন ভবে থাকিব মা
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা
তুমি দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলে না,
কি আশে পরাণ রাখিব মা॥
আমায় কেহ তো আদর করে না গো,
পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,
দুঃখে কারও আঁখি ঝরে না গো,
তবু মোহ নাহি টুটে ঘুম নাহি ছুটে
আর কতদিন জাগিব মা॥
আমি শত নিঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয় বেদনা বহিয়া গো,

কাঁদিয়া তোমারে করেছি গো,
আমি আঁধারে পড়িয়া কাঁদিয়া,
আর কত ধূলো মাখিব মা॥

নলিনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পি ৪৬১৪

পেয়ারে নজরা।

দীন দুনিয়াকো মালিক খোদা নেওয়া দেওয়া সবি তার।
দুখের সুখের আশা যাওয়া যেন জোয়ার ভাটা দরিয়ার॥
তক্তায় বসে আমীর-বাচ্ছা, পরে শাল দোশালা সল্মা সাঁচ্চা,
হলে পরে খোদার ইচ্ছা, শাল হবে তার টেনা সার।
দেখছো যে জন ঘুরে মরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে,
কাল সে তক্তায় বস্‌তে পারে পরে সল্মা চুড়িদার॥
সাঁচ্চা ধর ঝুঠা ফেলে, তাতে খোদার দুয়া মেলে,
নইলে গুটির মতন জড়িয়ে জালে করে মর্‌বে হাহাকার॥

ঝিঁজিয়া।

রতন দেখিয়ে অবাক্ হইয়ে চেয়ে থাকে সবে সাগর পানে।
কোথা হতে ওই রতন সে পায় বল দেখি কেবা জানে?
গাছে গাছে ওই কুসুমের কলি, বল কার প্রেমে
পড়িতেছে ঢলি,
ঝুলু ঝুলু রবে গিরি নির্ঝরিণী গাহিছে কি গান মধুর তানে।

ওই যে সুরষ ভাতিছে আকাশে, কেন চ'লে যায়
কেন ফিরে আসে,
ধরাপানে চেয়ে কেন বল হাসে, নিমগন বল কাহার ধেয়ানে॥

——

পানিপথ।

পি ৪৭৩০ টাকা—টাকা—টাকা—!

তোমার শুভ্র বরণ চক্রগমন—তোমা বিনা সব ফাঁকা!!
যারে তুমি হও প্রসন্ন, ধরায় সে গণ্য মান্য, হোক্‌না কেন
বুদ্ধিশূন্য,
লোকে করে ধন্যধন্য, ধন্য বলে পাণ্ডিত্যের কি ভাব মাখা!
(আবার) যারে তুমি হও বিমুখ, দুনিয়াতে তার
কোথায় সুখ
মাগ বোঝে না প্রাণের দুখ, ভূত ব'লে পুত চায়না মুখ,
(ভাবে) বৃথা ভবে প্রাণরাখা!
নানা সাজে দুনিয়া মাঝে পেতে কুহক ফাঁদ,
কি—খেলা—খেল রূপচাঁদ!
দানধর্ম্মে ক্রিয়া কর্ম্মে কারে বা মাতাও,
বিলাস রঙ্গ রসে (আহা) কারে বা ডুবাও,
কোথা বাধিয়ে লড়াই রক্ত-স্রোতে মেদিনী ভাসাও,
কোথা বা সন্ধি চেলে শান্তি চেলে সুরাজ্য সংসার ঢাকা।
স্বর্গে যাবার তুমিই রথ, তুমিই দেখাও নরক-পথ—

হাসাও কাঁদাও সৎ অসৎ (তুমি) কখন সোজা কখন বাঁকা।
কে বোঝে তোমার তত্ত্ব, তোমার তরে জগৎ মত্ত,
আমি তোমার অধম ভৃত্য কৃপা ক'রে দাও দেখা॥

দেবলা দেবী।

আমার বিবি, আমার বিবি, আমার বিবি।
তার রূপের চোটে রোস্‌নি জ্বলে কোথায় লাগে পটের ছবি॥
জানির গলা এমনি মিঠে—কথা কয় মধুর ছিটে,
কোয়েলা ঘাড় তোলেনা রা কারে না,
কে জানে সে কোথা গিয়ে খাচ্ছে খাবি!
খোঁপাতে জড়িয়ে মালা, ছড়িয়ে জ্বালা,
চলে জানি ঠাট্‌ঠমক,
নয়ন জলে সে কবিলে ভাস্‌ছে কত আমার ভাবি॥
পিয়ারি বড়ই মোরে পিয়ার করে চোখের আড় কর্‌তে নারে,
কত যুত ক'রে না গুড়ুক সেজে নলটী এনে মুখে ধরে,
আদরে ঢ'লে পড়ে, কখন বা ঠোনা মারে,
(আবার) রাগ্‌লে পরে পয়জার ঝাড়ে
এমন বিবি কোথায় পাবি॥

নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পি ৮৩৯ রামপ্রসাদী।

কালী গো কেন ন্যাংটা ফের!
ওগো লজ্জা কিছু নাই তোমার॥

বসন ভূষণ নাই মা তোমার রাজার মেয়ে গুমোর কর।
ওগো এই কি তোর কুলের ধর্ম্ম, পতির বুকে চরণ ধর॥
আপনি ন্যাংটা পতি ন্যাংটা, শ্মশানে মশানে চর।
আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥

রামপ্রসাদী॥

মা আমার বড় ভয় হ'য়েছে।
তথায় জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপু বশে চ'ল্‌লাম আগে, ভা'বলাম না কি হবে পাছে।
চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা ক'রেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের যত বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেম্‌নি কর্ম্ম তেম্‌নি ফল মা, কর্ম্মফলের ফল ফ'লেছে॥
জমায় কমী খরচ বেশী, তলব কি সে রাজার কাছে।
রামপ্রসাদের কেবল মাত্র কালীনাম ভরসা আছে॥

পি ১৬১৮ ইমন কল্যাণ।

হরি হে কেমনে চিনিব তোমায়।
ওহে বন্ধুরায় ভুলে রইলে মথুরায়॥
ওহে হরি বনমালী বনমালা কই কই,
যে চূড়াতে রাধানাম সে চূড়াটি কই কই;
কই হে তোমার মোহন চূড়া,

কই হে তোমার পীতধড়া,
গোপীগণের বস্ত্রহরা তাও কি মনে নাই!

—:০:—

সিন্ধু—খাম্বাজ।

তবে তারা তোমার ভরসা বল কে করে।
যদি আপনার কর্ম্মফল ফলিবে আমারে॥
যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি আমি॥
তবে সুখদুঃখের ভাগী কেন করিলে আমারে॥
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ী,
শমন-শঙ্কট যদি না থাকিত নরে॥

—:*:—

পি ১৬১৯

রামপ্রসাদী।

মাগো আমার এই ভাবনা।
(আমি) কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম, কোথায় যাব
নাই ঠিকানা।
দেহের মধ্যে ছ'জন রিপু, তারা দেয় মা কুমন্ত্রণা।
(আমার) মনকে বলি ভজ কালী, তারা কেউ কথা শোনে না।

ভৈরবী।

মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥

গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন ক'রে
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই ॥

পি ১৬২৩ কালেংড়া (আগমনী)

শারদ সপ্তমী উষা গগণেতে প্রকাশিল।
দশদিক আলো ক'রে আমার দশভূজা মা আসিল ॥
কখন আসিবে মেয়ে ছিলাম তার পথ চেয়ে
এস যাই আনি ধেয়ে হৃদি-কমল বিকল হ'ল ॥
সিংহপৃষ্ঠে ভবরাণী গুহ গজানন বাণী,
সঙ্গে লয়ে নারায়ণী জয়া বিজয়া আসিল ॥
পুলকে পুরিল হিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া,
চল সখি উলু দিয়া বরণ ক'রে মাকে আনি লো ॥

ললিত—(বিজয়া)।

চলিলে আনন্দময়ী আজি নিরানন্দ 'করে।
ভুলিয়ে থেকো না মাগো এস আবার দয়া ক'রে ॥
এই নিরানন্দ-শিবে পুন আসিয়ে নাশিবে,
যেন মাগো এই ভাবে পূজিতে পারি তোমারে ॥
হিম, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বরসার অন্ত,
পঞ্চঋতুর পঞ্চত্ব প্রযুক্ত হইলে,
শরৎশুক্লপক্ষ এলে, শুভষষ্ঠী-সায়ংকালে,
এস মা সর্ব্বমঙ্গলে শ্রীপদে জানাই কাতরে।

পি ২০৫০ বেহাগ খাম্বাজ—(আগমনী)।

দেখ লো সজনি আসে ধীরি ধীরি ত্রিতাপ-নাশিনী জননী ওই।
রূপের ঝলকে চপলা চমকে নখরে চন্দ্রমা উদিত ওই॥
আয়লো সহচরি সবে যাই ত্বরা করি, আনি ঘরে মার চরণ ধরি,
আমরা অবলা ললনা, জানিনা ভজন সাধনা,
চল লো সজনি জগত-জননীর চরণে শরণ লই॥

———

ভৈরবী (বিজয়া)

ও মা ত্রিনয়না যেওনা যেওনা ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিওনা দিওনা।
তুমি ত্যজিলে এ পুরী শূন্যময় হেরি কেমনেতে গৃহে থাকিব বলনা॥
আমি দীনহীন বাঁচবো যত দিন,
এম্‌নি করে পূজা করবো ততদিন,
দাসেরি আলয়ে এস দিনের দিন, দয়াময়ী-নামে কলঙ্ক রেখো না॥

—:*:—

পি ৩৬৪০ পূরবী।

তুমি কার কে তোমার কারে ভাবরে আপন।
মহামায়া-নিদ্রা-বশে দেখিছ স্বপন॥
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, রজনী বঞ্চয়ে সুখে,
প্রভাত হইলে তারা করে দশ দিকেতে গমন॥
তেমতি জানিবে সব, আমাত্য বন্ধুবান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা কে করে বারণ॥

———

আসোয়ারী।

সংসারেতে এসে বিদেশীর বেশে পান্থশালায় প'ড়ে যায় যে জীবন।
মোহে মুগ্ধ হ'য়ে চাকচিক্যে ভুলিয়ে কিনিলাম কাচ
ফেলিয়ে কাঞ্চন॥
বহু পরিশ্রম করি নিরন্তর, নানাবিধ দ্রব্যে সাজাইয়া ঘর,
সেই ঘর ফেলে যেতে হবে চ'লে, কিছুই কিছু নয় বুঝিলাম এখন॥
সংসারের সার দুর্গানাম ধন, সঞ্চয় করিতে কর রে যতন,
যে ধনেতে ধনী যোগী ঋষি মুনি, সেই ধন সঙ্গে করিবে গমন॥

৺নিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

পি ১০৬ ভৈরবী—যৎ।

হৃদয়-রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে॥
নরকর কোটিবেড়া, খুলে পড় মা পীতধড়া,
মাথায় পর মা মোহন-চূড়া, চরণে চরণ থুয়ে॥
নরশির-মুণ্ডমালা, ত্যজে পর মা বনমালা,
কালী ছেড়ে হও মা কালা, হ্লাদে গো পাষাণীর মেয়ে॥
হৃদ-মাঝারে কালশশী, দেখতে বড় ভালবাসি,
অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী, ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে॥

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রাও।

ছায়ানট।

তারা তারা তারা ব'লে কবে আমার প্রাণ যাবে।
জনম অবধি তারা তারায় তারা মিশে যাবে॥
বলিতে বলিতে তারা স্থির হবে আঁখিতারা,
তবে তোমায় ডাকিব তারা, যখন তারায় তারা মিশাইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত (এমেচার)

পি ৬৯৫২

সিন্ধু।

যে যাতনা যতনে, আমার মনে মন তা জানে।
প্রথম মিলনাবধি যেন কত অপরাধী,
আমি নিরবধি সাধি প্রাণপণে;
তবু তো সে নাহি তোষে,
আমায় দোষে অকারণে॥

পিলু

(আমি) কত আর সহিব বল।
(ওগো নাথ) তোমারি বিরহানল॥
করিয়া থাকি যদি কোন অপরাধ,
(ওগো) আমার মরণ সময় কি
তুমি তাহা রাখিবে অন্তরে।

অধিনী ডাকে এত বারে বারে,
আমার মরণ সময় তুমি এসে দেখি যাও হে
দাসী বাঁচে কি না বাঁচে প্রাণে॥

পি, জি, ব্যানার্জ্জি (এমেচার)

পি ৬:৫৩ হিন্দু রমণী।

শাঁখা সিঁধুর আলতাপরা, পর্ণকুটীর আলো করা,
হিন্দুর ঘরের কুলবধূ সকল জাতের সেরা,
ধর্ম্ম দিয়ে তৈরী সে যে লজ্জা দিয়ে ঘেরা ;
এমন রত্ন কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল জাতের সেরা সে যে হিন্দু রমণী।
ভোগ বিলাসে নাইকো আশা, অগাধ ভক্তি ভালবাসা,
সর্ব্বত্যাগী এমন যোগী আছে কোন বা দেশে,
তারা মর্ত্ত্যে এসে পুড়ে মরে মৃত পতির পাশে ;
এমন রত্ন কোথাও ইত্যাদি।
দুঃখের বোঝা মাথায় করে, মুখটি বুজে বহন করে,
সারা জীবন কাটিয়ে দিলে আচল গায় দিয়ে,
তারা হাসিমুখে আধপেটা খায় কোন্ জাতের বা মেয়ে ;
এমন রত্ন কোথাও ইত্যাদি ;
পতির নিন্দা পিতার মুখে, দাক্ষায়ণী মরে দুঃখে,
সতীর কাছে যম হেরেছে এমন পতিব্রতা,

কোথা গেলে ও সাবিত্রি এমন স্নেহলতা ;
এমন আগুনভরা মনোহরা চেন নাক তুমি
সকল জাতের সেরা সে যে হিন্দু রমণী।

পল্লীরাণী।

(২)

গগনে না হইতে উষার বিকাশ শয়ন ত্যজিয়া উঠি,
গেহের দুয়ার স্বকরে আপনি নিতুই কে দেয় ঝাটি,
পূত করে গোময় সলিলে কে তার আঙ্গিনাখানি,
মোদের পল্লীরাণী সে যে গো বঙ্গ পল্লীরাণী।
প্রভাত হইতে অর্দ্ধ রজনী হাসিয়া করয়ে কাজ,
পরে না সেমিজ বডি ব্রেসলেট, সরল কাহার সাজ,
কাহার বচনে অতিথি ভিখারি শুনে না নিরাশ বাণী,
মোদের পল্লীরাণী সে যে গো বঙ্গ পল্লীরাণী
শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী দেবরের সুখের লাগিয়া হায়,
কেবল আপন শরীরের পানে বারেক নাহিক চায়,
কে রাঁধি আপনি যতনে খাওয়ায় হসিত আননখানি,
মোদের পল্লীরাণী সে যে গো বঙ্গ পল্লীরাণী।
লজ্জা কাহার অঙ্গ-ভূষণ কর্ম্ম কাহার প্রাণ,
সারাটি দিবস পড়ে না নভেল গাহে না বাজায়ে গান,
আচার নিয়ম পালে নিতিকে ধরম বিধান মানি,
মোদের পল্লীরাণী সে যে গো বঙ্গ পল্লীরাণী।

মায়ের মাথার ছিন্ন কেশেতে কন্যা বাঁধে কেশ,
আদরে কে করে আহার স্বামীর ভুক্ত অবশেষ,
পূজে কেবল স্বামীর চরণ দেবতা চরণ মানি,
মোদের পল্লীরাণী সে যে গো বঙ্গ পল্লীরাণী।

———

শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য।

পি ৮৫৬ মূলতান।

মন রে বাসনা যদি গাবে গান।
যদি থাকে বোধ উদ্ভব, লয়, স্থান॥
তার মা তারিণী বলে, তারা গ্রামে ধর তান্,
বসন্তের হইওনা বশ, বাহার অতি নীরস,
নটখটে দিওনারে যোগদান॥
অহং রাগ পরিহর গৌরী আরাধনা কর ;
তখন শ্রীরাগ আসিবে, হবে বাগেশ্বরীর অধিষ্ঠান ;
আশার আশে থেকে ভুলনা রে মূলতান।
মন ললিত আলাপনে তোষহ সবারি প্রাণ॥
ছায়ানটের সভায় এসে, কি করিবে তোর মালকোষে,
পরজে কর তারে আপন জ্ঞান।
এখন সিন্ধুতে পার হ'লে পরে, থাকে সে গোবিন্দের মান॥

———

ভৈরবী।

তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে, মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য কিরণ, দিয়ে যাক মোর, মোহ-কালিমা ঘুচায়ে॥
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা, ছুটিছে গভীর আঁধারে,
(ওগো) জানিনা কখন ডুবে যাবে মন অকুল গরল-পাথারে॥
প্রভু বিশ্ব বিপদ-হন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা নিভায়ে॥
আছ অনলে অনিলে, চির নভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে;
আছ বিটপী, লতায়, জলদের গায়, শশী তারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, ব'সে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে,
বুঝায়ে॥

প্রফেসার রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী (এমেচার)

পি ১৬৩৪ ছায়ানট।

দীন তারিণী ব'লে মা ডাকি গো তোমায়।
তবে কেন দীনের প্রতি নিদয়া হইলি শ্যামা॥
যদি পুণ্যফলে তারা, ত'রে যায় মা ভবদারা,
তারা নাম দুখহরা ভবে আর কে কবে গো মা॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

সোহাগে মৃণালভুজে বাঁধিল শ্রীরাধা শ্যামে।
চপলা অচলা হ'ল, নীলাচলে মিশাইল,
শোভিল কদম্বমূল শ্রীমতী-শ্যাম সমাগমে॥
গোপনে গোপিনীকুল সে মাধুরী নেহারিল,
পুঞ্জে পুঞ্জে অলিকুল, কুঞ্জে আসি গুঞ্জরিল,
কালায় ভাবি কাল জল রাধায় কমলিনী ভ্রমে॥

পি ২১৭৩ আসোয়ারী।

বিমল আনন্দে জাগরে।
মগন হও সুখ-সাগরে॥
হৃদয়-উদয়াচলে দেখরে চাহি,
প্রথম পরম জ্যোতির আকরে॥

রামকেলি।

স্বপন যদি ভাঙ্গিলে রজনী প্রভাতে
পূর্ণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে।
রাখ মোরে তব কাজে নবনী কর এ জীবনে হে॥

রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পি ঃ৬৩৩ সিন্ধু (কমিক)

কি রাঁধন রেঁধেছ দিদি চচ্চড়ি।
(বামুন দিদি গো)
থাকলে একটা উচ্ছের বিচি,
ভাত উঠতো মুড়োমুড়ি।
হ'ত গরম ভাতে ফড়ফড়ি।
তোমার চচ্চড়ির গুণ যায় না ভোলা,
আমার সড় সড় সড়র করছে নোলা,
হ'ত দিদি টাকায় তোলা—
যদি দিতে দুটো ফুলবড়ি॥

—০—

খাম্বাজ মিশ্র।

যেমন আছ তেম্নি থাক,
আবার কেন নয়না হান।
ভাঙ্গা পীরিত জোড়া দিয়ে
আবার কেন জ্বালিয়ে আন॥
ক্ষমা কর রসময়ী,
তফাৎ থেকে বিদেয় হই,
যেঁস্লে কাছে, প'ড়ব প্যাঁচে
তোমরা যে চাঁদ ভেল্‌কি জান॥

পি ৬৪২৪ সিন্ধু ভৈরবী।

দীন-তারিণী তারা দীনদয়াময়ী।
এ দীনের দীন কি এমনি যাবে মা॥
দিনে দিনে দিন ফুরাল ভবের দিন,
তবু কি এ দীনে দেখা দিবি না মা॥
মা, মা, মা বলে কেঁদে হলেম সারা,
অকৃতি অধম বলে তাই কি দিলিনে সাড়া—
"রমণী মোহনে" রেখো চরণে,
যে দিন এ দীনের দিন ফুরাবে মা॥

তেমনি তেমনি তেমনি করে (একবার) নাচ দেখি মা কালী
ব্রজে যেমন নেচেছিলি হয়ে বনমালী॥
মা তোর ঐ দুটী কর, পুরে দিব ক্ষীর সর,
মা নাচো মা নাচো ব'লে দিব করতালি—
চরণে চরণ দিয়ে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে,
শ্রীরাধারে বামে লয়ে বাজাও গো বাঁশরী॥

পি ৬৫৫৫ দেশ মিশ্র।

আর কি আসিবে শ্যাম (ও গো)
আর কি আসিবে, বাঁশী কি বাজাবে
বিধি যে আমারি বাম (সই রে)॥

এই আসি বলে সে গিয়েছে চলে,
আর তো এল না বুঝি গেছে ভুলে,
সে যে গো আমার অতি আপনার,
অভাগী রাধার কেবা আছে আর,
বিনা সে নিঠুর শ্যাম (সই রে) ॥

———

সিন্ধু খাম্বাজ।

যাস্‌নে লো সই ঐ বনে।
তোর সোণার অঙ্গ হবে কাল,
কালার বাতাস লাগলে প্রাণে ॥
তমালেরই তলে বসি চিকণকালা বাজায় বাঁশী,
সেই (বাঁশীতে) স্বরে হয়ে উদাসী,
ফিরবি লো সই বনে বনে ॥

———

পি ৬৬৩৮ আশা ভৈরবী।

মা আমাদের পাগলিনী বাবা গাঁজাখোর।
(ঐ দেখ) পড়ে আছেন চরণ তলে,
গাঁজার নেশায় হয়ে ঘোর ॥
মায়ের গলায় মুণ্ডমালা,
বাবার গলায় হাড়ের মালা,
সিঙ্গা অস্থি করে লয়ে,
বাজায় ভোরই ভোর ॥

ভৈরবী।

তোরা কে জামাই দেখবি আয়।
সোণার বরণ গৌরী আমার,
এ বরে কি দেওয়া যায়॥
(ঐ দেখ) ষাড়ে চড়ে বর এলো,
বরযাত্রী সব কাল কুলো,
কেউ বা ঠুঠো কেউ বা নুলো,
কেউ বা চলে উলটো পায়॥

শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত (এমেচার)

পি ৬৭৮২ ছায়ানট।

বৃথা দিন গেল দীন দয়াময়ী
এ দীনের গতি কি হবে জননী।
না জানি ভজন না জানি পূজন
নিজ গুণে তুমি তার গো তারিণী॥
অগতির গতি মুক্তি প্রদায়িনী
ভবভয় হরা ভবেশ ভামিনী;
দিয়ে ও অভয় চরণ দুখানি
এ দীনে রেখো গো ভবানী॥

মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ,

নেংটা মেয়ে আছে কোন দেশে,
নেংটার জন্যে প্রাণটা কাঁদে
পাই না তারে খোঁজ তলাশে।
নেংটা রাণীর বরণ কালা হাতে অসি জিহ্বা ম্যালা
এলো থেলো তার চুল গুলো রক্ত মাংস ভালবাসে।
নেংটা রাণীর নেংটা রাজা সঙ্গে ফেরে নেংটা প্রজা
সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি তারা আস্ত ধরে খায় মানুষে।
নেংটা যদি দেখতে চাও নেংটি পরে উড়ে যাও
অধম বলে অন্তকালে নেংটা দিবে দেখা তব পাশে।

মিঃ এস, সান্যাল (এমেচার)

পি ৬৪৬৩ মল্লার মিশ্র।

কেবা জান্‌তে পারে তোমায় তুমি ত্রিগুণ ধারিণী।
তুমি ত্রিলোক পালিনী মা তুমি ত্রিতাপ হারিণী॥
আশ্বিনে অম্বিকা হও মা কার্ত্তিকেতে কালিকে,
অগ্রানেতে হও মা তুমি গণেশ জননী।
পৌষে লক্ষ্মী বরদা, মাঘে বাগ্বাদিনী সারদা,
ফাল্গুনেতে হও মা তুমি রাধা বিনোদিনী।

চৈত্রে হও বাসন্তী, বৈশাখে প্রখর চণ্ডী,
জ্যৈষ্ঠে মঙ্গল চণ্ডী আষাঢ়ে রথবাহিনী।
শ্রাবণে ঝুলনে ঝোল, ভাদ্রমাসে জন্ম হ'ল
তাই তোমাকে বলে মাগো যশোদা নন্দিনী।

কাফি মিশ্র।

মা জাগাও যদি তবে জাগি, মন বসে না যোগে যাগে।
দীনের উপায় কি হবে মা ঐ চরণে (যদি) মন না লাগে॥
জপ তপ সাধনা সাধ্য, কষ্ট সাধ্য সবই লাগে,
এমন সাজে কিছু উপায় কর মা, কুলকুণ্ডলিনী যাতে জাগে।
এই বেলা হয়েছে সময় দে-মা দেখা দীনের আগে,
চট করে দে চটকা ভেঙ্গে থাক্‌তে মনের অনুরাগে॥

পি ৬৫৫৬ হাম্বির।

মুরলী তানে হ'ল প্রাণ আকুল।
কি করি সহচরি মরি লো মরি মরি
হরিল কুল শীল মজিল দুকুল॥
বেণু বোলে প্রমোদ হিল্লোলে
উথলে যমুনা বিনোদ কল্লোলে,
দোলে লতাদল তমাল কোলে,
বকুল মালে গুঞ্জে ব্যাকুল অলিকুল।

নিখিল জাগিল হরষে মাতিল
রাধার ভালে বিধি এই কি লিখিল ॥

—:—

সিন্ধু মিশ্র।

তোমার মোহন বাঁশী দাও হে আমায়।
ধরিব তোমারি বেশ কেমন দেখায় ॥
তুমি যে বাঁশীর গানে ভুলাইলে গোপীগণে,
আমি সে মুরলী তানে ভুলাব তোমায়।
পর্ব্বো আমি পীতধড়া বাঁধব মাথায় মোহন চূড়া
মল্লিকা কলিকার বেড়া দিব সে চূড়ায়;
অধরে মুরলী দিয়ে দাঁড়াব ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
বঙ্কিম নয়নে চেয়ে ভুলাব তোমায় ॥

——

পি ৬৬৩৯ আশাবরী।

তব অমল পরসরস তব শীতল শান্ত,
পুণ্য কর মম অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি,
হৃদয় মাঝে মম চাও।
তব মধুময় প্রেমরস সুন্দর,
সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব,
শ্রীআনন্দ জাগাও ॥

——

খাম্বাজ।

তোমারি মধুর প্রেম মূরতি বিরাজে নিখিল ভুবনে
যেদিকে নয়ন চাতক নিরখে হেরে সে নীরদ বরণে॥
রসিক অন্তর মাঝে নিরন্তর প্রেম জলধি উথলে,
না রহে স্বজাতি বিজাতি বিচার,
ভেসে যাব বন্যারি জলে ;
সর্ব্বত্র তোমারি আলিঙ্গন সুধা
চাহে তৃষিত প্রাণে।
তোমার পরম প্রেমরস পানে
না মানে শাস্ত্র শাসনে।

—•—

শ্রীশরদিন্দু ঘোষ।

পি ৫৮২১ ছায়ানট।

দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারি নাহি ডরি হে
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করিয়া ধরিব হে॥
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু (চরণ ধরি মরিব হে)
তোমারে নাহি ডরিব হে॥
নয়নে আজি ঝরিছে জল ঝরুক জল নয়নে হে
বাজিছে বুকে বাজুক তবু কঠিন বাজুক

তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে
বেদনা তাহা জানাক্ মোরে,
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে ॥

তব সিংহাসনের আসন হ'তে, এলে তুমি নেমে।
মোর বিজন ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে নাথ থেমে ॥
একলা বসে আপন মনে গাইতেছিলাম গান
তোমার কাণে গেল সে সুর এলে তুমি নেমে।
মোর বিজন ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে নাথ থেমে।
তোমার সভায় কতই যে গান, কতই আছে গুণী
গুণহীনের গানখানি আজ বাজলো তোমার প্রেমে ॥

প্রফেসর সুরেন্দ্রবিজয় দে (এমেচার)

পি ৫৫৭৮ মিশ্র বেহাগ।

আমার নিশিথ রাতের বাদল ধারা।
তুমি এসহে গোপনে
আমার সকল লোকের দিশেহারা ॥
অন্ধকারের অন্তর ধন দাও ঢেকে মোর পরাণ মন,
আমি চাইনে তপন, চাইনে তারা।
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে
নিয়োগো, নিয়োগো
আমার ঘুম নিয়োগো হরণ ক'রে

একলা ঘরে চুপে চুপে এস কেবল সুরের রূপে,
দিয়োগো, দিয়োগো
আমার চোখের জলে দিওগো সাড়া ॥

কানেড়া মিশ্র।

আবার এসেছ আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে ॥
এই পুরাতন হৃদয় আমার, আজি পুলকে
দুলিয়া উঠিছে আবার আজি,
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে
রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে
এসেছে, এসেছে, এই কথা বলে প্রাণ
এসেছে, এসেছে, উঠিতেছে এই গান
নয়নে এসেছে, হৃদয় এসেছে ধেয়ে ॥

পি ৬৩৮৪ পিলু বারোয়া।

ওগো আমার নবীন শাখী,
ছিলে তুমি কোন বিমানে।
সকল হিয়া মুঞ্জরিতে (আমার)
তোমার ঐ মধুর গানে ॥

জগতের এই গহন বনে,
ছিনু আমি সঙ্গোপনে
কি জানি কি লয়ে হানে
উড়ে এলে আমার প্রাণে।
লয়ে তোমার মোহন বরণ,
সুপ্ত ডালে রাখ্‌লে চরণ,
আজ আমার জীবন মরণ,
কোথায় আছে কেবা জানে।

——

কীর্ত্তন।

কবে মানস নয়নে হৃদি বৃন্দাবনে
হেরিব বাঁকা বনমালী।
কবে ধোয়াব তার চরণ দুটি গো
(আমার) এমন দিন কবে হবে।
(অতি) শীতল আঁখি জল ঢালি॥
(কবে) লাজ ভয় যত কাটিয়া যাবে গো
কৃষ্ণ প্রেমেরি তরঙ্গে—
ভক্ত পদধূলি চন্দন জ্ঞানে গো
আদরে রাখিব এ অঙ্গে—
(আহা) মুরলী রবে কবে পাগল হইব বল
ভুলে যাব কে আমি

প্রাণ বঁধুয়া কবে প্রাণে বিরাজিবে
হেরিব জীবন স্বামী
কবে সোজা পথে চলিয়া যাব গো
হরিনাম পাথেয় লয়ে
কবে নিরজনে অবনত নয়নে
ঝুরব হুহু পানে চেয়ে ॥

সুরেন্দ্রচন্দ্র দাশ গুপ্ত

পি ৭৪১৬ আকুল নয়নে অধীর পরাণে
জাগিয়ে যামিনী পোহায় ।
এই এল বলে নিশি গেল চলে
আশা না পূরিল হায় ॥
শেষ দীপ শিখা হইল মলিন
এই বুঝি নিভে যায় ;
অগুরু গন্ধ মন্দ মন্দ
ঊষার বাতাস মিলায় ॥

বাজে মুরলী মধুর তানে,
কি আকুল মন প্রাণ বাঁশীর গানে;
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলদল, পুলকে ফুটে উঠিল,
মাতিল ভ্রমরাকুল, মধুর মৃদু গুঞ্জনে ।

এস, জে, মজুমদার। (ওরফে বকু বাবু)

পি ১৬৫৯ কমিক গান।

পাবনা জেলার বাঙ্গাল মাঝির গান।

ওরে ও মাঝি— ও মাঝির পো—ভাড়া যাবি—
যাব না ক্যান্ কর্ত্তা—কনে যাবেন
এই সাপুর পাকুড়ে যাবো—কত নিবি--
দেড় টাকা নিব কর্ত্তা আর খোরাকী—
আচ্ছা চল, চল, সকাল সকাল পৌঁছে দিতে
পারলে আবার বক্‌শীশ দিব এখন।
ও কছিমদ্দি ভাই— ও কছিমদ্দি ভাই—
ভারা পাইছি—আস আস, ঝট্ করে আস।
বদর—বদর—ব'লে খুলে নাই—
বদর বইলে পাল্‌া তুলে কলমা পইরে দাও পাড়ি।
ও ভাই মাঝি তামাক সাজি বাইয়ে যাই চল
তাড়াতাড়ি॥
—মাঝি ও মাঝি ভাই—বাবুকে একটু তামুক
টামুক খাওয়াও—উঠি যাও মাঝি ভাই,
এইখানে আইস।
একজন মাঝি তিনজন দাঁড়ি
এই পদ্মা পারেই ঘর বাড়ী,
(আর) নিত্য চড়ার উপর রাইধা খাই,
পেঁজ পোড়া আর খিঁচুড়ি।

ও মাঝি এ কোথা এলি রে।
আজ্ঞে বাবু, তাল বেড়ের গোলায় আলাম
এইবার ঝট্ করে সাপুর কূলেতে
পৌঁছে দিব নে—বুঝছেন?
যদি ঝট্ করে পৌঁছিবের পারি।
বাবু হবেন খুসী ভারী॥
(তহন) গিন্নির জন্য বক্‌শীশ পাইব,
পাছা পাইড়া বোম্বাই শাড়ী॥
আইছি কর্ত্তা—লাবেন।

———

বাঙ্গাল বৈষ্ণবী বেটীর গান।

কমিক।

বঁধু তোমার হাতে কেন দেখি জবর লাঠি
তুমি মশা মারবেরে কামান পাতিছ
আগলাতিছ মাছি
আর কেন এহন তুমি গোঁসা ছাড়
আমি রাঁধছি একটা খাট্টি বড়,
খাইয়া দাইয়া সইরে পড়
নইলে ঐ দেখছ এক জোড়া চটি॥
আবার নাগর এসে ঐ পটাপট্ পিটবে
এখনি আসিছে বাটী।

এহোন মোদের বিয়ে নয়, তোমার গোঁসা কেডা সয়,
খোদার ভুলেতে জন্মাইছি মোরা
হইয়া বৈষ্ণবীর বেটী।
কত টাকার মালিক মোরা বাচি ভিক্ষা মাগি ॥

— —

মিঃ তারাপদ চাটার্জ্জি।

পি ৬৭২৫ সিন্ধু খাম্বাজ।

ওমা কত খেলা জান তুমি তোমার খেলা কে বুঝতে পারে।
যে বলে বুঝেছি আমি পদে পদে সেই মা হারে ॥
(আমার) বুদ্ধির মুখে দিয়ে ছাই, ঘুচাও যত আপদ বালাই,
বুদ্ধি ধরে যেই চলে যাই, পাঁচ ভূতে মা বেঁধে মারে ॥
মার খেতে আর পারি না তারা, পায় রেখ মা শিবদারা,
হয়েছি যে দিশেহারা, মুক্তি দে মা এ কারাগারে ॥

শঙ্করা।

এদিকে এসেছে কি গো কাল মত ন্যাংটা মেয়ে।
চুল গুল তার এলো মেলো পড়েছে গো হাঁটু বেয়ে ॥
আপন মনে মিন্ মিন্ হাঁসি, কথা বড় কয় না বেশী।
শ্মশান হ'তে কৈলাশ কাশী, নাচতে নাচতে
বেড়ায় ধেয়ে ॥

শুনেছি তার নামটি তারা, চরণে ধরয়ে ধরা,
দৈত্যের মুণ্ডমালা পরা, রক্তজবা রাঙ্গা পায়ে ॥

পি ৬৭৮৩ খাম্বাজ।

তোমা বিনে এ জগতে, সবই অন্ধকার।
তাইতে তোমায় রাখি ধ'রে হৃদি মাঝে অনিবার ॥
মোহন মুরলী করে, এস সখা ধীরে ধীরে,
হ'য়ে বাঁকা দাওনা দেখা, প্রাণশশী শ্রীরাধার।
একি তোমার ছল চাতুরি, মন দুঃখে জ্বলে মরি,
কিসে এ জ্বালা পাসরি, বলে দাও নাথ আমার ॥

ভৈরবী।

কবে তোমারি মুরলী উঠিবে বাজিয়া
সুপ্ত আমার হৃদয় মাঝে।
তোমারি পরশে বিবশ তনু
ধাইবে পুলকে তোমারি কাজে।
হের নয়ন মম অন্ধ, হের হৃদয়দুয়ার বন্ধ,
শ্রবণ মন ঘুমে অচেতন আঁধারে আলোক রাজে
মম ধূসর জীবন মাঝে
তোমারি মুরতী সৌম্য সুন্দর, বিরাজে আমার
অন্তর ভিতর,

শত অপরাধ জিনি তোমার আশীষ বাণী
শ্রবণে মম বাজে মম সুপ্ত হৃদয় মাঝে ॥

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী !

পি ২০৩৪ (চন্দ্রগুপ্ত হইতে)

ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী,
গর্জ্জে সিন্ধু, চলিছে তরণী,
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।
ওঠ্ মা ওঠ মা দেখ মা চাহি,
এই ত এইছি আর চিন্তা নাহি—
জননী হীনা কন্যা দীনা
ওঠ মা ওঠ্ মা প্রদীপটী ধর ॥
লঙ্ঘি বনানী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এইছি ত আজি ॥
কোথায় জননী ! গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
এ কি ! কুটীর যে মুক্তদ্বার !
নির্ব্বাণ দীপ—গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননী ! কোথায় জননী !
শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর।

সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,
বিধাতৃ চরণে পড়িয়া কাঁদে;
চরণাঘাতে বজ্র নিপাতে,
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী পর॥

(চন্দ্রগুপ্ত)

ও সেই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে কাতর প্রাণে আকুল তানে বলে "আয় চলে আয়,
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে।"
বলে আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চির-স্নিগ্ধ মধুমাসে,
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা, চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে,
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উথলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চ'লে আয় আমার পাশে"

ত্রৈলোক্যনাথ ব্যানার্জ্জী।

পি ৬১৭৭ সারি।

দয়াল তোমায় আমার আশা আজ যে বড়ই আশা ছিল।
আশা নদীর কূলে বসে, আমার কাঁদতে জনম গেল।

আশা বৃক্ষ রোপন করে, আমি বসে আছি বৃক্ষমূলে,
ও ফল পাব বলে,—
ফল না ধরিতে বৃক্ষে, বৃক্ষের ডালে মূল ভাঙ্গিল।
চাতক থাকে মেঘের আশে, মেঘ বরিষে অন্য দেশে,
:চাতক বাঁচে কিসে—
জল পাব জল পাব বলে, তোমার চাতক প্রাণে ম'ল।

———

বার্ষ

শ্যাম রসিক রে পরের জন্যে কাঁদেরে আমার মন
পোড়া পর কি কখন হয় আপন।
আমি যখন রাঁধতে বসি, কালা তখন বাজায় বাঁশী,
আমার প্রাণ হয় উদাসী—,
আমি হলুদ দিতে দিই লবণ।
কালার বাঁশীর কি গুণ জানে, কি কথা কয় কানে কানে,
কালার বাঁশীর জ্বালায় জ্বালাতন।

———

তুলসীচরণ দাস।

পি ৪৫৫১ সিন্ধু ভৈরবী।

খুলে দে তরণী খুলে দে ত্বরা স্রোত বহে যায় রে।
মন্দ মন্দ রঙ্গে ভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে,

ভাঙ্গিয়া ফেলিছি হাল, বাতাসে পুরেছে পাল,
স্রোতমুখে প্রাণ মন যাক ভেসে যাক রে।
কে যাবি আমারি সাথে এই বেলা আয়রে॥

—•—

ঝংলা।

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া॥
কোন্ সাগরের পার হতে আসে কোন সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন, ফেলে যেতে চায় ঐ কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝড়িছে ঝর ঝর জল গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পরে অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাকে
ওগো কাণ্ডারি, কে গো তুমি কার হাসি কান্নার ধন?
ভেবে মরে মোর মন কোন সুরে আজি বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া॥

—•—

পি ৭৫৬৭

ভোরের বাতাস ধীরে কোথা যাস্
যাস্ বঁধুয়ার দেশে;
লুটিয়ে আনিস্ কস্তুরী বাস্
মাখান বঁধুয়ার কেশে।
যদি সে ঘরে পশিতে না পারিস্
তবে সেই দ্বারের ধূলো নিয়ে আসিস্

সেই ধূলোয় কাজল করিস্
পরিব নয়নে হেসে।
দলিয়াছ বঁধু দলিয়াছ পায়
দলে যদি যাও নাহি ক্ষতি তায়
আমি জানি তুমি আসিবে নিশ্চয়
ভূবন মোহন বেশে।

—০—

তুমি নাকি দেখা দিতে এসেছ হেথায়,
(ও গো) নিমিষের দেখা দিতে কে সাধে তোমায়॥
যারে তুমি বাস ভাল করগে যতন
আমি ত তোমারে ভুলে চাহিনি কখন
তুমি আছ দূরে রহ দূরে
ভুলি হে তোমায়।

—০—

পি ৭৮৭৮ কেদারা মিশ্র।

ভুবন মোহন বেশে কে রে নিকুঞ্জবনে
মুখে রাধা রাধা বলে বারি ঝরে দুনয়নে।
বিভূতি ভূষণ আদি চলে বধু মাঝে
জটা জুট আদি গঙ্গা বিরাজে
কি জন্যে হও যোগী
কার প্রেমে অনুরাগী
প্রমাদ পড়েছে বুঝি মানময়ীর অভিমানে॥

ইমন।

ঐ আসচে রে তোর মনোচোরা
বাজিয়ে মোহন বাঁশী
নয়ন যে দেখেছে সে মজেছে রে
পরেছে প্রেমের ফাঁসী।
ভুলনা সই কথার ছলনে
প্রেমের কথা কতই সে জানে
ওসে সরল কথায় মন মজিয়ে
শেষে দেবে লো ফাঁসি
আপন মনে থাক্‌ব সে দেশে
ভুলনা সই কাল শশী।

—•—

বিশ্বনাথ রাও।

পি ৮৬১ প্রভাতী।

হর হর হর বম্‌ বম্‌ বামে শোভে গৌরী।
বাবা পাগলা ভোলা ত্রিপুরারি॥
আনিরে যবা তুলে, মাকে সাজাব ফুলে
বাবাকে তুষিব দুটো বিল্বদলে;
বাবা ভক্তিতে ভোলে সেটা এতই কি ভারী॥

—•—

কাফি—সিন্ধু।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে তারা বয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে;
তখন ধরাত'লে প'ড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ;
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।

ডুয়েট

মিঃ অতুল কৃষ্ণ পাল ও অশ্রুমতি দাসী।

পি ৬৯৩০ রাজা পৃথু।

স্ত্রীঃ। আমি খেংরে বিষ ঝেড়ে দেবো তোর।
জারি জুরি ভেঙ্গে যাবে দুনিয়া দেখবি ঘোর॥
যেমন সাপ তার তেমনি বিষ, ঝাটার চোটে ছাড়াব বিষ;
মিশিয়ে দিয়ে বিষে বিষ ক'রবো প্রেমের ঘোর।

পুঃ। কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, রাণী আমার ঝাটা ধ'রেছে;
কেলে হাড়ি মাথায় ক'রে পাড়ায় যাবে ভেবেছে।

স্ত্রীঃ। পাড়ায় যাই কি কোথায় যাই দেখিয়ে দেবো আজ,
পাটে পাটে ক'রবো পাট্ট থাকবে না কো লাট॥

পুঃ। সত্তি নাকি, বল কি, মাইরি, এ রাজ্যের রাজা আমি
ভুলে গেছ কি?

স্ত্রীঃ। তুমি রাজা আমি রাণী চট পটাপট শুনবে ধ্বনি,
ছাল চামড়া তুলে নেবো দেখবে তোমার খেচুনি ॥
পুঃ। চটিস্ কেন, চটিস কেন, বলছি কথা শোন,
তুমি আমার হেবোর মা সাত রাজার ধন।
উঃ। রাজারাণী আমরা দু'জন এইত সাধের খেলা,
হেসে খেলে চ'লে যাই ভাসিয়ে প্রেমের ভ্যালা ॥

পুঃ। প্রাণেশ্বরী বদন তুলে দেখ তোমার কে এসেছে।
স্ত্রীঃ। যাও যাও স'রে পড় আমার ঘাড়ে ভূত ছেড়েছে ॥
পুঃ। কেন এত নিঠুর হ'লে মুখ তুলে চাও একটী বার ;
স্ত্রীঃ। পিরীতে ডগমগ রসের সাগর নাগর আমার।
পুঃ। পায়ে ধরি বিনয় করি পায়ে রাখ প্রাণেশ্বরী ;
স্ত্রীঃ। অন্য কোথাও চেষ্টা দেখ প্রেমের যাদু প্রাণের হরি।
পুঃ। তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ি কেন আমায় দিচ্ছ দমন
স্ত্রীঃ। আমি আর নইসে আমি ভেঙ্গে গ্যাছে প্রেমের চমক ॥

পি ৭৪১৩

যেমনি শ্যামা তেমনি শ্যাম কেউ ত কম নয়।

পুঃ। ভবপারের তরী।
স্ত্রীঃ। আপনি মাঝি হয়।
পুঃ। কালী কালকে রাখে পায়ের তলে
স্ত্রীঃ। কালা থাকে রাধার পায়ের তলে।

পুঃ। (আবার) কখন রাখে মাথায় তুলে।

স্ত্রীঃ। রাধার নাম চূড়ায় রয়॥

পুঃ। দনুজ দল ভয়েতে বিহ্বল দেখিয়ে শ্যামার অসি।

স্ত্রীঃ। গোপিনী গোপাল প্রেমেতে পাগল
শুনিয়ে শ্যামের বাঁশী

পুঃ। পাতকী তারণ।

স্ত্রীঃ। পাতকী তারণ।

পুঃ। (মা) জোরেতে করেছে জয়।

স্ত্রীঃ। কালা প্রেমে সদা পরাজয়॥

—০—

উভয়ে। কিবা শোভিছে কৈলাশ শিখরে।
হর গৌরী হ'য়ে যুগলে মিলিত
অতি অপরূপ নয়নে হের রে।

পুঃ। আধ অঙ্গ যিনি রজত বরণ

স্ত্রীঃ। আধ অঙ্গ আভা তপত কাঞ্চন।

পুঃ। আধ চর্ম্মাম্বর।

স্ত্রীঃ। আধ ক্ষৌমম্বর।

উভয়ে। রূপের কিরণে অন্ধকার হরে॥

পুঃ। আধ বক্ষঃস্থলে দোলে অস্থিমালা

স্ত্রীঃ। আধ হৃদে মণিহার উজালা

পুঃ। আধ কণ্ঠে রাজে কালকূট কালা

উভয়ে। আধই অমিয় যরখিয়া ধরে॥

পুঃ। আধই শরীরে বিভূতি-লেপন

স্ত্রীঃ। আধ কলেবর কস্তুরী চন্দন।

পুঃ। শোভে আধ ভালে কিবা হরিতালে।

স্ত্রীঃ। সিন্দুরের বিন্দু আধ ভালা পরে।

—•—

অভয়াপদ ও আশ্চর্য্যময়ী!

পি ২২৬৪ পলিন।

উঃ। মরমে মরমে ব্যথা মনের কথা ফেলে দিব বনে।

স্ত্রী। তোমায় আমায় বাঁধন দেব সঙ্গোপনে

দুজনের কেউ যেন না জানে!

স্ত্রী। তোমার ঘরে থাকবে তুমি আমি আমার ঘরে।

পুঃ। কেউ জানবেনা শুনবে নাকো যেন লুকিয়ে থাতির চুরি।

উঃ। যখন হারিয়ে যাবে প্রাণ,

দুজনে দুদিক থেকে তুলবো দুখের গান।

কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আদান প্রদান।

পুঃ। আমি রাখবো যতনে,

স্ত্রী। তুমি রাখবে যতনে,

পুঃ। তুমি আমার প্রাণে,

স্ত্রী। আমি তোমার প্রাণে।

———

কার্মক।

পুঃ। ফোটা ফুলের মত তোর ঐ মুখখানা।
স্ত্রী। জানি তোর মন ভোলান কদর পুরা ছুটানা॥
পুঃ। অবাক হ'য়ে মুখপানে তোর সদাই লো তাকাই॥
স্ত্রী। মনের মাঝে কি করে ছাই দেখ দেখি বালাই॥
পুঃ। ভেসে যাই সুখ-সাগরে তোর হাসি দেখে।
স্ত্রী। বেশ জানি তোর ন্যাকাপানা সে মনে রেখে॥
উঃ। তোর কখন হাসি কখন ফাঁসি পিরিতীটে তোর॥

কৃষ্ণ রাধার সংবাদ।

পি ৪৪৭৩

কৃষ্ণ বলে আমার রাধা বদন তুলে চাও।
আর রাধা বলে কেন মিছে আমারে জালাও।
মরি নিজের জালায়॥
কৃষ্ণ বলে রাধে দুটো প্রাণের কথা কই,
রাধা বলে এখন তাতে মোটেই রাজী নই,
সর ধোঁয়ায় মরি।
কৃষ্ণ বলে সবাই বলে আমার মোহন বেণু,
রাধা বলে ওহো! শুনে আমি মরে গেনু,
আমায় ধর ধর (ওগো)।
কৃষ্ণ বলে পীতধরা বলে আমায় সবে,
রাধা বলে বটে! হ'ল মোক্ষ লাভটি তবে,
থাক আর খাওয়া দাওয়া।

কৃষ্ণ বলে আমার রূপে ত্রিভুবনটি আলো,
রাধা বলে তবু যদি না হ'তে মিশ কালো,
রূপতো ছাপিয়ে পড়ে।

কৃষ্ণ বলে আমার রূপে মুগ্ধ ব্রজবালা,
রাধা বলে ঘুম হচ্ছেনা এতো ভারি জ্বালা,
(ওগো) তাতে আমার কি।

কৃষ্ণ বলে শুনি হরি লোকে আমায় কয়,
রাধা বলে লোকের কথা কোরোনা প্রত্যয়,
লোকে কি না বলে।

কৃষ্ণ বলে রাধে তোমার কিবা রূপের ছটা.
রাধা বলে হ্যা হ্যা কৃষ্ণ তা বটে বটে,
তাতো সবাই বলে।

কৃষ্ণ বলে রাধে তোমার কিবা চারু কেশ,
রাধা বলে কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ,
(তোমায়) সেটা বলতে হবে।

কৃষ্ণ বলে রাধা তোমার দেহ স্বর্ণলতা,
রাধা বলে কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা,
(যেন) সুধা ঝরে।

কৃষ্ণ বলে এমন রূপ দেখিনি তো কভু,
রাধা বলে হুঁ, আজ সাবান মাখিনি তবু
নইলে আরো সাদা!

কৃষ্ণ বলে তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে,
রাধা বলে এ সব কথা বল্‌তেই হত আগে
(সব) গোলত মিটেই যেত॥

ব্যাই-ব্যান।

ব্যাই। বেয়ান তোমায় গড় করি গো,
তোমার গুণের কথা কইব কি আর কইতে
যাওয়াই ঝকমারি॥

ব্যান। বেয়াই তুমিই কি কম বল,
ছেলের বিয়ের ফাঁকি দিলে করে নানান ছল,

ব্যাই। দিচ্ছ যখন মেয়ের বিয়ে, থাকৃতে হবে সকল সয়ে,
রক্ত ওঠা টাকা দিয়ে শুন্‌তে হবে রকমারি॥

ব্যান। সোনা দেছ যা গয়নার,
ওজন ঠিক দু'শো ভরি আছে বটে তার,
হ'লে কি হয় ছি ছি ছি, গড়নগুলো বিচ্ছিরি,
দেখতে যেমন কেমন কেমন বল্‌তে ধারা ঠিক নারি।

ব্যাই। আহা বল্‌ব তোমায় কি,
হাল ফ্যাসানের নিয়ম যেমন তেম্‌নি তো দিছি,
গড়নেও দোষ নয়, এ সব ব্যানকে বল্‌তে হয়
মেয়ের বিয়ে যে দিয়েছি সকলি তার দোষ ভারি॥

অভয়াপদ ও বেদানা দাসী।

পি ১৩৭১ কমিক।

রঞ্জন। আমি এই চল্লুম,

মুক্তি। আমি এই চল্লুম,

রঞ্জন। ছি ছি ছি কল্লি কিলো সর্ব্বনাশী।

মুক্তি। যেতে হয় যাওনা চলে, আমি ত তাই ভালবাসি।

রঞ্জন। তা হ'লে বামন বলে এ বাড়ালুম পা,

মুক্তি। আমারও শয়নকালে পদ্মনাভ মাটি মাটি গা,

রঞ্জন। আহা! আহা! পড়ে যাবে,

মুক্তি। ছুটো না হোঁচট খাবে.

জ্বালায় কে ম'রবে জ্বলে বল দেখি তা;

রঞ্জন। তাইতে তো পা চলে না, মন সরে না

বল না হয় ফিরে আসি;

মুক্তি। কি ব'লব বুঝতে নারি

কাজ কি আঁখি-জলে ভাসি।

কমিক।

পুঃ। আমার প্রাণ কেড়ে নিয়ে দেখগো পালায়।

স্ত্রী। একলা পেয়ে মজার অবলায়।

পুঃ। তুমি কি না মজনার মত,

স্ত্রী। দেখে ঠাট জানে কত,

উভয়ে। ছলে বলে কথার ছলে দেখ গো ভোলায়।

পুঃ। ঐ দেখ প্রাণ নিয়ে পালায়

স্ত্রী। ঐ দেখ মন নিয়ে পালায়॥

পি ১৩৭২ ভৈরবী—মিশ্র।

গুনমণি দাসি তব পায়।
রমণী হৃদয়মণি ঠেলনা হে অবলায়॥
প্রেম অভিলাষী দাসী, আঁখি হেরি মন উদাসী,
রাখি মনে সযতনে হৃদয়ে ধরি তোমায়॥

পুঃ। কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কানন-চারী।

স্ত্রী। মাধবমনোমোহন মোহনমুরলীধারী॥

উভয়ে। (হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার)

পুঃ। ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতর-ভয়-ভঞ্জন,

স্ত্রী। নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখি-পাখা রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,

পুঃ। গোবর্দ্ধন-ধারণ বন-কুসুম-ভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।

স্ত্রী। শ্যাম রাস-রস-বিহারী॥

উভয়ে। (হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার)

পি ৪২৮৫ কমিক।

চা-ওয়ালা। কে নেবে গরম গরম চি।

পাউরুটীওয়ালী। বাক্স খুলে নাওনা তুলে তাজা পাউরুটি।

চা-ওয়ালা। তোমরা চেকে নাও—চিনে,
আসামের চা নয়কো আমার, খালি দিই টীনে
প্যাকিং করা, মার্কা মারা, নয়তো গো মাটী॥
পাউরুটীওয়ালী। আমি কিনি রোলার মিল,
যাতা ভাঙ্গা নয়তো, ভূষি থাকে না এক তিল,
তাতে গড়া গরম কড়া, ব্রেড পরিপাটী॥
চা-ওয়ালা। এ চা তৈরী খুব ষ্ট্রং,
কেটেল্ খুলে, দেখাই ঢেলে আল্তাপানা রং
সুগার দেওয়া 'উড়ছে ধোঁয়া,
কেনো এক বাটী।
পাউরুটীওয়ালী। খেলে আমার এ বিস্কুট
পিক্ ক্রেম্যান, আর হণ্টলে পামার,
করে দেবে ছুট,
এরারুটে গড়া বটে শোন গো কথাটি।
চায়ে ফেলে খাও গো তুলে
সুখ পাবে খাঁটী॥

অভয়াপদ ও ছোট হরিমতি

পি ১৭৫০ কমিক।

পুঃ। চোখ ঠেরে তুই করলি কি আমায়।
স্ত্রী। হাসির ফাঁসি পরালি গলায়॥
পুঃ। প্রাণে যে দিলি ব্যথা,

স্ত্রী। মরি কি রসের কথা।

উভয়ে। কে কারে কি করলে সেটা বোঝা বিষম দায়।

পুঃ। দেখ খ্যাপালে আমায়।

স্ত্রী। আমার প্রাণ বুঝি শেষে যায়॥

—•—

কমিক।

চুড়ি লিবি গো

কে স্বজনি ওলো ধনি চুড়ি লিবি আয় রে।

রেশমি চুড়ি বিকিয়ে গেলে মেলা হবে দায় রে॥

আমি আপন হাতে ধরে পড়িয়ে দিব কোমল করে।

সস্তা বড় আয় লো দরে বিকিয়ে বুঝি যায় রে॥

সাজবে চুড়ি কোমল করে,

এ চুড়ি মোর পর্‌লে পরে

ফির্‌বে নাগর পায়ে রে॥

—:•:—

অভয়াপদ ও সুশীলা।

পি ৩৭৩২ কমিক।

বামা। দূর হ'য়ে যা তুই ছোঁড়া ত হয়ে হয়েছিস্।

হরে। কর্‌বো কি আর তুই ত আমায় পাগল করেছিস্।

হরে। মুখ তুলে তুই চা,

বামা। দূর হ'য়ে তুই যা,

হরে। ছাড়বো না এই ধরমু, তুই পারিস্ যদি যা,

বামা। বড়ই যে তোর বাড় ভাল চাস্ তো ছাড়,
হরে। ছাড়বো না, তুই হবি কিনা বল্ আগে আমার—
বামা। হ'তে পারি, আমার যদি গোলাম হ'য়ে থাকিস্;
হরে। গোলাম হব ফিরবো পায়ে তুই যদি ভাই রাখিস্॥

কমিক।

হরে। রাগ কোরো না প্রেমময়ি কওনা কথা চাওনা ফিরে।
বামা। কাজ নেইক সোহাগে, যেথায় ছিলি যা না সরে॥
হরে। ছিলুম নাকো কোথাও আমি জানিস্ সদা তোরি,
বুকের ভেতোর হাঁচড় পাঁচড় দম ফেটে ম্যাথ মরি,
বামা। দেখবো না আর তোর মুখ,
হরে। বলিস্‌নে আর ফাটবে বুক,
বামা। ফাটুক্ গে বুক পথ ছেড়ে দে নইলে পাবি দুখ—
হরে। পড়ছি পায়ে মিথ্যে আমায় যাস্‌নিকো ভাই মেরে॥

জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ও মিস্ লীলাবতী।

পি ৩৭৭২ খাম্বাজ।

পুঃ। তুমি বায়না ধরে অমন করে নয়না হেনো না।
স্ত্রী। তোমার নয়নে নয়নে রাখি তুমি তাও কি জান না।
পুঃ। তোমার প্রেমমাখা আঁখি।
স্ত্রী। তোমায় প্রাণ ভোরে দেখি।
তুমি দেখিতে জান না বলে কি, দেখা দিতে পার না।

পুঃ। কেমন জাল ফেলে দিছি।

স্ত্রী। কেমন মাছধরে নিছি।

উঃ। আমি তোমাতে পরাণ বাঁধা দিছি বলি গো

শোন না।

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ

স্ত্রী। তুমি যাও যাবে যাও মন ফিরে দাও মন ত

তোমার নয়।

চুরি করে পালিয়ে যাবে ধরা হবে দায়।

পুঃ। যে করেছে মনচুরি, তারে পরাও প্রেমের ডুরি।

আমি তোমার কি ধার ধারি ধ'রনা আমায়॥

স্ত্রী। জান না প্রেমের রীতি বিচ্ছেদে বাড়ে পীরিতি,

তার তরে করি মিনতি গঞ্জনা বালাই।

পুঃ। মজবো না মজাবো নাকো মজায় মজা নাই॥

পি ৪৩০৯ টহলদারী।

যে কটা দিন আছ বেঁচে রে মন,

হরিনাম নিতে কভু ভুল না।

ভুলে কেন রইলে দুকুল হারালে,

চিরদিন এইভাবে যাবে না।

অর্থ অনর্থ যে তুমি কি তা জান না,

তবে কেন তাকে ছাড় না।

ছেলে মেয়ে পরিবার সকলি অসার,
কাজে তারা কেও ত আস্‌বে না।
একলা এসেছ একলা যেতে হবে
সঙ্গে কোন কিছু যাবে না।
বাল্যকালে তুমি খেলা করে কাটালে
যৌবনে যুবতী ছাড়লে না।
বুড়া হ'লে তবু টাকা টাকা টাকা
টাকা বুলি তোমার ঘুচলো না।
তাই বলি ওরে মন সংসার-বন্ধন
হরিনাম-খড়্গে কাট না।

— —

দরবেশী।

সীতারাম বল মোর মন রে,
ও নাম হৃদয়ে রাখ না গেঁথে,
ও যে দেবের দুর্লভ ধন রে।
আগে 'সী' শেষে 'ম' মধ্যে তারা'র নাম রে।
সীমার মধ্যে তারা আনা সীতারামের কাম রে
আর এক কথা বলি তোরে মন দিয়ে মন শোন রে
হরি, দুর্গা, কালী, তারা, ব্রহ্ম নারায়ণ রে।
দেখ সীতারামের নামের বীজ সব মিলন কেমন রে।
জগতের সার ঐ দুটি নাম আর তো নাই ও মন রে॥

—•—

পি ৪৮৭৪ পৌরোহিত্য (কমিক)।

আমাদের ব্যবসা পৌরোহিত্য,
আমরা অতীব সরলচিত্ত,
হিত যা করি জানেন গোঁসাই, হরি যজমান-বিত্ত ॥
মোদের রুজি এ পৈতে গাছি,
রোজ যত্নে সাবানে কাঁচি,
আর তালতলা চটি পেন্‌সন দিয়ে ঠন্‌ঠনে নিয়ে আছি ॥
দেখছ আর্কফলাটী পুষ্ট,
যত নচ্ছার ছেলে দুষ্ট,
কি বিষ-নয়নে ঐটে দেখেছে কাটতে পেলেই তুষ্ট ॥
আছে ব্রতের একটি লিষ্টি,
তারা মায়ের এতকি সৃষ্টি,
আমরা সব চেয়ে দেখ সোপকরণ মিষ্টান্নটাই মিষ্টি ॥
দেখ রেখে গেছে বাপ দাদা,
ঐ মন্তর গাদা গাদা,
আর যেমন তেমন করে আওড়াও দক্ষিণাটি ত বাঁধা
মোদের পসার বিধবা দলে,
এই পৈতা টিকির বলে,
দক্ষিণে ভোজনে বেড়ে যুত, আর মন্ত্র যা বলি চলে ॥
ঐ সুন্দর শোভাকরং
আর কাঞ্চপেয়ং দিবাকরং,
মন্ত্রে লক্ষ্মীর অঞ্জলী দেওয়ায়ে, বলি "দক্ষিণাবক্য কর" ॥

বড় মজা এ ব্যবসাটাতে,
কত কল যে মোদের হাতে,
ঐ ফল লাভ আর মন্ত্রের দৈর্ঘ্য দক্ষিণার অনুপাতে ॥
সাঁজে এক পাড়া থেকে ধরি,
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি,
বাড়ী বাড়ী দুটো ফুল ফেলে দিয়ে, দু'শো কালীপূজা সারি ॥
আমরা ধর্ম্ম-দাস দেবশর্ম্ম,
আমরা বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম্ম,
কিন্তু নিজের বেলায় খটি টেনেও, নেই অকরণীয় কুকর্ম্ম ॥

—•—

কলির ব্রাহ্মণ (কমিক)।

ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়ায় না মাথা কে আছে এমন হিন্দু।
আমাদেরই কোন পূর্ব্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু ॥
গিরি গোবর্দ্ধন ধরেছিল যেই, মেরেছিল রাজা কংশে।
তার বক্ষে যে লাথি মারে, সে জন্মেছিল এ বংশে ॥
বাবা এখনও রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে।
তোমরা আমাদের সম্মান করিবে সে কথা আবার কৈতে ॥
আগেকার মত মুখ দিয়ে আর বেরোয় না বটে আগুন।
কিন্তু কথার দাপটে এ দুনিয়া মারি, সাহস থাকে তো লাগুন।
যদিও এখন অভিশাপ দিয়ে কর্‌তে পারিনে ভস্ম।
কিন্তু হাওয়াই তর্কে গিরি উড়ে যায় তোমরা আবার কস্য ॥
বাবা, এখনও রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।

পৌরহিত্য করে থাকি আর ক'রে থাকি গুরুগিরি হে।
আবার নরক হইতে দুহাত তুলিয়া দেখাই স্বর্গের সিঁড়ি হে।
অনুস্বার আর বিসর্গের যোগে বাজাই এমন আখড়াই।
যে যজমান আর শিষ্যবর্গে বেমালুম ভাবে পাকড়াই॥
বাবা, এখনও রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি।
যদিও করেছি চটির দোকান ঠেল্‌ছি বেড়ি ও হাতাটা॥
কিন্তু টিকিটী শুদ্ধ বজায় রেখেছি মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা॥
মদ্‌টা আস্‌টা খাই মাঝে মাঝে, প'ড়েও থাকি গো থানাতে
আর ব্রাহ্মণ ব'লে চিনিতে না পেরে ধ'রেও নে যায় থানাতে।
বাবা এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি—
যদিও ভুলে সন্ধ্যা গায়ত্রী, যপ তপ ধ্যান ধারণা॥
কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব কোথা যাবে? সোজা কথাটা
বুঝিতে পারো না?
টুক্ ক'রে ঢুকে চাচার দোকানে খাই নিসিদ্ধ পক্ষী।
আর ভোরে উঠিয়া গীতা নিয়ে বসি বাবা বলে ছেলে লক্ষী॥
বাবা এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে ইত্যাদি—

ঘোষ ও সুবাসিনী।

পি ৫৮১৯ (কিন্নরী হইতে)

মকরী। কথা কই কই কই, মুখে আসে কই
কথা কবনা কবনা কবনা।
উৎ। কথা না কই না কই প্রাণ চুপে থাকে কই

মকরী। আহ্লাদে নেচে উঠেছে বুক,
বেদের কপালে ছিল এত সুখ।
উং। তবে কোন মতে করে ভোতা মুখ
চুপটি দাঁড়ায়ে রবনা।
মকরী। এই যদি তোর মনের কথা,
কেন তোর প্রাণে জাগাই ব্যথা,
উভয়ে। ভেঙ্গে গেছে ঘুম, এ রাতি নিঝুম,
যেতে দেবো না, দেবো না, দেবো না॥

———

উং। (আমি) কাঁদি কি হাঁসি ও প্রেয়সী মাথাটা ঘুরে গেল।
মকরী॥ তোমারি কি একা শুধু, আমারো বঁধু তোমারই দশা হ'ল।
উং। কি যে করি কোথা যাই, মাথায় আসে না ছাই
মনে করি তুড়কি লাফ লাফাই।
মকরী—(তবে) হাত পা ভেঙ্গে হওগো আড়
ভূতে এসে ধরুক ঘাড়,
টাকা তোমার শয়ে দেব, বলে কি আরে ম'ল॥
উং—এস তবে মুখোমুখি, প্রাণভরে যে যারে দেখি,
মকরী—এ কথাটা মন্দ কি লাগলো কানে ভালো।
উভয়ে—(এবার) গুটি গুটি হাঁটি হাঁটি ঘরে ফিরে চলো॥

———

রাধাবল্লভ এবং কালশশী।

প ৭৩৫৯ বাউল।

আমি কি অভাবে 'কাঙ্গাল' হ'লাম রে আরে
শ্রীদাম দাদা।
আমার ধরা চূড়া মোহন বাঁশী, সব নিয়েছে রাধা॥
অষ্ট সখি নিয়ে সাথে, আমি দাসখত দিলাম রাধার
পদেও ঋণি হইলেন তাতে।
আমি ঋণ শুধিব কি প্রত্যাসে—তবু মুক্ত দেয় না রাধা॥
খতের খাতক হ'লেম ভারি, আমি পীত বসন
ত্যজ্য করি ছেড়ে ব্রজপুরী।
হরি হরি দণ্ডধারী—নদের হ'লেম দণ্ডধারী তবু
মুক্ত দেয় না রাধা॥

বাউল।

ও রাই ধনি গো, তুমি আমার প্রেমের মহাজন।
এস করি প্রেম সম্বন্ধের আলাপন॥
তুমি হ'লে প্রেমের মহাজন—অধীনে রয়
নিধুবনে ও রূপ করেছি ধারণ
আমি তোর লাগি ছলনা করি গো, আমি
ভুলালেম আয়ানের মন॥
তোর লাগি বৃন্দাবনে ধেনু রাখতেম বনে বনে
করতেম গোষ্ঠ গোচারণ।

আমার ধ্যানে রাধা, জ্ঞানে রাধা গো,
আমি রাধা মন্ত্রের উপাসন ॥
ত্যজে বাঁশী করে অসি নিধুবনে এলোকেশী
ওরূপ করেছি ধারণ।
তোমার প্রেম তাকিলে হৃদয় রাখি গো
আমি রাধা মন্ত্রের উপাসন ॥
(তুমিতো) রাজার কুমারী, বসত কর ব্রজপুরি—
আমি জানি সব কারণ।
(রাধে) বদন তোল কথা বল গো,
অমি ধরি তোমার শ্রীচরণ ॥

কুসুমকুমারী ও এ, এন, দত্ত।

পাণ্ডব গৌরব।

পি ১০২ ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। দেখ, দেখ, মধ্যম পাণ্ডব !
চিরদিন ভীমসেন স্নেহ করে মোরে,
মম সহ দ্বন্দ্ব কভু করে ?
ব্যক্ত তুমি বোঝ নি সাত্যকি ?
দেবগণে সমাচার দেছ অকারণে !
(ভীমের প্রবেশ)
এস ভাই এস বৃকোদর !
দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে লয়ে ?

ভীম। না জানি কি গুরু অপরাধে,
বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি !
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে
দুর্য্যোধন সহায় হইলে
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।
হে মুরারি, তব পদ স্মরি, করিয়াছি পণ,
রণে দুর্য্যোধন করিব নিধন,
গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু।
মরমে দহিয়ে, তোমারে স্মরিয়ে
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী।
যাক মম প্রতিজ্ঞা অতলে।
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন।
কুশলে কৌরব রহুক হস্তিনাপুরে ;
খেদ নাহি করি,
কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব,
এ কলঙ্ক অর্পিতে মাথায়
ইচ্ছা কি হে তব ইচ্ছাময় ?
সন্ধি হেতু আসি নাই চক্রধারী।

কৃষ্ণ। কহ বীর, কিবা প্রয়োজন ?
কি হেতু তব আগমন হেথা ?

ভীম। মিনতি দাসের এই রাখ যদুপতি !
উপস্থিত রণ,
আমার কারণ,

আমি তব অরি
নহে আর চারি পাণ্ডব বিরোধী তব।
বধিয়া আমায় বিবাদ ঘুচাও প্রভু!
আসিয়াছি দ্বৈরথ-সমর আকিঞ্চনে,
অকিঞ্চনে করোনা বঞ্চনা,
বাঞ্ছাকল্পতরু তব নাম।

কৃষ্ণ। সমবল সহ রণ ক্ষত্রিয় নিয়ম.
যেই জরাসন্ধ সহ রণে ভঙ্গ দিছি কতবার,
তৃণবৎ খেদিলে তাহারে;
ধরেছিনু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন,
কিন্তু তব চরণের ঘায়
গিরিশির চূর্ণ শত শত;
নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায়;
লব তুরাঙ্গণা এহ প্রতিজ্ঞা আমার,
ছলে বলে কৌশলে রাখিব সেই পণ।
পাইয়াছ অপমান চাহ বুঝাইতে,
কিন্তু কোনমতে
স্থান মম নাহি পায় চিতে;
জানিতাম সরল তোমায়,
দেখি তুমি আমা হতে অধিক চতুর,
ভাল
বল দেখি কিসে তুমি হতমান?
যাও যাও

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ তোমা সহ কভু না করিব।

ভীম। অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,

তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল।

তুমি লজ্জাহীন,

তোমারে কি লজ্জা দিব

সম তব মান অপমান,

নহে ক্ষত্র হয়ে কহ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়নন্দনে,

পরাজয় ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ!

নিন্দা স্তুতি সমান তোমার,

কিবা নাম তব ভক্তাধীন,

কায় মন, প্রাণ, অর্পণ করেছি রাঙ্গা পায়—

তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা—

রণস্থলে দেবতা মণ্ডলে,

উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার

নহ তুমি লজ্জানিবারণ,

নহ তুমি ভক্তাধীন।

নহে কন কের হতমান?

হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ,

কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে।

কুসুমকুমারী ও এম, গোস্বামী, বি, এ,

(সংযুক্তা ও সূর্য্যসিংহ)

সংযুক্তা। সূর্য্যসিংহ! কোন প্রয়োজনে
মাগিয়াছ দর্শন আমার?
নহি আর মোরা দোঁহে বালক-বালিকা
নিভৃতে তোমার সনে, মম আলাপন,
আর নহে কর্ত্তব্য আমার।
বল ত্বরা কিবা প্রয়োজন?

সূর্য্য। কিবা প্রয়োজন? বলি কারে?
কে শুনিবে দগ্ধ এই মরমের ব্যথা?
কে বুঝিতে প্রাণ জ্বালা?
পাষাণি! আমি তব ধাইব পশ্চাতে
সাথে ল'য়ে তপ্ত আঁখি জল,
অনন্ত এ প্রেম মোর,
ডালি দিতে চরণে তোমার,
তুমি কিন্তু যাবে চলি ফিরায়ে বদন,
বরষিয়া বিদ্রূপের হাসি!

সংযুক্তা। সেই পুরাতন কথা!
কেবা চাহে তোমার প্রেম?
রেখে দাও যতনে হৃদয়ে তার তরে,
সোহাগে যে ধরিবে হৃদয়ে।
শৈশব হইতে মোরা একত্রে পালিত,

কত খেলা খেলেছি দুজনে,
আমি ছোট বোনটি তোমার,
ভগ্নি প্রতি কেন হেন প্রলাপ বচন?

সূর্য্য। সংযুক্তা! একদিন সন্ধ্যা-সমাগমে,
খরস্রোতা নদীতীরে খেলিতে খেলিতে,
স্খলিত-চরণ হয়ে,
নিমজ্জিতা হ'য়ে ছিলে অগাধ সলিলে;
স্মরণ কি আছে তব কেবা সেই জন,
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি,
যেবা তব রক্ষিল জীবন?

সংযুক্তা। আছে।

সূর্য্য। ভেবে দেখ অন্যদিন মনে,
বনমাঝে মহারাণা সনে:
গিয়াছিলে শিকার সন্ধানে;
স্মরণ কি আছে তব,
ভীষণ সার্দ্দূল গ্রাস হ'তে,
কেবা তব রক্ষিল জীবন?

সংযুক্তা। আছে।

সূর্য্য। এই বুঝি প্রতিদান তার?

সংযুক্তা। শোন সূর্য্যসিংহ!
সঙ্কীর্ণ নহে হেন সংযুক্তা হৃদয়'
ভুলে যাবে প্রাণদাতা জনে,
প্রয়োজন হ'লে নিজ প্রাণ-দানে,

রক্ষা তব করিব জীবন ;
উপকার হয় যদি তব,
অবহেলে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি,
নিক্ষেপিতে পারি আমি জ্বলন্ত অনলে।
কিন্তু প্রতিদান চাহ যদি প্রণয় আমার,
জেনো মনে মহাভ্রম তব।

সূর্য্য। তবে কি দেখিবে তুমি মরণ আমার ?
নীরস নয়ন কোণে তবু তব,
ঝরিবে না এক ফোঁটা অশ্রুজল ?

সংযুক্তা। অসি করে সমর প্রাঙ্গণে,
পার যদি ত্যজিতে জীবন,
ভগিনীর আঁখিনীরে তিতিবে মেদিনী,
সহোদরা হাহাকার শুনিবে জগৎ !
কিন্তু যদি ত্যজ প্রাণ আমার কারণ,
সামান্যা রমণী তরে,
বিসর্জ্জন দাও তব অমূল্য জীবন,
কাপুরুষ-শব হেরি ফিরাব নয়ন !
এত যদি সাধ তব ত্যজিবে জীবন,
মিলেছিল নাগরা-সমরে তব উত্তম সুযোগ।
পৃষ্ঠ প্রদর্শন তবে কেন বা করিলে ?
কেন বল পলায়ে আসিলে ?

সূর্য্য। তব তরে—শুধু তব তরে
এখনও রেখেছি প্রাণ ;

দয়া কর—দয়া কর মোরে।
বল বল—
হৃদয়ে ধরিয়ে তোমা জুড়াব জীবন ?
পতি ব'লে সম্ভাষণ করিবে কি মোরে ?

সংযুক্তা। পতি ত দূরের কথা !
ভ্রাতা বলে এতদিন ভেবেছি তোমায়,
কিন্তু জেনো আজ হ'তে—
সংযুক্তার কেহ নহ আর !
কনোজের শিরে যেই,
অকাতরে দেছে তুলে কলঙ্ক-পসরা,
পৃষ্ঠ প্রদর্শন রণে ক'রেছে যে জন,
সংযুক্তা তাহার সনে,
আর না করিবে কভু মুখের আলাপ।

সূর্য্য। সংযুক্তা। কর তুমি সংযত রসনা,
জেনো মনে সীমা আছে মানব-ধৈর্য্যের।
সূর্য্যসিংহ নহে কাপুরুষ,
কিন্তু যদি এই নিশীথ সময়ে,
নির্জ্জন এ লতাকুঞ্জ মাঝে,
করি যদি আমি তব অঙ্গ পরশন
কি করিতে পার তুমি সংযুক্তা সুন্দরী ?

সংযুক্তা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
কি করিতে পারি ?

শত সূর্য্যসিংহ নাহি ধরে শক্তি কভু,
স্পর্শিবারে কেশাগ্র আমার!
নাহি ভয়,
শাণিত ছুরিকা মোর কলুষিত নাহি হবে
ভীরুর শোণিতে!

পি ৫০৫ হরিরাজ।

শ্রীলেখা। এস বৎস! কি হেতু বিলম্ব এত?
একে জ্বলে মরি নিশিদিন, বাঁচি প্রাণে তোর মুখ চেয়ে
তুই যদি দিবি ব্যথা কয়ে কথা এত নিদারুণ
প্রবোধ না দিয়ে জননীরে,
কার তরে রহিব সংসারে আর?
বৎস, হয়োনা নির্দ্দয় এত জননীর প্রতি।

হরিরাজ। মাতা নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার?
নহে ত আমার, ভাব একবার নিজ ব্যবহার
আমার পিতার প্রতি।

শ্রীলেখা। হারিরাজ, ভুলেছ কি মনে কার সনে কর বাক্যালাপ?

হরিরাজ। দুর্ভাগ্য অপার, জননী আমার,
কি কহিব রুদ্ধ অসি মম,
নহে কি এখনও থাকিত জীবন, কলুষিত দেহে তব।
যার স্নেহে করি অনাদর,
কুলমান বিসর্জ্জিলে অপরের পায়

সেই স্নেহ ধরা হতে লইয়া বিদায়
দেবলোক হতে দুর্ভেদ্য কবচে
রক্ষা করে জীবন তোমার;
নহিলে কি ক্ষত্রিয়-সন্তান এ কলঙ্ক করিয়া বহন
মাতা বলি করিত মার্জ্জনা—
পিতা! আর যে সহেনা ভুলে যাব আদেশ তোমার,
কলঙ্ক মাতার পুত্র হয়ে কেমনে সহিব—
ওই ওই শুন অশরীরী বাণী, সকরুণ ওই আবাহন
শুন কথা, কলঙ্ক-বারতা আর নাহি প্রকাশ জগতে,
বিভুপদে কর ত্বরা আত্ম-সমর্পণ.
ঘৃণিত জীবন শুদ্ধ কর চির-অনুতাপে।

শ্রীলেখা। হরিরাজ হরিরাজ!
রক্ষা কর! রক্ষা কর! তোরে,
ধরেছি জঠরে, মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে—
যাই আমি যাই পলাইয়ে।

হরিরাজ। কোথা যাও, দেখ চিত্র অতীব সুন্দর,
কি বিশাল ঠাট প্রশস্ত ললাট,
ভ্রূযুগল বাসবের চাপ সম,
পূর্ণজ্যোতি আকর্ণনয়ন, নাসিক, গঠন
খগরাজে দিয়া লাজ,
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত,
শরাসন করে কার্ত্তিকের পরাজয়,

বীরবপু হের বক্ষঃস্থল, হেরি
রিপুদল কাঁপিত সভয়ে,
এই জন ছিল তব স্বামী।
জ্ঞানচক্ষু কর, উন্মীলন হের অন্য জন,
ভিক্ষা অন্নে পালিত কুক্কুর,
হিংসাভরে কুঞ্চিত ললাট,
ভ্রূভঙ্গেতে কুৎসিত আচার ভাসে
আঁখি পাশে নরকের ছায়া,
দয়া মায়া ভয়ে করে পলায়ন,
হেন জন বিলাসের কীট তব,
মাতা গজমতি দলি পদতলে
কাচখণ্ডে কৈলে আকিঞ্চন?
ধন্য তুমি ফুলশরাসন!
অঘটন কিছু নাহি তব পাশে।
মাতা! জিজ্ঞাসি তোমারে,
কিবা ঘোরে আচ্ছন্ন করিল তব প্রাণ,
ছিল নাকি জ্ঞান,
কোথা ছিল দুনয়ন?

শ্রীলেখা। রক্ষা কর! রক্ষা কর!
তিরস্কার আর নাহি কর,
জানুপাতি মাগি ক্ষমা।

হরিরাজ। আমি কেবা কি করিব ক্ষমা?

শ্যামা-পদে যাচ প্রতিকার
দেবী পদে লহগে আশ্রয়
শোন মাতা, পুত্রের হৃদয়,
মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত নাহি কর সুতে—

—০—

বহুত আচ্ছা।

রেবেকা। আমি চিরকাল unmarried থাক্‌তাম যগুপিও সেটা—

চম্পটি। It would have been far preferable, it would have been much better.

রেবেকা। তোমায় marry করা was an act of great mistake for me.

চম্পটি। In this view of the case,
my love! I thoroughly agree—

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case.
my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। It was great mistake to marry ঘোরে একটা pauper.

চম্পটি। The moro so, O' my love! When you yourself had not a copper.

রেবেকা। Tremendous sad and mistake, my dar ling! very sad I see.

চম্পাটি। In this view of the case,

my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পাটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case my love!

রেবেকা। এই loveএর প্রথম stageটাই ভাল—whis pers, hugs, and kisses.

চম্পাটি। The charm is not so great as soon as you became a Mrs.

রেবেকা। The case becomes more complicated on the cntrary—

চম্পাটি। In this view of the case,

my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পাটি। I thorougdly agree—

উভয়ে। In this view of the case,

my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। You may give me a thousand kisses
and be mine for ever.

চম্পাটি। চাই Something more substantial কিছু
মুখের মধ্যে দেবার।

রেবেকা। You are as wise as Solomon, though not so rich as he—

চম্পটি। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। এই marry কোরে না হোক কোন অন্য কার্য্য-সিদ্ধি।

চম্পটি। But annually একটি কোরে হচ্ছে বংশবৃদ্ধি;

উভয়ে। Whatever difference of opinion there may be,

In this view of the case, my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case. my love! I thoroughly agree.

কুসুমকুমারী, এ, এন, দত্ত ও এন, সি, বসু।

পি ১০৩ ভ্রমর।

রাসবিহারী। তাইত! এত দেরী হচ্ছে কেন? এখনও

আস্‌ছে না কেন? ঐ যে কে আস্‌ছে? একটু সাড়া নি—
কে গা?

রোহিণী! তুমি কে গা?

রাসবিহারী। আমি রাসবিহারী গো!

রোহিণী। আমি রোহিণী।

রাসবিহারী। এত দেরী হ'লো যে?

রোহিণী। একটু না দেখে ত আসতে পারিনি।
তা বড় কষ্ট হয়েছে না?

রাসবিহারী। না, কষ্ট আর কি? তবে অনেকক্ষণ ব'সে আছি, ভাবলাম—বুঝি আমাকে ভু'লে গেলে, আর এলে না।

রোহিণী। যদি ভুল্‌তে পারতুম, তা হলে আমার এ দুর্দ্দশা হবে কেন? একজনকে ভুল্‌তে না পেরে এদেশে এসেছি; আজ তোমাকে ভুলতে না পেরে—কে রে?

গোবিন্দলাল। তোমার যম!

রোহিণী। ছাড়! ছাড়! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসিনি, আমি যে অভিপ্রায়ে এসেছি, তা না হয় ঐ বাবুটিকে জিজ্ঞাসা কর।

গোবিন্দলাল। কই? কে তোর বাবু? কাকে জিজ্ঞাসা করব?

রোহিণী। কই? কোথায় গেল? কেউ ত এখানে নাই?

গোবিন্দলাল। কেউ নেই কেন, এই যে আমি আছি। রোহিণী?

রোহিণী। কি ?

গোবিন্দলাল। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

রোহিণী। কি ?

গোবিন্দলাল। তুমি আমার কে ?

রোহিণী। কেউ নই। যতদিন পায়ে রাখ, ততদিন দাসী। না হ'লে আর কেউ নই।

গোবিন্দলাল। পায় ছেড়ে তোমায় মাথায় রেখেছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ছেড়েছিলাম। তুমি কি রোহিণী! তোমার জন্য ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, দুঃখে তৃপ্তি, সেই ভ্রমরকে ত্যাগ কর্‌লুম। তুমি কি রোহিণী! তোমার মুখ চেয়ে সর্ব্বস্ব ছেড়ে বনবাসী হলুম। সেই বিশ্বাসের এই পরিণাম! সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান? সর্ব্বনাশী! রাক্ষসী! তোর ত কিছুরই অভাব ছিল না। রাজরাণীও এত আদরে থাকে না। তবেঁ কেন তুই এ কাজ কল্লি? ছি! ছি! অতি ঘৃণিত কাজ! নরকেও তোর—

(পদাঘাত)

রোহিণী। উঃ!

গোবিন্দলাল। রোহিণী দাঁড়াও! তুমি একবার মর্‌তে চেয়েছিলে। আবার মরতে সাহস আছে কি?

রোহিণী। এখন আর না, মর্‌তে চাইব কেন? জীবনের যা সুখ ছিল সব পূর্ণ হয়েছে, তবে আর দুঃখ কিসের।

গোবিন্দলাল। তবে চুপ ক'রে দাঁড়াও! নড়ো না! এই দেখ পিস্তল ভরা আছে। কেমন! মর্‌তে পারবে?

রোহিণী। না! না! মেরোনা, মেরোনা, আমি মর্‌তে পার্‌বো না। আমায় মেরোনা মেরোনা।

গোবিন্দলাল। কি আশ্চর্য্য! রোহিণী এখনও তোমায় বাঁচিবার সাধ হয়? না না, তা হবে না। তোমার বাঁচা হবে না। তুমি না মর্‌লে আমার মন অনেক প্রতারিত হবে চুপ ক'রে দাঁড়াও, এই দেখ পিস্তল, চুপ ক'রে দাঁড়াও।

রোহিণী। না না, মেরোনা মেরোনা, আমার এই নূতন যৌবন নূতন সুখ, মেরোনা মেরোনা। আমায় চরণে না স্থান দাও বিদেয় দাও।

গোবিন্দলাল। এই দিই (পিস্তলাঘাত)

এন, সি, বসু, ও কুসুমকুমারী।

দোললীলা।

গোপী। কেন রং দিলি চং করে।
সাদা কাপড় রঙ্গিয়ে দিলি পিচ্‌কিরি মেরে॥

গোপ। তোমার কাল বরণ ভালবাসি,
যখন তখন তাই ত আসি,
আড়াল থেকে আড়ে দেখে তোর
পায়ে পায়ে বেড়াই ঘুরে।

গোপী। ও তোর থ্যাবড়া মুখে জেলে মুড়ো কাগের গুড়ো দি।

গোপ। যেমন দিবি পাবি তেমনি পাবি শোধ তুলেত নি।

গোপী। (ওরে করিলি যে খুন তরুণ অরুণ

মরি মরি ঝকমারি॥

উভয়ে। এমন দিনে বুকের ধনে ফাগ মাখাতে হয়,

ওরে না মাখালে নয়॥

অনেক দিনের আশার আশা রেখেছি রে

প্রাণ পূরে॥

৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মিস্ প্রকাশমণি

পি ৬৫৭ ষ্টেজ একৃটিং জনা হইতে—

জনা ও প্রবীর।

প্রবীর। দাও মাগো সন্তানে বিদায়,

চ'লে যাই লোকালয় ত্যাজি,

ক্ষত্রিয়-সন্তান অপমান কেন সব ?

ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়, আদেশ পিতার

ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে,

পিতৃ আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন—

করি অর্ঘ অর্জ্জুনে অর্পণ,

চ'লে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি।

বৃথা ধনু ধরিছি মা করে,

বিফল জীবন শত্রুভয়ে

অস্ত্র ত্যাজি প্রাসদ্ধ করিব।

বীর দম্ভে অশ্বভালে দিয়েছে লিখন,
রণে আবাহন করি, ত্যজি রণ
ক্ষত্রিয়নন্দন পরাজয় মানি লব !
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব,
কেন মাগো ধরেছিলে গর্ভে মোরে ?

জনা। বৎস ! ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবল প্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনি শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি।
বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম,
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর
শুনিয়াছি নর-নারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জনে
সম্মান-প্রদানে।

প্রবীর ডরে পূজা ঘৃণা করে বীর।
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,
ঘৃণায় অর্জ্জুন কথা নাহি কবে মম সনে,
ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে ;
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগিরথী ?

রণে যদি না যাই জননী,
দেবতার হবে অপমান।
মাগো তব পদে মতি,
অক্ষয় কিরীট শিরে তব পদধূলি,
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে,
সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে?

জনা। নয়ন-আনন্দ তুমি জীবন আমার, ভাবি
মনে পাছে তোর হয় অকল্যাণ।

প্রবীর। রণমৃত্যু হতে কিবা আছে মা কল্যাণ?
কে কোথায় ক্ষত্রিয়জননী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে?
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননী,
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী কার ভীরু-পুত্র সাধ?
পিতার নিষেধ যদি, না করিব রণ,
ফিরে দিব হয়,
কিন্তু লোকময় কলঙ্ক-ভাজন
রাখিব জীবন ছার
মনে স্থান দিওনা জননী!
রণে যদি যেতে মোরে মানা,
বন্দিয়া চরণ,
বিদায় হইয়া যাই জনমের মত।

জনা। স্থির হও! আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হোক্ যা আছে

মা জাহ্নবীর মনে,
রণসাধ যদি তোর, রণ পণ মম।

প্রবীর। স্মরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি।

(ষ্টেজ একটিং) জনা হইতে

(জনার সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান)

১ম সেনা। আর কার মুখ চাহ মন্ত্রিবর ?
আত্মরক্ষা শাস্ত্রের বিধান,
পাণ্ডব-আশ্রয় ল'য়ে রাখিব জীবন।

সেনাপতি। এ নহে উচিত কভু।
পুত্রসম এতদিন পালিল ভূপাল,
অসময়ে সব গিয়ে শত্রুর আশ্রয় ?
ধর্ম্মে নাহি সবে হেন কাজ।

১ম সেনা। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! আত্মরক্ষা,
মহাধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়।
বিশেষতঃ কৃষ্ণদ্বেষী হয় যেই জন
ত্যাজ্য সেই, কহে সাধুজন সবে।
দেখ, বিভীষণ ধার্ম্মিক সুজন
রাবণে করিল ত্যাগ রামের কারণ!
আসে ঐ দেউটী জ্বালিয়ে বিভীষণা
চামুণ্ডারূপিণী—

জনা। ধিক্ মন্ত্রিবর! শতধিক

সেনাপতি, প্রায় নিশা অবসান,
আছ সবে জম্বুক সমান দাঁড়াইয়ে।
প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী,
উৎসাহবিহীন আছ পুতলি সমান
মরণে কি মন্ত্রী এত ভয়?
রণ-মৃত্যু না হ'লে কি এড়াবে শমন?
উচ্চ জন্ম লভি, নাই গৌরব কামনা?
ধিক্! ধিক্! কি কব অধিক,
সুসজ্জিত না হেরি বাহিনী!
ঘোর রবে কর সিংহনাদ,
বজ্রাঘাত করি শত্রুবুকে।
হুহুঙ্কার খর্ব্ব কর শত্রু অহঙ্কার।
সাজায়ে বাহিনী শীঘ্র প্রকাশ বিক্রম।
অমর কি জন্মেছে পাণ্ডব?
পাণ্ডব কি প্রস্তর-গঠিত?
তীক্ষ্ণ তীর নাহি পশে কায়?
বীরপুত্র বীর-অবতার তোমা সবে
রণোৎসাহ কেন নাহি হেরি?
বাঁধ বুক; সাজ শীঘ্র, আসন্ন সমর,
বীরদম্ভে বিমুখ পাণ্ডবে, কিবা ভয়?
রণজয় হইবে নিশ্চয়।
জাহ্নবীর বরে মম প্রবীর কুমার

কুমার সমান শক্তিধর, আগুয়ান
তার বাণে কে হবে সংগ্রামে ?
সাজ রণে কে আছ কোথায়
বাজাও দুন্দুভি ঘোর রবে !
চল চল, গৃহ দ্বারে অরি !

সৈন্যগণ। জয় জয় নীলধ্বজ ভূপ।

জনা। চল চল বিলম্বে কি ফল ?
সাজাও স্যন্দন।
সাজায়ে বাহিনী আগুবাড়ি দেহ রণ,
সাজ শীঘ্র, রণ জয় হইবে নিশ্চয়।

সৈন্য গণ। জয় জয় নীলধ্বজ রায় !

জনা ! কারে ভয়, জাহ্নবী সহায়।
স্মরিয়ে জাহ্নবীপদ প্রবেশ সমরে।
পাণ্ডব সহায়ে যদি যুঝে পুরন্দর
তবু জয় হইবে সমর।
গভীর গর্জ্জনে মাতৃনাম উচ্চারি বদনে
চতুরঙ্গ দলে দেহ হানা,
শত্রু-শিরে পড়ুক ঝনঝনা
অগ্নিময় বাণ বরিষণে দহ শত্রুগণে;
পাণ্ডবে জিনিবে মহাকীর্ত্তি রবে
যমজয়ী মাহিষ্মতি-সেনা।
বীরদম্ভে অশ্বভালে দিয়াছে লিখন,

বীরপ্রাণে সহিবে কেমনে?
নির্ব্বীর নহে ত বসুন্ধরা?
উৎসাহে মাতহ বীরভাগ!
মাখিয়ে কলঙ্ককালি অপমান স'হে
কে চাহে রাখিতে প্রাণ?
যাও যাও, প্রবেশ আহবে;
গর্ব্ব খর্ব্ব কর ফাল্গুনীর;
যাও শীঘ্র, আজ্ঞা জাহ্নবীর।

সৈন্যগণ। জয়—জয়—মাহিষ্মতীপুরী!
পাণ্ডবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব এখনি।

কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী ও সরোজিনী দাসী।

মাধবী-কঙ্কণ।

পি, ৬৬৬ (উদ্যান)

নরেন্দ্র ও হেমলতা।

হেম। কি?
নরেন্দ্র। হেমলতা!
হেম। কেন?
নরেন্দ্র। হেমলতা!
হেম। কি ব'লছো?

নরেন্দ্র। হেমলতা—আজ আমি জন্মের মত চল্লুম, আমায় বিদায় দাও।

হেম। না না, তোমায় বিদায় দে'ব কেন? তুমি অমন ক'রে ব'লছ কেন? তোমায় তো যেতে হবে না। মা বল্লেন, তোমার ত যাওয়া হবে না।

নরেন্দ্র। হেমলতা—শোন,—আমি সব শুনেছি, তোমার মা দয়াময়ী, পুণ্যবতী, তাঁহার স্নেহভরা জননীর প্রাণের মতন কার্য্য করেছেন। তাঁকে আমার শত সহস্র বার প্রণাম, কিন্তু হেমলতা আমার জন্য আমি আর কাকেও কষ্ট দেব না, আজ আমি জন্মের মতন চল্লুম। কোথায় যাচ্ছি, কি ক'র্‌ব কিছুই জানিনে, আর সে চিন্তাও করিনি। জগতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে, আর আমার থাকবার স্থান নাই?

হেম। ওগো! ও কথা আর ব'ল না। তুমি ও রকম করে কথা কয়ো না, ও সব কথা শুন্‌লে যে আমার কান্না আসে, প্রাণ যেন হু হু করে উঠে, নরেন্দ্র, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় কাঁদিয়ো না।

নরেন্দ্র। হেমলতা, কেঁদো না; সমস্ত জীবন কাঁদবার আছে। আমার একটি কথা শুন, এই জনাকীর্ণ জগতে আজ হ'তে আমি একাকী, নানা স্থানে নানা লোক দেখ্‌বো, সকলে সমাজ মধ্যে বন্ধুবর্গ মধ্যে গৃহমধ্যে বাস করছে, তাদের মধ্যে আমি বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, একাকী। জীবনে নরেন্দ্রকে আপনার ভাববার এরূপ লোক নাই। নরেন্দ্রের মৃত্যুকালে শোক কর্‌বে, এরূপ লোক নাই।

হেমলতা। উঃ! আর সইতে যে পারিনে। এমন কথা যে আমি সইতে জানিনা, আমি এত কাঁদছি, তোমার চক্ষে যে এক ফোঁটা জল নাই। ওগো একটু কাঁদ, তা হ'লে অত রাগ থাকবে না।

নরেন্দ্র। হেমলতা, ক্ষণেক স্থির হও, কেঁদো না, আমি এখন কাঁদতে পার্চ্ছিনা। আমার মনে যে ভাব হচ্ছে, তাহা ক্রন্দনে ব্যক্ত হয় না। হেমলতা তুমি আমায় ভালবাস, জগতের মধ্যে তুমি এক একবার নরেন্দ্রের প্রতি সস্নেহদৃষ্টিতে দেখ্‌তে—নরেন্দ্রের বিষয় স্বপ্নচিত্তে ভাব্‌তে, কিন্তু নরেন্দ্র তোমার যেরূপ গাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাস্‌ত, অন্ধকার জীবন শূন্য জীবন-আকাশে একটি প্রণয়-তারকার প্রতি কিরূপ সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকৃত, তা হেমলতা, জান না। রমণীর হৃদয় সে ভাব ধারণ কত্তে পারে না। কিন্তু সে স্বপ্ন আজ ভঙ্গ হ'ল; জীবনের একটী মাত্র আলোক নির্ব্বাণ হ'লো, আজ হ'তে দেশে দেশে, অরণ্যে অরণ্যে যাবজ্জীবন পরিভ্রমণ ক'রবো।

হেমলতা। বল, বল, আরও বল, তোমার যত মনে হয় তত নিষ্ঠুর হ'য়ে বল, আমি কাঁদতে কাঁদ্‌তে সচ্ছি, তাতেও যদি তোমাব রাগ ভঙ্গ হয়।

নরেন্দ্র। হেমলতা, আমার আর একটি কথা আছে, বাল্যকালে আমরা দুইজনে এই মাধবীলতা গাছটা পুতেছিলাম, আমাদের ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে লতাটীও বেড়েছে,—আজি আর এর থাকবার দরকার কি?

হেমলতা। আহা! ও কি?

নরেন্দ্র। ফুল যত শীঘ্র শুকায়, লতা তত শীঘ্র শুকায় না—হেম! বোধ হয় তুমি কিছুদিন স্মরণ রাখ্‌বে! যদি রাখ, এই কঙ্কণটী হাতে করে রেখ, যখন হতভাগাকে ভুলে যাবে, এই জাহ্নবীর জলে শুষ্ক লতা ফেলে দিও।

কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

পি ৫২৭৪ লক্ষ্মণসেন (ষ্টেজ এ্যাক্টীং)!

সুষেণ। চতুর্দ্দিকে বিভ্রাট হ'চ্ছে, আপনি একটু উদ্যোগী হন।

লক্ষ্মণ। আমি কি ক'রবো সুষেণ। আমি ত যুগ যুগান্তর ধরে রাজ্য আঁকড়ে রাখতে পারবো না। যাদের নিয়ে রাজ্য তারা যদি না দেখে, একজনের চেষ্টায় কতদূর হতে পারে সুষেণ! একবার সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখ, লালসা মনুষ্যত্ব হারিয়ে দিচ্ছে, সবল দুর্ব্বলকে তাড়না কর্‌ছে ধনী দরিদ্রকে তার শ্রেণীভুক্ত মনে কচ্চে না, ধরনীতে যেন কোন সম্বন্ধ নাই—যে বলবান—সেইমাত্র সব গুণের পুরস্কার থাক্‌বে, না এ বঙ্গে আর থাক্‌তে পার্‌বো না, সুষেণ নৌকা প্রস্তুত রাখ, আমি তীর্থযাত্রা কর্‌বো। সুষেণ! সময় থাক্‌তে থাক্‌তে এখন নৌকা সাজাও, আমার নদীয়ায়, আজ আমার বহু বৎসর অতীত হয়ে গেল।

সুষেণ। রাজা! রাজা! আপনি এর উপায় করুন।

লক্ষ্মণ। ঢের চেষ্টা করে বুঝেছি, হবার নয়। তুমি নৌকা প্রস্তুত রাখ, আমার তীর্থযাত্রাই ভাল।

সুষেণ। না দেখায় কি সমস্ত নষ্ট ক'রবেন ?

লক্ষ্মণ। চেষ্টা করে যা হ'লো না, তা যদি হবার হয়, হবে। সকলকে অসন্তুষ্ট ক'রে আমার লাভ কি ? যুগ যুগান্তর আমি ত' আর রাজ্য ধ'রে রাখ্‌ব না ?

সুষেণ। রাজা! রাজা! এই জয়শীল হাত যদি একবার তুলতেন!

লক্ষ্মণ। কি ক'রবো সুষেণ, আমার জাতি যদি আপনাকে ভাল বাস্‌তে জানতো, যদি স্বার্থ ভুলে জাতীয় উন্নতির প্রার্থনা কর্ত্তো; বক্তিয়ার কেন—সমবেত মুসলমানের এমন শক্তি ছিল না, তারা, ভারতের একটী স্তম্ভ চ্যুত করে।

(পুঁতি হস্তে সভাপণ্ডিতের প্রবেশ)

সভাপণ্ডিত। যথা বলেছেন, যথা বলেছেন, এহানকার মঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে স্পষ্ট ল্যাখছে, বেদ মিথ্যা অইবো, তবে ব্যক্তিয়ারের লস্কর বঙ্গ বিজয় ক'র্ব্ব. ক'র্ব্ব, ক'র্ব্ব।

লক্ষ্মণ। কি ব্রাহ্মণ! বেদ মিথ্যা হবে তবু– সুষেণ এখানে বলছি, নৌকা সাজাও।

সভাপণ্ডিত। দ্যাহেন না, দ্যাহেন না, এই পত্রটী বুকের মধ্যে রাখছি।

লক্ষ্মণ। রাখুন, রাখুন, ওই পত্রখানি জপমালা করে বুকের মধ্যে রেখে দিন। সুষেণ দেশের লোক ষড়যন্ত্র ক'রে, তারা যদি স্বেচ্ছায় মাথায় মোট কর্ত্তে চায়, তাদের সিংহাসনে বসিয়ে আমার লাভ কি ? আজ একটা নূতন শিক্ষা করলেম।

সুষেণ। কি রাজা ?

লক্ষ্মণ। আগে জানতাম, কেবল ধনীর দোষে দরিদ্র হয়, বিদ্বানের দোষে মূর্খ হয়, বলবানের দোষে দুর্ব্বল হয়, কিন্তু আজ শিখলেম, মাত্র প্রজার দোষেই কুরাজা জন্মায়।

—০—

পরোপারে।

বিশ্বেশ্বর। [সাশ্চর্য্যে] কে মহিম না ?

মহিম।—হাঁ দাদা মহাশয়—

বিশ্বেশ্বর।—চোপ রাও ! আমি ঘাতকের দাদা মহাশয় নই। এখানে এসেছ কেন ?

মহিম।—আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে।

বিশ্বেশ্বর—বটে !—স্পর্দ্ধা বটে ! বেরোও এখান থেকে।

সরযূ—দাদা মহাশয় !

বিশ্বেশ্বর।—চুপ সরযু। যে ব্যক্তি নারী হত্যা করে, এখানে তার স্থান নাই।—বেরোও।

সরযূ—দাদা মহাশয় !

বিশ্বেশ্বর।—সরযূ ! বুঝি ! সব বুঝি ! কিন্তু এখানে লুকোচুরী চলবে না। চিরদিন সোজাপথে চলে এসেছি এখন স্নেহের খাতিরে আমি বাঁকাপথে চল্‌তে পারবো না। আমার বাড়ী হত্যাকারীর আড্ডা নয়। বেরোও স্ত্রীঘাতক ! তোমার মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হয়। বেরোও।

সরযূ।—[উঠিয়া] তবে আমাকেও বিদায় দিন, দাদা মহাশয় !

বিশ্বেশ্বর।—সে কি !

সরযূ।—উনি যাই হোন—উনি আমার স্বামী—

বিশ্বেশ্বর।—ও ! বুঝেছি ! বেশ—ভেবেছিস্ নাতনী, তোকে আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি বলে' তো'র জন্য কর্ত্তব্য পথ ছাড়বো ! মনেও করিস্ না। কর্ত্তব্যের জন্য অনেক ছেড়েছি—তোকেও ছাড়তে হয় ছাড়বো। যদিও তোকে ছাড়তে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে যাবে, হয়ত আমি পাগল হ'য়ে যাবো কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবো নিজের কর্ত্তব্য করে' যাবো। অপরাধীকে বিশেষতঃ হত্যাকারীকে, বিচারের হাত হ'তে রক্ষা কর্ব্ব না। বিচারের চক্ষে ধুলি দিব না যা নাতনী ! আমি তোকেও বিদায় দিচ্ছি।

মহিম।—না না তার প্রয়োজন নাই। আমি নিজেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। নিজে বিপদের তরঙ্গে ডুবছি, স্ত্রীকে সে আবর্ত্তের মধ্যে টেনে আনি কেন ! আমি নিজে গিয়ে পুলিশকে ধরা দিব !

সরযূ। দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। যেখানে তোমার স্থান, সেইখানেই আমার স্থান ; সে গাছ তলায় হোক, কারাগারে হোক, বধ্যভূমিতে হোক। দাদা মহাশয়, তবে বিদায় দিন্। (প্রণাম)

বিশ্বেশ্বর। বেশ। যা সরযূ। যদি যেতে পারিস যা। চক্ষু উপড়ে ফেলবো, উপড়ে ফেলবো, যদি অশ্রুপাত করিস্। অন্ধ

হ'য়ে তো যাবই ! না হয় আগেই গেলাম। যা, সরযূ ! গলায় ঠেলে উঠেছিস্ কি ? নেমে যা সরযূ ! আমায় ছেড়ে হত্যাকারীর সঙ্গে যা।

সরযূ। দাদা মহাশয় !

বিশ্বেশ্বর। চেয়ে দেখ সরযূ, চেয়ে আখ ! এই শুভ্র কেশ যা'র উপর দিয়ে ষষ্টি বৎসরের ঝড় বায়ু বয়ে গিয়েছে। চেয়ে দেখ সরযূ এই লোল বক্ষ যা'র মধ্যে একটা স্নেহের সমুদ্র ঢেউ খেলে যাচ্ছে। চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ এই বৃদ্ধ মুমুর্ষু না —না—যা—সরযূ, আমায় ছেড়ে যা ঐ হত্যাকারীর সঙ্গে চ'লে যা—যা সরযূ।

প্রফুল্ল

জেলখানার দৃশ্য।

সুরেশ। মেজদাদা, আমাকে কি এম্নি করে শাসিত কত্তে হয় ? আমায় বাঁচাও দাদা, আমার প্রাণ যায়।

রমেশ। চুপ করে শোন্। তুই যদি আমার কথা শুনিস্ তবে কালই তোকে খালাস ক'রে নিয়ে যাব। (কাগজ প্রদান) দেখ্ কাগজখানা সই ক'রে দে, আপিল ক'রে তোকে ছাড়িয়ে নিতে হ'বে। কোথা হে কাঙালী, কোথায় গেলে, সাক্ষী হও।

সুরেশ। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙালী কেন ?

রমেশ। সাক্ষী হ'বে।

সুরেশ। কিসের সাক্ষী ? র'সো, যাতে কাঙালী আছে, তাতে অবশ্যই জোচ্চুরি আছে। আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ হয় আমার প্রাণ বধ করবার চেষ্টায় আছ।

রমেশ। আচ্ছা কাঙালী সাক্ষী নাই হবে। আমি অন্য লোককে সাক্ষী কর্ব্বো, তুই কাগজখানা দে।

সুরেশ। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখাপড়া।

রমেশ। আর কিছুই নয়। তোর বখরা বাঁধা রেখে, টাকা তুল্‌তে হ'বে, সেই টাকা কৌন্সিলীকে দিয়ে আপীল কর্‌তে হবে।

সুরেশ। আমার বখরা কি ?

রমেশ। তুই জানিস্‌নে বুঝি ? দাদা আমাদের দুই ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় করেছেন। ও বিষয়ে তোর বখরা আছে, আমারও আছে!

সুরেশ। দাদা ফাঁকি দিয়েছেন ? তোমার মিথ্যা কথা ? মেজদাদা আমার ক্রমে চোখ খুলছে। তোমাকে কাঙালীর সঙ্গে দেখে, আমি তোমায় আর এক চক্ষে দেখছি। আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি, তুমি আমায় শোধরাবার জন্যে জেলে দাওনি। এ কষ্ট মায়ের পেটের ভাইও কখন দিতে পারে না। মায়ের পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুকেও দেয় না। এখন আমি ভাবছি—তুমি আমাকে জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে, বড় বউকে কি ব'লে বোঝালে। তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে জেলে দিয়েছ, তুমি আমার ভাই নও, শত্রু। বোধ হয় দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে পড়েছেন। তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বখরা বাঁধা দেবার

কোন আবশ্যক হ'ত না—তুমি সত্য বল, তাদের কি হয়েছে ?

রমেশ। তুই পাগল হয়েছিস ? দে দে কাগজখানা দে ?

সুরেশ। রোস রোস, ক্রমে আমার আরও চক্ষু খুলেছে। তুমি আমায় জেল থেকে খালাস কর্ত্তে আসনি, আপনার কাজ কর্ত্তে এসেছ। কিন্তু মেজদা, শোন, আমার বখরা ত নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না, আমি জেলে প'চে মরি, দ্বীপান্তরে যাই, ফাঁসি যাই সেও কবুল, তবু যে কাঙালীর বন্ধু তাকে আমি বখরা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, তোমার মনে কি ষড়যন্ত্র আছে, পরমেশ্বর জানেন দাদার কি সর্ব্বনাশ করেছ, যাও মেজদাদা, তুমি এ কাগজ পাবে ন।

রমেশ। সুরেশ, ভাই, তুমি কি শোননি, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমাদের হাতেও টাকা নাই।

সুরেশ। মেজ দাদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ। দাদার হাতে টাকা নাই, তোমার টাকা নাই, তোমারা কৃতী, আর আমি কখন এক পয়সা রোজগার করি নাই, আমার সইয়ে টাকা পাবে? মেজ দাদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী, আমার চেয়ে কেন, বোধ হয় কাঙালীর চেয়েও মিথ্যাবাদী। তুমি যে দাদা, মায়ের পেটের ভাই, এই আশ্চর্য্য।

কাঙ্গালী। বাবাজী, অবুঝ হয়োনা, অবুঝ হয়োনা, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্তে এসেছে।

সুরেশ। বুঝেছি কাঙ্গালীচরণ, আমার ভালর জন্যে পুলিশে নালিশ ক'রেছিলেন, আমার ভালর জন্যে তোমার বাড়ীতে পুরে আমায় গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দিতে এসেছেন, আমার ভালর জন্যে জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্যে বখরা লিখে নিতে এসেছেন, আর আমার ভালর প্রয়োজন নাই, আমি কাগজ ছিড়ে ফেল্লুম (ছিন্ন করত) তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত হয়।

রমেশ। তবে জেলে প'চে মর।

সুরেশ। দাদা, বড় আশায় নিরাশ হ'লে! জোচ্চর! জোচ্চরের বন্ধু! জেলে এসেছ জোচ্চুরি কোত্তে, তোমার জেল হয় না কেন, তা জান? আজও তোমার উপযুক্ত জেল তৈরী হয়নি।

মিঃ কে, এল, চক্রবর্ত্তী ও সরোজিনী।

(ষ্টেজ এক্‌টিং)

তরুবালা হইতে।

পি ৬৬৫ সহচরী ও হারাণ।

ভিখারী। আচ্ছা, বাবা আচ্ছা, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

[প্রস্থান

হারাণ। অচ্ছা ঠাকুর, হালকিল একটা মনোবাঞ্ছা আছে, দেখছি তোমার আশীর্ব্বাদের জোর। দিই দোরে ধাক্কা, ডেকে ত ফেলা যাক্, মুখ চাপ্‌তে গেলে যে বুক ফেটে যায়, কপাল

ঠুকে ফেলা যাক্, কুলের কুলবধু তো আর নয়? (প্রকাশ্যে) গয়লা বৌ—গয়লা বৌ, ও সহচরি।

নেপথ্যে সহচরী। কে ডাকে গা?

হারাণ। আ-আ-আ-আমি।

নেপথ্যে সহচরী। আমি কে?

হারাণ! দোর খোলনা, চিনতে পারবে এখন।

নেপথ্যে সহচরী। কে বল, নইলে আমি দোর খোলবো না।

হারাণ। আমি একজন খদ্দের।

নেপথ্যে সহচরী। কোথাকার খদ্দের? যাও এখন দোর খোলবার যো নাই।

হারাণ। আরে পায়ে পড়ি, শীগ্ গীর খোল, এখনি কোত্থেকে কে এসে পড়বে, ও সহচরী।

নেপথ্যে সহচরী। তোমার নাম কি?

হারাণ। আমার নাম—আমার নাম—সহচর।

নেপথ্যে সহচরী। আমার সঙ্গে ন্যাকামো কর্‌তে এসেছ? দাঁড়াও তো।

(সহচরীর প্রবেশ)

কেরে মুখপোড়া মিন্‌সে?

হারাণ। গয়-গয়-গয়লা বৌ—সহচরী—আমি—আমি—হারাণ।

সহচরী। হারাণ বাবু! কেন গা তুমি আমার সঙ্গে লাগাতে এসেছ? যাই দেখি বোস মশায়ের কাছে, বড়মানুষের শালা আছ—তুমিই আছ, তা বলে আমার সঙ্গে লাগাবে কেন?

হারাণ। রাগ কর্‌ছো কেন? রাগ কর্‌ছো কেন? আমি ত তোমার সঙ্গে লাগিনি।

সহ। লাগনি তো ডাক পাড়াপাড়ি কর্‌ছো কেন;

হারাণ। কি জান সহচরী, আর কিছু না—এই-এই আমার বড় বাতিক বৃদ্ধি হয়েছে, তাই একটু চো-চো-চোনা চাইতে এসেছি।

সহ। আমায় ন্যাকা পেলে নাকি? সহচরী গয়লানী তোমার মত সাতটা বাবুকে হাটে বেচে আস্‌তে পারে। দেড় প্রহর রাত্রিতে ওঁর চো-চো চোনার দরকার হয়েছে। আমি কিছু বুঝ্‌তে পারিনে বটে?

হারাণ। কি বুঝ্‌তে পেরেছ?

সহ। আমি যা বুঝ্‌তে পেরে থাকি—যাও, আমায় সেই চরিত্রের লোক পেলে কি না?

হারাণ। প্রাণ যায় সহচরী, প্রাণ যায়! তুমি আমায় মেরে ফেল, নইলে আমি মাথা মুড় খুঁড়্‌বো!

সহ। আবার আমার জন্যে প্রাণ গেল কেন? মুখুয্যেদের ঝি-বিদি গেল কোথা?

হারাণ। আরে রাম রাম রাম, সে বেটীর নাম করোনা, বেটীর নাম ক'রো না! কালপেচি বেটী শুঁটকী, বয়সের গাছ-পাথর নাই।

সহ। দিন কতক তার জন্যে যে খুব খেপেছিলে?

হারাণ। গেরোর ফের—গেরোর ফের! একটা ফাঁড়া ছিল, কেটে গেছে।

সহ। তা আর ফাঁড়ায় কাজ নাই, এখন বাড়ী যাও।

হারাণ। তোমার পায়ে পড়ি সহচরি, আমার প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ো না, তোমাদের গয়লাবংশ দাতাবংশ, আমায় দয়া কর, তুমি বই আমার তিন কুলে কেউ নেই।

সহ। যাবে তো যাও, নইলে মাথায় গোবরগোলা ঢেলে দেবো।

হারাণ। তা দাও, তা দাও, খানিকটা গোবর গুলে ঢেলে দিয়ে আমায় শুদ্ধ ক'রে নাও, আমার প্রায়শ্চিত্তির হ'য়ে যাক্।

সহ। আজ এখন যাও, এর পরে যা হয় দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

হারাণ। দোর দিলে কেন? ও সহচরি! ও সহচরি! আমি ম'লে তোমার কিন্তু পাপ হবে। এই কি তোমার গয়লার ধর্ম্ম? ও সহচরি! আর একবার দরজা খুলে একটি কথা কয়ে যাও, নিদেন ছুটো গাল দিয়ে যাও, তবু ভরসা পাই।

রিজিয়া ও বীরেন্দ্রসিংহ।

"রিজিয়া" হইতে।

বীরেন্দ্র। দেবি! এতকাল সহোদর সম
পালিয়াছ মোরে, আজি পুনঃ
কেন এই ব্যবহার? বিশেষতঃ
বিধর্ম্মী কাফের আমি।
মোর সনে তব পরিণয়

কল্পনায় নাহি আসে,
রাজরাণি! হেন নিদারুণ বাণী
কেন আজি কহিছ দাসেরে?
ভ্রাতা যদি বদ্ধ হয় পরিণয়-সূত্রে
ভগিনীর সনে লুপ্ত হবে ধর্ম্মনাম
এ বিশ্ব সংসারে ধর্ম্ম সনে
ব্রহ্মাণ্ডের হবে লয়।

রিজিয়া। তাতে বল প্রেমিকের কিবা ভয়?
যাক্ বিশ্ব রেণু্ রেণু্ হ'য়ে
মিশে যাক্ পরিমাণু সনে,
সে অনন্ত প্রলয় মাঝে
রব মোরা দুইজনে;
নিজহস্তে বসন্তের ঝরা ফুল
কুড়ায়ে আনিয়ে, মনোমত
রচিব শয়ন। এই সুবলিত
বাহুবল্লী মম উপাধান হবে
তব শিরো হৃদয়ের অভ্যন্তর
হ'তে আনন্দের অশ্রুভার
নিয়ে, সুরভি নির্শ্বাস,
ব'য়ে যাবে স্বেদ-সিক্ত
তব মুখের উপর দিয়ে।
আরে আরে চপল কুরঙ্গ!
দেখি তুমি পালাও কোথায়?

তোমারে রাখিব ঘেরি
ক্ষুদ্র এই হৃদি-অরণ্যের মাঝে।

বীরেন্দ্র। শাহাজাদি, ক্ষম অপরাধ মম।
আমি নিতান্তই অযোগ্য তোমার,
এতদিন রেখেছি গোপনে, আজি
প্রয়োজন শেষ, সম্রাট-নন্দিনী,
কৃতদার আমি। একজনে
অর্পিয়াছি প্রাণ, প্রতিদান
দিয়াছে সে জন; ফিরায়ে
কেমনে লইব বল?

রিজিয়া। কে সে? সোহাগের ইন্দিরা তোমার?
তুমি ছায়া মাত্র দেখিতে পাবে না
আর তার! আমি ভাল জানি
পুরুষের মন; প্রণয়-প্রতিমা,
যতক্ষণ নাহি যায় আঁখি আড়ে,
টুটে না'ক প্রণয় বন্ধন। তাই
আমি কুসুমদুর্গের রমণীরে
সরায়েছি নয়নের পথ হ'তে তব।

বীরেন্দ্র। এতদিনে ভাঙ্গিল স্বপন!
এতদিনে বুঝিলাম সব,
সেই সুরবালা ছিল তব
কাম-পিপাসা-শান্তির পথে
ঘোর অন্তরায়। তাই তুমি

ঘোর অন্তরায়। তাই তুমি
কৌশলে তাহার করিয়াছ
সর্ব্বনাশ! কিন্তু শাহাজাদি!
এই দণ্ডে বধ্যভূমি যদি সিক্ত
হয় শোণিতে আমার, জানিহ
নিশ্চয়, পাপ-তৃষা তব
কভু নাহি হইবে পূরণ।

রিজিয়া। আরে আরে কাফের কর্ণাট,
আরে আরে দাম্ভিক কুক্কুর!
এত অহঙ্কার তোর? দিল্লীশ্বরী,
স্থলতানা রিজিয়া, যার পাণি-
গ্রহণের তরে লালায়িত শত শত
রাজ্যেশ্বর, দিল্লীশ্বরী স্থলতানা
রিজিয়া দীন ভিক্ষুকের মত
যাচিল প্রণয়-ভিক্ষা, তুই
প্রত্যাখ্যান করিলি তাহারে,
রে বর্ব্বর! এখনি লভিবি উপযুক্ত
প্রতিফল তার।

বীরেন্দ্র। শাহাজাদি! এতকাল প্রাণপণে
সেবিনু চরণ তব, একদিন তরে
কোন ভিক্ষা চাহি নাই
তব পাশে দিল্লীশ্বরি!
অধীনের এই শেষ ভিক্ষা

কর দান ; যেই ঘাতকের
খড়্গ বিখণ্ডিত করিবে শির
মম, সেই রক্তমাখা খড়্গে
যেন অভাগিনী ইন্দিরার
জীবলীলা করে অবসান।
ইন্দু! ইন্দু! চলিলাম জনমের মত,
দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়ে
এঁকেছিনু যত ভবিষ্যৎ ছবি, নয়নরঞ্জন,
উন্মাদ নিয়তি আজি
মুছে দিল সব!

এ, এন, দত্ত ও কুসুমকুমারী।

পি ৫০৩ কপালকুণ্ডলার একটি দৃশ্য।

নবকুমার ও মতিবিবি।

নব। আর কি বলবে বল। নীরব হ'লে কেন? তবে এখন আমি চল্লেম; তুমি আর আমায় ডেকো না।

মতি। যেয়োনা, আর একটু থাক, আমার যা বলবার, তা এখনও বলা শেষ হয়নি।

নব। কি বল্‌বে বল।

মতি। উঃ! এত লাঞ্ছনা!

নব। কৈ, কি বল্‌বে, বল।

মতি। কি বল্‌বো, কি কথায় আমার অন্তরের জ্বালা বোঝাব?

নব। কিছু বল্‌বে না? নীরব রইলে যে! যদি কিছু না বল্‌বে, তবে আমায় থাকৃতে বল্‌লে কেন? আমি যাই।

মতি। না তুমি যেয়োনা।

নব। তুমি কি বল্‌বে বল...।

মতি। তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি তোমার প্রার্থনীয় নাই। ধন, সম্পদ, মান, মর্য্যাদা, রঙ্গ রহস্য যা'কে লোকে প্রণয় বলে, পৃথিবীতে যাকে লোকে সুখ বলে, আমি তা সকলই তোমায় দিচ্ছি. কিছুই তার প্রতিদান চাই না, কেবল তোমার দাসী হ'তে চাই। তোমার যে পত্নী হব, সে গৌরব রাখি না। কেবল দাসী—ঐ চরণের দাসী হতে চাই, এই আমার নিবেদন।

নব। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহ জনমে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকৃব। তোমার দত্ত ধন সম্পদ নিয়ে যবনীজার হতে পার্‌ব না।

মতি। জার! যবনী-জার! ভাল, যাক, সে কথা যাক। বিধাতার যদি তাই ইচ্ছা হয়. তবে না হয় আমার জীবনের সকল সাধ অতল জলে বিসর্জ্জন দিব। এখন আমার একটি অনুরোধ রাখবে কি? এই পথ দিয়ে তুমি এক একবার যেও, দাসী ভেবে এক একবার দর্শন দিও; আমার জীবনের সকল সাধ সকল আশা পূর্ণ হবে। আমি তোমায় দেখে চক্ষু পরিতৃপ্ত করব।

নব। তুমি যবনী, পরস্ত্রী, তোমার সঙ্গে এরূপ আলাপেও দোষ হয়, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

মতি। তুমি আমার নও, তবে কার? দৈব বিড়ম্বনায় আমি তোমায় হারিয়েছি, আমার রত্ন কে অপহরণ করবে, আমি কেন সহ্য করব? না, সহ্য করব। বিধাতার বিড়ম্বনা—আমি যবনী উপায়হীনা। প্রাণ যায়! ওহোঃ হোঃ! প্রাণ যায়! নির্দ্দয়,—আমি তোমার জন্য আগরার সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে এসেছি, আমায় ত্যাগ ক'রো না।

নব। তুমি আবার আগ্রায় ফিরে যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।

মতি। এ জনমে নয়! এ জনমে তোমার আশা ছাড়ব না।

নব। এ কি! কে এ রমণী! কম্পিতনাসারন্ধ্র, ললাট দেশে ধবনী স্ফীত রমণীর রেখা. জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু সমুদ্র-বারিবৎ ঝলসিত, দলিত-ফণা ফণিনীর ন্যায় ফণা তুলে দণ্ডায়মানা, কে এ রমণী—উন্মাদিনী যবনী কে?

মতি। তোমায় ত্যাগ করবো, এ জনমে নয়। তুমি আমার হবে।

নব। এ কি অপূর্ব্ব শোভা! বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনমোহিনী শোভা! হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হয়! আমার বহুদিনের কথা স্মরণ হচ্ছে, আমার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে যখন শয়নাগার হতে বহিষ্কৃত করতে উদ্যত হয়েছিলেম—দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে আমার প্রতি এইরূপ ফিরে দাঁড়িয়েছিল, এম্নি তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হয়েছিল, এম্নি ললাটে রেখা বিকাশ হয়েছি", এম্নি নাসারন্ধ্র কেঁপেছিল, এম্নি মস্তক হেলেছিল। বহুকাল সে মূর্ত্তি

মনে পড়ে নাই। আজ এই যবনীকে দেখে সে মূর্ত্তি মনে প'ড়েছে। তুমি কে?

মতি। আমি পদ্মাবতী।

নব। একি ভয়ঙ্কর সংঘটন! এর পরিণাম কোথায়?

হরিশ্চন্দ্র

শ্মশান দৃশ্য।

(শৈব্যার মৃত পুত্র ক্রোড়ে প্রবেশ)

শৈব্যা। নাই রে! ওই যে আমার বাছা ছিল কোথায় গেল! এই যে মা মা ব'লে কোলে উঠেছিল, কোথা গেলি বাপ রে আমার! বাছা রে আমার! বাপ রে আমার!

রাজা। কেন কেঁন মন? ওকি আবার? চণ্ডালের বেশ, চণ্ডালের ধর্ম্ম, চণ্ডালের আচরণ, চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ, শবারণ্যে জীবনযাপন, তবে আবার রোদন-রোলে কেঁপে উঠে কেন? কোন অভাগিনীর হৃদয় ছিঁ'ড়ে শ্মশানে ফেল্‌তে আসছে, এমন কত আসে, নিত্য আসে—তোমার তায় কি?

শৈব্যা। ওহো-হো-হো—না-না-না—আছে, আছে, এই যে খেলেছিল - এই যে - এই যে! একি হ'তে পারে চাঁদ আমার নেই! দুঃখিনীর ধন নেই! গেছে—একেবারে ছেড়ে গেছে! ও হো-হো-হো! না না, আমি ভুল করেছি, পাগল হয়েছি; আমার বাছা আছে—ঘুমিয়েছে আবার উঠবে, আবার আমায়

মা বলে গলা জড়িয়ে ধর্‌বে। আমার বুকের ধন আমি বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যাই।

রাজা। (স্বগত) পাগলিনী, ঘুমিয়েছে বটে রে। ও বড় মজার ঘুম! ও ঘুম একদিন বই দু'দিন আসে না। সবাই জেগে থাকে আর কে জানে কোথা হতে একজন ঝাঁ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ তোর ছেলে ঘুমুলো, আর একদিন তুই ঘুমুবি। এই যে আমি কত ঘুমন্তর কাপড় ছাড়িয়ে নিচ্ছি! আংরার বিছানা পেতে দিচ্ছি! আমিও একদিন ঐ ঘুম ঘুমুবো! কবে ঘুমুবো, আয় আয়, ঘুম আয়, ঘুম আয়! (প্রকাশ্যে)। দেখ, তুমি ঘরে যাও, দান রেখে যাও, যা করবার, আমি করবো এখন, তোমার আর দেখতে হবে না, তুমি জন্ম কাঙ্গালিনী নও, আমি বুঝতে পেরেছি।

শৈব্যা। বাছাকে আমার—কি আর বলবো চণ্ডাল। বাছাকে আমার—অভাগিনীর কর্ম্মদোষে ফণীতে ওঃ ওঃওঃওঃ বুকে ফেটে যায়, আর বল্‌তে পারিনি।

রাজা। বুঝেছি দেবি, দংশনে মৃত্যু হয়েছে

বিদ্যুৎ প্রকাশ

রাজা। কি কি কি এ! না না! বিদ্যুৎ আর একবার—! আর একবার দেখি! ভগবান! আর একবার! ইহলোকে সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আমার পরলোক নাও, একটি বিদ্যুতের চমক ভিক্ষা দাও; তার পর যা ভেবেছি, যদি তা হয়, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করো। শৈব্যা! শৈব্যা! শৈব্যা!

শৈব্যা। আমি মরিনি, মরবার নয়; পতি আমার। আরাধনার দেবতা আমার; অভাগিনীর ইহকাল পরকাল, খুব কাজ করেছি! খুব বুকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে, খুব যত্নে রেখেছি! এই নাও, তোমার পুত্র নাও, তোমার রোহিতাশ্বকে নাও, এমন রাক্ষসীর কাছেও রেখে যায়।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (ওরফে দানীবাবু) ও প্রকাশমনি।

পি ১৯৫১ জনা।

প্রবীর ও মদনমঞ্জরী।

প্রবীর। কেন প্রাণেশ্বরি, বিমলিনী হেরি,
প্রভাত সমীরে কমলে নীহার যথা ঝরে,
কেন আঁখিজল ঝরে অবিরল,
কেন বধুমুখী হাসি না নেহারি
কেন করেছ অভিমান!
বিলম্বে কি ব্যাকুলা হয়েছ?
অন্তরে অন্তরে চাঁদ মুখ তোমার বিহরে
তোরি তরে দেরী এত।
মুছ আঁখিজল মন প্রাণ হতেছে চঞ্চল,
তুল মুখ, হেসে কথা কও!
কেন অধোমুখে রও,
পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও।

মদনমঞ্জরী। রাখ রাখ মিনতি আমার,
প্রাণনাথ কত বল!
বুঝিতে না পারি,
কেন আঁখি-বারি সম্বরিতে নারি,
তুমি পাশে,
তবু কেন হুতাশে পরাণ কাঁদে।
বল বল, কি হল আমার!

প্রবীর! বিলম্ব যে হেতু মম,
শুনলো প্রেয়সী,
রাজপথে করিতে ভ্রমণ
সর্ব্বসুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম
ধায় দূরে, তখনি অমনি তোমারে
পড়িল মনে,
মনোহর বাজি নেচে চলে
ফুলসাজে সাজি
সাধ হল ধরে এনে দিব তোরে,
ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে
হাওয়ায় হাওয়ায় বলবান্ হয়,
ছুটিলাম পাছে পাছে তার,
শ্রমজল ঝরে অনিবার,
তবু পাছে ধাই তার,
পাছু করি বহু বনরাজি
ধরিলাম বাজি,

আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে।

মদনমঞ্জরী। আচম্বিতে কোথা হতে এল হেন হয়,
ভয় হয়,
মায়া ত এ নয়?

প্রবীর। চিন্তা ত্যজ সুবদনী,
মায়া ইহা নয়,
অশ্বভালে রয়েছে লিখন,
অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী রাজা যুধিষ্ঠির
যজ্ঞ-অশ্ব দেশে দেশে ফেরে,
অর্জ্জুন রক্ষক তার।
লিখিয়াছে অহঙ্কারে
"ঘোড়া যে ধরিবে
ফাল্গুনী বধিবে তারে।

মদনমঞ্জরী। পায়ে ধরি প্রাণনাথ,
দেহ ঘোড়া ছাড়ি,
ননদিনী-মুখে বার্ত্তা শুনি,
মহাবীর পাণ্ডব ফাল্গুনী।
খাণ্ডব-দাহনে
পরাজয় করেছিল দেবগণে,
বাহুযুদ্ধে মহেশে তুষিল,
দেব অরি নিপাত কবচ নিপাতিল,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ পায় পরাজয়,
সর্ব্বত্র বিজয়,

সেই হেতু বিজয় তাঁহার নাম।

প্রবীর। জানি সখি, মহারথী ধনঞ্জয় বীর,
অনলের বরে হেন অরি মিলিয়াছে ঘরে,
এতদিনে মিটিবে সমর-সাধ!

মদনমঞ্জরী। যুঝিতে কি চাও প্রভু অর্জ্জুনের সনে?

প্রবীর। চমৎকৃত কেন চন্দ্রাননে?
সত্য যেই ক্ষত্রিয়নন্দন,
রণ তার চির-আকিঞ্চন,
উচ্চ অধিকার ক্ষত্রিয়ের সম আছে কার?
সম মান জীবনে মরণে,
হলে রণজয়
মান্য লোকময়,
পড়িলে সমরে
দম্ভভরে যায় স্বর্গপুরে,
তুমি ক্ষত্রিয়কুমারী,
সমরে কি ভয় তব?
রণসাজে বীরাঙ্গনা
সাজায়ে পতিরে
হাসিমুখে সমরে যাইতে কহে।

মদনমঞ্জরী। রাখ নাথ দাসীর মিনতি,
ছেড়ে দাও হয়,
পাণ্ডব-সংহতি করো না করো না বাদ,
পাণ্ডবেরে কেহ নারে জিনিতে সমরে,

নারায়ণ রথের সারথি,
ভুবনবিজয়ী ধনঞ্জন।

প্রবীর। হেন হেয় পতি সাধ কিরে তোর?
অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া,
প্রাণভয়ে দিব ছেড়ে,
সম্মুখ-সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি,
নাহি ডরি নারায়ণে।

(শাস্তি কি শাস্তি)

প্রসন্নকুমার ও পার্ব্বতী।

প্রসন্নকুমার। গিন্নী শাস্তি করছ,
এই নাও সব শাস্তি করে—
তোমার ভুবনকে এনেছি!

পার্ব্বতী। ও মা, কি হলো গো।

ভুবন। মা! মা!

প্রসন্নকুলার। ডেক না ভুবন ডেক না, মরে যদি
মরে বাঁচুক, বৌমা,
কেন মুখে জল দিচ্ছ? মরে জুড়ুক,
এ বড় জ্বালা মা, বড় জ্বালা,
আধপোড়া হয়ে রয়েছি—
মরে শীতল হোক, কে তোমরা—
শাস্তি করতে এসেছ নাকি?

আর কেন বাবা, শান্তি ত হয়েছে,
আর কেন, ভয় নাই, ভয় নাই,
তোমাদের অপরাধ নাই।

পার্ব্বতী। ওমা, ওমা, কি হলো গো,
ভুবন, ভুবন, মা আমার, কি হলো!
আমার সোণার ভুবনের কি হলো;
ওমা, আমার বাবাকে
কোথায় রেখে এলি?
ওগো কি রাক্ষসী জন্মেছি গো—
সৃষ্টি খাব নাকি গো—
সৃষ্টি খাব না কি?
কি হলো গো কি।

প্রসন্নকুমার। খুব কাঁদ যত পার কাঁদ
চেষ্টা কর, কাঁদতে পার দেখ,
দেখ, দেখ, কেঁদে যদি একটু
শীতল হও। আমার চক্ষে কান্না নাই,
শরীরে জল নাই—আগুণ শুকিয়ে
গেছে—কেবল আগুণ ধু ধু জলছে—
কিন্তু পুড়িয়ে ছাই করে না।

পার্ব্বতী। ওগো আমার বেণীকে কোথায়
পাঠিয়ে দিয়ে এলে।
আমার বড় সাধের জামাই যে গো,
আমি সুশীলের শোকে পড়েছিলাম,

বেণী আমার মুখে জল দিয়েছিলো,
ওগো কি হলো গো কি হলো ;

ভুবন ! মা মা, আমাকে দেখ।

প্রসন্নকুমার। না, না, চক্ষু বুজে থাক,
তুমি আমার মতন কঠিন নও,
চক্ষু ঠিক্‌রে পড়বে,
আর চেওনা. পৃথিবী দেখো না,
যা হবার হোক্
কাণে কিছু শুনো না—
বড় জ্বালা, বড় জ্বালা !

পার্ব্বতী। ওগো তুমি যে বল্লে
বেণীর চিকিৎসা করাচ্ছ,
কি চিকিৎসা করালে, আমার বেণীকে
এনে দাও, কি চিকিৎসা করালে
কি চিকিৎসা করালে।

প্রসন্নকুমার। সে কথা শুন্‌বে—শুন্‌বে ?
শোন তবে, ডাক্তার ডাকিয়ে
বাছার পা কাটালুম,
রক্ত ছুটে বুঝি গঙ্গার তীরে গেল,
সেই রক্তে বেণীকে ভাসিয়ে দিলে,
চক্ষের উপর দাঁড়িয়ে দেখেছি,
মূর্চ্ছা যাই নি,
মৃত্যু হয় নি,

মরণ নেই,—
পাষাণ, পাষাণ, বুক আমার পাষাণ—
এই দেখ, এই দেখ !

পি ১৯৫২ বিল্বমঙ্গল।

বণিক অহল্যা, মঙ্গলা ও বিল্বমঙ্গল।

বণিক। প্রিয়ে আজি মম পরীক্ষার দিন,
পরীক্ষা করিব প্রেম তব।
সত্যে কর পতিরে উদ্ধার !
হের, ধর্ম্ম সাক্ষী এখনও, তখনও।

অহল্যা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি আছে আমার ?
স্বামী, প্রভু, কি পরীক্ষা আর ?
আমি দাসী—আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর,
তব পদে শুভাশুভ বিচারের ভার।

বণিক। প্রিয়ে, পরীক্ষা স্থান,—
শুভাশুভ বিচারের নহে

(মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। ওগো অতিথি দরদালানে দাঁড়িয়ে আছে।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বণিক। আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন।

অহল্যা। স্বামী, পতি, প্রাণেশ্বর তুমি দায়ে ঠেকিয়েছ,
তুমিই রক্ষা কর্‌বে। আমি অবলা !

বণিক। এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী।

(প্রস্থান)

অহল্যা। আপনি এই পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।

বিল্বমঙ্গল। না, আমি তোমায় দেখব—এইখান থেকেই দেখব।

(স্বগত) ভেবে দেখ মন,

কত তোরে নাচায় নয়ন।

ছিলি ব্রাহ্মণ-কুমার—

বেশ্যাদাস নয়নের অনুরোধে!

পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে'

ঘোর নিশি মহা ঝঞ্ঝাবাতে,

তরঙ্গের সনে রণ!

রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে।

সর্পে রজ্জু ভ্রম—

হেন অন্ধ করেছে নয়ন!

পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার!

মন, হাসি পায়—

হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়!

চ'লে গেলি এক বাসে গৃহবাস ত্যজি

"কোথা কৃষ্ণ" বলি হরি উতরোলি,

—যেন তোর কত প্রেম!

আরে আরে পাগল আমার মন!

ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে সাধুর আকার—

শুনি কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
চাহিলি নয়ন মেলি।
দ্যাখ পুনঃ নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর।
মন, তুমি আঁখির গরব কর!
—নিত্য ভয় পাছে যায় এ রতন।
দ্যাখ্ তোর আঁখির আচর!
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠভ্রমে, প্রাণের তাড়নে,
দিলে যারে আলিঙ্গন—
সেই মত গলিতে হইবে
বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ—
এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার।
ভাব মন বৃথা জন্ম তার,
এ রতনে বঞ্চিত যে জন।
বুঝ, মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে!
কিছু নাহি হেরে;
অসার যে বস্তু তাহে কহে নিত্যধন
এর ছলে কত দিন রবি ভুলে?
(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে ছুটো
কাঁটা খুলে দাও।
মা! তোমার স্বামীকে, বল, আমি তোমার

পাগল ছেলে; যাও মা, তোমার পতি আজ্ঞা;
আমার কথা হেলন কর্ত্তে নেই।

অহল্যা। কে এ মহাজন।

বিল্বমঙ্গল। মন এখন কি আঁখির মমতা কর?
শত্রু তোর শীঘ্র কর্ বধ!
দিব আমি উত্তম নয়ন।
যেই আঁখি ব্রজের্ গোপালে
আমার বলিয়ে নেবে কোলে তুলে,
অন্য সব দেখিবে অসার!
যাও যাও নশ্বর নয়ন!

(চক্ষু বিদ্ধকরণ)

চল পদ যথা ইচ্ছা হয়।

প্রফুল্ল।

যোগেশ ও জ্ঞানদা।

যোগেশ। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি? কেমন ধরেছি। ভাল মনুষের মতন চাবিটা বের করে দাও, আজ দুদিন বেটারা মদ খেতে দেয় নি।

জ্ঞান। তুমি আবার কি কত্তে এসেছ? ছেলেটা কেমন করে উপোস করে মরছে, তাই দেখতে এসেছ?

যোগেশ। আমি কিছুই দেখতে শুনতে আসি নি, মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই, টাকা বার ক'রে দাও, হুড় হুড় চলে যাচ্ছি।

কারুর মুখ দেখতে চাইনি, কারুকে মুখ দেখাতে চাইনি, ঢুকু ঢুকু মদ খেতে চাই বস্।

জ্ঞান। তোমার একটু লজ্জা হয় না? মাগ ছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্য তাড়িয়ে দেবে; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি করে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ? ধিক্ তোমায় ধিক্।

যোগেশ। ধিক্ একবার—ধিক্ লাখবার! আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক, মাকে ধিক্, যেদোকে ধিক্ আর যে যে আছে সবাইকে ধিক্, ধিক্ বলে থিক ডবল ধিক। কেমন বাবা ধিকের ওপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম! নাও বাবা সুপুত্র হয়ে বাক্সটি খোল।

জ্ঞান। ওগো— একটু হুঁশ কর; কোথায় দাঁড়াব, তার স্থান নেই, আগামীকাল বাড়ীভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন তাড়িয়ে দেয়। ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে গেছে, তোমার কি দয়ামায়া নেই? পাখীতেও যে ছেলের আহার যোটায়! ঘরে চাল নেই, এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে বলে আসবে, তুমি টাকা চাইতে এসেছো তোমার লজ্জা নেই?

যোগে। বড় লম্বা লম্বা কথা কচ্চো যে? কিসের লজ্জা? লজ্জা থাকলে কেউ জুচ্চুরী করে? লজ্জা থাকলে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাকলে কেউ ভিক্ষা করে? আজ তিনদিন ভিক্ষা করে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটিনি, একটা পয়সার জন্য

রাস্তায় লোকের কাছে হাত পাতছি আবার লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি? কিসের লজ্জা? নিয়ে এস টাকা, নিয়ে এস!

জ্ঞান। বকো, আমি চল্লেম।

যোগে। যাবে কোথা? টাকা ধার করে দাও; না বার কত্তে পার, চাবী দাও, আমি বার করে নিচ্ছি; ঐ যে বাক্স রয়েছে আমি ভেঙ্গে নিতে পারি!

জ্ঞান। কি কর, কি কর! আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, ছুটা ঘর ভাড়া ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগে। তা' আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ? আমি, এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্চি, বিষয় চিনেছিলে বিষয় নিয়ে থাক। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে। হা হা হা! ছেড়ে দাও।

এ, সি, মুখার্জ্জি এবং টি, চক্রবর্ত্তী

কর্ণ ও পরশুরাম।

১ম খণ্ড

(কর্ণের উৎসঙ্গ প্রদেশে মস্তক রাখিয়া জামদগ্নরাম নিদ্রিত)

কর্ণ। দ্রোণাচার্য্য! বড় আশা করে তোমার কাছে অস্ত্র শিক্ষা ক'রতে গিয়েছিলেম, তুমি আমাকে সুত-পুত্র ব'লে অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করেছিলে। শেলের মত সে প্রত্যাখ্যান-

বিষের জ্বালা এখনও এ হৃদয় ত্যাগ করেনি। তাই তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের চেয়ে যদি শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী না হ'তে পারি তো এ জীবন ত্যাগ করব। তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে, তাই আজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নরদেহে ভগবান জামদগ্ন্য আমার গুরু।

জাম। (উঠিয়া) একি! আমার কর্ণমূল সিক্ত হ'ল কি ক'রে? বারি এলো কোথা হ'তে? না, না—এত' বারি নয়—এ যে শোনিত! তোমার উরুদেশে ভেদ ক'রে উঠেছে! কি সর্ব্বনাশ! একি হ'ল! বৎস তুমি আমায় জাগরিত করনি কেন? উঠ, উঠ।

কর্ণ। প্রভু!

জাম। একি! অষ্টপদ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা,
স্থূল চর্ম্ম, সূচীসম লোম
শূকর আকার
কর্কশ অলর্ক এই
মাংস অস্থি ত্বক মেদ মজ্জা করিয়াছে ভেদ,
অকুণ্ঠিত তুমি নিস্পন্দ নির্ব্বাক
অকাতরে সহিয়াছ যন্ত্রণা ভীষণ—
তবু জাগরিত করনি আমারে?

কর্ণ। প্রভু! উপবাস-ক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত আপনি, পাছে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে আমি আপনাকে জাগরিত করিনি।

জাম। অম্লান বদনে এই কষ্ট সহ্য করেছ?

কর্ণ। মৃত্যু পর্য্যন্ত এর অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা সহ্য করতেম, তবু আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত করতেম না।

রাম। একি অদ্ভুত সহিষ্ণুতা! একি অমানুষী ধৈর্য্য!
একি অলৌকিক গুরুভক্তি!
ব্রাহ্মণ?—ব্রাহ্মণ?
শুদ্ধ সত্বগুণে দেহের গঠন যাঁর
বংশগত তপস্যার ফলে
সুকুমার কলেবর
দিব্য কান্তি,
হোম হবি সম কোমল হৃদয়
সেই দ্বিজকুলে জনম তোমার?
এও কি সম্ভব?
বুঝিতে না পারি,
কোন দৈবী মায়া বলে
আজ ব্রাহ্মণত্ব
করিয়াছে তার সীমা অতিক্রম!
সত্য কহ,
সংশয় না রাখ আর,
কহ সত্য—
কোন শক্তি সহিয়াছে
দুর্ব্বার যন্ত্রণা এই
ইন্দ্র যাহা সহিতে অক্ষম?

কর্ণ। প্রভু!
জড়িত রসনা মোর কি দিব উত্তর,
আমি নহি দ্বিজ!
জাম। নহ দ্বিজ! নহ দ্বিজ!
কোন জাতি?
কোন্ কুলে জন্ম তব?
একি কম্পান্বিত কেন কলেবর?
যদি ভার্গবের রোষ বহ্নি হ'তে
বাঁচিবার থাকে সাধ—
বল দুরাচার,
কোন বংশ আকর রে তোর?
নিঃসংশয়ে ব্রহ্ম অস্ত্র করিয়াছি দান
ব্রাহ্মণ জানিয়া তোরে,
প্রয়োগ সংহার যার,
একমাত্র জ্ঞাতব্য দ্বিজের,
ব্রহ্মবিদ্ বেদ পরায়ন
বংশগত অধিকারী যার,
অকপটে সেই সিদ্ধ মন্ত্র
করিয়াছি দান
ব্রাহ্মণ জানিয়া তোরে;
যদি বাঁচিবার থাকে সাধ—
বল প্রতারক,
সত্য কেবা তুই

কোন বংশ আকর রে তোর ?
নহে তোরে ভষ্মপিণ্ডে পরিণত করিব এখনি !

কর্ণ ও পরশুরাম।

২য় খণ্ড

কর্ণ। রক্ষা কর, রক্ষা কর, সম্বর এ ক্রোধ।
শিষ্য বলি'
একবার পদাশ্রয় দিয়েছ দাসেরে,
নিষ্ফল করো না প্রভু, করুণা তোমার।
অকপটে কহি সত্য ভাষ
আভাষে বুঝহ ঋষি মনোব্যাথা মোর।
নহি দ্বিজ, নহি গো ক্ষত্রিয়,
উচ্চজাতি হ'তে
নহেক উদ্ভব মোর ;
দীন আমি,
জন্ম মোর অতি হীনকুলে—
দীন রাধার নন্দন
আমি অধিরথ সুত ;
স্তুতিপাঠ পিতৃবৃত্তি মোর,
সংসার বর্জ্জিত জাতি।
উচ্চ—অতি উচ্চ আশার তাড়নে
উন্মত্তের প্রায়

হিতাহিত জ্ঞান শূন্য আমি,
শুধু আত্ম বলে প্রতিষ্ঠার আশে
করিয়াছি মিথ্যা ব্যবহার।
সূত বলি দ্রোণাচার্য্য ঠেলিল চরণে,
অভিমানে আত্মহারা,
শুধু বিদ্যালাভ আশে
সাজিয়াছি প্রতারক
গুরু!
ধরি চরণ তোমার
শিষ্য বলি'—পুত্র বলি' ক্ষমা কর মোরে।

রাম। সূত পুত্র তুই?
লভি জন্ম হীন সূত কুলে
দেবতা বাঞ্ছিত উচ্চ আশা তোর?
না—না,
তাও তো সম্ভব নয়!
তবে এ আশ্রমে প্রবেশের কালে
ভৃগুবংশধর বলি'
কেন দিলি পরিচয়?

কর্ণ। নিজ বিধি কেন দেব হও বিস্মরণ?
তুমি দ্বিজ করিয়াছ শাস্ত্রের বিধান,
বেদ বিদ্যাদাতা যেই গুরু
তাঁর বংশে পরিচয় দিতে
আছে প্রভু শিষ্যের এ অধিকার;

তেঁই, হে ভার্গব,
মনে মনে বরি' গুরুরূপে তোমা
ভৃগুবংশধর বলি'
পরিচিত করিয়াছি মোরে।

জাম। বুঝিয়াছি সব।
কিন্তু শোন মূর্খ!
বিদ্যা যাহা তাহা চির সত্য ;
সত্যের আকর দেব মহেশ্বর
পুরুষ সুন্দর
শিব আখ্যা যাঁর
বিদ্যা—তাঁর স্বরূপ প্রকাশ ;
সত্য ব্রহ্ম,
বিদ্যা জ্যোতিঃ তাঁর ,
সেই বিদ্যা কিনেছিস্ মিথ্যা বিনিময়ে,
শোন মূর্খ!
মেঘাবৃত সূর্য্য সম
আসন্ন সময়ে তোর
সমকক্ষ যোদ্ধাসনে দ্বৈরথ-সমরে
এই বিদ্যা বিস্মৃতির আবরণে রহিবে আচ্ছন্ন!
কিন্তু তবু চমকিত হেরি' আমি
গুরুভক্তি তোর!
শাপ দিনু তোরে
তবু করি আশীর্ব্বাদ

এই অপকীর্ত্তি সনে
গুরুভক্তি তোর
চিরদিন ধরা মাঝে রহিবে প্রচার।

কর্ণ। দেব!
আশীর্ব্বাদ তব
শাপক্লিষ্ট জীবনের
একমাত্র সান্ত্বনা আমার।

জাম। যাও অনৃতভাষিন,
ব্রহ্মবিদ্ তাপসের সত্যের আশ্রম
নহে যোগ্য স্থান তোর!
বহ্ম-অস্ত্র করিয়াছ লাভ,
রাম দত্ত ধনু আজি শোভে সূত করে;
তবু মম বরে
বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয় কুমার
সমকক্ষ তোর কেহ নাহি রবে ভবে।
মিথ্যাবাদী সহবাসে অপবিত্র দেহ,
প্রয়োজন শুচির বিধান।

ডি, চক্রবর্ত্তী ও মিস্ কৃষ্ণভামিনী (এমেচার)

পি ৭৪০৬, কর্ণ ও কুন্তী ১ম খণ্ড

নদীতীর।

কর্ণ। কহ কেবা তুমি
শুভ্রবাসে বরঅঙ্গ করি' আচ্ছাদন,

প্রতীক্ষায় রয়েছ এখানে ?
কহ, কিবা প্রয়োজনে ?
কুন্তী। বৎস, ভিখারিনী আমি।
কর্ণ। বৎস বলি' সম্বোধন করিলে আমারে !
নমস্কার লহ দেবি।
কহ মাতা, কেবা তুমি,
কিবা প্রয়োজন তব ?
কুন্তী। কেবা আমি ?
বৎস,
আমি কুন্তী—
কর্ণ। পার্থের জননী ?
কহ মাতা একি অঘটন আজি ?
পঞ্চ কেশরী-জননী তুমি
পাণ্ডব ঈশ্বরী দীনা ভিখারিনী বেশে
আসিয়াছ মোর কাছে—
চির পুত্র-বৈরী তব !
কহ কিবা প্রয়োজনে ?
কুন্তী। আসিয়াছি যষ্ঠের নিকটে !
কর্ণ। আসিয়াছ যষ্ঠের নিকটে !
কহ, কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ?
এ কি !
ম্লান কেন বদন তোমার ?
ম্লান কেন মধ্যাহ্ন ভাস্কর,

ম্লান কেন দিক্ চক্ররেখা ?
মলিনতা যমুনার নীরে !
কহ সত্য কেবা তুমি ?

কুন্তী। আমি রে জননী তোর।

। সূত-পুত্র আমি রাধার নন্দন,
চিরদিন এই খ্যাতি—
পরিচয় পতাকা আমার
পুরোভাগে করেছে গমন—
আজি তুমি এসেছ হেথায়
শতছিন্ন করিবারে তারে ?
তুমি যদি না হইতে ধর্ম্মরাজ মাতা
যদি আর কেহ বলিত একথা
মিথ্যাবাদী বলিতাম তারে !

কুন্তী। নহে মিথ্যা,
সত্য, নহ তুমি রাধার নন্দন,
অভাগিণী কুন্তীর তনয়,
বুদ্ধি দোষে মোর আজি সূত-অখ্যাধারী,
ভ্রাতৃ-বৈরী—মিত্র কৌরবের,
বৎস,
তুমি মোর প্রথম তনয়।
সূর্য্য তেজে জনম তোমার।
বিচিত্র নাটক-কাব্য কথা হেন—
ইতি পূর্ব্বে আর কেহ করেনি রচনা !

পাটেশ্বরী ভারত ঈশ্বরী জননী আমার—
পিতা ওই তমোকর দেব দিবাকর
আলোক আকর,—
আর আমি ফিরি শৃগালের প্রায়
অন্ধকার সংসার কাননে
পরিচয় হীন-ব্যঙ্গ জগতের !
যাও-যাও দেবি,
উন্মাদ করো না মোরে।
তুমি মোর মাতা,
মরণ শিয়রে করি'
এ পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন।

কুন্তী। বিধির নির্ব্বন্ধ বৎস'
সত্য আমি তোর মাতা।

কর্ণ। দিবালোক গ্রাস করিল রজনী,
স্থান কাল হারাইল নিজ ব্যবধান,
অতীত উদয় হেরি বর্ত্তমান মাঝে
আমি কর্ণ কুন্তী-পুত্র রবির তনয়,
মাতৃহারা আজি মাতার সম্মুখে,
অদ্ভুত বিধি !
হে জননী,
হও যত অপরাধী—
তবু তুমি আরাধ্যা আমার !

নহে ভিক্ষা,
কহ কিবা আজ্ঞা তব ?

কুন্তী। ভীষ্ম দ্রোণ গত,
শুনিলাম এ সময়ে তুমি সেনাপতি ;
আকুল আমার প্রাণ—
ভ্রাতৃ বধে ভাই !
পুত্রহারা হবে কুন্তী তুমি কিম্বা পাণ্ডব উচ্ছেদে৹
তাই লোকলজ্জা দিয়া বিসর্জ্জন—
যে কলঙ্ক গোপনের তরে
বক্ষ-ক্ষীরে বঞ্চিত করিয়া তোমা,
নয়নের নীরে ভাসি'
নদী জলে দিয়াছিনু ডালি—
আজি স্বইচ্ছায় সে কলঙ্ক ধরি' শিরোপরে,
—সেই নদীতট
ভিখারিনী বেশে এসেছি তোমার কাছে।

কর্ণ ও কুন্তী—(২য় খণ্ড)।

কুন্তী। পুত্র !
ভিক্ষা— এ সময়ে দেহ ক্ষমা,
মিল' যুধিষ্ঠীর সনে,
ছয় পুত্র মোর রহুক জীবিত

কর্ণ। এত মায়া, এত স্নেহ, এতই করুণা
ওই বক্ষে তব,

তবে কহ গো জননী,
কোন প্রাণে বিসর্জ্জিলে মোরে ?
অবোধ অজ্ঞান শিশু
দশ মাস দশদিন গর্ভে দিয়ে স্থান
মৃত্যু মুখে দিয়াছিলে সঁপি'
প্রথম তনয়ে তব ?
কহ মাতা,
তখন কাঁদেনি কি মায়ের পরাণ ?
বিন্দুবারি ঝরেনি নয়নে ?

কুন্তী। পুত্র !
আর লজ্জা নাহি দেহ মোরে !

কর্ণ। কোথা লজ্জা ?
বুঝিয়াছি মাতা—
আগমন কারণ তোমার—
পুত্র স্নেহে অন্ধ তুমি !
কিন্তু আস নাই মোর তরে
আমি সেই বিসর্জ্জিত অভাগা তনয় তব !
আসিয়াছ—
পঞ্চপাণ্ডবের কল্যাণ কামনা করি',
আর-কলঙ্কের ডালি তুলে দিতে শিরে মোর !
হ'ক্-তাতে না ছিল আক্ষেপ ;
কিন্তু সত্যে বদ্ধ আমি দুর্য্যোধন পাশে,
আমরণ আজ্ঞা তার করিব পালন।

ত্যজিয়ে তাহারে না পারিব কভু
যদি জগতের সমস্ত মাতৃত্ব
আজ দীন-কণ্ঠে ভিক্ষা করে কর্ণের নিকটে।

কুন্তী। তবে নিষ্ফল হইবে ভিক্ষা ?

কর্ণ। এ জীবন করেছ নিষ্ফল,
ব্যর্থ করিয়াছ সব সাধনা আমার,
ক্ষত্র হ'য়ে নহি ক্ষত্র আমি
রবিত্যুতি ধূলিসাৎ করিয়াছ তুমি—
দুর্য্যোধন বক্ষে স্থান দিয়েছে সাদরে।
কি আশ্চর্য্য, ভিক্ষা তব হইবে নিষ্ফল!
মাতা,
নাহি জান কি করেছ তুমি;
নাহি জান,
কি উত্তাপ—কি যন্ত্রণা ভীষণ
এই হৃদয়ের স্তরে স্তরে
রয়েছে সঞ্চিত!
তুমি যদি স্থান দিতে কোলে
আজ ভারতের ইতিহাস হ'ত অন্যরূপ।

কুন্তী। আজ আমি যদি বলি
যুধিষ্ঠির সগৌরবে সিংহাসনে বসাবে তোমারে
জ্যেষ্ঠ বলি পূজিবে চরণ।

কর্ণ। ভাগ্যবান যুধিষ্ঠির,
ভাগ্যবান আর ভ্রাতা তার—

এই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হয়েছে তারা ;
চিরদিন মন্দভাগ্য আমি,
এই স্নেহে হয়েছি বঞ্চিত !
আসিয়াছ পঞ্চ তনয়ের কল্যাণ কামনা করি,
পঞ্চ পাণ্ডব জননী,
এসেছ যখন
সাধ্যায়ত্ত যাহা তাহা করিব গো দান ;—
নহে সিংহাসন লোভে ;—
সিংহাসন অতি তুচ্ছ কর্ণের নিকটে !
শুধু রাখিতে সম্মান তব,
করি পণ—
এই যুদ্ধে হয় পার্থ, নয় কর্ণ
ধরা হ'তে লইবে বিদায়—
তুমি রবে চিরদিন পঞ্চপুত্রের জননী।

কুন্তী। বৎস,
বুঝিয়াছি অভিমান তব।
আমি নারী দুর্ব্বলা অভাগী,
মনো ব্যথা মোর
জানেন সে অন্তর্যামী যিনি !
কি বলিব-ক্ষমা কোরো মোরে,
ক্ষমা কোরো জ্ঞানহীনা জননী বলিয়ে ;
জেনো—
শুধু করি নাই ব্যর্থ তোমার জীবন

জীবন-সঙ্গিনী চির ব্যর্থতা আমার—
আমি মাতা অভাগা কর্ণের !

এ, কে, পাল এবং এ, দাসী

পি, ১১০০

উভয়ে। হরিহর হের মানস নয়নে নামে রহ সদা ভোর
শান্তি প্রেমেতে রহিবি মগন ঘুচিবে মায়ারই ঘোর।

পুরুষ। পাগল ভোলার বিহ্বল আঁখি পরাণ নির্ব্বিকার।
শতবারি মালা মোহন জটায় সর্প কণ্ঠহার।

স্ত্রী। শ্যাম কলেবর উজ্জল আখি আধ বঙ্কিম ঠাম
রাধার হৃদয়ে বাধা দূরে দিতে ব্রজরাম অভিরাম।

পু। দুঃখে সম্পদে অটল চিত্ত সমাধি মগ্নপ্রাণ

স্ত্রী। বনফুল মালা কণ্ঠে দোদুল অধরে বংশীগান।

পু। দেবতা আমার হৃদয় দেবতা শান্তি মন্ত্র মোর

স্ত্রী। দেবতা আমার হৃদয় দেবতা প্রেমের মন্ত্র মোর।

পু। দাও সে সাধনা দাও সংযম ঘুচাও এ মোহ ডোর

স্ত্রী। দাও সে পিরীতি মধুর গরীমা নয়নে স্বপ্ন ঘোর।

পু। জয় জয় শঙ্কর হর মৃদঙ্গ শেখর পিনাকী শঙ্কর বৃষবাহন

স্ত্রী। জয় জয় জয় মঙ্গলদায়িনী শুভদে বরদে ভবেশ
ভামিনী॥

পু। জয় জয় জয় ত্র্যম্বক ভব ত্রিপুরান্তক গঙ্গাধর হর
ত্রিলোচন।

স্ত্রী। জয় জয় জয় শিব সিমন্তিনী কমলা বগলা
ত্রিতাপ হারিণী॥

এ, চৌধুরী এবং শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী।

৮১২১ 'রাজা ও রাণী' হইতে।

কুমার। শঙ্কর পড়েছে ধরা। শত্রুচর ধরেছে তাহারে।
নিয়ে গেছে জয়সেন কাছে। আর তো সহে না!
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমিত্রা। মোরা দুইজনে যাই রাজ সভামাঝে ;
দেখিব কেমনে, কোন ছলে জলান্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব।

কুমার। শঙ্কর বলিত,—
'প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু বন্দি ভাবে
দিওনা ধরা।" পতৃসিংহাসনে
বসি বিজেশের রাজা দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি—একি সহ্য হবে?
অনেক সহেছি বোন্, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে।

সুমিত্রা। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল!

কুমার। বল, বোন, বল, "তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল।" এই ত তোমার যোগ্য কথা।
ভাল করে ভেবে দেখ!
বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল। বল
একি সত্য নয়? থেকো না নীরব হয়ে,
বিষাদ আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে।
মুখ তোল্, স্পষ্ট ক'রে বল একবার,
ঘৃণিত এ প্রাণ ল'য়ে লুকায়ে লুকায়ে
নিশিদিন মরে থাকা একদণ্ড, একি
উচিত আমার?

সুমিত্রা। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

কুমার। আমি রাজপুত্র,
ছারখার হয়ে যায় সোণার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন
প্রজা—কেঁদে মরে পতি পুত্রহীনা নারী
তবু আমি কোন্‌মতে বাঁচিব গোপনে?

সুমিত্রা। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

কুমার। বল, তাই বল।
ভক্ত যার অনুরক্ত মোর—প্রতিদিন
সঁপিছে আপন প্রাণ নির্য্যাতন সহি।
তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
জীবন করিব ভোগ—একি বেঁচে থাকা?

সুমিত্রা। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।

কুমার। বাঁচিলাম শুনে।
কোন মতে রেখেছিনু তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দ্দোষের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ।
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যতই কঠিন হোক্!

সুমিত্রা। করিনু শপথ।

কুমার। এ জীবন দিব বিসর্জ্জন। তারপরে
তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজ হস্তে
জালন্ধর রাজকরে দিবে উপহার।
বলিও তাহায়—"কাশ্মীরের অতিথি তুমি
ব্যাকুল হয়েছ এত যে দ্রব্যের তরে
কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা
আতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে তোমারে পাঠায়ে।"
মৌন কেন বোন? সঘনে কাঁপিছে কেন
চরণ তোমার? বস এই তরুতলে!
পারিবে না তুমি? একান্ত অসাধ্য একি!
তবে কি ভৃত্যের হস্তে পাঠাইতে হবে
তুচ্ছ উপহার সম এ রাজ মস্তক?

(সুমিত্রার মূর্চ্ছা)

ছি ছি বোন। উঠ, উঠ!
পাষাণে হৃদয় বাঁধ। হয়ো না বিহ্বল।
দুঃসহ এ কাজ—তাইতো তোমার পরে

দিতেছি দুরূহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহা ক্লেশ যত। বল, বোন,
পারিবে করিতে ?

সুমিত্রা। পারিব।

কুমার। দাঁড়াও তবে।
ধর বল, তোল শির। উঠাও জাগায়ে
সমস্ত হৃদয় মন। ক্ষুদ্র নারী সম
আপন বেদনা ভারে পোড় না ভাঙ্গিয়া।

সুমিত্রা। অভাগিনী ইলা !

কুমার। তারে কি জানিনে আমি ?
হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত ? সে আমার ধ্রুবতারা
জীবনে মরণে। মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ,
চল বোন ! আগে হ'তে সংবাদ পাঠাই
দূতমুখে রাজসভা মাঝে,
কাল আমি যাব ধরা দিতে।

—০—

টি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

কর্ণার্জ্জুন হইতে।

কর্ণ। ভাগ্য—ভাগ্য !
নাহি জানি ছায়া কিংবা কায়া—

কোন মায়ার সৃজন :
নারী কিংবা নর—কি আকার তার,
পীড়নে যাহার ত্রস্ত ত্রিসংসার ;
চ্ছাচার—শাসন দুর্ব্বার—
অবহেলে করে পদানত দেবতামানব !
নিয়তি—নিয়তি—ও বাঘা বাঘ !
কোথা তার স্থান ?
বিশ্ব হ'তে কত—কত দূরে,
কোন স্বর্গে, ভীষণ নরকে
কিংবা অন্ধতম রসাতলে ?
যদি পাই—পাই সম্মুখে আমার
গুরু দত্ত অসির প্রহারে
খণ্ড খণ্ড করি তারে
করি দূর জগতের জঞ্জাল।

নিয়তি। ওঃ! তুমি দেখছি বড্ড রেগেছ! কি জানি যদি আমার ঘাড়েই অস্ত্রটা ব'সিয়ে দাও! কাজ নেই আমি গরীব বেচারা—আমার সরে পড়াই ভাল! সামান্য স্ত্রীলোক অপমান করে, তার আবার আস্ফালন দেখ!

কর্ণ। রে হৃদয়
সহজাত অভেদ্য কবচ
কোন অভেদ্য পাষাণে গঠন তোমার ?
কত দূর—কতদূর সহ্য গুণ তব ?
হে তপন,

হৃদয় আনন্দ নিধি, আরাধ্য আমার,
পাংশু আবরণে কেন ঢেকেছ বদন ?
দাঁড়াও দাঁড়াও দেব, দাঁড়াও ক্ষণেক
তুমি ইষ্ট—তুমি সাক্ষী—
তুমি ক্ষণ রহ স্থির
হে অস্তগামী অন্তর্য্যামী জগত নয়ন
এ জীবন ডালি দিই সম্মুখে তোমার ;—
সূতপুত্র কর্ণ নাম
যাক্—যাক্ মুছে—
যাক্ মিশে অনন্ত আঁধারে—
মৃত্যু হোক্ একমাত্র আশ্রয় আমার ।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। আর তুমি হও একমাত্র আশ্রয় পদ্মার ।

(মাল্যদান]

কর্ণ। একি ! কে ! কে তুমি ! •একি ক'ল্লে ? কার গলায় মালা দিলে ?

পদ্মা। আমার স্বামীর ।

কর্ণ। কে তুমি ?

পদ্মা। তোমার দাসী ।

কর্ণ। কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে ? উন্মাদিনী ! কে তুমি ? তুমি কি জান আমি কে ?

পদ্মা। জানি ; তুমি আমার স্বামী ।

কর্ণ। না—না, সূত পুত্র আমি—
সূত পুত্র আমি—
সর্ব্ব ঘৃণ্য ; সর্ব্ব হেয়,
নীচ—অতি নীচ
পরিচয় হীন—
অধিরথ সূত, দীন রাধার নন্দন।

পদ্মা। হোক, তবু তুমি মোর স্বামী।

কর্ণ। শোন উন্মাদিনী
জীবনের তটপ্রান্তে
করিয়াছি চরণ স্থাপন—
শোন—মৃত্যুকামী আমি।

পদ্মা। তবু—তুমি মোর স্বামী।

কর্ণ। কি করিলে বালা ?
কার গলে দিলে কুসুমের মালা ?
ফেলিয়া এসেছি আমি জীবন পশ্চাতে
হের অস্তগামী রবি ছবি সম্মুখে আমার
অনন্ত আঁধার আসিছে গ্রাসিতে মোরে—
তুমি চাহ
ফুল দিয়া রোধিবারে গতি তার ?

পদ্মা। না না আমি কারও গতিরোধ করতে চাই না। তুমি যদি মৃত্যুকামী হও, কোন ক্ষোভ নেই, কোন দুঃখ নেই। আমি দাসী তোমার নিকট শুধু এই অধিকার চাই—তোমর সঙ্গে আমাকেও মৃত্যু বরণ করতে দাও।

কর্ণ। একি আশ্চর্য্য! সয়ম্বর সভামাঝে অবজ্ঞায় মুখ ফেরাল যে সেও নারী—আর তুমিও নারী! আভিজাত্য অভিমান হীনা, কে তুমি রহস্যের মত তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে? এখন আমি কি করি?

পদ্মা। যা তোমার ইচ্ছা। তুমি মরতে চাও জেনো, আমিও তোমার সঙ্গিনী।

কর্ণ। স্থদর্শনে!
দর্শনে তোমার
মৃত্যু হ'ল আজি পরাজিত;
লাঞ্ছিত জীবন
ধন্য হ'ল পুণ্য পরশে তোমার।
অভিশাপ—
মৃত্যুকালে রথচক্র গ্রাসিবে ধরণী
আজি জীবন প্রভাতে
কালচক্র গ্রাস করিল রমণী।

— • —

ডিসেম্বর ১৯২৬ সে—প্রকাশিত রেকর্ড।

মিস্ আঙ্গুরবালা।

পি ৮১০৮ আত্মদর্শন হইতে।

আমি আমি বলে কারে ভাব মন
কে তুমি, তোমার কে আপন ?
যে আমিতে সেই আমি পাবে
কর না তার অন্বেষণ ॥
আমার, আমার—পুত্র পরিবার—
আমি কিন্তু কে ঠিকানা নেই তার
পঞ্চভূতে আমায় দিয়েছে আকার
দিয়ে নিতে তার কতক্ষণ ?
তখন আমি কোথা যাবে
অনন্তে মিশাবে
অনন্তই রবে দিনর্শন !
বিমনা হয়োনা, বিপথে যেওনা
সে পথে পাবে না নিত্যধন,
চল সত্যপথে বিবেকের সাথে
হৃদয়ে হেরিতে নব বৃন্দাবন ॥

মন তোমায় বুঝাই কত বল না
সবই মায়া, সবই ছায়া, সবই মায়ার ছলনা ॥
ভাল ব্যাসাৎ ক'রতে এলে, আপনারে ভুলে গেলে
অনিত্যে এ প্রাণ সঁপিলে পেয়ে কাঞ্চন ললনা।
কেবা তোমার সঙ্গের সাথী মাতা পিতা পুত্র নাতি
ভাবছ কেবল স্বর্গের বাতী, সাথী কে তা' দেখলে না ॥
ভাবছ মায়া অমূল্যধন. হাঁসি মুখে করে যতন
মায়ার সৃষ্টি, নারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারলে না
এখন ভাঙ্গা হাটে হাট ক'রে নাও—যা কিছু পাও ভুল না ॥

———

আশ্চর্য্যময়ী দাসী।

পি ৮১০৯ কীর্ত্তন—মিশ্র।

(আজি) যামিনীর শেষে ঘুমের আবেশে
কি দেখিনু আজি স্বপনে
দেখিলাম যাহা ভুলিবারে তাহা
পারিব কি কভু জীবনে ?
নব জলধর শ্যাম নধর সুন্দর ঠাম
(এমন রূপ দেখি নাই) (জীবনে, নয়নে আমি)
কিবা মনোহর মধুর মূরতি
লাগিয়া রয়েছে নয়নে।
হায় : ভুলিব কি কভু জীবনে ?

হাতে বাঁশরীই বুঝি সেটি
স্বপনে দেখেছি যমুনার জল উজান করিল যেটি
(তখন উজান বহিল যমুনা) (মোহন বেণু শুনে)
(হরষে মাতিল) (তালে তালে বাঁশীর)
(পশু পক্ষী এক সনে) (যমুনার সনে সবে)
ব্রজবালা যত ছুটে এলো সবে
সে স্বর পশিতে শ্রবণে
আহা ! ভুলিব না কভু জীবনে ॥

ইমন।

শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর
মরি মুরহর কি মুরতি রে।
(কিবা) সুঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ অনঙ্গ মোহন
নীলকান্ত জিনি জ্যোতিঃ রে ॥
সুচারু চাঁচর চিকুর পরে
শোভিছে মোহন চূড়া রে,
(তায়: ললাট ফলকে বিজলী চমকে
ঝালরে মুকুতা পাঁতি রে ॥
(কিবা) শ্রবণ যুগলে মকর কুন্তল
অলকা তিলকা ভালে
(তায়) খঞ্জন জিনি নয়ন যুগলে
অঞ্জনে শোভা অতি রে—

অকলঙ্ক পূর্ণ কোটী ইন্দু যেন
উদিত পদ নখরে
(তায়) চকোর চকোরী দিবা বিভাবরী
ভ্রমে, ভেবে নিশাপতি রে ॥

মিস্ ইন্দুবালা।

পি ৮১১০ কীর্ত্তন।

(ওগো) কি দারুণ বুকের ব্যথা
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ
পিরীতির কথা ॥
পিরীতি মূরতি কভু না হেরিব
এ দুটী নয়ন কোণে।
পিরীতি নগরের বসতি ত্যজিয়া
যাইব গহন বনে ॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে ॥
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু তিতায় তিতিল দে'।
পিরীতি পিরীতি মধুর মূরতি
এ তিন ভুবনে কয়।
পিরীতি করিয়া দেখিনু বুঝিয়া
কেবলি গরলময় ॥

কে বলে পিরীতি ভাল ?
হাসিতে হাসিতে করিয়া পিরীতি
কাঁদিয়া জনম গেল।

—০—

(হায়) কিশোরী আর বাঁশরী
শুনবে না, সে রাগ করেছে।
কবে কালশশী বাজিয়ে বাঁশী
তারে বুঝি গাল দিয়েছে॥
যমুনাতে আর যাবে না
গুরুজনার গাল খাবে না (কিশোরী)
প্রাণ নিয়ে লুকোচুরী খেলা সে ছেড়েছে।
এবার ঘরের কাজে সকাল সাঁজে মনপ্রাণ রাই
সব ঢেলেছে॥
কাল নাম যে শুনবে
তার সঙ্গে না কথা কবে
কালার সঙ্গে প্রেম করে সে কালী মেখেছে॥
ভাবে কি করিলে তারে ভোলে
কাল'ই রাধার কাল হয়েছে॥

—*—

শ্রীমতী নীহারবালা।

পি ৮১১১ "অযোধ্যার বেগম" হইতে।

তুমি আমারি তুমি আমারি,
তুমি আমারি তুমি আমারি।
অন্তরে বাহিরে ঘুম জাগরণে,
সতত তোমারে নেহারি॥
থেক কাছে কাছে দূরে যেওনা,
দিয়েছ যে ভালবাসা ফিরে চেওনা;
জীবনে মরণে বঁধু আমি তোমারি।
আমি তোমারি॥

"চিরকুমার সভা হই:ত।

ও আমার ধ্যানেরি ধন
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন।
আসে বসন্ত ফোটে বকুল কুঞ্জে পূর্ণিমার চাঁদ হেসে আকুল
তারা তোমায় খুঁজে না পায়
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন।
আঁখিরে ফাঁকি দাও একি ধারা
অশ্রুজলে তারে কর সারা।
গন্ধ আসে কেন দেখিনে মালা,
পায়ের ধ্বনি শুনি পথ নিরালা;

বেলা যে যায় ফুল যে শুকায়—
অনাথ হ'য়ে আছে আমার ভবন॥

শ্রীমতী রমা মজুমদার (এমেচার)

পি ৮১১২

নাইরে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে
এখন চলরে ঘাটে কলসখানি ভ'রে নিতে।
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যা গগন আকুল করে
ডাকে আমায় পথের পানে সেই ধ্বনিতে॥
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া
প্রেম নদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া
জানিনে যে আর ফিরবো কিনা
তার সাথে আর হবে চেনা
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে॥

ও আমার চাঁদের আলো
আজ ফাগুনে সন্ধ্যাকালে ধরা দিয়েছ,
ধরা দিয়েছ যে আমায় পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
সে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায়
তারায় তারায় সুরের ধারায় বন্যা জাগায়
মোর অঙ্গিনায় বাজলো গো।
বাজল' সেই সুর আমার প্রাণের তালে তালে॥

সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইসারাতে
দক্ষিণ হাওয়ায় দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে
শুভ্র তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণে
রঙের হিলোল করলে বিলোল আমার প্রাণে
মর্ম্মরিত মর্ম্ম গো
মর্ম্ম তোমার জড়ায় হাসির জালে।

শ্রীমতী সাহানা দেবী (এমেচার)

পি ৮১১৩ কালেংড়া।

বঁধু ধর ধর মালা পর গলে
ফিরে দিওনা বন কুসুম বলে!
কাঁটার ঘায়ে রাঙ্গা হাতে
ফুল তুলেছি আঁধারে দুঃখ রাতে
তারে গেঁথেছি বিজনে আঁখি জলে
প্রেমের কূলে ছিনু একা
আজি তোমারে একেলা পেনু দেখা
ঘর ভুলিনু তবু বেণুর বোলে
যদি না মালা শোভে গলে
তারে দিও ঠাঁই তব পদতলে
তোমায় ধরিব হৃদয় শতদলে!

দরবারি কানাড়া।

তোমারেই ভালবেসেছি আমি, তোমারেই ভালবাসিব
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে! তোমারই সুখে হাসিব।
মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নায় জাগরণে
মুদিব নয়ন তব সুপ্ত নয়ন সনে
জীবনে মরণে আমি তোমারই, তোমারি কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব!

শ্রীমতী শস্তী দেবী (এমেচার)

পি ৮১১৪ কীর্ত্তন।

আর কতকাল থাক্‌বো ব'সে দুয়ার খুলে (বঁধু আমা
তোমার বিশ্বকাজে (বঁধু হে) আমারে কি রইলে ভুলে? (ঐ)
বাহিরের উষ্ণ বায়ে, মালা যে যায় শুকায়ে
নয়নের জল বুঝি তাও বঁধু মোর যায় ফুরায়ে;
(শুধু) ডোরখানি হায় (বঁধু হে) কোন্ পরাণে তোমার
গলায় দিব তুলে।
বিরহে দিন কাটালি কত যে কথা ছিল
কত যে মনের আশা ওগো মনের মাঝে রহিল
কি লয়ে (বঁধু হে, বঁধু আমার)
থাক্‌বো বল তুমি যদি রইলে ভুলে (বঁধু আমার)।

ভৈরবী।

দিন চলে যাবে,

মন আমার সদাই ভাবে, এ দিন চলে যাবে।

গভীর দুঃখে কি মনের সুখে

ওগো দিন নাহি দাঁড়াবে

আমার দিন চলে যাবে।

রাতের পরে দিন আসে

দুঃখের পরে সুখ হাসে

যদিও আমি থাকি বসে, তবু দিন নাহি রবে।

হেথা নানা লোকের মাঝে

থাকি আমি কতই কাজে

আমার মনে (প্রাণে) যখন ব্যথা বাজে ভাবি এদিন নাহি রবে।

ওগো মন আমার ব্যাকুল ভাবে

সদাই ওগো তোমায় চাবে

ও সে জানে যবে সময় হবে

সেই শেষের দিনে তোমায় পাবে।

শ্রীঅভয়াপদ চ্যাটার্জি।

প ৮১১৫ নব্যা স্ত্রী।

বিশ্রামটাই কাজের অঙ্গ সেইটাই বড় কাজ

তোমায় বাজে কাজের জন্যে আছে মা, ভগিনী, ভাজ।

কুলীর দ্বারা যে কাজ চলে
সে কাজ আমায় করতে বলে
পত্নী তোমার বাঁদী দাসী হয় না মনে লাজ ॥
কাপড় কাচো, বাসন মাজো, এঁটো ঘুচাও বাপ
দুদিন পরে বলবে কর পায়খানাটাও সাফ ;
ঘটর ঘটর বাটনা বাটো
আলুর সঙ্গে আঙুল কাটো
রান্না ঘরে গিয়ে পর মাথায় হানো বাজ
চিঠি লেখা, গল্প করা, নাটক নভেল বোঝনা
মূর্খেরা সব মনে করে যেন বড়ই সোজা ;
দেশের দশের খবর রাখা
বাজে ভাবো সাবান মাখা
উলের লেসের ফুল তোলা আর নারী দেহের সাজ।
চাকর বাকর রাখতে নারো মিছে আমার দোষ
দুজন না হয় মাসী পিসিই নীচের ঘরে পোষ ;
বুঝেছি তো তোমার ওজন
না হয় বল দাসী দুজন
খরচ দিয়ে পাঠিয়ে দিতে লিখছি বাসায় আজ ।

কালোর গুণ।

হায় রে কালো মন্দ কিসে ?
একটু হিসেব ক'রে দেখলে পরে
কালোই ভালো বল্‌বে শেষে ॥

মহেশ্বর তো গৌরবরণ
বুকে দেখ' কালীর চরণ
আবার সোণার বরণ লক্ষ্মী ঠাকরুণ
বিষ্ণুর চরণ টিপছেন বসে॥
নন্দ ঘোষের কালো ছেলে
মজালে সে গোপীকুলে
যমুনার সেই কালো জলে
তাদের কুলমান সব গেল ভেসে॥
কালো জলে পদ্ম ফোটে
আবার কালো কোকিলের কুহু তানে
মাতায় প্রাণ যে নবীন রসে॥
কালো চুলে শোভে নারী
সাদা চুলে হয় সে বুড়ী
আবার দেখ, ফেজবরে সব রসের বুড়ো
সাদা মাথায় কলপ ঘসে॥
কালো পাঁঠার মাংস ভাল
যত কাল' ততই ভাল
তবে গিন্নী আমার সবসে ভাল
দুটো মুখ'নাড়া কই দিস্‌না এসে॥

এ, পঙ্কজ।

পি ৮১:৬

ইমন।

নয়ন চাহিছে হেরিতে তোমায়
তুমি কেন দেখা দাও না দাও না ?
শ্রবণ শুনিবে মধুর বাণী
কাছে কেন তুমি এস না ?
হৃদয় আসন সাজান রয়েছে
এসে কেন বারেক বসনা ?
মন প্রাণ সদা তোমারে চাহিছে
ধরা দিতে কেন চাও না ?
নিদয় নিঠুর নহ তো গো তুমি
এমন হলে কেন বলনা ?
আমায় বল না আমায় বল না ॥

সুরট—মিশ্র।

তুমি কর গো আমায় বধির
তোমার অধীর বাঁশরী বাজায়ে।
হৃদি কদম্বের শিহরণ তুলি
হিয়ার যমুনা নাচায়ে ॥
ধেনুগণ গোঠে নাহি আসে হায়
বাজে না তো বেণু

বহেনা উজান তোমার বাঁশী
বাজে নাকো তান যে তালে।
আকুল কর গো ব্যাকুল কর গো
বাজায়ে তব বাঁশরী
আর কোন্ দিকে যেন যাইতে না পারি
তারি মায়া সম্পাসরী;
লজ্জা সরম ভরম ধরম কিছু নাহি চাহিব
শুধু তোমাতে মজিতে, তোমারি হইতে
তোমাতে ডুবিয়া যাইব চলে।

—০—

দ্বিজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

পি ৮১১৭ তিলক-কামোদ—ঠুংরী।

কেমনে সখি যাব যমুনায়।
যমুনাতে যেতে আর মন নাহি চায়!
যমুনাতে গেলে পরে কুল রাখা হবে দায়
যে যায় যাক যমুনা জলে
আমি ত যাবনা জলে,—
কালা কত ছল ক'রে বাঁশরী বাজায়।

———

বারওয়া—ঠুংরী।

পাপিয়া ধরিল তান;
বধিল মম প্রাণ।

শুনে পাপিয়ার তান,—
বিরহীর যায় প্রাণ,—
যায় বুঝি কুলমান,—
বধিল জীবন।

—·—

৺হেমেন্দ্রনাথ দত্ত

প ৮১১১ মোহিনী কালেংড়া।

দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর, সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে
হেথায় জোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর (আমার)
এ কাননে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলিয়ে
সুখে গাঁথিব মালা পরাব গলায়
আধ আধ ঘুম ঘোর।
আয় আয় সখি আয় লো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা
খেলিব দুজনে মনের খেলারে

সুখে রহিব মিশি দিবস নিশি
করিব রজনী ভোর॥

—•—

দেশ—কালেংড়া।

দে লো সখি দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুল ফুলহার।
আধ ফোটা জুঁইগুলি
যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুল হার॥
তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারে বার॥
আজি এত শোভা কেন
আনন্দে বিবশা যেন
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে
আজি তোরা দেখে যা, দেখে যা
তরুণ তনু এত রূপরাশি
কহিতে পারে না বুঝি আর।

—•—

কে. মল্লিক।

পি ৮১২০ সিন্ধু খাম্বাজ।

গুণ শুনে যার মন ভুলিল না জানি তার রূপ কেমন।
(মন) হ'ল উচাটন কোথায় গমন করিলে পাই তার দরশন॥
কেহ বলে মেলে গহন বনে গেলে
কেহ বলে মেলে হর-হৃদি কমলে
সর্ব্বভূতেশ্বরী যোগীগণে বলে, ভক্তের হৃদয়ে থাকে সে গোপন
আলো করা রূপ কাল মন হরা
কাল নিবারিণী ভালে শশী ধরা
মায়াতে আবৃত করে নয়ন তারা
হেরিতে না দেয় তারা কেমন॥

— :*: —

ইমন কল্যাণ।

জনমাবধি আমি তোরে না ডাকিনু স্বামী
দিনগুলো মিছে গেল কেটে।
আমার যা কিছু ছিল কি জানি কোথায় গেল
হিংসা বুঝি সব নিলে লুটে॥
তোমারে ডাকিব বলে আইনু মায়ের কোলে
কুহকেতে সব গেল টুটে;
কর্ণ দাও রুদ্ধ ক'রে, কর প্রভু অন্ধ মোরে
চরণেতে পড়ি গিয়া লুটে॥

জোনোফোন রেকর্ড সঙ্গীত

জোনোফোন রেকর্ড সঙ্গীত।

বেদানা দাসী।

এন ৪৬৭ পুরবী।

আকাশে ঢেউ লেগেছে, চাঁদ ফুটেছে, চাঁদের গায়।
ছড়িয়ে গেছে সোণার কিরণ ফুর ফুরে হাওয়ায়॥
দেখলে অলস, নয়ে ফল, গগন ভরা ফুল,—
ফুটছে পবন বেয়ে সোহাগে আকুল,—
দেখলে পাছে জড়িয়ে ধরে পায়।
তাই তোরে বারণ করি, যাসনে লো তার সীমানায়॥

যামিনী যে যায় হায়,
আশা মম পূরিল না।
রমণীর নিজ মনে; মনে কেন রাখিলে না।
আমি তোমায় ভালবাসি,
প্রাণ দিয়ে সদাই তুষি।
তাতে তুমি না হও খুসি, আমায় ভালবাসিলে না॥

—•—

এন ৪৮০ ভৈরবী।

বনে বনে ঢুঁড়ি রে বঁধুয়া কাঁহা গেই!
দরশন নাহি পাইঁরে বঁধুয়া কাঁহা গেই।

যৌবন লুটি পিয়া গেছে ভাগি,
(দরশন নাহি পাইঁরে বঁধুয়া)
জিয়ালে নাহি যাছুরে বঁধুয়া কাঁহা গেই !

—০—

অপলা।

সরলা কি খেলা এ যে নূতন খেলা।
নয়ত ছেলেখেলা এত প্রেমের মেলা।
উঠলো সই যৌবন ফুটি, ভাল লাগে কি ছুটোছুটী।
নিরিবিলি বসে ছুটি ধ'রে ছুটির গলা !
পাঠশালের পাঠ সাঙ্গ হ'লো দেখ সে প্রেমের মেলা !

মিস্ ভট্টাচার্য্য।

এন ৮৬০ খাম্বাজ।

সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি।
সে গো তারে চেয়েছিল হতভাগিনী॥
এসেছিল নীরব রাতে, বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপন মাঝে বাজে যেন গভীর রাগিণী।
জেগে দেখি দখিণ হাওয়া পাগল করিয়া,
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ঘেরিয়া,
কেন আমার রজনী যায় কাছে পেয়ে কাছে না পাই
কেন গো তার মালার পরশ বুকে লাগে নি॥

বেহাগ খাম্বাজ।

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল-নন্দনে।
কবে তাপিত এ চিত্ত হইবে শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে।
কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি হারা,
তোমার নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ বিপুল পুলক-স্পন্দনে।
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া যাত্রা করিব শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না হৃদয় গলিবে না কাহার করুণ-ক্রন্দনে॥

—*—

মিস্ চারুশীলা।

এন ৮৫৭ বরুণা।

আমার সাধের ময়না।
একটা দু'টি কাটতে বুলি, শিকল কেটে উড়ে গেলি,
আদর সইল না।
এখনো তোর কচি পাখা, গলায় কাঁঠি দেয়নি দেখা,
রাধা বুলি আধা শেখা, কাণে ঠেকে না।
মাথায় ঠুক্‌রে দেবে কাক, উড়তে খাবি ঘোরণ পাক,
কার কানাচে আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে যাবে ডানা॥

———

কেদারা মিশ্র।

আজি এসেছি, আজি এসেছি, বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি রূপ গান।

আজি আমার যা কিছু আছে এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দেই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি তোমার অধরে ধরি,
কর বঁধু কর তায় পান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,
তোমাতেই হউক অবসান ॥
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন-সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল-কলরব
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান।
আজি এমন চাঁদের আলো, মরি যদি তাও ভাল
সে মরণ স্বরগ সমান ॥
আজি তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে
আসিয়াছি তোমার নিধান।
আজি সব ভাষা সব বাক্ নীরব হইয়া যাক্
প্রাণে শুধু মিশে থাক্ প্রাণ ॥

এন ৮৫৮

নবযৌবন।

বুঝি বউ কয়নি কথা অভিমানে।
তাই জ্বালা জুড়িয়ে দিল জীবনদানে॥
মরেছিল সাধ রেখে বাকি,
তাই জন্ম নিয়ে হয়ে পাখী,
বলে বৌ কথা কও, বৌ কথা কও,
যদি কেউ মান করে থাক, পতির কাছে হেসে কথা কও,
নইলে বৌ কথা কও, বৌ কথা কও শুনতে হবে তোমার কাণে।
যখন বুক ফুটে তার প্রাণ বেরুবে, প্রাণের কথা থাকবে প্রাণে

পারিসানা।

আমার মিন্‌সে যদি মারা যায়।
(ভাবছি তাই) মনের মতন মানুষ পাওয়া দায়॥
একটু যেমন বয়স হয়েছে, সে তেমন আসে না কাছে
নেশার ঝোঁকে আনমনে আছে,
খিট্‌খিটে নয় হেসে কথা কয়,
মনের মতন হয়ে সদা রয়,
প্যানিপেনে নয় জড়ানে ফেরে না সে পায় পায়॥

শ্রীমতী পূর্ণকুমারী।

এন ৪৮১

কীর্ত্তন।

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি।

কোথা চারু চন্দ্রাবলী কোথা বা সে জলকেলি,
কোথা সেই ললিতা সখী সুহাসিনী—
কোথা সেই রাসবিহারী বংশীধারী বামেতে রাই বিনোদিনী,
দেখাইয়ে দাও আমারে যমুনে সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদি মাঝে যার পা দুখানি,
হরি ব্রজগোপালের সেই চরণে লুটাইব দিবা রজনী।

———

পিলু বাঁরোয়া।

কি মধুর সুরে বাঁশী বেজে উঠল শ্যাম।
একি তোমার লীলা না বাঁশীর খেলা,
আমি বুঝিতে নারি গুণধাম॥
একবার বাঁশী বেজেছিল যমুনার কূলে
সে স্বপন-কথা ব্রজবাসী গেছে হে ভুলে—
সে আকুল প্রাণে নাইক সাথী শ্রীদাম সুদাম বসুদাম,
যমুনায় আর কি উজান, তুলবে সখা রাধার নাম॥

—○—

এন ৪৮২ খাম্বাজ—একতালা।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন, আকুল নয়ন রে।
আমি নিতি নিতি বনে করিব যতন কুসুম চয়ন রে॥
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল বসন্ত যাবে চলিয়া,
কত আশার স্বপন, উদিবে তপন, প্রভাতে যাইবে ছলিয়া
এ যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া, মরিব কাঁদিয়া রে।

সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব সাধিয়া সাধিয়া রে,
আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি, কার দরশন যাচি রে—
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া, তাই আমি
বসে আছি রে।

— —

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।
(গরব বাড়ায়েছ হে, গরবিনীর গরব বাড়ায়েছ হে)
হেন মনে করি ও দুটী চরণ সদাই রাখিব বুকে॥
(ছেড়ে দিব না হে, রাঙ্গা চরণ ছেড়ে দিব না হে)
(আমার হৃদয়ের ধন হৃদয়ে রাখিব, ছেড়ে দিব না হে)
আমার নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ,
(আমি নয়নে পরিব, নয়নের অঞ্জন ক'রে তোমায় নয়নে
পরিব।
তুমি হে কালিয়া চাঁদ
(ওহে) জ্ঞানদাস কয় তোমার পিরীত অন্তরে অন্তরে রয়॥

—•—

এন, ৪৫১ খাম্বাজ।

মাতিয়ে দে মা আনন্দময়ী, আনন্দেতে মেতে যাই।
একবার আমায় মাতিয়ে দে মা, যেমন মেতেছিলেন রাই॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নামসুধা পানে,
তারা মাতুক যত নর নারী, আমি দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই॥

নাম সুধারস পান করিলে ভব-ক্ষুধা যায় মা চলে,
(তারা) ওমা হয় যে মহাভাবের উদয়,
আমি সেই সুধাপান করতে চাই

—০—

"মা মা" রবে মনসুখে মন ত্রিতন্ত্রী বাজাও রে।
মায়ের রচিত সুমধুর বীণা বাজায়ে মায়ের গান গাওরে॥
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ঘেরি, সপ্তত্রিকোটি তন্ত্রী সারি সারি,
বাজিছে নিয়ত "মা মা" করি বীণার ভিতরে শুনরে।
দীন রাম বলে করোনা হেলা, বাজাও সাধের বীণা এই বেলা,
অজপা ফুরালে, যাবে লীলা ফেলে,
আনন্দে চলিবে আনন্দনগরে॥

—:০:—

এন ৪৫২ খাম্বাজ।

আমার চোখে যদি লাগে ভাল, কেন চাইব না।
দেখ্‌ব কেবল মুখখানি তার, তাও কি পার্‌ব না॥
আঁখি আমায় দিয়াছে বিধি, দেখ্‌বো বলে নিরবধি,
নয়ন ভ'রে দেখব তারে, কারুর কথা শুন্‌বো না॥

———

সাহানা।

আর বলে সে [illegible] আমার।
আসি বলে সে যায় চলে ফিরে ত আসে না আর॥
হাসিটুকু চুরি করে আসবে কি সে প্রমোদ-ভরে,

দুখের বোঝা চাপিয়ে গেছে প্রাণের ভিতরে ;
বদন ভরে ডাক্ রে মোরে একটিবার।
সে আমারি আঁধার প্রাণে হেসে সুধু আলো আনে,
পোড়া মন জেগে উঠে তার মধুর তানে,
বড় ভালবাসা তার হৃদি মাঝে হাহাকার॥

পি ৪৫৩ যোগিয়া মিশ্র।

একবার শ্যাম নাচ নাচ শ্যামারূপ ধরে।
হয়ে নৃত্যকালী দৈত্য-মুণ্ডমালী
নেচেছিলে যেমন অসুর সমরে॥
বহুদিন কানু বাজাইয়া বেণু
চরালে ত ধেনুগণে,
নটবর-বেশে লীলা প্রেমাবেশে
হল গোপী-বধূ সনে।
এখন বাঁকাশশী ক্ষণ রাখ বাঁশী
ধর ধর অসি করে।
ছাড় পীত-ধটী, বাঁধ কটিতটে নরকর হার,
দেখি রক্তনেত্র, রণক্ষেত্রে মুক্তকেশ-ভার ;
নাহি মুরলী-ঝঙ্কার ঘোর রণ-হুহুঙ্কার কাঁপায়ে অন্তরে,
খল খল হাস্য, টলমল বিশ্ব, শ্যামা-বামা-পদভরে॥

ঝিঁঝিট।

হরি হে আমার এই বাসনা।
আমার হৃদয় মাঝে উদয় হও হে বংশীধারী কেলেসোণা॥
বাজায়ে বোল রাধা বাঁশী, একবার ব্রজের খেলা খেল আসি;
আমার হৃদি হোক হে ব্রজের পাখী ও সুধানাম ভোগ রসনা॥
মনচোরা রাখাল বেশে একবার ব্রজের খেলা খেল এসে,
আমার হৃদি হোক্ হে কদমতলা ও সুধানাম ভোগ রসনা॥
মন কদম্ব অলঙ্কারে তারে কি সবাই ভুল্‌তে পারে;
আমি ভজন সাধন ছেড়ে দিয়ে তারই নাম করিব যে সাধনা॥

এন ৪৫৪ সিন্ধু।

তোমায় চিনিগো চিনিগো তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী॥
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে;
তোমায় দেখেছি হৃদয় মাঝারে ওগো বিদেশিনী।
আকাশে পাতিয়ে কান শুনেছি তোমারি গান;
তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়ে শেষে এসেছি তোমারি দেশে;
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী॥

রেকর্ড সঙ্গীত।

কীর্ত্তন।

কানু সে বিনোদ রায় গো—
ও তোর বিনোদ চূড়া বিনোদ বলিহার
উড়িছে বিনোদ বায় গো—
ও তার বিনোদ গলায় বিনোদ মালা
বিনোদ বিনোদ দুলে।
মালা আপনি দুলে (না দুলালে)
বিনোদ গলেতে মালা আপনি দুলে—
(আলো করেছে গো) গলায় আলো
করেছ গো। বিনোদ ফুলের
মালা আলো করেছে গো—
কিবা কোন্ বিনোদিনী সখীরে (ও সখি)
কিবা কোন্ বিনোদিনী বিনোদ গাঁথুনি গেঁথেছে
বিনোদ ফুলে, তার বালাই
যাই গো (সেই বিনোদিনীর
বালাই যাই গো)
অনুরাগ মিশাইয়ে মালা গেঁথেছে, তার বালাই যাই গো।
কহে শ্যামানন্দ বিনোদ নাগর বিনোদ
কদম্বমূলে (ধনি) দাঁড়ায়ে আছে,
বিনোদ কদম্বমূলে নাগর দাঁড়ায়ে আছে,
নারীর কুল মজাবে বলে নাগর দাঁড়ায়ে আছে,
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে নাগর দাঁড়ায়ে আছে,

ওগো বাম চূড়া বিলম্বিয়ে নাগর দাঁড়ায়ে আছে,
ওরূপ দেখিয়া, কত বিনোদিনী কলসী ভাসালে জলে।
আর রাখিতে নারে, কুল-কলসী
আর রাখিতে নারে, কুল-কলসী
ভাসাইয়ে দিলে আর রাখিতে নারে।

—•—

এন ৪১৩ বেহাগ খাম্বাজ।

রূপ দেখে ভালবাস সখা,
পায়ে ধরি ভাল বেস না সখা হে—
স্বপনেরি মত রূপ-অনুরাগ, ঘুম ভেঙ্গে গেলে রবেনা সখা হে॥
রূপেরই আকর তরুণ তপন, তাহে কর সখা প্রাণ সমর্পণ ;
প্রতি প্রভাতে বাঁধিবে সোহাগে, সেরূপ মলিন হবেনা সখা হে॥
ভালবাস যদি প্রেমেরি কারণ,
সে ভালবাসাতে করিনে বারণ ;
ভালবাস যদি জীবন মরণ,
আঁখি কারো পানে চাবে না সখা হে॥

—•—

ইটালিয়ান ঝিঁঝিট

প্রেমের কথা আর বলো না, আর তুল না,
আর তুল না, ক্ষম হে সখা হে,
ভাল থাক, সুখে থাক, থাক হে,
আমারে দেখা দিও না, দুদিনের আর জ্বেল না।